দ্য সোল অব রুমী

কোলম্যান বার্কস

BanglaBook.org

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর আত্মানুসন্ধানী কিছু কবিতা এবং বিশেষ করে তাঁর অমর গ্রন্থ 'মসনবী'র নির্বাচিত অংশের সংকলন 'দ্য সোল অফ রুমী'। এর সংকলনকারী ও ইংরেজি অনুবাদক কোলম্যান বার্কস একজন আমেরিকান কবি। রুমীর ওপর গবেষণা করতে গিয়ে নিজেও বাস্তবে একজন সুফী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি আধুনিক সাহিত্যের ওপর প্রচুর পড়াশুনা করেন ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ বার্কেলি ও চ্যাপেল হিলে। ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়ায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। পিবিএস টেলিভিশনে কবিতা বিষয়ক দুটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান 'দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লাইফ' () এবং 'ফুলিং উইথ ওয়ার্ডস' () এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে তিনি আমেরিকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কোলম্যান বার্কস ১৯৭৬ সালের আগে জালালুদ্দিন রুমীর নাম পর্যন্ত জানতেন না। তাঁর এক সহকর্মীর মাধ্যমে রুমীর আধ্যাত্মিক কবিতার পরিচয় ঘটলে তিনি তাঁর ভাবাবেশপূর্ণ কবিতার প্রেমে পড়েন। রুমীর কবিতার মর্ম অনুসন্ধান করার আগ্রহ তাঁকে সুফীবাদের অনুশীলন, সুফীদের সাহচর্য লাভ এবং ফারসি ভাষা পর্যন্ত আয়ত্ত্ব করতে হয়েছে।

রুমীর কবিতায় আধ্যাত্মবাদের গভীরতা তাঁকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই মহান সুফী সাধকের কবিতা অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। সার্বক্ষণিক ভীতি ও অবিশ্বাসের অনিশ্চিত এই যুগে সান্ত্বনা লাভের ও সাহস না হারাবার যে দৃঢ়তা আমাদের প্রয়োজন, কোলম্যান বার্কস তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

মুসলিম বিশ্বের প্রতি পাশ্চাত্যের সন্দেহ, ক্ষোভ ও অবিশ্বাস নিরসনে রুমীর কবিতা যে প্রলেপের কাজ করতে পারে তারই প্রমাণ নিউ ইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের এক বছর পর ২০০২ সালে 'দ্য সোল অফ রুমী' প্রকাশিত হলে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থটির বেষ্ট সেলারে পরিণত হওয়া। সাত শতাধিক বছর আগের প্রাচ্যদেশীয় একজন সুফীর কবিতা পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্ব কোলম্যান বার্কস-এর।

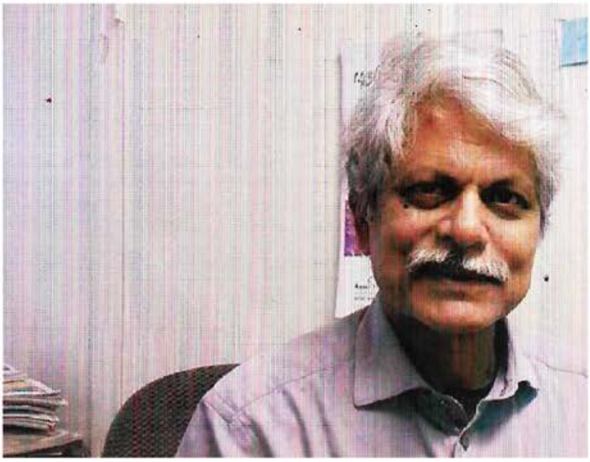

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর জন্ম শেরপুর জেলায়, ১৯৫৪ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৭৭ সালে। ১৯৮৩ সালে জার্মানির বার্লিনে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স-এর প্রথম বাংলাদেশি ফেলো হিসেবে রয়টার্স-এর বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন ১৯৮৮-৮৯ সালে। ১৯৯২-৯৩ সালে কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের ফেলোশিপ লাভ করে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব কনস্টিটিউশন অ্যান্ড পার্লামেন্টারি স্টাডিজ-এ সংবিধান ও পার্লামেন্টের ওপর পড়াশোনা করেন।

দীর্ঘ চার দশকের পেশাজীবনে তিনি বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে তার শেষ কর্মস্থল ছিল বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)। ১৯৮৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জনপ্রিয় মাসিক ম্যাগাজিন 'নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে অনুবাদের কাজে হাত দেন এবং প্রায় তিন দশকে ৪৫টি পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক নাগিব মাহফুজ-এর *কায়রো ট্রিলজি*, *উইজডম অব খুফু*, *থেবস অ্যাট ওয়ার*, আইভো অ্যানড্রিচ-এর *দ্য ব্রিজ অন্য দ্য দ্রিনা*, ভিএস নাইপল-এর *হাফ অ্যা লাইফ*, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর *মেমোরিজ অব মাই মেলানকোলি হোরস*, ওরহান পামুক-এর *ইস্তাম্বুল: মেমোরিজ অ্যান্ড দ্য সিটি* উল্লেখযোগ্য।

প্রচ্ছদ : রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল

দ্য সোল অব রুমী

কোলম্যান বার্কস

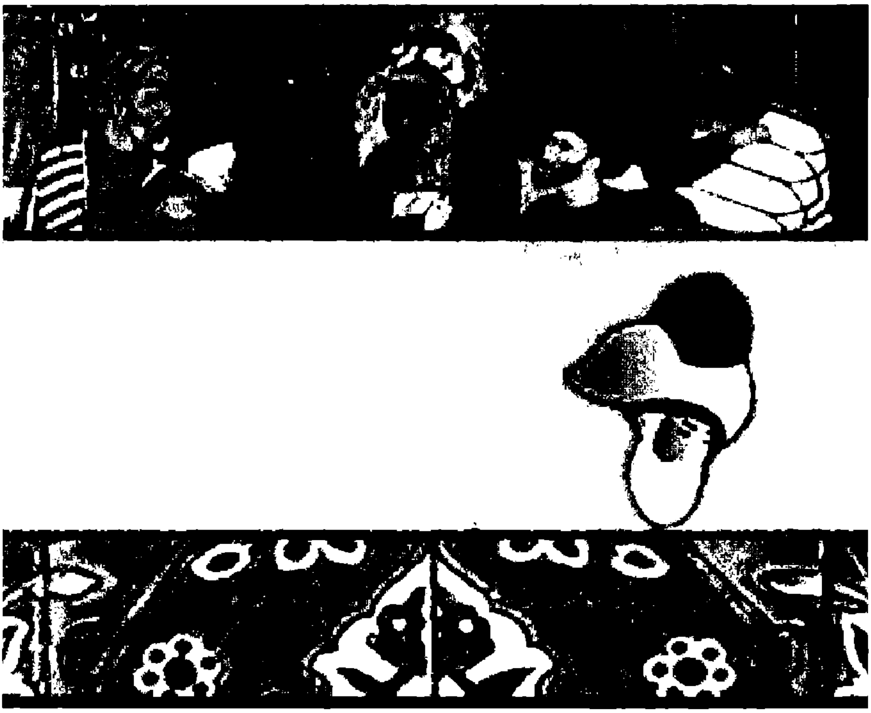

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নালন্দা

ঘরে বসে বই পেতে লগ অন করুন
http:// rokomari.com/nalonda
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্য সোল অফ রুমী	কোলম্যান বার্কস
অনুবাদ	আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
	নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার
	(মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
মুদ্রণ	নালন্দা প্রিন্টার্স
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
ফোন	০২-৯৫৯০৬১৭
মূল্য	৫৭৫.০০ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন
যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Writer

The Soul of Rumi	Coleman Barks
Translated by	Anwar Hossain Manju
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor Dhaka-1100
Cover Design	Redwanur Rahman Jewel
First Published	February 2018
Printers	Nalonda Printers
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Phone	02-9590617
Price	575.00 Taka Only
ISBN	978-984-93169-1-6
E-mail	nalonda_10@yahoo.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী আব্বা
মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
ও
আম্মা আনোয়ারা বেগমের স্মৃতির উদ্দেশে

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচিপত্র

ভূমিকা # ৯
সবুজ একটি শাল   সোলেমানের দূরের মসজিদ # ২৫
সূচনা : পরিবর্তনের আবশ্যকীয় যন্ত্রণা # ২৯
বাকা : স্বাভাবিক দিনের আলোর মধ্যে # ৩৮
বক্তব্য   স্বপ্নের দর্শনের উৎস # ৪৬
একটি উৎসর্গ   ধর্মের মর্মবাণী # ৫৫
ছোট্ট একটি কুকুর তোমার সাথে খেলতে চেষ্টা করছে : ভাবনাশূন্য পথ # ৬৩
তৃষ্ণা : পানির কণ্ঠ # ৬৯
রান্নাঘরের তাকে রাজার বাজ পাখি : রাজা থেকে বিচ্ছিন্ন বসবাসে সে কেমন বোধ করে # ৭২
সাক্ষী : শিখার অন্তস্তলে বিরাজ করো # ৭৯
আত্মার আনন্দ : তোমার মাঝে নদীর বহমানতার অনুভব # ৮৬
দামেশকের রাস্তায় বর্জ্য   যে সময় ঠিক রাখে তার সাথে কাজ # ৯২
বিষাদ সংগীত, প্রশংসা সংগীত : মৃত্যুর সাথে শান্তি # ১০১
সাম্রাজ্যের সুদূর বিস্তার পর্যন্ত : গুণ আহরণের জন্যে ডুব দেয়া # ১০৭
মুতাকাল্লিম : একটি দলের সাথে কথা বলা # ১১২
সাক্ষী হিসেবে বাঁচা : আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রেমের পথ # ১১৭
পদ্মরাগ মণি : পাগলা গারদে শিকলের যন্ত্রণা # ১২১
অসংযম   উচ্ছ্বাস # ১২৮
রাত : অন্ধকার, জীবন্ত পানি # ১৩১
ভোর : বসন্তের সকাল শুনছে # ১৩৪
ভোজ : যথেষ্ট হয়েছে কথাটিই সবসময় সত্য # ১৩৮
কবিতা : শূন্য হওয়ার গান # ১৪২
তীর্থযাত্রীর কথা : আকস্মিক সাক্ষাৎ, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য # ১৪৯
কুয়াশাচ্ছন্ন আপেল বাগান : ভাষা ও আত্মার সত্যের মাঝামাঝি অবস্থান # ১৫৬
বস্তুবাদের রসিকতা : রুটিকে গোবরে রূপান্তর # ১৬১
ফানা : সন্দেহ ও নিশ্চয়তা ছাড়িয়ে মিশে যাওয়া # ১৬৮
মানুষের দুঃখ : পৃথিবীকে খাওয়ার জন্যে আমরা প্রেরিত # ১৭৮
ভিতরে সূর্য : আর সান্নিধ্য নয় # ১৮৪
ত্যাগ : মিশর ছেড়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করো # ১৮৯
দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ : সবচেয়ে জীবন্ত মুহূর্ত # ১৯৩
নীরবতার শয্যা : অনুপস্থিতির পথ # ১৯৯
সমাজের ব্যবহার   তোমার দ্বৈততা # ১০৩
পানির চোখ   অলোকদ্রষ্টা, মুহূর্তের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি
এবং অনুপ্রেরণার বৃষ্টিস্নাত পথ # ২০৯
সংগীত   ধৈর্য ও সম্পন্ন করা # ২১৫
উস্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা   কুকুরের শিক্ষা # ২১৯

ক্ষমাশীলতা : একজন খ্রিস্টান মহিমার মাঝে হারিয়ে যায় # ২২৭
আত্মার শিল্প : ক্ষুধার্ত জানোয়ার ও শিল্পের বিচারক # ২৩৪
তীর্থযাত্রীর চিরকূট   অভ্যাস আত্মাকে অন্ধ করে দেয় # ২৩৯
আত্মত্যাগের রহস্য :
যে পৃথিবী লালন করে সেই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার একটি উপায় # ২৪৪
সৈনিকের আলো   যৌথ অবস্থার সাথে কীভাবে একজন নিজেকে সম্পৃক্ত করে # ২৪৯
পছন্দ করা ও পরিপূর্ণ সমর্পণ   দুটিই সত্য # ২৫২
মসনবী # ২৫৫
পাঠকদের জন্যে আশীর্বাদ :
ভোরে জেগে উঠা বিলাপকারীদের প্রতি প্রশংসা # ২৬৬

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

ভূমিকা

বার্কেলি ও চ্যাপেল হিলে আমার পড়াশুনার বিষয় ছিল আধুনিক সাহিত্য। আমি আমার থিসিস লিখেছিলাম কনরাডের ওপর এবং এথেন্সের ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়ায় বহু বছর ধরে বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান কাব্য সাহিত্য ও সৃজনশীল লিখার ওপর ছাত্রদের পড়িয়েছি। ১৯৭৬ সালের পূর্বে আমি রুমীর নাম পর্যন্ত শুনিনি, যখন রবার্ট ব্লাই (Robert Bly) আমাকে এ. জে আরবেরির (A. J. Arberry) একটি অনুবাদ দিয়ে বলেন, 'এই কবিতাগুলোকে খাঁচা থেকে মুক্তি দেয়া প্রয়োজন।'

একজন অনুবাদক শুধুমাত্র একজন কবির সৃষ্টিকে পছন্দ করবে এবং অন্যদেরটা পছন্দ করবে না, তা রীতিমতো রহস্যজনক। কিছু সমন্বয় অবশ্যই থাকতে হবে। আমি রুমীর কবিতার বিশালতা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাথে সাথে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। নতুন এক পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে নেমে যাই আমি আরবেরির অনুবাদকে নতুন করে বিন্যস্ত করার মধ্য দিয়ে। আমার প্রচেষ্টার প্রাথমিক ফলাফল পাঠাই আমার বন্ধু মিলনার বলকে (Milner Ball) যিনি রাটজার—ক্যামডেন এ আইনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিতান্ত কৌতূহলবশত এগুলো আইনের ক্লাসে আবৃতি করেন। আইনের এক তরুণ ছাত্র জনাথন গ্র্যানোফ (Jonathan Granoff) অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে আমাকে লিখতে শুরু করে এবং ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে তার শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলে।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে আমি যখন শ্রীলঙ্কার এক দরবেশ বাওয়া মুহীউদ্দিন এর সাথে সাক্ষাৎ করি, তিনি তখন বিছানায় বসে ভক্তদের ছোট্ট একটি দলের সাথে কথা বলছিলেন। আমার মনে মনে হলো এই লোকটিকেই আমি ঠিক আগের বছর স্বপ্নে দেখেছি। ১৯৭৭ সালে ২ মে আমি যে স্বপ্নটি দেখি, তা ছিল 'টেনেসি নদীর ঠিক ওপরে একটি উঁচু স্থানে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, যেখানে আমি বড় হয়েছি। স্বপ্নের মাঝে আমি জেগে উঠি, তখনো ঘুমেই ছিলাম; কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আমি জাগ্রত। উইলিয়ামস দ্বীপ থেকে একটি আলোর বলয় উঠে ঠিক আমার ওপর স্থির হয়। আমার মনে হয়েছিল, ওটি একটি ফ্লাইং সসার। এরপর এর কেন্দ্রস্থল স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং আমি দেখতে পাই, একজন লোক পা আড়াআড়ি করে মাথা নিচু ও চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার মাথার পিছনের অংশ সাদা রঙের একটি শাল দিয়ে ঢাকা। তিনি মাথা তুলে চোখ

BanglaBook.org

খোলেন। আমাকে বলেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমি উত্তরে বলি, 'আমিও আপনাকে ভালোবাসি।' প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদীর সুন্দর বাঁক এবং আমার অনুভূতি সহসা শিশিরে সিক্ত হয়ে ওঠে এবং আমি জানতাম, সিক্ততাই প্রেম। আমি শিশিরের সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনুভব করি এবং এছাড়াও আমি জানতাম শিশির কিসের নির্যাস।

ফিলাডেলফিয়ায় বাওয়া মুহীউদ্দিনের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে রুমীর ওপর আমার কাজ অব্যাহত রাখতে বলেন, 'এটি সম্পন্ন হওয়া উচিত।' কিন্তু আমাকে সর্তক করেন, 'একজন জ্ঞানী লোকের সৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকেও অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে।" আমি জ্ঞানীদের একজন হতে পারিনি, কিন্তু প্রতি বছর চার বা পাঁচ দফা বিরতিসহ দীর্ঘ নয় বছরে আমি একজন জ্ঞানী লোকের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছিলাম।

রুমী বলেছেন, "চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সুর-সাধন করে মন, কিন্তু তাতে কোনো শিল্পের সূচনা হয় না, আর হলেও গুরুর জ্ঞানের সংস্পর্শ ছাড়া তা অব্যাহতও রাখা যায় না।"

এই সুফী গুরুর সাথে সাক্ষাৎ না হলে রুমীর কবিতা সম্পর্কে অথবা কোথায় এর উৎপত্তি সে সম্পর্কে আমার ধারণা সামান্যই হতো, যদিও সুফী শব্দটি প্রয়োগ করার খুব আবশ্যকতা নেই। বাওয়া যে কাজ করেছেন এবং আমার চিন্তা ধারার পরিবর্তন আনতে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা ধর্মের ঊর্ধ্বে। তার মতে, 'প্রেমই ধর্ম এবং পৃথিবী একটি গ্রন্থ।' রুমীর কাব্য নিয়ে কাজ করে আমার অন্তরের সাহচর্য গভীরতর হয়েছে। আমার শিক্ষানবিশি যতটুকু ছিল এখনো তাই আছে এবং আমার এই ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ অথবা নিবেদন কিংবা অনুকরণ একজন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার অর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন অনুসারী বা মুরিদ হিসেবে নয়, বরং বন্ধু হিসেবে। এক অর্থে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কারণ এই কবিতাগুলো পড়ে অথবা রুমীর কবিতা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, যেন এগুলো আমাদের অব্যাহত আলোচনার ফসল। একবার আমি বাওয়া মূহীউদ্দিনকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, আমি তার চোখে যা দেখতে পাচ্ছি তা কি কোনোদিন আমার চোখের পাতাতে স্থান নেবে এবং আমিও সেরকম দেখতে পাব। তিনি আমাকে একজন শিক্ষক ও সমাজের মধ্যেকার সুক্ষ্ম সম্পর্ক নিয়ে বলতে শুরু করেন, 'যতক্ষণ না 'আমি' 'আমরা'য় পরিণত হব।'

BanglaBook.org

শৈশবের একটি হাসির ঘটনা অতি সাম্প্রতিককালে আবার আমার মনে পড়েছে। আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন ভূগোলের প্রতি আমার ঝোঁক ছিল। ১৯৪৩ সালের র‍্যান্ড ম্যাকনেলি অ্যাটলাস (Rand Macnally Atlas) থেকে সকল দেশের রাজধানীর নাম আমি মুখস্থ করেছিলাম। অ্যাটলাসটি এখনো আমার কাছে আছে। আমি বেলনের চাট্টানুগার (Chattanooga, Baylon) একটি স্কুলে বড় হয়েছি। আমার

বাবা ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকরা সবসময় আমার এই অতিরিক্ত দক্ষতার পরীক্ষা নিতেন। কেউ স্কুল মাঠের কোনো প্রান্ত থেকে 'বুলগেরিয়া' বলে হাঁক দিতেই আমি উত্তর দিতাম 'সোফিয়া'। আমাকে কিছুতেই দমানো সম্ভব হত না, যদি না উচ্ছ্বসিত কৌশলী জেমস পেনিংটন একদিন (James Pennington) ভূগর্ভস্থ' তলার ল্যাটিন ক্লাসরুমে গিয়ে এমন কোনো দেশের নাম নিয়ে আসতেন যে দেশের কোনো রাজধানী ছিল না, অন্তত তার ম্যাপে নয়। তিনি বললেন, 'কাপপাডোসিয়া।' আমার চেহারা দেখেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমি জানি না। তখন থেকে আমাকে ডাকা হতো 'কাপপাডোসিয়া' অথবা সংক্ষেপে 'কাপ)। আরও স্পষ্ট বলা যায় যে, পেনিংটনই আমাকে সে নামে ডাকতেন এবং তিনি প্রায়ই তা করতেন উচ্চকণ্ঠে।

কয়েক বছর আগে আমার যখন মনে পড়ে যে আনাতোলিয়ার কেন্দ্রীয় একটি শহরের নাম ছিল আইকোনিয়াম, যা বর্তমানে কোনিয়া নামে পরিচিত, যেখানে রুমী বাস করতেন এবং সেখানেই তাকে সমাধিস্থ' করা হয়েছে, তখন আমি চমকে উঠেছিলাম। 'রুমী' শব্দের অর্থ 'রুম' এর একজন, এলাকাটি রোমান শাসনাধীনে আনাতোলিয়ার অংশ ছিল। আমি রুমীর সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্কের দাবি করছি না। কিন্তু জালালুদ্দীন রুমীর কাব্য বিগত পঁচিশ বছর যাবত আমার জীবনের একটি বিরাট অংশে পরিণত হয়েছে। তার কাজ আমার বহু বন্ধু সৃষ্টি করেছে এবং অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। রুমী আমাকে যে সমকালীনতার সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন তা অদ্ভুত উপায়ে আমাকে আলোকিত করেছে। এই কাজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে নিজেকে বিসর্জন দেয়া ও আত্মসমর্পণ করার বিষয়। সান্নিধ্যের মর্মই সেখানে। এছাড়া এক ধরনের পরিতৃপ্তি, খেলা ও প্রশংসার পদ্ধতি, দুঃখ ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি এবং গুরুর সাথে সান্নিধ্যকে উন্মোচন করারও একটি উপায় এর সাথে জড়িত। অথবা বলা যায়, এগুলো প্রেমের কবিতা, অন্তরাত্মার সাথে কোনো ব্যক্তির নিবিড় সংলাপ। বাওয়া মুহীউদ্দিনের সাথে কাপপাডোসিয়া এবং আপনাদের সাথে আমার। রুমীর কবিতা একটি বিশাল উন্মুক্ত বেতারে ঈশ্বরের মজার পরিবারের সংলাপ তার একান্ত পরিবারের সাথে।

BanglaBook.org

রুমীর জীবন ও কাল

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া জুড়ে বিরাজ করছিল বিশৃংখলাপূর্ণ রাজনৈতিক ও যুদ্ধ-সংঘাতের পরিস্থিতি। খ্রিস্টানদের সামরিক অভিযান, 'ক্রুসেড' ইউরোপের পশ্চিম অংশ থেকে আনাতোলিয়া উপদ্বীপ পেরিয়ে এই অঞ্চলে আছড়ে পড়ছিল এবং পূর্ব দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য মোঙ্গল বাহিনী ধেয়ে আসত এই অঞ্চলের ওপর হামলা চালাতে।

দীপ্তিমান অতীন্দ্রিয় চেতনায় জাগ্রত হওয়ারও সময় ছিল তখন। মানবাত্মার মাঝে ঈশ্বরের সান্নিধ্য সৃষ্টিকারী বিশ্বের মহান প্রেমিকদের তিনজনের আবির্ভাবও ঘটেছিল এই সময়ে। শতাব্দীর সূচনায় আসিসি'র ফ্রান্সিস (Francis of Assisi) (১১৮২—১২২৬ সাল), শেষভাগে মেইস্টার এখার্ট (Meister Exkhart) (১২৬০—১৩২৮ সাল) এবং মধ্যবর্তী সময়ে জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭—১২৭৩ সাল)। তারা ছিলেন চমৎকারভাবে আত্মসমর্পিত হৃদয়ের এবং ভাষা নিয়ে সুন্দর সৃষ্টির।

১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রুমী জন্মগ্রহণ করেন বলখ শহরের নিকটস্থ এক স্থানে, যা বর্তমানে আফগানিস্তানের অংশ এবং পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ইসলামী ফিকাহ, ধর্ম ও সুফীবাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারক এক পরিবারের বংশধর ছিলেন তিনি। তার পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ একটি নিবিড় আধ্যাত্মিক দিনপঞ্জি 'মা' রিফ' (আত্মাকে ভালোবাসার কথা) লিখেছিলেন, যা থেকে রুমী অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

রুমীর তরুণ বয়সেই তার পরিবারকে বলখ থেকে পালাতে হয় চেঙ্গিস খানের হামলার পূর্ব মুহূর্তে। মোঙ্গল বাহিনী তখন পারস্য জয় করে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করছিল। রুমী ও তার পরিবার প্রথমে দামেশক এবং সেখান থেকে নিশাপুরে যায়। সেখানে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে কবি ও শিক্ষক ফরিদুদ্দিন আত্তারের সাথে। তিনি কিশোর রুমীর মধ্যে বিরাট আধ্যাত্মিক চেতনার অস্তিত্ব দেখতে পান। বাহাউদ্দিনের একটু পিছনে রুমীকে দেখেই নাকি তিনি বলেছিলেন, 'একটি সাগর আসছে, তাকে অনুসরণ করছে একটি মহাসাগর।' নিজের এই অন্তর্দৃষ্টিকে সম্মান করতেই তিনি রুমীকে একটি গ্রন্থ উপহার দেন, 'ইলাহিনামা' (আল্লাহর গ্রন্থ)।

রুমীর পরিবার তুরস্কের দক্ষিণ-মধ্য এলাকার কোনিয়ায় বসতি স্থাপন করে। বাহাউদ্দিন 'মেদরেসি' নামে এক তরিকার প্রধান হিসেবে তার ভূমিকা পালন করতে থাকেন। বেশ ক'বছর পর রুমীর বিশোত্তীর্ণ বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন এবং রুমী পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুরিদদেরকে আত্মার বিকাশের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়, ধর্মতত্ত্ব, কবিতা, সংগীত শিক্ষা দিতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি তাদেরকে রন্ধন প্রণালি ও পশুপালনের ওপরও শিক্ষা দেন। শিগ্‌গিরই রুমীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার ছাত্রের সমাবেশ ঘটে।

BanglaBook.org

রুমীর পরিচালিত দরবেশ বা সুফী তরিকার লক্ষ্য ছিল আত্মাকে উন্মোচন, মিলনের রহস্য আবিষ্কার, ব্যাকুলভাবে সত্য অনুসন্ধান ও সত্য বলার চেষ্টা করা এবং একজন মানুষের মধ্যে অস্তিত্বের মহিমা ও বিঘ্নগুলোকে পর্যবেক্ষণ। এই লক্ষ্যে তারা অনুশীলন করতেন নীরবতা ও সংগীত, কবিতা, ধ্যান, কাহিনি, সংলাপ ও কৌতুক। তারা উপবাস করতেন এবং ভোজেরও আয়োজন করতেন। তারা একসাথে হেঁটে

বেড়াতেন এবং প্রাণী পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রাণীর আচরণ ছিল তাদের জন্যে এক ধরনের পাঠ, যা তারা আয়ত্ত করেছিলেন। তারা রান্না করতেন এবং উদ্যানে কাজ করতেন। ফল ও আঙুর বীথির পরিচর্যা করতেন।

মানুষের মধ্যে মৌলিক কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠে। আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য কী? স্বপ্ন কী? সংগীত কী? অন্য একজন মানুষের মধ্যে নীরবতার গভীরতা আমরা কী করে জানব? হৃদয় কী? সত্যিকার মানুষ হওয়া কী? বিশ্বমন্ডলের উৎস কোথায় এবং ব্যক্তিগত চেতনা কীভাবে সেই উৎসের সাথে জড়িত? বিভিন্নভাবে তারা সন্দেহবাদী প্রশ্নগুলো করতেন; পৃথিবীকে ধারণ করে আছে যে তলদেশ, সেখানে কী আছে? সমর্পণ ও শৃংখলার মধ্যে আমরা কী করে ভারসাম্য সৃষ্টি করব? এই উচ্চ মার্গীয় অব্যাহত প্রশ্ন ও উত্তর বের হয়ে আসে কবিতা ও সংগীত, গতিবিধি এবং মুরিদদের তথা শিক্ষার্থীদের প্রতিটি কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। তারা জানতেন, উত্তরগুলো হয়তো সরাসরি আসছে না, কিন্তু সংগীত, প্রতিকৃতি, স্বপ্ন এবং জীবনের ঘটনার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটছে।

বাস্তব সম্মত অনুসন্ধিৎসাও ছিল। কী করে আমি জীবনযাপন করব? বাড়ি থেকে কী করে আমার আত্মীয়দের বিদায় করব? ধার পরিশোধ করা থেকে কি আমাকে পরিত্রাণ করতে পার? দরবেশরা কারিগর, তাঁতি, বই বাঁধাইকারী, দোকানি, টুপি প্রস্তুতকারক, দর্জি, কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। তারা দক্ষ হস্তশিল্পী, যাদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন। সংসারত্যাগী ছিলেন না তারা, বরং সৃষ্টি ও আনন্দের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। অনেকে তাদেরকে সুফী বা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের অধিকারী বলে। আমি বলি, তারা হৃদয়ের পথে পরিচালিত হতেন।

এ সময়ে কোনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকা থেকে একজন সুফী বুরহান মাহাক্কিক কোনিয়ায় আসেন। তাঁর জানা ছিল না যে, তঁর ওস্তাদ, রুমীর পিতা ইন্তেকাল করেছেন। বুরহান সিদ্ধান্ত নিলেন তার জীবনের অবশিষ্ট সময়ে তিনি তার ওস্তাদের পুত্রকে তা'লিম দানের কাজে ব্যয় করবেন। পরবর্তী নয়টি বছর ধরে তিনি রুমীকে চল্লিশ দিনের উপবাস যাপনেও অভ্যস্ত করে তোলেন। সুফীবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি। তিনি তার মুরিদদের কানকে বা হৃদয় উন্মুক্ত করার শিক্ষা দিতেন এবং কবিতার মাধ্যমে এই পদ্ধতি অনুশীলনের জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। 'অতীন্দ্রিয়বাদ' বলতে আমি গোপন কোনো রহস্যের ইঙ্গিত দিচ্ছি না। 'আধ্যাত্মিক' শব্দটিও আমি পরিহার করতে চেষ্টা করে সফলভাবে তা করতে পারিনি। যে অভিজ্ঞতাকে 'অতীন্দ্রিয়বাদ' বা 'আধ্যাত্মিকতা' বলে বর্ণনা করা হয় তা প্রমাণযোগ্য নয় অর্থ্যাৎ কোনো ক্যামেরা দিয়ে এটাকে ধারণ করা যায় না, কোনো দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, অথবা কোনো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। এটি বিশেষভাবে শারীরিক নয়, আবেগগত বা মানসিক নয়, যদিও এই তিনটি ক্ষেত্রেই এর সাথে জড়িত। আমাদের প্রেমের গভীরতার মতোই অতীন্দ্রিয়

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতাকে কখনো প্রমাণ করা যায় না, অস্বীকারও করা যায় না। কিন্তু এটা ঘটে থাকে এবং মানুষের অস্তিত্বের এই দিকটি রুমীর কবিতায় চমৎকারভাবে উপস্থিত।

রুমী দুটি বিয়ে করেছিলেন (তার প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন) এবং তার সন্তান সংখ্যা ছিল চারটি। রুমীর জীবনের এই সময়ের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু জানা সম্ভব হয়েছে, কারণ তার বড় পুত্র সুলতান ওয়ালাদ রুমীর ১৪৭টি ব্যক্তিগত চিঠি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চিঠিগুলো থেকে আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি যে, সমাজ জীবনের সাথে তিনি কতোটা নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি এক লোককে অপর একজন লোকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করেন। পনের দিন আগে ধার দেয়া অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্যে লোকটি পীড়াপীড়ি করছিল। একজন বিত্তবান লোককে তিনি অনুরোধ জানান এক ছাত্রকে সামান্য পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে। এক লোকের আত্মীয় এক ধার্মিক মহিলার বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করলে সমস্যাটি কীভাবে নিস্পত্তি করা সম্ভব তা নিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করেন। এসব চিঠিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কবিতার লাইন ও ছিল। রুমী এই পৃথিবীতে বাস্তব এক কর্মী ছিলেন এবং সদা প্রফুল্ল থাকতেন।

১২৪৪ সালে রুমীর সাথে তাবরিজের শামসের সাক্ষাৎ ঘটে। এ সাক্ষাৎ ছিল রুমীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এই সম্পর্কই রুমীকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবিতে পরিণত করতে ভূমিকা রাখে। শামস ছিলেন প্রচণ্ড এক খোদা ভক্ত মানুষ। একটি কালো রঙের পুরনো আলখিল্লা পরিধান করতেন তিনি। সুফী কাহিনি অনুসারে তিনি একজন বন্ধুর সন্ধানে ঘুরছিলেন। শামস তার সময় অতিবাহিত করতেন ভাব বিহ্বল অবস্থায়, আবার কখনো কারিগর হিসেবে কায়িক পরিশ্রম করে। যখনই তার ছাত্ররা তাকে ঘিরে ধরতো তিনি তার কালো আলখিল্লাটি কাঁধে তুলে নিয়ে কোনো অজুহাত দেখিয়ে সেখান থেকে চলে যেতেন।

শামসের চিরন্তন একটি প্রশ্ন ছিল, 'আমি কি কোনো বন্ধুকে পাব না?'

শেষ পর্যন্ত একটি কণ্ঠ বলল, 'বিনিময়ে তুমি কী দেবে?'

'আমার মাথা।'

'তোমার বন্ধু হবেন কোনিয়ার জালালউদ্দীন।'

রুমী ও শামস-এর মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের বিভিন্ন বিবরণ রয়েছে। একটি বিবরণ অনুসারে, কোনিয়ার এক চত্বরে ফোয়ারার পাশে বসে রুমী তার মুরিদদের তার পিতার মা'রিফ পড়ে শুনাচ্ছিলেন। শামস ভিড় ঠেলে সেখানে প্রবেশ করে বইটি এবং অন্য কাগজগুলো পানিতে ফেলে দিলেন।

'আপনি কে, আর এটা কী করছেন?' রুমী প্রশ্ন করেন।

'তুমি যা পড়ছিলে তা আর পড়া উচিত নয়।'

রুমী পানির তলদেশে বইগুলোর দিকে ফিরলেন। 'আমরা এগুলো তুলে নিতে পারি। আগে যেমন শুকনো ছিল, এখনও তেমনই আছে,' শামস বললেন।

BanglaBook.org

তিনি একটি তুলে রুমীকে দেখালেন। ঝকঝকে শুকনো।

‘ওগুলো ওখানেই পড়ে থাকুক,’ রুমী বললেন।

এই পরিত্যাগের মধ্য দিয়েই রুমীর গভীর জীবনের এবং তার কবিতার সূচনা। তিনি বললেন, ‘আগে আমি আল্লাহ বলতে যা ভেবেছি, একজন মানুষের মাঝে আমি তার সাক্ষাৎ লাভ করলাম।’ ধর্মীয় গুরু হিসেবে তার জীবনের অবসান ঘটলো। তিনি এবং শামস একত্রে মাসের পর ধরে নিভৃতে কাটাতে শুরু করলেন। তাদের আধ্যাত্মিক সংলাপ ও রহস্যময় বন্ধুত্ব ক্রমেই গাঢ় ও বিকশিত হতে থাকে।

তাদের বন্ধুত্বে কিছু লোক ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। শামসকে তারা বিশ্বাস করতে পারে না এবং তাদের শিক্ষক রুমীকে শিক্ষাদানের কাজ থেকে বিচ্যুত করায় ক্ষুব্ধ হয়। তারা শামসকে দামেশক চলে যেতে বাধ্য করে, কিন্তু রুমী তাকে আবার ফিরিয়ে আনেন। শেষপর্যন্ত এটা মনে হয় যে, রুমীর মুরিদদের কেউ কেউ, এবং সম্ভবত রুমীর পুত্র আলাউদ্দিনও তাদের মধ্যে ছিল—তারা শামসকে হত্যা করে তার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে। বন্ধুকে হারানোর বেদনায় রুমী তাঁর বাগানে একটি খুঁটিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে কবিতা আবৃতি করতে থাকেন, যে কবিতাগুলোকে স্বর্গীয় মিলনের সন্ধানে উচ্চারিত সেরা কবিতা বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। তাঁর এই প্রক্রিয়াকে নিশ্চিতভাবেই দরবেশদের বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে (Whirling Darwish Dance) ধ্যানের পদ্ধতির উদ্ভাবনও বলা যায়। এটি একটি প্রতীকী পদ্ধতি, একই সাথে শৃংখলা ও আত্মসমর্পণমূলক বর্জন, ছায়াপথ, অণু এবং বিশ্বসৃষ্টির উৎস ও বৈশিষ্ট্যের ঘূর্ণায়মান অবয়বের সাথে নৃত্য। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, রুমীর পরমানন্দ সূচিত হয়েছিল বিষাদের মধ্য দিয়ে। রুমী তার কবিতা বলতেন। কাতিব বা লিপিকাররা তা টুকে নিতো এবং পরে রুমী সেগুলো প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে কাগজে লিখতেন। কিন্তু তার অধিকাংশ কবিতাই স্বতঃস্ফূর্ত ও বিনা প্রস্তুতিতে সৃষ্টি। তার ‘দিওয়ান-ই-শামস-ই-তাবরিজি’ যেন তাদের বন্ধুত্বের গভীর অনুভূতির অনুরণন। রুমী একটি সময় পর্যন্ত শামস-এর সন্ধানে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না একদিন দামেশকে অবস্থানকালে উপলব্ধি করলেন যে অনুসন্ধানের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি অনুভব করলেন এবং তিনি জানতেন যে বন্ধুত্বের মাঝেই শামস-এর অস্তিত্ব এবং তিনিই (রুমী) সেই বন্ধু। এই উপলব্ধি থেকেই তার কবিতার জন্ম।

BanglaBook.org

দিওয়ানের কবিতাগুলো আসলে গজল, যা স্বতন্ত্র পংক্তিমালা হিসেবে রচিত এবং কোনো কোনো কবিতা মাত্র আট লাইনের, আর কোনো কোনোটি দীর্ঘ। এ ধরনের আঙ্গিক রুমীর সজ্ঞানেই একটি অবয়ব থেকে আরেকটি অবয়বে এবং একটি ভাবনা থেকে আরেকটি ভাবনায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই দ্রুত পরিবর্তন রুমীর আবেগময় আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত বাহনে পরিণত হয়েছে। রুমী এবং শামসের সাক্ষাৎ হতো অন্তরে অন্তরে

এবং তাদের বন্ধুত্ব লিঙ্গ ও বয়সের বাধা, ভাবাবেগ, এবং গুরু শিষ্যের সম্পর্কের ধারণা ছাড়িয়ে কবিতার মাঝে বিস্তৃত হয়েছে। তার কবিতা 'সূর্যালোক' ও 'মানুষের যে কোনো কথাকে' অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে উন্মুক্ত ছিল। তাদের বন্ধুত্ব ছিল ভিন্ন এক জগত, যেখানে তারা বাস করতেন। প্রেম দ্বারা যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা বরং প্রেমের জীবন্ত জগৎ ছিলেন। রুমীর কবিতা সেই বাতাসে নিশ্বাস নেয়। তার কবিতা সজীব ও নতুন অনুভূত হয়, ঠিক আমরা কোনো কিছুতে অভ্যস্ত না হওয়ার মতো অথবা উপলব্ধি না করার মতো। সাতশ' বছর পরও তার কবিতা নতুন।

রুমী তার জীবনের শেষ বারো বছর ধরে একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক কবিতা 'মসনবী' রচনা করেন। চৌষট্টি হাজার লাইনবিশিষ্ট কবিতাটি ছয় খন্ডে বিভক্ত। বিশ্ব সাহিত্যে এর সমতুল্য গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই। এটি বহু বিষয়কে ঘিরে সমুদ্রের মতো স্ফীত হয়ে ওঠে। এটি আত্ম-ব্যাখ্যামূলক। কাল্পনিক, কোথায়ও আত্মার স্বাস্থ্যের ওপর রসিকতামূলক মন্তব্য ও কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা। এতে লোককাহিনি, কৌতুক এবং কবিতা রচনার সময় উপস্থিত লোকদের সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে। রুমী তার মহিমান্বিত উক্তিগুলোকে তার লিপিকার হুশাম চেলেবিকে লিখে রাখতে বলতেন তারা যখন কোনিয়ায় ঘুরে বেড়াতেন। দ্রাক্ষা কুঞ্জের কাছে, ক্লাস নেয়ার সময়ে এবং রাস্তায় ও হাম্মামখানায়। হুশাম ছিলেন শামস এর মুরিদ। অতএব, এই দীর্ঘ কবিতাকে বন্ধুর সাথে রুমীর আলাপ-চারিতার সম্প্রসারিত রূপ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। রুমীর এই অদ্ভুত একক বৈচিত্র্যের সর্বোত্তম রূপক ছিল তার চারপাশের লোকদের কেন্দ্র করে, যেখানে কখনো তিনি উপস্থিত হতেন। কখনো কখনো তিনি মানুষের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। মসনবী'র পাঠকরা গ্রন্থটির যে কোনো স্থানে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে পারেন। এটি এমন এক প্রবাহ, যার আনন্দ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা কঠিন। মসনবী'র কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

১২৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় রুমী ইন্তেকাল করেন। এখনো লাখ লাখ লোক কোনিয়ায় তার মাজারে যায় শ্রদ্ধা জানাতে। বলা হয়ে থাকে যে রুমীর দাফনের সময় সকল প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা রুমী ও তার কবিতাকে দেখেছেন তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার উপায় হিসেবে। তাকে প্রায়শ মাওলানা অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে বর্ণনা করা হতো। প্রতি বছর ১৭ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় ঈশ্বরের সাথে তার মিলনের রাত হিসেবে। এটাকে বলা হয় 'ওরস' বা বিয়ের রাত। রুমী এই মিলনকে নিশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন। প্রশংসার প্রতিটি উচ্চারণ তিনি ভিতর থেকে এটা অনুভব করতেন এবং তিনি এটাকে স্বীকার করতেন মাশুক বা বন্ধুর উপস্থিতি হিসেবে। কোনো সংগঠিত ধর্ম বা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত হওয়ার চাইতে বরং তিনি নিজেকে সেই

BanglaBook.org

সঙ্গীর সান্নিধ্যে বলে উপলব্ধি করতেন যার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রতিফলন ঘটে।

আমি সেই প্রেমিকের কাছে আছি
যে দুই পৃথিবীকে একটি হিসেবে দেখেছে
এবং সেই একটিকেই জেনেছে
প্রথম, শেষ, বাহির ও ভিতর বলে
ওটাই কেবল মানুষের নিশ্বাস

কবিতা ও চেতনা সম্পর্কে কিছু দাবি
ফানা এবং বাকা : রুমীর কবিতার দুটি ধারা

কেউ জানে না যে ভিতরের জীবনটা কী, কিন্তু কবিতা তা জানতে চেষ্টা করে এবং কেউ বলতে পারে না যে, কবিতা কী। কিন্তু আমাদেরকে সাহসী হয়ে দাবি করতে হবে যে, চেতনার, বিশেষ করে ভাবাবেশপূর্ণ জীবনের দুটি প্রধান ধারা রয়েছে এবং রুমীর কবিতায় এই দুটি ধারাকে বলা হয়েছে 'ফানা' ও 'বাকা'। এই দুটি আরবি শব্দকে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের যথাক্রমে 'খেলা' ও 'ব্যবচ্ছেদ' এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

রুমীর কবিতায় দরবেশির প্রবেশ পথ দুদিক থেকেই উন্মুক্ত। ভিতরে প্রবেশ করতে ও ভিতর থেকে বাইরে যেতে গতিশীলতার প্রয়োজন। 'ফানা' হচ্ছে, রহস্যের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অর্থাৎ নির্বাণ, প্রাপ্তির ব্যাপ্তি ও সবকিছুর মাঝে লীন হওয়া। ছোটখাট বিষয়গুলো তখন আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকে না। রুমীর কবিতায় এই আদিম সত্য, অবয়বহীনতার মাঝে লীন হওয়াই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঠিক যেমন সরাইখানার মাতাল জড়িত কণ্ঠে বলে, 'যে আমাকে এখানে এনেছে, সেই আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে।'

আগুন ঘিরে উড়াউড়ির পর পতঙ্গ স্বয়ং আগুনের শিখায় পরিণত হয়ে প্রশ্ন করে, 'মোমবাতির শিখায় এমন কী ছিল, যা আমাকে এত শিগ্‌গির গ্রাস করে নিল?'

রাজার বাজপাখি শূন্য আকাশে চক্কর কাটে। 'ফানা'র অদ্ভুত বিভাজনের মধ্যেও অসংযত ভাব লক্ষ করা যায়। গমের একটি দানার মধ্যে হাজারটি শিষ থাকে। এটা বাস্তব সত্য যে, একটি গম বীজ কয়েক বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শিষে পরিণত হয়। কিন্তু এটা হচ্ছে, অস্তিত্বের স্বাভাবিক প্রাচুর্যের জন্যে বিশেষ প্রশংসা, যা এই অবস্থাকে চিহ্নিত করে। তিন হাজার কোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব কারো কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু 'ফানা' সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তাদের কাছে নয়। কারণ 'ফানা'র বিচারে এখানে যা আছে তাকে কখনো সীমাহীন বলা চলে না।

BanglaBook.org

'ফানা' আমাদের ডানা খুলে দেয়, অবসাদ ও যাতনাকে বিদূরিত করে। এর মাঝে আমরা টুকরা টুকরা হয়ে যাই, নৃত্য করি এবং নিজেদেরকে মুক্ত মনে করি। আমরা স্বপ্নচারী, রাতে যে কোনো প্রিয়

জায়গায় বিচরণ করতে ভালোবাসি। আমরা সর্ববিনাশী কীটের মতো, যে কীট পুরো উদ্যানে ছড়িয়ে পড়ে বৃক্ষের কাণ্ড, পাতা, ফল ও বৃদ্ধিকে বিনাশ করে। 'ফানা' হচ্ছে সেই মিশ্রণ, যা আমাদের উত্তেজনা ও রাতের উন্মত্ত প্রার্থনা নীরবতায় পরিণত হওয়ার পূর্বের অবস্থার মতো। রুমী প্রায়ই আত্মসমর্পণকে সম্পৃক্ত করেছেন নিদ্রার স্বাধীনতার মধ্যে প্রবেশের আনন্দের সাথে। এটাই মানুষের দেবত্বে উন্নীত হওয়ার পর্যায়, যাকে আল হাল্লাজ মনসুর আরবিতে বলতেন, 'আনাল হক্ক' অর্থাৎ আমিই সত্য। হাত দুদিকে প্রসারিত। এ এক সমুদ্র, যেখানে শিশির বিন্দু পড়ার মতো কোনো তটরেখা নেই।

আমার বন্ধু কবি ড্যানিয়েল আবদাল হাই মুর আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন, আমি সরাসরি 'ফানা' হচ্ছে 'আল্লাহর মাঝে নির্বাণ লাভ' না বলার কারণে। আমি আল্লাহর কথা এড়িয়ে গেছি, অবশ্য সবসময় নয়। কারণ, আল্লাহর বাণী অভিজ্ঞতার নতুনত্ব বা সজীবতাকে ম্লান করে দেয় বলে প্রতীয়মান হয় এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে ফেলে দেয়। রুমীর কবিতা সকলের এবং তার প্রেরণা কোনো ভাষা বা মতবাদের চাইতে বরং অভিজ্ঞতার প্রতি অধিক নিবদ্ধ, যেখানে কোনো গ্রন্থের চাইতে মানুষের জীবনই গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা। সে গ্রন্থ কোরআন, বাইবেল, উপনিষদ অথবা কোনো সূত্র হোক না কেন।

'ফানা'র মধ্যে নিঃসঙ্গতা আছে প্রচণ্ডভাবে, যদিও আমি তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। আবদাল হাই এর যুক্তিই এক্ষেত্রে যথার্থ। 'ফানা'য় অনুপস্থিতির যে অভিজ্ঞতা তা সম্পূর্ণ। কোনো কিছুকে ঘিরে কোনো হালকা আলোকপাত নেই। এটা শামস-এর মরুভূমির ভোতা তলোয়ারের মতো। এ বিষয়ে আমার নিজেরই অনেক কিছু শেখার আছে।

'বাকা' দরজা পেরিয়ে ভিন্ন পথ নেয়। আরবিতে 'বাকা'র ভিন্ন অর্থ আছে, 'ভিতরে একটি অস্তিত্ব'! ক্বাফ পর্বত থেকে নেমে আসা, যেখানে প্রত্যাদেশ পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে জীবন ছিল স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ। গন্তব্য যেখানে ছিল আবার সেখানেই ফিরে যাওয়া। রাতের নক্ষত্ররাজিকে সূচের মতো দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করা। এক ধরনের পরিশীলিত অবস্থা, সাহচর্য, সেখানে গ্রামের নিরিবিলি পথ দিয়ে হাঁটছে দুটি লোক। দিনের ব্যস্ত কাজ, একটি চিত্র। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত বেঁধে পরস্পরকে কুর্নিশ করা। সৌজন্য ও নিপুণতা। ঈশ্বরের মানুষে পরিণত হওয়া। এই গতির সাথে যে গুণগুলো জড়িত সেগুলো হচ্ছে সততা, মিতাচার, সতর্কতা, স্বচ্ছতা— যাকে রুমী কখনো বলেছেন 'যুক্তি', আবেগ এবং কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করা। 'বাকা' প্রত্যেকের কাজের স্বাতন্ত্রের মধ্যে ফিরে আসাকেও বুঝায়, বিশাল বিস্তার থেকে দুঃখবেদনা ও প্রচেষ্টা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অন্ধকার পরিহাস, কোনো রশির শেষ প্রান্ত, অনুপস্থিতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

'বাকা' এমন এক পর্যায়, যেখানে প্রাণী ও ফেরেশতা মিলিত হয়ে অদ্ভুত, কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানুষের নৃত্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ যেন

BanglaBook.org

শ্বাসরুদ্ধকর এক জন্ম এবং এরপর মৃত্যুবরণ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ, যা সকল ধর্মে স্বীকৃত যে, আত্মার মৃত্যু নেই। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় জালালুদ্দিন রুমী ও রহস্যের মধ্যে সংলাপের আকারে।

'বাকা' বলছে;

বন্ধু, আমাদের ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে
যেখানেই তুমি তোমার পা রাখবে
পদতলে দৃঢ়তার মাঝে
আমাকেই অনুভব করবে।

'ফানা' প্রশ্ন করে;

এ কেমন প্রেম
আমি তোমার অস্তিত্ব দেখছি
তোমাকে নয়?

'বাকা'কে বিবেচনা করা হয় রুমীর বসন্তের সকালের কবিতা হিসেবে, সদা উপস্থিত, সবুজ, সজীব, যেন ঝরনার পাশে সঙ্গী পরিবৃত হয়ে বনভোজন।

একসাথে থাকো বন্ধুরা
বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো না
জেগে থাকার জন্যেই আমাদের বন্ধুত্ব

পানির চাকা পানি নিয়ে ঘুরে
এবং পানি ঢেলে দিয়ে কাঁদে
এভাবেই সে বাগানে থাকে...
প্রতি মুহূর্তে পারদের ফোঁটার মতো
তিরতির করে কাঁপলেও এখানেই থাকো।

যে কেউ তার ভিতরের সীমার মধ্যে গভীর কম্পন অনুভব করবে। একটি উপলব্ধি যেন কূপের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁসের আনন্দ পরিপূর্ণ নদীতে। অজ্ঞাত ব্যক্তির দয়াশীলতা ও কর্ম সর্বদা প্রশংসনীয়। প্রার্থনার প্রক্রিয়াকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে 'বাকা' যেখানে নির্বাণের পথ। এরপর সুনির্দিষ্ট মানুষের কাছে ফিরে আসা। একটি সুর, বিটোফেনের নাইনথ সিম্ফোনির সাথে জার্মান ব্যান্ডের তাল মিলানো। যেন সাগর মিলিত হতে আসছে শিশির বিন্দুর সাথে। হাঁটু গেড়ে বসে উচ্চারিত কথার মাঝে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা।

BanglaBook.org

রুমী তার কবিতায় 'ফানা' ও 'বাকা'কে একই সাথে প্রবাহিত হতে দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা কী এবং তা কবিতা সে বিষয়গুলোকেই মূর্ত করে তুলেছে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চেতনার মধ্যে এভাবেই রুমীর আদর্শ জীবিত রয়েছে, যেখানে যা কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ও পবিত্র তা সবসময় পরস্পর মিলিত হচ্ছে।

একান্ত প্রশ্ন

কবিতা ও কবিতা পাঠের পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ও রীতির অনুসরণে আমরা রুমীর কাব্যে ব্যক্তিগত কিছু আশা করতে পারি না। রুমীর কবিতায় আমরা তাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত দেখতে পাই না। ব্যক্তি এখানে মুখ্য নয়, বরং ব্যক্তি এখানে উদ্দেশ্য বা মাধ্যম অর্থাৎ প্রতীক। ব্যক্তি এখানে শক্তি পরিচালনা ও রূপান্তরের উৎস। প্রতীকের কাজ করে, আমাদেরকে আমাদের আত্মার সাথে আরও গভীরভাবে সম্পৃক্ত করে। আমরা যখন যীশু খ্রিস্ট অথবা ডায়োনিসসের কোনো মূর্তির দিকে তাকাই, তাহলে আমরা সেখানে বেদনা ও আবেগের উপস্থিতি লক্ষ করি। আমরা যখন ভ্যাটিকানে অ্যাপোলো'র হাত পা বিহীন প্রাচীন মূর্তি দেখি, আমরা তার মাধুর্যপূর্ণ ভারসাম্য ও শক্তিকে কল্পনা করি এবং আমরা সেভাবে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ হই। কালি দেবীর অবয়ব ক্রুদ্ধতা ও গতির চেতনার জন্ম দেয়। ক্যানসাস সিটির নেলসন-অ্যাটকিনস মিউজিয়ামে কুয়ান ইন কক্ষে কেউ পদচারণা করলে তার মাঝে রসিকতা করার বোধ জাগবে।

'ফানা' অথবা 'বাকা', যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, দুয়ের মাঝেই ব্যক্তিগত অহঙ্কারের বোধ জড়িত। আসলে এ বোধ মানুষের সাথে ঈশ্বরের মুখোমুখির একটা পর্যায়। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে একটি রহস্যের মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়াই রুমীর কবিতার মূল সুর। স্বপ্নের কল্পনার উৎস, আকাঙ্ক্ষার ঝরনা—সবই যেন প্রশ্নমুখর, 'আমি কে? রমণ মহর্ষি এবং রুমী একমত যে, আমরা যে মানুষ সেই আনন্দ হচ্ছে, আমরা যা সেটিকে সেভাবেই প্রকাশ করা। যা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়া সম্পদের মতো।

আমি জানতে পেরেছি যে, দরবেশি ধ্যানের প্রক্রিয়া, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিশ্রম, জিকির, উপবাস, যৌনকর্মে বিরত থাকা এবং দীর্ঘসময় ধরে নির্জন বাস ইত্যাদির পর একটি পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব। রুমীর কবিতায় ভাববিহ্বলতার স্বাদ পাওয়া যায়। তার সকল কবিতায় তাবরিজের শামস-এর সাথে তার কাজের রূপান্তরের অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কারণ বন্ধুত্বের ফলাফল হিসেবেই তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

BanglaBook.org

আমি কখনো দরবেশি আবেশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিনি এবং 'ফানা' ও 'বাকা'র পরিস্থিতিতেও কাটাইনি। রুমী যেভাবে এই অবস্থাগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলোকে আমি অতি সহজীকরণ করে ফেলেছি অথবা বলা যায়, যথার্থ উপস্থাপন করতে পারিনি। 'ফানা' ও 'বাকা' সম্পর্কে আমাকে যদি বলতে হয় তাহলে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমাকে স্মরণ করতে হবে বাওয়া মুহীউদ্দিনের কথা, যিনি আমাকে রুমীর এই কাজ সম্পর্কে বলেছেন। তিনি দুই জগতেই বাস

করেন। আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন আমাদের চারপাশের বিশাল সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার অগোছালো ধারণা থেকে আমি সরে এসে নতুন এক জ্ঞান অর্জন করেছি এবং একই আনন্দ উপভোগ করেছি সূর্য সম্পর্কে লিখা আমার নয় বছর বয়স্কা নাতনি'র কবিতায়।

আমি রুমীর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য প্রতিভার উৎস দেখতে পাই তার আত্মসমর্পণ ও শৃঙ্খলার মধ্যে অব্যাহত ভারসাম্যের মধ্যে। তার অন্তর্দর্শনের মধ্যে যা দৃশ্যত প্রশান্ত অবয়বে প্রতিভাত হতো। ঔজ্জ্বল্য ও অনুশীলন, ধ্যান ও দৈনন্দিন কাজ—এসবের গতিশীলতার মধ্যে প্রাণশক্তি নিহিত থাকে, যার প্রতি রুমীর ঝোঁক ছিল।

আমার মাঝ দিয়েই স্ফুরিত হয়
জগতের আলো (ফানা)
আমি উৎসবের ফটকে রাখা
বাঁকা চাঁদ (বাকা)

কোনো মেলার প্রবেশ পথের ওপরে কাঠ দিয়ে তৈরি 'বাঁকা চাঁদ' বুঝানো হয়েছে হাস্যপরিহাস ছলে, যার ব্যবহার 'বাকা'য় প্রায়ই দেখা যায়।

গ্রন্থ সম্পর্কে

এই কাব্য সঙ্কলনের ভূমিকায় ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা ও রুমীর অতুলনীয় কবিতার মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ করার মতো এবং সে পার্থক্য সত্ত্বেও তার সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কেউ বলতে পারে যে, ব্যক্তিত্ব মানুষের দেবত্বের প্রতিকৃতি, পারিবারিক সংস্কারকে একটি রূপ দেয়, কিন্তু রুমী শামস কাব্যিক সংলাপ এসবকে খান খান করে দিয়ে ধূলির মতো বাতাসে উড়িয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে এসবের আবির্ভাব হয়েছিল। তারপরও যদিও ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি থাকে তাহলে সেটা মোজার্টের আনন্দ সুরের মধ্যে বেসুরো কোনো কিছুর মতো।

BanglaBook.org

অথবা বলা যায়, আত্মা হচ্ছে নৃত্যের সৌন্দর্যের মতো, যার মধ্যে রহস্যময়তা আছে এবং আমরা সেক্ষেত্রে এখনো রুমীর সেই প্রশ্নটিই নিয়েই কাজ করছি, 'আত্মা কী?'

এই সঙ্কলনের নাম 'দি সোল অফ রুমী' দেয়াটা একটি সাহসী উদ্যোগ । 'আত্মা' যেহেতু একটি রহস্য, অতএব 'রুমীর আত্মা' বলাই হয়তো যুক্তিযুক্ত। কিছু উদ্ধৃতি থেকে হয়তো সহায়তা পাওয়া যেতে পারে :

বহু অন্বেষণের পরও
আত্মা, অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে
বর্ণনাতীত গভীরতায়
এর অবস্থান (হেরাক্লিটাস)

'আত্ম-জ্ঞান থেকে আত্মা সম্পর্কে জানা সম্ভব যে, এর স্বাভাবিক গতি কোনো বাধাহীন অবস্থায় কোনো সরলরেখায় চলে না, বরং বৃত্তাকারে চলে কেন্দ্রীয় কোনো কিছুর চারপাশে এবং সারাক্ষণ কেন্দ্রমুখী থাকে, যে কেন্দ্রের কাছে এটি তার সৃষ্টির জন্যে ঋণী।' (প্লাটিনাস)

'অহং বা আমিত্ব হচ্ছে একটি বৃত্ত, যার কেন্দ্র সর্বত্র এবং যার পরিধি কোথাও দৃষ্ট নয়।' (কার্ল জি জাং)

রুমীর আত্মার বোধের সাথে রয়েছে সম্পৃক্ততা, বন্ধুত্ব অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান কৌণিক অস্তিত্বের মতো, যা সারাক্ষণ কেন্দ্রমুখী থাকে।

গ্রন্থটির প্রথম অংশে সঙ্কলিত কবিতাগুলোর শিরোনাম দেয়া হয়েছে অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। ফারসি ভাষায় রুমীর গজলের পৃথক কোনো শিরোনাম নেই।

মসনবী'র ক্ষেত্রে অনুবাদে তেমন স্বাধীনতা প্রয়োগ না করে লাইন, অর্ধ-লাইন-পদ্ধতি বজায় রাখা হয়েছে যা অনেকটা আনুষ্ঠানিক বিন্যাসের মতো। এটা এক ধরনের প্রহসন ছিল এবং অহরহ লাইন ভেঙে ফেলার আনন্দ আমি পুরোপুরিই উপভোগ করেছি, ঠিক সমুদ্রের ঢেউ যেভাবে তীরে এসে ভেঙে যায়। এই বিভক্তির মধ্যে যে যতি, তা দুই প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে ফাঁকা স্থান তার চাইতেও গভীর। কিন্তু একটি অধ্যায় শেষে ফুল স্টপের চাইতে কম গভীর।

জালালুদ্দীন রুমীর কবিতা নিয়ে আমি যা করেছি; অনুবাদ, ব্যাখ্যা—কাজটি সম্পন্ন করতে আমার পঁচিশ বছর সময় লেগেছে। সকালে শুরু করে হয়তো একটি গজল অথবা মসনবীর এক পৃষ্ঠা অনুবাদ করেছি এবং আমার কানে তা শ্রুতিমধুর হয়ে শোনাচ্ছে কি না তা পরখ করেছি গভীরভাবে।

গ্রন্থটির ভূমিকামূলক অধ্যায়ে আমি প্রচুর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছি, যা সাধারণত পান্ডিত্যপূর্ণ কোনো কাজের ক্ষেত্রে সহ্য করা হয় না। কিন্তু আমি কোনো পাণ্ডিত্য ফলাতে চাইনি। যে গভীর অস্তিত্বের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সংলাপের কারণেই এটা ঘটেছে। এবং আমি আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে। আমি সততার সাথেই অনুভব করি যে এটা কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো সময় হয়তো ব্যক্তিগত অংশটুকু অসঙ্গতিপূর্ণ ও হাস্যকর বলে মনে হবে, কিংবা মজারও মনে হতে পারে। কিছু বাকচাতুর্য প্রদর্শন সত্ত্বেও আমি আন্তরিকতার সাথেই চেয়েছি যে, পাঠকদের কাছে রুমী মূর্তভাবে উপস্থিত থাকুক, যাকে জন কীটস বলেছেন আমাদের 'আত্মার নির্মাণ' যে প্রক্রিয়া একইসাথে যৌথ এবং অদ্ভুতভাবে একক এবং তা ঘটে স্থান ও কালের বাইরে এবং অভ্যন্তরে—সেই সমুদ্রেই আমাদের সকলের অবস্থান। কোনো প্রতিকৃতি বা অবয়ব দ্বারা এর অব্যাহত সংশোধনের রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

পাশ্চাতে রুমীর জনপ্রিয়তা

কোনো সংস্কৃতি অগভীর স্ফীতির সংকটে পড়তে পারে যদি সে সংস্কৃতি পরিপূর্ণ উদ্যমে অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত না হয়। বিকাশমান প্রতিটি অঞ্চলের প্রয়োজন তার কর্মপরিকল্পনার মধ্যে নতুন চিন্তাধারা ও নতুন পথের সংযোজন। আত্মার বিকাশের জন্যে প্রয়োজন বৈচিত্র্য এবং রীতিপ্রথা, আইন, ধর্মীয় মতবাদ ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ভেদকারী সীমানা।

রেনেসাঁর যুগ থেকে গ্রিস ও রোমের সাহিত্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও রাশিয়ার সাহিত্যের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল আমেরিকান সংস্কৃতির ওপর। কিন্তু প্রধানত বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ভারত, অষ্টাদশ শতাব্দীর জাপান, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর পারস্যের মূল সুর এবং পাশাপাশি বহু দেশীয় আদিবাসী সংগীত ও কাহিনি, আমেরিকান শিল্প-সংস্কৃতি, আমেরিকানদের চিন্তাভাবনা এবং আত্মার বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছে।

রুমী পাশ্চাত্যে এত জনপ্রিয় কেন তার কারণ আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় আত্মার সাথে রুমীর সৃষ্টির একটি সম্পর্ক আছে। রবার্ট ব্লাই এবং ধারণা যেহেতু খ্রিস্টীয় অনুশাসনে ভাবাবেশ সৃষ্টি করার মতো উপাদান বাতিল করা হয়েছে। সেজন্যে খ্রিস্টান প্রধান পাশ্চাত্যে রুমী সেই প্রয়োজন পূরণ করছেন।

আমি শুধু আশা করতে পারি যে, আমেরিকান সংস্কৃতি রুমীর বিশাল উন্মুক্ত হৃদয় তার ক্রীড়াশীলতা, তার গভীর বিষাদ এবং পবিত্রতার শূন্যতার বসবাসে তার সাহসের সাথে সম্পৃক্ত করতে শুরু করেছে।

মার্ক টোয়েন তার অপরিহার্য আমেরিকান দৃষ্টিতে ১৮৬০ সালের শেষদিকে 'সেমাকে বর্ণনা করেছেন রুমীর সৃষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত চলমান ধ্যান হিসেবে। এমন একটি অনুষ্ঠান তিনি দেখেছেন ইস্তাম্বুলে

'আমরা নৃত্যরত দরবেশদের খানকা পরিদর্শনে যাই। সেখানে বিশজন দরবেশ ছিলেন। দীর্ঘ, হালকা রঙের ঢিলেঢালা আলখিল্লা ছিল তাদের পরনে। যা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত। প্রত্যেকে তার পালা এলে প্রধান দরবেশের কাছে গিয়ে অতি নিষ্ঠার সাথে মস্তক অবনত করছিলেন এবং যে বৃত্তাকৃতির বেষ্টনীকে কেন্দ্র করে তারা নৃত্য করছিলেন সেখানে তারা স্থানে ফিরে এসে বিকারগ্রস্তের মতো তাদের আবর্তন অব্যাহত রাখেন। বেষ্টনীটি প্রতিবার অতিক্রম করতে পঁচিশ মিনিট করে সময় লাগছিল। কিন্তু নিজের অবস্থানে একজন দরবেশ ঘুরছিলেন প্রতি মিনিটে চল্লিশ বার। তারা কোনোরকম শব্দ করছিলেন না এবং অধিকাংশ দরবেশ তাদের মাথা পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছিলেন চোখ বন্ধ করে। এক ধরনের ভাবাবেশে আচ্ছন্ন ছিলেন তারা। পুরো সময়ের একটি অংশে কর্কশ ধরনের বাদ্য বাজানো হয়, কিন্তু কারা এই সুর তুলছে তাদের দেখা

BanglaBook.org

যায় না। সেই বৃত্তের মধ্যে দরবেশ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে কাউকে নাচতে হবে অথবা বৃত্তের বাইরে অবস্থান করতে হবে।'

তার দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং সহানুভূতিপূর্ণ, অবশ্য কিছুটা স্টপওয়াচ হাতে স্কেটিং-এর কোচের মতো। রুমীর আত্মসমর্পণের ও শৃংখলার শিক্ষা মার্ক টোয়েনের কাছে মনে হয়েছে যুগপৎ গতিশীল। অবশ্য শেষদিকে তার কঠোর মন্তব্য 'এটা এক বর্বর প্রদর্শনী যা এর আগে আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি,' পাঠ করার পূর্ব পর্যন্ত তার মূল্যায়ন ইতিবাচক।

মার্ক টোয়েন কখনো আমেরিকায় ভাবাবেশী কবির উন্মেষ ভাবেননি। কারণ টোয়েন নিজেও ভাবাবেশে আচ্ছন্ন থাকতেন এবং সেদিক থেকে রুমীর সাথে তার মিল আছে। বর্তমান সম্পর্কে তাদের পরমানন্দবোধ অভিন্ন। দরবেশদের খানকার বৃত্তের মাঝে আমি তাদের দুজনকে একত্রে দেখি।

আমি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি যে, আমার এই কাজ পান্ডিত্যপূর্ণ কোনো অনুবাদ নয়। যদিও এর একটি রূপ দিতে আমি বিশেষজ্ঞদের সাথে সবসময় আলোচনা করেছি, যারা রুমীর কবিতা ও মসনবী'র মূল ভাষা ফারসি জানেন। আমি ফারসি থেকে অনুবাদ করিনি। অনেকে হয়তো এগুলোকে অনুবাদ হিসেবে গ্রহণ করবেন না, বরং ব্যাখ্যা বা অনুকরণ বলতে পারেন। কিন্তু আমি আশা করি যে রুমীর মূল প্রেরণার সাথে আমার এ কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে তার কিছু ক্ষমতা ও সৌরভ রয়েছে।

রুমীর কিছু কিছু গজল নেয়া হয়েছে নেভিট আরগিনের (Nevit Ergin) অনূদিত দিওয়ান থেকে। তিনি অনুবাদ করেছেন তুর্কি ভাষা থেকে আর ফারসি থেকে রুমীর দিওয়ানের অনুবাদ করেছেন গোলপিনারলি (Golpinarli)। অন্যগুলো সঙ্কলন করেছি জন ময়নির (John Mo–ne) ফারসি থেকে করা ইংরেজি অনুবাদ, আরবেরির অনুবাদ থেকে।

কোলম্যান বার্কস
২০০২

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১. সবুজ একটি শাল : সোলেমানের দূরের মসজিদ

১৯৭০ এর দশকের শুরুর দিকে, ডিসেম্বর মাসে আমি কোনিয়ায় রুমীর মাজারের সবুজ গম্বুজের নিচে বসে ধ্যানস্থ ছিলাম। একজন লোক এগিয়ে এসে আমাকে সবুজ রং এর একটি শাল দিল। শালটি এখনো আমার কাছে আছে এবং ধ্যান করার সময় আমি সেটি গায়ে জড়িয়ে রাখি। আমি শাল জড়ানো মোহাবিষ্ট অনুভূতিকে পছন্দ করি।

নিজের মধ্যে আত্মস্থ থাকার পরিতৃপ্তি এবং সীমাহীন আবিষ্কারের মধ্যে সবুজ শাল যেন শিশুর তাবু তৈরির আনন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন শিশুটি কোনো বর্ষণমুখর দিনে একটি টেবিল ও একটি চেয়ারের ওপর একটি চাদর ছড়িয়ে দিয়ে প্রান্তগুলোকে আটকে দেয় সেফটি পিন দিয়ে এবং হামাগুড়ি দিয়ে সেই আশ্রয়ের নিচে প্রবেশ করে যেখানে তার কল্পনা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। আমরা এত দীর্ঘ দিন ধরে কি করে তাবু তৈরির ব্যাপারটা ভুলে ছিলাম তা এক রহস্য।

রুমী তার কবিতায় প্রতিটি ভোরকে উদ্দেশ্য ও সমবেদনা এবং সোহবত বা অতীন্দ্রিয় আলোচনার স্থান হিসেবে গড়ে তোলা বিষয়ক সোলেমানের অনুশীলনের কথা বলেছেন। তিনি এটাকে বর্ণনা করেছেন 'সুদূরের মসজিদ'। সোলেমান সেখানে গিয়ে প্রতিদিন সকালে গজিয়ে ওঠা নতুন নতুন গাছের কথা শোনেন। তারা তাকে তাদের ঔষুধি গুণ, স্বাস্থ্যের জন্যে তাদের কার্যকারিতা এবং বিষক্রিয়ার বিপদ সম্পর্কেও বলে।

আমি চাই যে, আমরা সবাই সবুজ শাল দ্বারা আচ্ছাদিত হই। "মনে রেখো, অভয়াশ্রমের প্রবেশ দ্বার তোমারই মাঝে (প্রবেশ দ্বার)। মরিয়মের আত্মগোপন করার স্থান এবং বিশাল গুদাম ঘর হচ্ছে তাবুর অন্যান্য প্রতিকৃতি, যেখানে আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং ভালোবাসা গভীর হয়।

রুমী প্রায়শ এটাকে দেখেছেন পাখির গানের কথার মতো, যা ধ্যানের গম্বুজের নিচে শুরু হয় ভোর বেলায়। দূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করো যেখানে তুমি তোমার আত্মার গ্রন্থ পাঠ করতে এবং রাতের স্বপ্নের কথাগুলোকে শুনতে পারবে। ফরিদুদ্দিন আত্তার বলেছেন;

BanglaBook.org

ভালোবাসাই নিয়ন্ত্রণ করুক তোমার আত্মাকে
একটা জায়গা করে দাও আত্মার আশ্রয়ের
গভীর অস্তিত্বের বিশ্রামের জন্যে,
গুহা কিংবা নিভৃত কোনো স্থান

প্রবেশ দ্বার

প্রেমিক প্রেমিকার স্পর্শ কতো পরিচিত ও কোমল
কিন্তু সে স্পর্শের শক্তি
যে অবয়বের জন্ম দেয়, তার মাঝে
লীন হয় অন্য সকল আকার।
মনে রেখো, এই যে অভয়াশ্রম
এর দরোজা তোমার ভেতরেই।
সূর্যালোকে ধূলোর নৃত্য দেখে
আমরাও উচ্ছ্বল হই।
কি সুর ধূলিকণা শুনে নাচে
কেউ তা জানে না।
নৃত্যের জন্যে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে রয়েছে
একজন করে গোপন সুরসঙ্গী।
ছন্দের অদ্ভুত খেলা, পথের যে গতি
আমরা তা একাই জানি ও শুনতে পাই।
মাহমুদের মতো শামসও রাজাধিরাজ,
কিন্তু আমার মতো মুক্তা বিচূর্ণকারী
দরবেশ আয়াজ আর কেউ নেই

যা বলা হয়েছে, তাই

গোলাপকে বলা হয়েছে প্রস্ফুটিত হও
এবং আমাকেও
এইখানে, বুকের ঠিক মাঝখানে।
BanglaBook.org
সাইপ্রাস গাছকে কি বলা হলো
যে তারা বেড়ে ওঠে
এত দৃঢ় ও সোজা হয়ে?
কোন নির্দেশে
বেলি ফুল এত সুগন্ধি,
ইক্ষু এতটা সুমিষ্ট,
কি বলা হয়েছে তুর্কিস্তানের বাসিন্দাদের
যে তারা এত সুদর্শন
আনারের ফুল ফুটলে তা কেন দেখায়
মানুষের মুখের মতো, সেকথা এখন
আমাকে বলা হচ্ছে।
আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠি,
ভাষায় যে অলঙ্কারের সমাবেশ

তা এখানেই ঘটে চলেছে।
বিশাল ভাণ্ডারের দরজা উন্মুক্ত,
এক টুকরা ইক্ষু চিবিয়ে আমার মন
একজনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়,
যিনি সবকিছুর মালিক

মরিয়মের লুকিয়ে থাকা

এসব কিছু পাওয়ার আগে তুমি
সরে পড়তে ভালোবাসতে,
বলো, জিবরাইল মরিয়মকে
বিস্ময়কর খবরটি শোনানোর পর
তিনি কি বলেছিলেন,
'আমি আল্লাহর মাঝে লুকাবো,'
আপন কক্ষে নগ্ন অবস্থায় তিনি
দেখলেন সৌন্দর্যের একটি রূপ,
যা তাকে দেবে নতুন জীবন।
যেভাবে সূর্য ওঠে, গোলাপ ফোটে।
স্বর্গীয় উপস্থিতিতে তিনি অনেকটা
অভ্যাসবশত লাফ দিয়েছিলেন,
তার নিঃশ্বাসের ছন্দে ছিল আগুন।
আলো এবং ঔজ্জ্বল্য আসে,
আমি সেই আগুনের ধোঁয়া ও
অস্তিত্বের প্রমাণ, যার ব্যাপকতা
বহিরাবরণের চেয়েও বেশি।

তোমার খোলা পা যেখানে পড়েছে
আমি সেখানে যেতে চাই,
BanglaBook.org
কারণ, পা ফেলার আগে হয়তো তুমি
একবার মাটির দিকে তাকাবে।
আমি তো এই সৌভাগ্যই চাই।
তুমি কি চাও, বন্ধু সম্পর্কে
সত্য বেরিয়ে আসুক?
খোসা ফেলে দাও,
নেমে যাও ভিতরে
ভাঁজের মধ্যে ভাঁজ,
নিজের মধ্যেই ডুবে

যায় প্রেয়সী এবং সেই
ডুবে যাওয়ার কারণেই
ভিজে একাকার হয়ে আছে পৃথিবী।

কল্পনা হচ্ছে, কোনো অন্ধকার গলিতে
ঘুরে বেড়াবার মতো, কিংবা
রক্ত দিয়ে চোখ মোছার মতো,

পা থেকে ভুরু পর্যন্ত তুমিই সত্য।
বলো, আর কি জানার আছে তোমার?

খোসা এবং পৌরুষ

পৌরুষের অন্তঃসলীলা স্বচ্ছতা আছে।
যা রাগ, লোভ কিংবা
ইন্দ্রিয় কারণে উদ্দীপ্ত হয় না,
কিন্তু একটি খোসা সক্রিয় হয়ে ওঠে।
পৌরুষ ভিতর থেকেই শোনে, এবং
সেই সত্য পালনেরই আনন্দ পায়।
আধ্যাত্মিকতা সত্যের স্বতস্ফূর্ত শক্তি,
তখনই আসে যখন তুমি অন্যান্য
উদ্দেশ্যগুলো পরিহার করো এবং
গতি তখনই আসে যখন তুমি
বুঝতে পারো যে কোনো রাজকীয়
কর্তৃত্ব নির্দেশ দিচ্ছে,
সেটাই আত্মার আনন্দ।
স্মরণ করো, বাদশাহ'র
মুক্তা চূর্ণ করেছিলেন আয়াজ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২. সূচনা : পরিবর্তনের আবশ্যকীয় যন্ত্রণা

জালালুদ্দিন রুমী যে সূচনা বা প্রবর্তনের কথা বলেছেন তা একটি সমাজের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হওয়ার জন্যে কৈশোর থেকে কারো তারুণ্যে উত্তীর্ণ হওয়া অথবা কাল পরিক্রমায় একজন মানুষের বার্ধক্যে উপনীত হওয়া নয়, যদিও এই ক্রান্তিকালগুলোও সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

মসজিদে মৃত্যুর আর্তনাদ শুনলে কোনো তরুণ বলে ওঠে, 'আমার মধ্যে এখন সেই একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।' সে চটজলদি রূপান্তর দেখতে চায় এবং সেজন্যে সবকিছুর ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করে না (গোলাপের বিস্ময়)।

সূচনার মুহূর্তটি যথার্থ এবং এটা কারো জীবনের প্রায় যে কোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে। কে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার চাইতেও এটা গুরুত্বপূর্ণ বলে রুমী মনে করেন। এ হচ্ছে অদৃশ্যের মাঝে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কারো কাজ। একজন লোক যে অধ্যাবসায়ের সাথে তার দৈনন্দিন কাজ করে রুমী ঠিক সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

এই পরিবর্তনের মাঝে যে রহস্যময়তাই থাকুক না কেন, সে পরিবর্তন ঘটতে পারে জীবিত কোনো শিক্ষকের মাধ্যমে, মানুষের অবদমিত অভিজ্ঞতার দরজা দিয়ে অথবা কোনো অদৃশ্য অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে, যে অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কেউ জানে না। এই রূপান্তরের বহু পথ ও পদ্ধতি আছে যা মানুষের জীবনে ঘটে থাকে।

একটি ধাক্কার ঘটনার পর আরেকটি ধাক্কা থাকে, যাকে রুমী বলেন প্রথম আত্মার কাছে দ্বিতীয় আত্মা, এবং অনিবার্য মৃত্যু, মাটির কম্পনের মাঝে প্রস্ফুটিত হয় বুনো ফুল (প্রত্যেকের মাঝে প্রয়োজনীয় এক শরৎ কাল)।

এটাকে কাব্যিক প্রকাশ বলা যেতে পারে এবং আসলেও তা কাব্যিক। কিন্তু এমন ঘটে থাকে। যার তাতে বন্ধুত্বের মতো কিছু ব্যাপারও জড়িত। সেখানে কবিতাই সাহায্য করে। পরিস্থিতির স্তর থাকে অন্তরের বিশালতার মধ্যে যা পরস্পরকে লালন করে। যেমন, ভোরের আবির্ভাব বন্ধুত্বকে লালন করে, যেখানে মনের বাতি নিভে যায়।

BanglaBook.org

অদৃশ্যের মাঝে কাজ

নবীরা বিস্মিত হয়ে নিজেদেরকেই বলেন,
'ঠান্ডা লোহাকে আর কতো কাল পেটাবো?
শূন্য খাঁচার মধ্যে আর কতোদিন
আমরা ফিসফিস করব?'

সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই তো তার
প্রতিটি সৃষ্টি লাভ করে গতি।
প্রথম আত্মা ধাক্কা দিলে
সাড়া দেয় তোমার দ্বিতীয় আত্মা,
এভাবেই তো শুরু, চুপচাপ বসে থেকো না
জাহাজে মাল ভরো এবং এরপর তুলে দাও পাল,
কেউ তো নিশ্চিত জানে না
জাহাজ ডুববে, না বন্দরে পৌঁছবে।
যারা হুঁশিয়ার, তারা বলে,
'নিশ্চিত না হয়ে আমি কিছু করব না।'
সওদাগররাই ভালো জানে,
কিছু না করলে তুমি হেরে যাবে।
যে সওদাগরেরা সাগরের ঝুঁকি নেয় না
তুমি তাদের একজন হয়ো না।
ধন হাসিল বা হারানোর চাইতে তো
এটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আল্লাহর সাথে তোমার যোগসূত্র তো এটাই!

যদি আলো পেতে চাও
আগুন জ্বালাতেই হবে।
বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে,
তুমি সবকিছুর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।
জীবিকা নিয়ে তোমার ভীতি ও আশার কথা ভাবো,
তোমাকে পাঠানো হয়েছে পরিশ্রম করার জন্য
BanglaBook.org
ভেবে দেখো, পয়গম্বরেরা কি করেছেন,
ইব্রাহিম তার পায়ের গোড়ালিতে
ধারণ করেছেন আগুনের বেড়ি,
সাগরের সাথে কথা বলেছেন মুসা।
দাউদ বানিয়েছেন লোহার ছাঁচ।
সোলেমান নবী বাতাসে ভেসেছেন।
দৃশ্যত তুমি যতটা পরিশ্রমী
অদৃশ্যেও একই পরিশ্রম করো।
তুমি 'কুতুব' বা 'আবদালদের সাহায্যকারী নও
তা কেউ যদি নাও জানে
তবুও তুমি নবীদের সঙ্গী হয়ে যাও,
এতে তোমার কি যে লাভ হবে
তা তুমি ভাবতেও পারবে না!

মহৎ কেউ যদি তোমাকে আগুনের
ভেতরে ডাকে, দ্রুত সাড়া দাও!
কখনো বলো না, 'আগুন কি আমাকে
পোড়াবে? আমি কি আঘাত পাব?'

প্রত্যেকের মাঝে প্রয়োজনীয় এক শরৎ

তুমি আর আমি সব কথাই বলেছি,
কিন্তু যে পথ ধরে আমাদের যেতে হবে
কথা তো সে পথের কোনো সমাধান নয়।
কৃপা ছাড়া প্রস্তুতির কোনো তাড়া নেই
আমার যাবতীয় দোষ রেখেছি সংগোপনে
কেউ এটাকেও প্রস্তুতি বলতে পারে।
আমার আত্মার মধ্যে যে বিন্দুতুল্য জ্ঞান
তাকে হারিয়ে যেতে দাও তোমার সমুদ্রে।
কারণ, সে জ্ঞান নানা হুমকির মুখোমুখি।
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই
অব্যাহত শরতের উপস্থিতি।
আমাদের পাতা ঝরে এবং
পানির ওপর দিয়ে উড়ে যায়।
একটি কাক ন্যাড়া ডালে বসে
ফেলে আসা দিনের কথা বলে।
অতঃপর ফিরে আসে তোমার উদারতা;
বসন্ত, আদ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, কচুরিপানা,
গোলাপ ও সাইপ্রেসের সুবাস।
ফিরে এসেছেন ইউসুফ।
ইউসুফের সংগীত যদি নিজের মধ্যে
BanglaBook.org
অনুভব না করো, তাহলে তুমি
ইয়াকুব হয়ে যাও।
কাঁদো, এবং এরপর হাসো
যে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা তোমার নেই
তা জানার ভান করো না।
অনিবার্য একটি মৃত্যু আছে,
কিন্তু এরপরও নিশ্বাস নেন ঈসা
খাঁজকাটা পাথরে কদাচিৎ কিছু জন্মায়,
তুমি মাটি হয়ে যাও, নড়ে চড়ে ওঠো
তাহলে তুমি যেখানে আছো

সেখানে বুনো ফুল ফুটবে
বহু বছর তুমি পাথর হয়ে ছিলে,
এখন ভিন্ন কিছু চেষ্টা করো
আত্মসমর্পণ করো।

যন্ত্রণা

তুমি কেমন উদ্ধত ছিলে
তা দেখে বেদনার সৃষ্টি হয় এবং
অবশেষে এই বেদনাই তোমাকে বের করে
আনে তোমার অহঙ্কার থেকে।
মায়ের বেদনা ছাড়া কোনো
সন্তানের জন্ম হয় না।
তুমি প্রকৃত বিশ্বাসে গর্ভবতী হলে
নবী ও দরবেশদের বাণী
ধাত্রীর কাজ করে, কিন্তু তার আগে
তোমাকে বেদনা অনুভব করতে হবে।
ব্যথাশূন্যতা অহমিকার জন্ম দেয়।
'আমি এই', 'আমি সেই' অথবা
মনসুর আল-হাল্লাজের মতো 'আমিই খোদা'
বলে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে সত্যের।
অসময়ে 'আমি' আনে অভিশাপ
আর যথাসময়ে 'আমি' আশীর্বাদ।
অন্ধকার থাকতেই যদি মোরগ ডেকে ওঠে
তাহলে কেটে ফেলতে হবে তার মাথা,
কিন্তু এভাবে মস্তক ছিন্ন করার মানে কি?
BanglaBook.org
মোরগকে বাঁচাতে কেউ সংগ্রহ করতে পারে
কাঁকড়া বিছার হুল, কিংবা পাথর ছোঁড়া
থেকে রক্ষা করতে পারে সাপের বিষ।
মস্তকহীনতা আসে কোনো উস্তাদের সাথে
তোমার পরিশুদ্ধির সম্পর্ক থেকে।
সত্যিকারের একজন শেখকে ধরো,
তাহলে তোমার শক্তি ফিরে আসবে
এবং সে শক্তি তোমাকে তার
আরও ঘনিষ্ট করবে।
আত্মার আত্মার আত্মা,
মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত এবং সে মুহূর্ত থেকে
নিশ্বাস টানার আশা করো।

কতো দীর্ঘ সময় ধরে তোমাকে বিচ্ছিন্ন
থাকতে হবে তা কোনো ব্যাপারই নয়।
সেই সান্নিধ্যের মাঝে কোনো বিচ্ছেদ নেই।
এই বন্ধুত্ব সম্পর্কে আরও জানতে চাও?
তাহলে সুরা 'আল-ফজর' পাঠ করো।

গোলাপের বিস্ময়

মাঝরাতে মসজিদের কাছে অবিরাম কান্না
মরণাপন্নের করুণ কান্না।
সেখানে বসে থাকা তরুণ কান্না শুনে
ভাবে, 'কান্নার শব্দ তো আমাকে
ভীত করে না। কেনই বা ভীত করবে?
এটাতো উৎসব ঘোষণাকারী ঢাকের আওয়াজ,
অর্থাৎ, এখন আমাদের উচিত আনন্দের
সুরুয়া পাকানো শুরু করা।'
মৃত্যুর ভীতি ছাড়িয়ে সে মিলনের
কথা শোনে, 'এখন তো আমার মাঝে
লীন হওয়ার সময়।'
লাফিয়ে উঠে সে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে
চিৎকার করে বলে, 'তুমি যদি মানুষ
হতে পারো, তাহলে আমার মাঝে এসো।'
মৃত্যু চিৎকারের শব্দ তাকে বিদীর্ণ—
উন্মুক্ত করে, চারদিক থেকে রহস্য,
সোনার মুদ্রা, তরল সোনা, সোনার বস্ত্র,
সোনার পিন্ড এসে ভিড় করতে থাকে,
সোনার স্তূপ মসজিদের দরজাকে পর্যন্ত
অবরুদ্ধ করে ফেলে আর তরুণ লোকটি
[illegible]
BanglaBook.org
বয়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রেখে
ফিরে আসে আরও সোনা নিতে
ভীরু মুসল্লীরা সারাক্ষণ ঘুমিয়ে কাটায়।
আমি কি আসল সোনার কথা বলছি ভাবছো,
তাহলে তোমরা তো ওই শিশুদের মতো
যারা ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরাকে মুদ্রা মনে করে
এবং হাঁড়ির টুকরা ছড়িয়ে আছে দেখলেই
তারা মুদ্রার কথা ভাবে, ঠিক তুমি
'সোনা' শব্দটি শুনেই যেভাবে তা পেতে চাও।

এ এক ভিন্ন সোনা, যা তোমার ভালোবাসার
সময়ে তোমার বুকের মধ্যেই জ্বলজ্বল করে।
মায়াবি মসজিদের অবস্থানও সেখানেই
যেখানে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ হচ্ছে
মিম্বরে রাখা মোমবাতির শিখা।
তরুণ লোকটি পতঙ্গে পরিণত হয়ে
নিজেকে নিয়েই বাজি ধরে এবং জিতে যায়।
একজন খাঁটি মানুষ আসলে মানুষ নয়!
এই মোমবাতি পোড়ে না, আলোকিত করে
কিছু মোমবাতি জ্বলে নিঃশেষিত হয়।
মোমবাতি একটির পর আরেকটি জ্বলে ওঠে,
অন্যগুলো একটি কক্ষে গোলাপের মতো বিস্ময়,
এবং সেখানে তুমি এক আগন্তুক।

আরও বিন্যাস চাই

এমন একজনের সাথে আমাদের সখ্য
যে আমাদের হত্যা করে,
ঠেলে দেয় সাগরের তরঙ্গের কাছে।
এই মৃত্যুকে আমরা ভালোবাসি।
মূর্খরাই শুধু বলে, একটু প্রতীক্ষা করো,
কাল নয়, পরশু।
ছুরি ক্ষুরধার হোক, অগ্রাহ্য করো না,
এই বন্ধু দেখতেই শুধু ভয়ঙ্কর;
তোমার আত্মাকে আরও বিন্যস্ত করে
বাতাসের দুর্গম পর্বতের ওপর
বসেছে তোমার শ্যেন বাজ।
যীশু তার ক্রসের ওপরে, আর হাল্লাজ
সেই অসম্ভব মৃত্যুগুলোর ওপর,
যেগুলো তিনি গোপন করেছেন।
কুশলী নিন্দুকেরা জানে, প্রতি মুহূর্তে
তারা কি করছে ও কেন?
অতো শতো না ভেবে নিজেকে
নিবেদন করো প্রেমের কাছে।
কারণ, সকালের সূর্য আমাদের
তারকা-মোমবাতি মনকে নিভিয়ে দিয়ে
বেপরোয়ার মতো উদিত হয়।

BanglaBook.org

দুর্ভোগ বেছে নাও

কাল মাহফিলে সোরাহি থেকে
যে লোকটি সুরা ঢেলে দিচ্ছিল,
আমি তার সেই সোরাহির মাঝে
আমার আত্মাকে দেখতে পেয়ে
বললাম, 'তুমি তোমার কাজ
ভুলে যেও না।'
উজ্জ্বল মুখে সে এগিয়ে এসে
সুরা পূর্ণ পাত্রটি চুম্বন করে
তুলে দিল আমার হাতে।
পাত্রটি লাল সোনালি উনুন হয়ে
আমাকে টেনে নিল পদ্মরাগমণির
এক খনিতে, এক সবুজ উদ্যানে।
সবাই কোনো-না-কোনো যাতনা বেছে নেয়,
যে যাতনা তাকে রূপান্তরিত করে
উত্তমরূপে সেঁকা এক রুটিতে।
আবু লাহাব নিজ হাতে কামড় দিয়ে
বেছে নিয়েছিল সন্দেহ-সংশয়।
আবু হোরায়রার ভালোবাসা ছিল
তার বিড়ালের জন্যে।
সংশয়ে ভরা মন প্রমাণ খুঁজে বেড়ায়,
আর অন্যজনের চামড়ার থলেতে থাকে
তার প্রয়োজনীয় সবকিছু।
আমরা এখন যদি নীরব থাকতে পারি,
তাহলে ওস্তাদজি সেই গল্পগুলোই
আমাদের শোনাবেন, যে গল্প
[illegible] কোনো মাহফিলেই তারা শোনেন।

BanglaBook.org

ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করো

দুঃখ ভারী হয়ে জমে আছে গলায় ও
ফুসফুসে; হাজারো বিষাদ, নিষ্ঠুরতার
কালো মেঘ যে যাতনা সয়ে যাচ্ছে,
সবই কোনোভাবে প্রেম থেকে উদ্ভুত।
তোমার নিজের রক্তের জন্যে
বিলাপ করো এবং তৃষ্ণার্ত হও।

ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করার
এখনই সময়।
লাল হয়ে বয়ে চলে নীল নদ,
নীল নদের প্রবাহ খাঁটি।
আগুন স্পর্শ না করা পর্যন্ত তো
শুকনো কাঁটা ও কন্টক গাছ অভিন্ন।
তীরের বর্ষণ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত
সাহসী যোদ্ধা ও ভীরু কাপুরুষ
একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে,
যারা যোদ্ধা তারা যুদ্ধ ভালোবাসে।
চতুর সিংহ কৌশলে তার শিকারকে
নিজের দিকে আকৃষ্ট করে বলে,
'আবার হত্যা করো আমাকে।'
মৃত চোখ তাকায় জীবন্ত চোখের দিকে।
এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজো না।
প্রেমের রহস্য অযৌক্তিক মনে হয়।
সে রহস্য ভেদের চেষ্টায় রহস্যই
আরও দুরুহ হয়ে যায়।
অতএব, নীরবতাই উত্তম

এক বছরের শিশুকে দেখো

তুমি যখন নিজেকে নিয়ে অহঙ্কারী হয়ে ওঠো
তখন তোমার ক্রোধই শুধু বাড়ে।
ক্রোধ অবদমন করে অন্যের ঘৃণা এবং
তোমার আত্ম-শ্রদ্ধাকে কাজে লাগাও
এর পরিবর্তন আনতে।
কাহিনির মেঘ যেমন করে তিনটি
সাপের আকৃতি নেয়, কিংবা
তুমি যদি চাও সিংহের তেজে কুকুর
ঘেউ ঘেউ করুক, তাহলে বেশি সময়
BanglaBook.org
ধরে যাতনা ভোগ করো।
এক বছরের শিশু কিভাবে হাঁটে
মনোযোগ দিয়ে তা দেখো,
সেখানে মন্দ'র জ্ঞান আছে।
কখনো সুমিষ্ট স্বাদও টক
বিস্বাদ লাগে। সেই কণ্ঠস্বর শোনো

যা ঘোষণা করে, 'তোমাদের জন্যেই
তো আমি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছি।'
তাহলে প্রেমের শরাঘাতেই হত্যা করো
এবং নিহত হও।
তোমরা তো দুটি কুকুর, দীর্ঘসময় ধরে
তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩. বাকা : স্বাভাবিক দিনের আলোর মধ্যে

এই কঠোর, তুচ্ছ, উজ্জ্বল, উদ্ধত, উচ্ছল পৃথিবীর নিষ্ঠাবান পূজারি ছিলেন রুমী। পৃথিবীকে তিনি দেখতেন, মানুষ যা কিছু করে তা তুলে আনতেন আলোর সামনে এবং আত্মার বিকাশকে পরখ করার জন্যে মানুষের প্রতিটি কাজকে অতসী কাচ বা লেন্স হিসেবে প্রয়োগ করেন।

তার কবিতার বিস্ময়কর গুণ হচ্ছে, আমাদের ভিতরে যা ঘটছে সেই উপস্থিতির বোধ এনে দেয় আমাদের মধ্যে। সবচেয়ে কৌশলপূর্ণ রহস্য দেখা যায় শিকারের প্রতিটি পর্যায়ে—ধনুক, তীর ছোড়া, হরিণের রক্ত, শিকারির চোখ—নকশী কাঁথার প্রতিটি সুক্ষ্ম ফোঁড় যেন অনুভূত হয় কবিতার নিচে মাটির মতো।

রুমী সূক্ষ্মতার প্রতি মনোযোগী ছিলেন, মানুষের জীবনের কাহিনির সুনির্দিষ্ট রূপ দেখতে চাইতেন তিনি, এমনকি যখন তিনি সমুদ্র সম জ্ঞান বিতরণ করতেন তখনো তাঁর প্রকাশ দেখতে চাইতেন জলোচ্ছ্বাসের মতো। এটাই হচ্ছে, 'বাকা' অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ; ধ্বংস থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে আসা। 'বাকা'র পরিস্থিতিতে একজন কোনো মুহূর্তের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে, চুপচাপ ছোটখাট কাজ করে, অনুপস্থিতির আলখিল্লা সেলাই করে।

কবি হেডেন কারুথ (Hayden Carruth) আত্মহত্যার উদ্যোগ থেকে রক্ষা পেয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সৌভাগ্যবশতই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি বলেন, 'আমার আনন্দ আমি কি করছি তার মধ্যে নয়, বরং আমি যে বেঁচে আছি তার মধ্যে...সেন্ট তেরেসাও কি এমনই অনুভব করেছিলেন? আমার সন্দেহ হয় যে, আমার আনন্দের যে আবেগময় প্রকাশ তা বাস্তবিকপক্ষে ধর্মীয় পরমানন্দের কাছাকাছি।' এর বেশি কোনো কিছু তিনি না ভাবলেও আমার ধারণা, তিনি 'বাকা'র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। রুমী জীব ভালোবাসতেন। নিঃসন্দেহে জীবজন্তু লক্ষ্য করা মানুষের প্রাচীনতম আনন্দের অন্যতম। গুহা প্রাচীর সংবেদনশীলতার জান্তব মাধুর্যের প্রতিফলন ঘটায়। রুমীর কবিতা প্রাণী, মানুষ এবং আত্মার সংমিশ্রণকে ভালোবাসে, যা সত্যিকার মানব নৃত্যের বিস্তারিত রূপ।

স্বপ্নের মধ্যে 'বাকা'র পরিস্থিতি আসে, যাতে কেউ তাকে প্রদত্ত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করে স্বপ্নে।

ব্যবহার্য ছড়ি

আমি এখানে এই সংগীত তরঙ্গের ভেতরে
নৃত্য করতে চাই, এমন চেতনায় নয়
যেখানে কোনো সময় নেই।

BanglaBook.org

আমি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করি ছায়ার মতো,
আমার মাথা পা হয়ে যায়।
অস্তিত্বের আবরণে ধ্বংস হয়েছিল ফেরাউন
আমি মুসা, আমার ঐশ্বরিক আঙুলের
ফাঁকে একটি কলম,
হাতের লাঠি হয়ে যায় সাপ।
ভাবনার ছড়ি ধরে আছে আমার অন্ধ মন,
কিন্তু প্রেম তো কিছু ভাবছে না।
প্রেম আত্মার সাথে, আমার সাথে প্রতীক্ষায় থাকে
এই কোণায় গুটিশুটি পড়ে থেকে কাঁদে।
যেখানে আমরা কখনো 'হাঁ' শুনি না
সেখানে আমরা অচেনা, বহিরাগত
আমরা নিশ্চয়ই অন্য কোনো নগরীর।

উন্মোচনকারী

যারা লেগে থাকে তারা সাথে আনে প্রেম
এবং প্রেমই তাদের জন্যে নিরাময়!
হুইসেলের সুতীব্র শব্দে সেনাদলও
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বিজয় এখানে!
মুখে পড়লে তেতোটাই মিষ্টি লাগে
মেঘের আবরণের মাঝেই বিদ্যুৎ চমকায়
মরু পথে ভিশতিওয়ালার হাঁক
বজ্রপাতের মতো মনে হয়।
আমাদের বলা হয়েছে গভীর হতে,
তাবরিজের শামস্ এর ঝড় যখন
আকাশে উড়ে যায় তখন সমুদ্রের তরঙ্গ
স্ফীত হয়ে সৈকত ধুয়ে মুছে নেয়।

BanglaBook.org

আত্মার আলো এবং সূর্য অভিন্ন

প্রেমিক যদি সারাক্ষণ দগ্ধ না হয়,
তাহলে তার উচিত বৃদ্ধদের সাথে
বসে আঙুলের গিঁট ফোটানো।
প্রেমিক কোনো দলের সাথে, কিংবা
নিজের সাথেও নিজেকে মানাতে পারে না,
দৃশ্যপট বা সংশয়ের জাল থেকে
দ্রুত বেরিয়ে যায় সে।

একটি বসন্ত, একটি সবুজ শাখা
প্রতিদিনই নতুন এবং প্রথম মনে হবে।
বীণায় বিষাদের সুর বাজছে।
একত্রে হাঁটছে হরিণী ও সিংহী
আত্মার আলো এবং সূর্য তো অভিন্ন।

ধরন পাল্টে যায়

প্রেম স্বয়ং তোমাকে চুমু দিতে এলে
তুমি বাধা দিও না! বাদশাহ্ শিকারে গেলে
বন হাসে। বাদশাহ্ এখন একটি
স্থানে পরিণত এবং সব শিকারি,
শিকার, দর্শক, ধনুক-তীর, হাত ও ছুঁড়ে দেয়া।
কেমন লাগে এসব?
গত রাতের স্বপ্ন প্রবেশ করেছিল
এইসব খোলা চোখে, আমরা যখন
মরে ধূলোয় পরিণত হই
তখন প্রতিটি ধূলিকণা ধারণ করে
এক একটি পূর্ণ অবয়ব।
ধূলির ঘূর্ণি যে আকার নিচ্ছে
তা কি তুমি শুনতে পাও?
ওটাই তো সংগীত, প্রেম, প্রশান্তি, ধৈর্য।
বন্ধু তার অস্তিত্বের ভেতর অবরুদ্ধ হয়ে আছে
এবং এর বাইরেও তাকে আর দেখা যাবে না।
BanglaBook.org
কখনো কখনো আমরা ধোঁয়া ও থুতু দিয়ে,
ভঙ্গুর চিন্তা দিয়ে মাকড়শার জাল বুনি।
সেই একজন, যিনি জ্ঞান দিয়েছেন,
তার ওপর ছেড়ে দাও চিন্তার কাজ।
কথার অলঙ্কার তো নীরবতায়।
নকশা বোনা বন্ধ করে লক্ষ করো
কিভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সেই নকশার।

তুমি পৃথিবী থেকে দূরের এক দেশের,
তবুও তোমার সর্বোত্তম অনুমান হলো
তুমি মাটি ও ধোঁয়ার তৈরি।
কোত্থেকে তোমার আগমণ তা যে বিস্মৃত
তার প্রমাণ হিসেবে

তুমি সর্বত্র খোদাই করো
এই দৈহিক প্রতিকৃতি।

সবকিছুর যথার্থ হচ্ছে শূন্যতা।
বাদবাকী সবই দৈব দুর্বিপাক,
শূন্যতা শান্তি আনে তোমার প্রেমে
আর অবশিষ্ট সবকিছুই ব্যাধি।
ছলনাময় পৃথিবীতে
তোমার আত্মা শূন্যতাই চায়

আল্লাহর ছুরি দেখে আমরা ভীত নই,
আমরা যদি শৃঙ্খলিত হই, কিংবা
আমাদের মস্তক বিদীর্ণ হলেই বা ভয় কি!
দ্রুত দগ্ধ হচ্ছি আমরা, আর
জ্বলতে জ্বলতে দোজখের আগুনের
দহনও কিছুটা আঁচ করছি।
তুমি তো ভাবতেও পারবে না
লোকজন যা বলাবলি করে
আমাদের কাছে তার গুরুত্ব কতো সামান্য।

এই পথে চলে এসো তুমি
শুধু তোমার মিষ্টি সুবাস নিয়ে
আলখিল্লা পরে এই নদীতে
অবতরণ করো না।
পথ এখান থেকে সেখানে যায়
হঠাৎ করে এখানে চলে এসো না!
এখন তো নগ্ন থাকার সময়।
BanglaBook.org

চারদিকে বসন্ত। কিন্তু আমাদের ভেতরে
অন্যরকম ঐক্য, এখানে প্রতিটি চোখের
পেছনে টলমল করে পানি।
বনের প্রতিটি শাখা বাতাসে
ভিন্নভাবে আন্দোলিত হয়,
কিন্তু যখন শাখাগুলো দোলে
তখন শেকড় পর্যন্ত শিহরিত।

তোমার জন্যে আমার যে প্রেম
আমি সেই প্রেমে মৃত্যুবরণ করব,
ঠিক মেঘখণ্ড যেভাবে হারিয়ে যায়
সূর্যালোকে।

তুমি যদি সারাক্ষণ অমলিন নীলিমায়
উড়তে থাকো, তাহলে কী করে বুঝবে
যে মানুষ হওয়ার কি যন্ত্রণা?
কোথায় রোপণ করবে তুমি
বিষাদের বীজ?
চাষ ও নিড়ানি দেয়ার জন্যে
মজুরদের জমি প্রয়োজন,
অসীম আকাঙ্ক্ষার আকাশ নয়।
রহস্য ভেদ করে আমাদের বলার জন্যে
পয়গম্বরদের পথ হলো প্রেম।
প্রেম মা, আমরা তার সন্তান।
আমাদের বিশ্বাসে এবং বিশ্বাস হারালে,
কিংবা আবার প্রেমের সূচনা অনুভব
করলে সে প্রেম দৃশ্যে ও অদৃশ্যে
জ্বলজ্বল করে আমাদের মাঝে।

সূচনা

এই তো এখন। বর্তমান উপস্থিত!
এখনকে তখন পর্যন্ত বাতিল করো না।
পাথরে তোমার আঘাতে ফুলকি ওঠে।
BanglaBook.org
টেবিলের একেবারে সামনে বসে
চামচ ডুবিয়ে দাও পাত্রে।
ঠিক পাশে বসো তোমার আনন্দের
এবং তোমার জেগে ওঠা আত্মাকে
পূর্ণ করো মদিরায়।
বসন্তের বাতাসে গাছের শাখা
জেসমিন ও সাইপ্রেস স্বচ্ছন্দ নৃত্য করে
খাঁটি শূন্যতা থেকে কাটা হয়েছে
সবুজ আলখেল্লার কাপড়।
তুমি দর্জি, তার দোকানের পসরার
মাঝে বসে নীরবে সেলাই করছ।

অস্তিত্বে ফিরে আসা

মাছ না থাকলেও সমুদ্র হতে পারে।
হে আমার আত্মা, তোমাকে একটি গোপন
কথা বলি; সমুদ্রের মতো
মাছের দেখা পাওয়াও দুরূহ।
সমুদ্রের পানি লালনকারী মা,
আর মাছ কান্নারত শিশু।
কখনো কখনো সমুদ্র বিশেষ একটি
মাছের সন্ধান করে সে কি চায়
তা শোনার জন্যে, যা জানার আগে
সমুদ্র কখনো তৎপর হবে না।
মাছটি তখন সম্রাট, সাগর তার উজির।
এমন একটি মাছকে 'মাছ' বলো না।
আর কতোদিন আমি হেঁয়ালির
মাঝে কথা বলতে থাকব?
মাটিকে সুবাসিত করতে শামস দক্ষ।
তার নৈকট্য অনুভব করলে
গাছেরা নিজেদের বিকশিত করে।
শামস এর স্বাদ অনুভবের পর
আমার আত্মার অস্তিত্ব থাকে না,
আমি যা ছিলাম আবার সেই
অস্তিত্বে ফিরে যেতে পারি।

তিন মুসাফিরের গল্প

ভিন্ন ধর্মের তিন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ
হলো তারা যখন একত্রে সফরে ছিল।
এক সরাইখানায় যাত্রাবিরতি করলে
BanglaBook.org
সরাই মালিক তাদের উপহার দেয়
ঈশ্বরের নৈকট্য স্বাদযুক্ত
উপাদেয় কিছু খাবার।
এভাবেই লোকজন আপ্যায়ন করে
অচেনা অতিথিদের।
ইহুদি ও খ্রিস্টানের উদর পূর্ণ ছিল,
রোজা রেখেছিল মুসলিম মুসাফির।
দুজন বলল, 'খাবারটা আগামীকালের
জন্যে রেখে দেয়া যাক।' অন্য জন বলল,

‘না, আগামীকালের বাহানা করে কি লাভ?’
‘তুমি কি পুরোটাই খেয়ে ফেলতে চাও!’
‘তিন ভাগে ভাগ করো এবং প্রত্যেকে
তার অংশ নিয়ে যা খুশি করুক।’
‘কিন্তু মুহাম্মদ বলেছেন কোনো কিছুকে
বিভাজন না করতে। কারণ,
বিভাজনের অর্থ নিজেকে কামলালসা ও
আত্মার মধ্যে ভাগ করে ফেলা,
একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে।’
কিন্তু শেষপর্যন্ত সে দুজনের কথায়
সম্মত হয়ে বলল, ‘ঠিক আছে তোমাদের
সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ হোক।’
তারা খাবারের স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকলো।
তারা ঘুমালো, ঘুম থেকে জাগ্রত হলো,
এবং বস্ত্র পরিধান করে তৈরি
হলো সকালের প্রার্থনার জন্য।
খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলিম, শামান,
জরোস্ত্রীয়, প্রস্তর, ভূমি-পর্বত,
নদী-সবকিছুর একটি গোপন উপায়
আছে রহস্যের সাথে অবস্থানের।
যে পথ অতি সুন্দর ও বিচার্য নয়,
সে পথের কোনো সমাপ্তি নেই।
তিন বন্ধু সকালের প্রফুল্লতায় বলল,
‘আচ্ছা দেখা যাক, কাল রাতে
আমরা কে কি স্বপ্ন দেখলাম।
যার স্বপ্ন নিগূঢ়, হালুয়া সেই পাবে।’
BanglaBook.org
সকলে সম্মত। ইহুদি মুসাফির তার
আত্মানুসন্ধান শুরু করল, ‘পথে
আমার সাক্ষাৎ হলো মুসার সাথে।
সিনাই পর্বতে গেলাম তাকে অনুসরণ
করে, সেখানে উন্মুক্ত এক দরজা,
আলোর মাঝে আলো। সিনাই পর্বত,
মুসা এবং আমি উদ্ভাসিত চাকচিক্য,
নবীদের ঐক্যের মাঝে মিশে গেলাম।’
একটি সত্যিকার স্বপ্ন এটি,
বহু ইহুদি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছে।

অতপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল খ্রিস্টান,
'যীশু আমার হাত ধরে আমাকে
নিয়ে গেলেন চৌথা আসমানে
স্বচ্ছ অনাবিল বিশাল প্রান্তর...
আমার বর্ণনার অতীত... ।'
তার স্বপ্নও নিঃসন্দেহে সুগভীর।
এরপর মুসলিম মুসাফিরের পালা,
'তোমরা কে কোথায় গেছো, মুহাম্মদ এসে
জানতে চাইলেন আমার কাছে।
বললেন, 'নিতান্তই হতভাগা তুমি,
তুমি পরিত্যক্ত। উঠে কিছু খেয়ে নাও।"
'না! তা হতে পারে না।' খ্রিস্টান ও
ইহুদি হেসে বলল। 'কিন্তু এমন এক
জ্যোতির্ময়কে কি করে আমার পক্ষে
অমান্য করা সম্ভব? মূসা ও যীশুর
নির্দেশ হলে কি তোমরা পালন করতে না?'
তারা বলল, 'তুমি যথার্থ বলেছো।
তোমারটাই সত্যিকারের স্বপ্ন। কারণ,
তোমার জাগ্রত জীবনে এ স্বপ্নের
তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিল।'
আত্মার নির্দেশে দ্রুততার সাথে
তুমি কি করলে, সেটাই দেখার বিষয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪. বক্তব্য : স্বপ্নের দর্শনের উৎস

আমি স্বপ্নের দর্শনের উৎস সম্পর্কে কিছু জানি না, কিন্তু স্বপ্ন দেখার শিল্প আমাকে সবসময় চমৎকৃত করেছে। স্বপ্নের অবস্থান, আমাদের বিকাশমান সচেতনতার সাথে এর জৈব সমন্বয় এবং এর অনাবিল খেলা সত্যিই বিস্ময়কর। মহাজগতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা কল্পনা প্রসূত, কিন্তু স্বপ্নে আবির্ভূত হয়।

রুমী বলেন, রাতের বেলায় আত্মা যেখানে যায়, সেখানেই আমাদের সত্যিকারের বসতবাটি। অতএব, স্বপ্নকে স্মরণ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রায়শ কোরআন ও বাইবেলের চরিত্র ইউসুফের উল্লেখ করেছেন, যার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা মিশরকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেছে। এই ব্যাখ্যার কারণে ইউসুফ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং এক পর্যায়ে কেনানের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন।

রুমী বলেন, প্রেমিকেরা আরেকটি গ্রন্থ পাঠ করে অন্য এক চোখ দিয়ে। স্বাপ্নিক ও প্রেমিকদের জানা ও শোনার ব্যাপারটা অভিন্ন। আকারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক একটি বক্তব্য ঘুরপাক খায়; অনেকটা সূর্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির মতো। কখনো সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, আবার কখনো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু সবসময় তা জীবনের রস উৎপাদন করে যাচ্ছে।

গ্রন্থটির এই অংশে ওমর ও বৃদ্ধ কবির কাহিনি আমার খুবই পছন্দ। তেমন কোনো ঘটনা নয় এটি, কাহিনি মাত্র। একজন বৃদ্ধ কবি, এক তরুণ বীণাবাদক। সে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সম্ভবত সব শিল্পীরই অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে; বীণার নতুন তার—যা তাকে আবার চাঙ্গা করে তুলবে নতুন প্রাণশক্তিতে। সে এই নতুনত্ব চায় এবং বীণাকে বিশ্রাম দিয়ে ঘুমাতে যায়। শিল্পীর এই যে ঘুমিয়ে পড়া তা রুমীকে একটি সুযোগ দেয় বিকাশের, যা আসে স্বপ্নের মাধ্যমে। এ ধরনের সুযোগ তিনি কমই হাতছাড়া করেছেন।

খলিফা ওমর নিকটেই ঘুমাচ্ছিলেন। কবিতা প্রবেশ করে তার নিদ্রায়, যেখানে একটি কণ্ঠ তাকে জানায় যে, কিভাবে বৃদ্ধ কবির প্রার্থনার উত্তর দিতে হবে। ওমর বীণাবাদককে বীণার নতুন তার কেনার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করেন এবং কাহিনির অবশিষ্ট অংশ খলিফার উদারতার ব্যাপারে কবির বর্ণনা। তার কৃতজ্ঞতার প্রকাশে তিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে, দুঃখ ও অনুশোচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্বাণ লাভের পরিস্থিতি 'ফানা' অর্থাৎ খেলায় প্রবেশ করেন। রুমী এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন নিদ্রা ও আত্ম-

BanglaBook.org

সমর্পণের অবস্থা হিসেবে, যা একটি অস্তিত্বের খুব কাছাকাছি। স্বপ্ন ও 'ফানা'র অবস্থা একত্রিত হয়ে যায় এবং এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করার কোনো আকার অথবা ভাষা নেই। আমাদেরকে সমুদ্রসম অনুভূতি, সূর্যালোকে হারিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে অর্থাৎ শূন্যতা ও পরিপূর্ণতা এবং উচ্ছ্বসিত দর্শনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

খাড়ির মধ্যে তাকানো

চেতনা ও মেধাসহ আত্মা এক খাড়ি,
ইচ্ছার আগাছা যখন ঘন হয়ে জন্মে
তখন বোধশক্তি আর প্রবাহিত
হতে পারে না এবং লুকিয়ে থাকে
আত্মার সৃষ্টি। কিন্তু কখনো কখনো
যুক্তির স্বচ্ছতা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে
আবদ্ধ স্রোতও বেগবান হয়ে উঠে।
এখন আর কান্না ও হতাশা নয়,
তোমার পুরনো আকাঙ্ক্ষার মতোই
প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তোমার অস্তিত্ব,
অতএব, হাসো এবং পরিতৃপ্ত হও।
কর্তৃত্বের প্রবাহ আত্মার সৃষ্টিকে
বিকশিত করে। নিচের দিকে তাকিয়ে
দেখো, এ এক মধুর স্বপ্ন।
আলোর তৈরি দরজাগুলো উন্মুক্ত।
ভিতরে তাকিয়ে দেখো।

সামনে

যারা ঢেলে দেয় তাদের পাত্রে
দিনরাত ঢালো, যাতে ঘুমের মাঝেও
আমরা স্বাদ পেতে থাকি।
মাথা ও পাগড়ি নয়, আত্মার হৃদয়
স্বপ্নে ফাঁকা হয়ে যায় মিশরীয় নারীর
BanglaBook.org
পানির মশক বাতাসে পূর্ণ।
এভাবেই পিছু নেয় প্রেম এবং
আমাদের বন্ধু হতে চায়।
আমরা যখন পরস্পরকে ধরি।
আমাদের ভিতরের একান্ত রহস্যগুলো
সারাক্ষণ সামনে এগিয়ে যায়

নিজ নগরীর রাস্তা

নিদ্রা দ্রবীভূত করে তোমার মনকে,
কিন্তু পাগল কি করে ঘুমায়?

যে প্রেমে পাগল কি করে সে
রাত ও দিনের পার্থক্য জানবে?
খোদা-প্রেমিকদের অধিকাংশই তো
ভিন্ন এক জগতের, তারা পৃথক
এক গ্রন্থ পাঠ করে ভিন্ন চোখ দিয়ে।
পাখি বা একটি মাছ হতে
চেষ্টা করো। হারিয়ে যাও
প্রেমিকার অন্তঃস্থলের কোন পথে
তুমি স্বয়ং 'মজ্জুব' (পাগল) না হলে
পাগলের অনুভব জানতেও পারবে না।
শামস এই নতুন বাতিগুলো ভাসিয়ে
নিয়েছেন আমাদের নিজ নগরীর
রাস্তা ও পৃথিবীর মাঝ দিয়ে।

পদচিহ্ন

এই গ্রহে তুমি নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছো
দুর্জ্ঞেয় বিষয়েও দিয়েছো জ্ঞান।
আমি তো নিছক একটি তীর,
ধনুকে জুঁড়ে আমাকে ছুঁড়ে দাও।
তোমার জন্যে আমার প্রেমের কারণে
ছাদ থেকে পড়ে গেছে আমার পান পাত্র,
একটি মই নামিয়ে দাও এবং
দয়া করে টুকরাগুলো সংগ্রহ করো।
লোকে বলে, 'কিন্তু কোনটি তোমার ছাদ?'
আমি উত্তর দেই, 'রাতের বেলায় আত্মা
যেখানেই যায়, আমার ছাদ সেদিকে।
BanglaBook.org
মাটিকে নিরাময় করতে যে কোনো দিক
থেকে হতে পারে বসন্তের আগমন।
একটি মানুষের ভিতর থেকেই
হতে পারে অনুসন্ধানের সূচনা।
মনে রেখো, সন্ধানের মাঝেই
আমরা খুঁজছি তার পদচিহ্ন।
কিন্তু আমরা তো সেই লোকটির মতো,
যে লোকটি গাধার পিঠে বসে গাধার কাছেই
জানতে চায় যে কোথায় যেতে হবে।
এখন চুপ করে থেকে অপেক্ষা করো।

এমনও হতে পারে, আমরা যে সমুদ্রে
যেতে চাই, সে সমুদ্রই হয়ত চায়
যাতে আরও খানিক সময় সৈকতে থাকি,
তীর অবধি ভিন্ন ভিন্ন পথে যাই।

অনুপস্থিতি ও উপস্থিতির সৃষ্টিকর্তা

মসনবীর একটি অধ্যায় সম্পর্কে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'তুমিই সেই চিন্তা। তোমার অস্থি ও স্নায়ু ভিন্নতর কিছু।'

তিনি বলেন, "এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখো। 'চিন্তা' শব্দটিকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট সত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত করা বুঝাতে হবে অথবা আমি কি বলছি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মানুষের মধ্যেই বিনিময়যোগ্য সবকিছু, তা বলা হোক আর না হোক—সবই এ ধরনের চিন্তাকে গঠন করে। মানুষ হচ্ছে সংলাপ। বাদবাকী হচ্ছে রক্ত, অস্থি ও স্নায়ু। আমাদের মাঝে যা প্রবাহিত হয় তাকে বক্তব্য বলা হয়। সূর্যের সাথে এটাকে তুলনা করো, যা আমাদের সবসময় উষ্ণ রাখছে, এমনকি আমরা যখন সূর্যকে দেখতে না পাই তখনো। এই বক্তব্য বা কথা—সূর্য অদৃশ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি ভাষার রূপ নেয়। আল্লাহর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এক লোক ছিল যে বলতো যে তার কাছে 'আল্লাহ' শব্দটি অর্থহীন। অতঃপর একজন তাকে আল্লাহর কাজগুলোকে নির্দেশ করতে লাগলো এবং সে দেখলো। এমনও লোক আছে যারা চাল ও হলুদ দিয়ে মিশিয়ে না দিলে মধু খেতে পারে না।

"আমি যে কথার বর্ণনা করছি তা অব্যাহত, সূর্যের আলো ও তাপের মতো। এটাকে উপভোগ করতে আমাদের সাধারণত একটি মাধ্যমের প্রয়োজন, কিন্তু নিরাকার কোনো কিছু উপলব্ধি করারও উপায় আছে। ইন্দ্রিয়াতীত একটি সাগরও অলৌকিক বিষয় ও নতুন নতুন রং এ পরিপূর্ণ। তুমি কিছু বলো আর না বলো, এই কথা তোমার মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। দার্শনিকেরা দাবী করেন, "মানুষ হচ্ছে কথা বলার প্রাণী।" এবং তোমার ভিতরের প্রাণীটি যেমন সবসময় তোমার সাথে থাকে, তেমনি কথাও সারাক্ষণ সেখানে থাকে।

"মানুষ তিনটি আধ্যাত্মিক পর্যায়ের মধ্যে বাস করে। প্রথম পর্যায়ে আমরা আল্লাহর প্রতি কোনো মনোযোগ দেই না। আমরা শুধু পৃথিবীর পাথর ও আবর্জনা, সম্পদ, শিশু, পুরুষ ও নারীকে লক্ষ্য করি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ইবাদত ছাড়া আর কিছু করি না। তৃতীয় এবং সবচেয়ে অগ্রসর পর্যায়ে আমরা নিরব হয়ে যাই। আমরা একথা বলি না

'আমি আল্লাহর সেবা করছি 'অথবা' আমি সেবা করছি না।' আমরা জানি যে, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি থেকে আল্লাহ দূরে। বরং তিনি অনুপস্থিতি ও উপস্থিতির সৃষ্টিকর্তা! এবং এই দুটি অবস্থারও বাইরে।

"এই যে বৈপরীত্য, যা পরস্পরের পরিপূরক, তা আল্লাহর গুণের অংশ নয়। এর কোনো সাদৃশ্য নেই। আল্লাহ তো আল্লাহকে সৃষ্টি করেননি। তুমি যখন এই

BanglaBook.org

পর্যায়ে উপনীত হবে তখন থেমে যাও! সমুদ্রের প্রান্তে পদচিহ্ন হারিয়ে যায়। ভাষা, বিজ্ঞান এবং মানুষের সকল দক্ষতা এই বক্তব্য থেকে উদ্ভুত হয়। এই বহমান বিনিময় প্রতিটি ঘটনাকে জীবন্ত করে তোলে।

"কোনো পুরুষ কর্তৃক বিরাট মেষপাল, বহুসংখ্যক ঘোড়া ও বিশাল ফল উদ্যানের মালিক রমণীর সাথে প্রেমে লিপ্ত হওয়ার মতো। সে পশুগুলোর যত্ন নেয়। ফল গাছে পানি দেয়, ঘোড়ার যত্ন নেয়; কিন্তু সারাক্ষণ তার চিন্তা কেন্দ্রীভূত থাকে মহিলাকে নিয়ে। মহিলাটি যদি কখনো সেখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে কাজ লোকটির জন্যে একঘেঁয়েমিপূর্ণ ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। অনুরূপ, যে ঘটনাগুলোই ঘটে, তা পূর্ণ থাকে পরিতৃপ্তি ও উষ্ণতা দ্বারা। কারণ, কথার উচ্ছ্বলতা সবসময় বহমান থাকে এবং এই বহমানতা ছাড়া কোনো কিছুরই কোনো অর্থ থাকবে না।"

শূন্যতায় ভাসছে একটি জাহাজ

তোমার সাথে মিলনেই আনন্দ
বাদবাকী সবই একটি অট্টালিকা
ভেঙ্গে আরেকটি গড়ে তোলা।
কিন্তু কোনো কিছুর আকার ভেঙ্গে
ফেলো না। পানি ছাড়া নৌকা
চলতে পারে না। আমাদের যে ভুল
বিবরণী শোনানো হয়েছিল, তুমি বলার পরই
তা শোধরানো হয়েছে।
রাখালের মতো তুমি জানতে চেয়েছ
'কেমন আছো তুমি?'
আমি কাঁদতে শুরু করেছিলাম।
যে কারো কাছে মিলিতভাবে
এর কিছু অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু
এই কিছুর কি অর্থ তোমার কাছে?
তোমার কথা বলা যায় না,
যদিও তুমি সব শব্দ শুনতে পাও।
তোমার কথা লিখা যায় না,
কিন্তু তুমি সবই পাঠ করতে পারো।
তুমি নিদ্রা যাও না, তবুও তুমি
স্বপ্ন দর্শনের উৎস। গভীর নীরবতায়
শূন্যতায় ভাসছে একটি জাহাজ।
প্রশংসা তারই, যিনি সিনাই পর্বতে
মুসাকে বলেছিলেন, 'তুমি তো
আমাকে দেখতে পাবে না।'

BanglaBook.org

খলিফা ওমর ও বৃদ্ধ কবি

বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন কবি।
তার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়, কথা ফ্যাঁসফেসে,
এবং তার বীণার ক'টি তারও ছিন্ন।
আত্মাকে প্রফুল্ল করত যে কবিতা
এখন তা আর কারো কাজে আসে না।
স্বয়ং দেবী ভেনাস যে সুরের
প্রশংসা করতেন, এখন তা
বৃদ্ধ গর্দভের ডাকের মতো হয়েছে।
বড় আকৃতির মশা এখন বাজপাখির
শিকার। সুন্দর সবকিছু শেষ হয়ে গেছে
আমরা যেখানে পথ চলি
সেখানে কোন ছাদ ধসে পড়েনি?
বুকের মধ্যে যে কণ্ঠ শোনা যায়
সেটিই শুধু ম্লান হয়নি।
সকল ভাবনা ও প্রতিটি শিল্পের
স্থির শক্তি নিয়ে সেই অম্বরই
শুধু এর প্রতি সর্বক্ষণ আকৃষ্ট হয়।
দুর্বল হয়ে গেছেন কবি এবং দরিদ্র,
কারণ কেউ আর তার কবিতা
শুনতে চায় না। তিনি মদিনায়
কবরস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করেন,
'হে প্রভু, আমার কাছ থেকে
তুমি তো সবসময় অচল মুদ্রা
গ্রহণ করেছো, দয়া করে আরেকবার
আমার প্রার্থনা শুনে আমার বীণার
জন্যে রেশমি তার কেনার অর্থ দাও।'
BanglaBook.org
অবশিষ্ট ছিল যে ক'টি তার তা দিয়েই
তিনি গেয়ে উঠেন কয়েক লাইন,
'সত্তরটি বছর পর্যন্ত আমি নিতান্ত
অমনোযোগী ছিলাম বলে আমার প্রতি
রহমতের ধারা তো মন্থর বা বন্ধ হয়নি।
সুফীরা যে মেহমান সম্পর্কে বলে
আমি সেই মেহমান, আমি জীবন্ত
সুর বাজাই আমার আমন্ত্রণকারীর জন্যে।
আজকের সবকিছু তো তারই জন্যে।'

অতঃপর তিনি বীণাটি পাশে নামিয়ে
বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।
উড়ে যায় তার আত্মার পাখি।
দেহ থেকে মুক্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে
উড়ে যায় বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে,
যেখানে গাইতে পারবে নিজের সত্য।
'মাথা নেই, তবু আমি ভালোবাসি
মুখ নেই তবুও স্বাদ গ্রহণ করি
এই স্মৃতি অনুশোচনা বিহীন।
কিন্তু হাত ছাড়া কেমন করে আমি
এই সীমাহীন প্রান্তরে আমার আনন্দের
জন্যে আহরণ করব গোলাপ ও তুলসি।'
অতএব, পানকৌড়ি ডুব দেয়
আপন সমুদ্রে, দুঃসংবাদের ঢেউ
উপশম ঘটায় সকল যন্ত্রণার,
অতি পবিত্র সূর্যোদয় ঘটে।
সহসা এই মসনবী যদি আকাশ
হয়ে যায়, তাহলেও এই কবি
নিদ্রায় যে রহস্য উপভোগ করেন
তার অর্ধেকও ধারণ করতে পারবে না।
এর ভিতরে প্রবেশের সহজ পথ থাকলে
কেউ এখানে থাকতো না।
এরই মাঝে খলিফা ওমরের কাছে
নিদ্রিত একটি কণ্ঠ বলল, 'গোরস্থানে
BanglaBook.org
ঘুমিয়ে থাকা লোকটিকে দান করো
সাত শত সুবর্ণ দিনার।'
কণ্ঠটি ভেসে আসতেই সকলে বুঝতে
পারে। এ কণ্ঠ অভিন্ন কর্তৃত্বে এবং
এক ভাষায় তুর্কি, কুর্দি পারসিক
আরব ও ইথিওপীয়ের সাথে কথা বলে।
কণ্ঠটি যে আদেশ দিয়েছে তা পালন
করতে গোরস্থানে গেলেন ওমর!
ঘুমন্ত বৃদ্ধ লোকটি ছাড়া
সেখানে আর কেউ ছিল না।
'নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয়'—
শিকার শেষে সিংহ যেমন তার
শিকারের চারপাশে চক্কর কাটে,

কোনো কিছু না দেখে ওমর অনুরূপ
জায়গাটি প্রদক্ষিণ করলেন।
লোকটি নিশ্চয়ই দুঃস্থ ভবঘুরে।
'লুকিয়ে থাকা এই হৃদয় এক রহস্য।'
ওমর তার পাশে বসে হাঁচি দিলেন।
ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল ভবঘুরে,
মহান লোকটি তাকে অভিযুক্ত
করতে এসেছেন ভেবে। ওমর বললেন,
'না, আপনি বসুন। আপনাকে
একান্তে কিছু বলার আছে আমার।
এই যে দেখছেন থলে, এতে আছে
আপনার বীণার জন্যে নতুন রেশমি তার
কেনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ। এটি নিন,
তার কিনে আবার আসুন এখানে।'
বৃদ্ধ কবি শুনলেন, মহত্ব যে সত্যে পরিণত
হয়েছে তা অনুভব করলেন।
তিনি কাঁদলেন, এরপর মাটির ওপর
ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেললেন তার বীণা।

কোনো বিশেষ দিনের মূল্য কেউ জানে না।
'এই গানগুলো, এক একটি নিশ্বাস
আমাকে সারাক্ষণ স্মরণ করিয়ে দিতো
ইরাক ও পারস্যের সুর।
ছোট্ট জিরাফগান্দ, চব্বিশটি সুরের
তরল সজীবতা আমাকে বিক্ষিপ্ত করেছে,
আর সেই ফাঁকে চলে গেছে কাফেলার
পর কাফেলা। আর আমার কবিতা
রয়ে গেছে আমার ভেতরেই।
BanglaBook.org
যা আমার জন্যে তোমার সেরা উপহার।
এখন আমি সেগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছি।

কেউ যখন তোমার জন্যে সোনা গোণে
তখন নিজের হাত বা সোনা দেখো না,
বরং যে দিচ্ছে তার দিকে দেখো।
ওমর বললেন, 'এই বিলাপও
আত্ম-অভিযোগ, 'বেষ্টনীর আরেক আকার
নল খাগড়ার মাদুরে আরেকটি গিঁট।

অতীতের স্মরণ আর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস
তোমাকে ভরে ফেলে কালের ফোঁকরে।
সময়কে টুকরো টুকরো করে ফুটো করা
প্রাচীরসহ ফাঁপা বস্তুতে পরিণত হও।
ভিতরে প্রবেশ ও নিগর্মণ করতে
দাও আল্লাহর নিশ্বাসকে।
এমন অনুসন্ধানী হয়ো না, যার সন্ধ্যানের
গুরুত্ব কোনো কিছু দ্বারা আবৃত থাকে।
তোমার অনুশোচনায় অনুতাপ করো।'
জেগে ওঠা লোকটির হৃদয়ে আর
সুরযন্ত্রের জন্যে ভালোবাসা নয়,
কোনো কান্না ও হাসি ছাড়াই
বিলীন হয়ে যায় তার জান্তব আত্মা।
সূচনা হয় আরেকটি আত্মার।
যথার্থ বিহবলতায় তিনি কোনো
আকাঙ্ক্ষা, কোনো কথা ও কাহিনির
সীমা ছাড়িয়ে বাইরে চলে যান।
সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তিনি মুক্তির
সীমা অতিক্রম করে ডুবে যান,
বৃদ্ধ লোকটিকে ঢেকে ফেলে ঢেউ;
তার সম্পর্কে আর কিছু বলা যায় না।
আলখিল্লা ঝাড়া দেন তিনি
কিন্তু এতে আর কিছুই ছিল না,
শিকার ধরতে বাজপাখি ছোঁ মারে
বনের মধ্যে কিন্তু আর ফিরে আসে না।
BanglaBook.org
সূর্যালোক প্রতি মুহূর্তেই শূন্য
আবার প্রতি মূহূর্তেই পূর্ণ।
একজন বৃদ্ধ কবির মতো পৃথিবী
সজীব হয়ে ওঠে আত্মার পানিতে, এবং
সূর্যের আলো নতুন হয়ে ওঠে।
এই রঙ এর ছোপ, ব্যাপ্তি এবং
সূর্যের আবহ কেউ স্বপ্ন ছাড়া
কল্পনাও করতে পারে না।

৫. একটি উৎসর্গ : ধর্মের মর্মবাণী

সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে প্রশংসা, অনুশোচনা ও ক্ষমাশীলতা। তাবরিজের শামস' এর সাথে জালালুদ্দীন রুমীর বন্ধুত্ব বর্ণনার উর্ধ্বে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ সম্পর্ক রুমীর ক্ষেত্রে তার ধর্মের সুনির্দিষ্ট কাঠামো লাভ করে। বন্ধুত্ব পরিণত হয় প্রার্থনায় এবং বাস্তবতার বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ইসলাম, মুহাম্মদ, যীশু এবং সকল মতবাদ একাকার হয়ে যায়। শামস এর সাথে সাক্ষাতের পর ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার আর কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। রুমী বলতেন, 'প্রতিটি ধর্ম যা স্মরণ করতে চেষ্টা করে শামস এর মুখই তা বলে দেয়।'

রুমী ও শামস যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর কাছে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, তা নিহিত ছিল তাদের বন্ধুত্বের সার্বক্ষণিক উন্মোচিত রহস্যের মাঝে। সেই বন্ধুত্বের উৎস হচ্ছে—সূর্যালোক, সূর্য যেসব কিছুকে আলোকিত করে এবং সূর্যের গভীরের যে রহস্য, সেটাই তার প্রার্থনা বা ইবাদতের লক্ষ্য। রুমীর সাথে সনাতন কিছু বিশ্বাসীদের এখানেই সমস্যা। তিনি মানুষ ও নিরঙ্কুশ আল্লাহর মধ্যে যে দূরত্ব তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দিতেন না, বরং এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতেন। মূল সমঝোতা বা উপলব্ধি হচ্ছে বন্ধু ও বন্ধুত্বের মধ্যে সমুদ্রসম পরিবর্তন। অব্যাহত সংলাপকে তিনি যথোটা গুরুত্ব দিতেন, ইবাদতে ততো গুরুত্ব দিতেন না। আমাদের প্রকৃত সচেতনতা যদি স্থান ও কালের উর্ধ্বে উঠে যায়, তাহলে ইবাদত বা প্রার্থনার মর্ম কোনো সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।

এ ব্যাপারে আমি অতি গোঁড়ামি বা অতি যুক্তিবাদী হওয়ার কথা বুঝাতে চাচ্ছি না। রুমী এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে মুসলমানরা ভালোবাসে এবং তার প্রতিটি কবিতাকে মনে করা হয় পবিত্র কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা হিসেবে। রুমীর এই পরিচিতিও যথার্থ, এবং আমার মতো খ্রিস্টবাদী ও কোনো ধর্মবিশ্বাসহীন লোকের কাছে তার যে ভাবমূর্তি সেক্ষেত্রেও কোনো অসঙ্গতি নেই। মানুষটিই আসলে মহান, একটি শক্তিশালী আশীর্বাদ। আমরা তার কবিতার ওপর আলোচনা করতে পারি এবং আমাদের ধারণা ঘোষণা করতে পারি, কিন্তু সবই তার আলিঙ্গণে আবদ্ধ থেকে। গতানুগতিক সুফী প্রার্থনার ওপর কবীর হেলমিনস্কি (Kabir Helminski) একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে ১৯১০ সালে মৌলভি শেখ এর একটি প্রার্থনায় 'আমাদের মাওলানা এবং আধ্যাত্মিকতার মাওলানা' বলে যে উক্তি করা হয়েছে আমি সেটির মধ্যে আমার সান্ত্বনা অনুসন্ধান করি। স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

সুফীবাদে বিশ্বাসী রুমীর উত্তরসূরিরা যে তরিকারই অনুসারী হোক না কেন, তারা অবশ্যই রুমীর কবিতা সম্পর্কে অবগত এবং তারা কোনো ধর্মের অংশ না হলেও রুমীর সাথে একাত্মতা অনুভব করেন।

একটি সংগীত

যা প্রশংসিত হয়েছে সেটি এক,
অতএব, প্রশংসাও একটিই।
বিশাল এক পাত্রে ঢালা হয়েছে
অনেকগুলো পরিপূর্ণ সোরাহি।
সকল ধর্ম, এইসব গান
আসলে অভিন্ন এক সংগীত।
মায়া এবং অসার দম্ভই শুধু ব্যবধান,
সূর্যের আলো ওই দেয়ালের চাইতে
এই দেয়ালে একটু ভিন্ন এবং
এই যে এই দেয়ালটি—
সেখানে সূর্যালোকে প্রচুর ভিন্নতা,
কিন্তু এরপরও এটি একটিই আলো।
আমরা এই বস্ত্র, এই কাল ও
কালের ব্যক্তিত্বকে ধার করেছি
একটি আলো থেকে, এবং
যখন আমরা প্রশংসা করি,
তখন যা ঢেলেছি তা আবার
সোরাহিতে ভরে নেই।

হিন্দুস্থানের একটি বৃক্ষ

একবার এক জ্ঞানী ব্যক্তি
কিছু বলার খাতিরেই বললেন,
'হিন্দুস্থানে একটি বৃক্ষ আছে,
যদি সেই বৃক্ষের ফল খেতে পারো
তাহলে তোমরা কখনো বৃদ্ধ হবে না
BanglaBook.org
এমনকি মারাও যাবে না কখনো'।
বৃক্ষটি সম্পর্কে গল্প ছড়িয়ে পড়ল,
অবশেষে এক বাদশাহ সেই বৃক্ষের
সন্ধানে হিন্দুস্থানে তার দূতকে পাঠালেন
লোকটির কথা শুনে মানুষ হাসল,
তার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল,
'জনাব, আমি জানি বৃক্ষটি কোথায়,

সেটি জঙ্গলের অতি গহীনে এবং
তোমার প্রয়োজন পড়বে একটি মই।'
নির্দেশ মতো লোকটি যাচ্ছে, যাচ্ছে—
বছরের পর বছর কেটে যাওয়ার পর
নিজেকে আহম্মক বলে মনে হলো তার।
লোকটি যখন বাদশাহ'র কাছে ফিরে আসতে
উদ্যত তখনই তার সাক্ষাৎ হলো
এক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে।
তাকে বলল, 'হে মহান ওস্তাদ,
বৃক্ষটি সন্ধানে আমাকে অনুগ্রহ করুন।'
'পুত্র আমার, এটাকে বৃক্ষ বলা হলেও
আসলে তা কোনো বৃক্ষ নয়,
কখনো একে বলা হয় সূর্য,
কখনো সমুদ্র বা মেঘ, এবং
এই শব্দগুলো কোনো খাঁটি মানুষের
জ্ঞানকেই নির্দেশ করে, যার
ফলাফল থাকতে পারে
বহুবিধ; অন্ততঃ ন্যূনতম চিরন্তন জীবন।
একইভাবে, একজন লোক তোমার
পিতা হতে পারে এবং অন্য কারো পুত্র
আরেকজনের চাচা ও ভ্রাতুস্পুত্র।
অতএব, তুমি যা খুঁজছো।
তার অনেক নাম ও একটি অস্তিত্ব আছে।
এই নামের একটিকে খুঁজো না।
কোনো নামের প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে
তুমি এগিয়ে যাও।'
মানুষের মধ্যে প্রতিটি যুদ্ধ ও
সংঘাতের কারণ নাম নিয়ে অনৈক্য।
এ এক অপ্রয়োজনীয় বোকামি
কারণ, যুক্তিতর্কের সীমার বাইরেই
মিলনের দীর্ঘ এক স্থান আছে
আমাদের আসন গ্রহণের প্রতীক্ষায়।

তোমার মুখ

হয়তো তুমি বিদায়ের কথা ভাবছো,
মানুষের আত্মা যেভাবে পৃথিবী ছেড়ে যায়

BanglaBook.org

এর প্রায় সকল মিষ্টতা নিয়ে।
তোমার ঘোড়ায় জিন বেঁধে নিয়েছো,
তুমি নিশ্চয়ই চলে যাচ্ছো।
মনে রেখো, এখানেও আছে
তোমার বন্ধুরা, যারা ঘাস ও
আকাশের মতো বিশ্বস্ত।
তোমাকে কি আমি বাঁধা দিয়েছি?
হয়তো তুমি আমার ওপর ক্ষুব্ধ।
কিন্তু আমাদের সংলাপের রাতগুলো,
আমাদের ভালো কাজ, সমুদ্র তীরে
হলুদ গোলাপ, আকাঙ্ক্ষা,
প্রধান ফেরেশতা জিবরাইলের কথা,
'এটাই হোক।'
ওগো, তাবরিজের শামস, প্রতিটি ধর্মই
চেষ্টা করে তোমার মুখকে স্মরণ করতে।

স্বয়ং পথই আসুক

আমার আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও বাসনা জাগে।
বাঁধা পড়ে আছি আমি, গিঁটের পর গিঁট,
তুমি আমাকে আসতে দিয়েছো গিঁট খুলে,
অনেক কথা হয়েছে পথে।
এখন পথই এসে উপস্থিত হোক,
তুমি এক মুঠো মাটি তুলে নাও
আমি থাকব সেই মাটির মাঝে,
আমি ভালো মন্দের ব্যবধান বলতে পারি।
কিন্তু আমি কী করে প্রেমের সৌন্দর্য সম্পর্কে
BanglaBook.org
জেনেছি তা বলতে পারি না।
মন প্রেমের সাথে জ্বলতে অস্বীকার করে,
সালাদিন সবকিছুর মূল হলেও
দৃষ্টির অন্তরালে, প্রেমের স্তম্ভ 'কুতুব'
উপনীত এখানে, এই ভূমিতে।

টেরা চোখবিশিষ্ট ছাত্র

কিছু লোক আছে, যারা গ্রহণ করে
মুসার আইন, খ্রিস্টানদের হত্যাকারী
ইহুদি রাজার মতো যীশুর মহত্ত্ব ও প্রেম নয়।

এভাবে বিচার করা সঠিক নয়।
যীশুর অন্তরে যেমন মুসার স্থান ছিল,
তেমনি যীশুও ছিলেন মুসার অন্তরে।
একটি যুগ একজনের জন্যে,
এরপর আরেকজনের পালা।
কিন্তু তাদের সত্তা একটিই।
এক শিক্ষক টেরা চোখবিশিষ্ট
এক ছাত্রকে বললেন, 'ওখানে রাখা
কাচের বোতলটি আমাকে দাও।'
'কোনটি?' প্রশ্ন করল ছাত্র।
'ওখানে তো দুটি বোতল নেই।'
'আমাকে বকবেন না, হুজুর
আমি তো দুটি দেখছি।'
'তাহলে একটি ভেঙে ফেলো।'
কিন্তু ভাঙলো দুটিই। লালসা,
ক্রোধ কিংবা ধর্মীয় আত্মস্বার্থের
দুটি ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখলে
আমরা এভাবেই দেখি।
নিষ্ঠুর বিবাদী ও বাদীর মধ্যে
পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম ঘুষখোর কাজী।
উত্তম দোয়া হচ্ছে, 'হে প্রভু,
দুই পৃথিবীকেই যাতে একটি বলে
দেখতে পারি সেজন্যে সাহায্য করো'।

হে প্রিয় আত্মা

হে প্রিয় আত্মা, আমাদের দুজনকে
যখন প্রেমিক বলার পরিস্থিতি আসে,
BanglaBook.org
তখন ধৈর্য ও অনুশোচনা থাকে না,
অসম্ভবে পরিণত হয় দুটিই।
অনুশোচনাকে একটি কীট, আর
প্রেমকে ড্রাগন হিসেবে দেখো।
লজ্জা, পরিবর্তনশীল আবহাওয়া ও প্রেম
এমন এক গুণ, যা কিছুই চায় না।
কারণ, এমন প্রেমিকের কাছে
কোনো কিছু বা কারো প্রতি প্রেম অপ্রকৃত,
এখানে উৎস ও লক্ষ্য একটিই।

আমরা যা চাই সেজন্যে চারটি শব্দ

এক লোক চারজনের খরচের জন্যে
একটি মুদ্রা দিল। পারসিক বলে,
‘আমি চাই আঙুর!’ আরব বলে,
‘তুমি বদমাশ, আমার চাই ইনাব।’
তুর্কি বলল, ‘উজুম।’ গ্রিক বলে উঠল,
‘চুপ করো তোমরা সবাই,
আমাদের প্রয়োজন ইসতাফিল।’
ঠেলাধাক্কা শুরু করল তারা,
ঘুসি মারতে লাগলো একে অন্যকে।
বিবাদ থামছিল না তাদের।
বহু ভাষা জানে এমন কেউ সেখানে
উপস্থিত থাকলে তাদের থামিয়ে
বলতে পারত, এই মুদ্রার বিনিময়ে
যে আঙুর তোমরা চাও তোমাদের
প্রত্যেককে আমি তা দিতে পারি।
আমাকে বিশ্বাস করো, শান্ত হলে
তোমরা চার শত্রুই একমত হবে।
একটি নীরব মর্মার্থ জানি আমি
তোমাদের চার ভিন্ন শব্দের অর্থ ‘মদিরা’।

বাধাহীন চারটি প্রার্থনা

চার হিন্দুস্থানি এক মসজিদে
প্রবেশ করে মগ্ন হলো ইবাদতে,
গভীর, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মুয়ায্যিন
কোনো কিছু না ভেবেই একজন বলে উঠল,
BanglaBook.org
‘আপনি কি এখন আজান দিতে যাচ্ছেন?
এটাই কি সময়?’ দ্বিতীয় হিন্দুস্থানি
রুদ্ধশ্বাসে বলল, ‘তুমি কথা বলেছো,
নামাজ শুদ্ধ হয়নি তোমার।’
তৃতীয়জন বলল, ‘চাচাজি, ওকে বকবেন না,
একই কাজ করেছেন আপনিও।
সংশোধন করুন নিজেকেই।’
চতুর্থ বলল, ‘প্রশংসা আল্লাহর,
এই তিনজনের ভুল আমি করিনি।’

চারজনের ইবাদতই বিঘ্নিত হলো।
প্রথম বক্তার ভুলের চাইতেও
বেশি ভুল ছিল বাকি তিনজনের,
ভুল ধরিয়ে দিয়েছিল যারা।
যে নিজের দুর্বলতা দেখতে পায়,
সে ধন্য এবং সেও ধন্য, যে কারো
ভুল দেখলে তার দায়িত্ব নেয়।
কারণ, যে কোনো মানুষের
অর্ধেক ভুল ও দুর্বলতা এবং
পথ থেকে দূরে। হ্যাঁ, অর্ধেকটা তাই।
বাকি অর্ধেক অদৃশ্য আনন্দে নাচে,
সাতার কাঁটে ও উড্ডয়ন করে।
তোমার মাথায় দশটি ফোঁড়া,
মলম যা আছে তা ফোঁড়ায় লাগাও।
কি তোমার ব্যাধি সবাইকে জানাও,
সেটিই সেরে ওঠার লক্ষণ।
তুমি অশ্বপৃষ্ঠে সেই পথে যেতে যেতে
হয়ে ওঠো আরও ক্ষমাশীল ও বিজ্ঞ।
এমনকি, সে মুহূর্তে তোমার বিশেষ কোনো
ভুল না হলেও তুমি শিগ্‌গিরই
হয়ে ওঠো কুকর্মকারীদের একজন।
আত্মতুষ্ট অনুভব করো না,
শয়তান এক মহান ফেরেশতা হিসেবে
বাস করতেন মহাকালে।
ভেবে দেখো, এখন তার নামের কি অর্থ।
তোমার মুখের ওপর থেকে ভীতির চিহ্ন
BanglaBook.org
পুরোপুরি মুছে না যাওয়া পর্যন্ত
খ্যাতিমান হওয়ার চেষ্টা করো না।
তোমার যদি দাড়ি না গজিয়ে থাকে
তাহলে কারো মসৃণ থুতনি নিয়ে
মস্করা করো না। স্মরণ করো,
শয়তান কীভাবে পান করেছিল
আত্মার বিষ, আর কৃতজ্ঞ থাকো
যে তুমি শুধু সতর্কতার
সুমিষ্ট স্বাদই নিয়েছিলে।

কৌতূহলী আধ্যাত্মিক ক্রেতা

এইসব কৌতূহলী আধ্যাত্মিক ক্রেতারা
যারা অলসভাবে প্রশ্ন করে,
'এর দাম কতো? আমি তো শুধু দেখছি।'
তারা একশোটা জিনিস তোলে
আবার নামিয়ে রাখে,
কোনো পুঁজি নেই তাদের হাতে
যা ব্যয় হয়ে যায় তা শুধু প্রেম
এবং কান্নায় ভিজে যায় দুটি চোখ।
একটি দোকানে হাঁটাহাটির সময়ে
তাদের সমগ্র জীবন সহসা, সেই মুহূর্তে
সেখানে অতিক্রান্ত হয়, সেই দোকানে।
কোথায় গিয়েছিলে তুমি? কোথাও না।
কি খেয়েছো? তেমন কিছু নয়।
এমনকি তুমি কি চাও তা যদি
নাও জানো, তাহলে সাধারণ বিনিময়ের
অংশ হিসেবে অন্তত কিছু ক্রয় করো
নূহের মতো বিশাল এবং বোকার মতো
পরিকল্পনা শুরু করো।
লোকে কি ভাবলো তাতে
কিইবা আসে যায়।

তসবি'র মাঝখানের গুটি
সবকিছু বদলে দেয়।
এখন আমার প্রেমের কোনো প্রান্ত নেই,
তুমি তো জানো, বলা হয়েছিল,
সেখানে একটি জানালা এক মন থেকে
আরেক মন পর্যন্ত খুলত,
যদি কোনো দেয়াল না থাকত
তাহলে জানালার চৌকাঠ বা
ঝালরের প্রয়োজন পড়ত না।

BanglaBook.org

৬. ছোট্ট একটি কুকুর তোমার সাথে খেলতে চেষ্টা করছে : ভাবনাশূন্য পথ

দুই সারিতে লোকজন যাচ্ছে। পাশাপাশি দু'টি সারি। বিশাল হল ঘরে আমি যখন আমার প্রেমিকাকে নেমে আসতে দেখি, ওপরে উঠতে, হাঁটতে দেখি তখন আমার এরকমই মনে হয়। সে তার লিখার টেবিল ছেড়ে উঠে, চা তৈরি করে এবং হয়তো তার সাথে খেলতেও উদ্বুদ্ধ করে। পেন্সিল রাখার গ্লাসে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্যে কর্ক আছে। কিংবা টেনিস খেলাও হতে পারে। জোড়ায় জোড়ায় খেলতে হয়। এই জোড়া কোত্থেকে আসে? বিস্মৃত কোনো আইরিশ ব্যালাড? কোনো ভেরীর বাজনা? বেটে মানুষেরা শিং এর বাঁশি বাজাচ্ছে মৃদু লয়ে। হালকা পায়ে ঝরে পড়া ফল কুড়িয়ে নেয়ার মতো।

নিক্ষেপ করার জন্যে একটি দল প্রয়োজন। একটি শাল এবং একটি বল। কুকুরদের প্রতি লক্ষ্য করে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত হতে শেখো। রুমীর দৃষ্টিতে অহং বা আমিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত, যা ক্ষুদ্র 'আমি' (ব্যক্তিত্ব) এবং বৃহত্তর অস্তিত্ব (আত্মা)। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া যেন ছোট্ট একটি কুকুর (ব্যক্তিগত সত্তা), যে কুকুর তোমাকে (অবিনশ্বর আত্মা) পেতে চায় খেলা করার জন্যে। সুফীরা বলেন, প্রেম হচ্ছে আল্লাহর মধুর গোপনীয়তা। রুমী সেই প্রেমকে উপভোগ করেন, যার মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও হাসিই মুখ্য। এই প্রেম মানুষের মধ্যে চেতনার জন্ম দেয়, যে চেতনাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত হয়। প্রতিটি অভিজ্ঞতাই হচ্ছে রাস্তায় একজন দরবেশের উদার সাড়া লাভের আশার মতো। কি করে সেই সাড়া পাওয়া যাবে? প্রতিটি সাক্ষাতের মুহূর্ত সাক্ষাৎ যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতো, যেন এ সাক্ষাৎ ঘটছে রাবিয়া, শামস অথবা রিনজাই এর সাথে। শীতের রাতে এথেন্সের প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে যেন হাঁটছেন বাশো অথবা রুমী। এই প্রেমের মধ্যে একটি নগরীর উপস্থিতি আছে, সহজ সাবলীল পরিবেশ আছে।

স্মরণ করুন, দান্তে কী অদ্ভুতভাবে পাওলো এবং ফ্রান্সেসকাকে কণ্টকাকীর্ণ পরিস্থিতির মাঝে নিক্ষেপ করেছিলেন, যেখানে প্রেমিকযুগল তাদের প্রেমের হৃদয় বিদারক রোমান্স বেছে নিয়েছিল। তারা তাদের নশ্বর পছন্দকে অবিনশ্বরতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ ধরনের প্রেমকে রুমী 'আল্লাহর মধুর গোপনীয়তা' অ্যাখ্যা দেননি, যদিও বর্ণনাটি কিছুটা এর সাথে জড়িত। সকল ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা একটি চিত্র থেকে উদ্ভূত। কেউ বলতে পারে যে রুমীর প্রেমের কবিতা আমাদেরকে উদ্দেশ্য ও মনোযোগের এক আবেশ সৃষ্টিকারী মাঠে নিয়ে যায়,

BanglaBook.org

যেখানে আমরা নির্বাণ লাভের অবস্থায় থাকি। আধুনিক বিজ্ঞান এখন এই শক্তিশালী আবেশী মাঠ আবিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং জীবজন্তুর ওপর এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা শিল্পী ও দরবেশদের কল্পনাকে গ্রহণ করতে পারি, যা আমাদের বিকাশমান চেতনাকে নির্দেশনা দিতে পারে।

আত্মার ছবি

হে আমার আত্মা,
যাকে আমরা বিশ্ব বলি, সেই ছয় পাশ বিশিষ্ট
আয়নার সব দিকে তোমার ছবি।
কিন্তু আয়না তো কেবল তাদের সামর্থ
অনুযায়ী প্রতিকৃতির প্রকাশ ঘটায়,
আত্মার বিকাশের পর্যায়গুলোর
চিত্র ধারণ করতে পারে না আয়না,
'কী করে তোমাকে দেখবো আমি?'
উত্তর আসে, তুমি অস্ত গেলে আমি উদিত হই,
উপলব্ধি আত্মাকে আটকে রাখতে চায়
পা বাঁধা একটি উটের মতো, আর
ভালোবাসা ধরে রাখতে চায়
আত্মার সাতটি পর্যায়কে।
কিন্তু পূরণ হয় না কোনো ইচ্ছাই।
কখনো কখনো ফসলের ঋতুচক্রে
তুষের মেঘ ও অঙ্কুরের মাঝে
একটি শস্যদানাকেও মনে হয়
যেন এর পা ও ডানা আছে।
অচিন আত্মার রাজত্বে মনের প্রভাব
BanglaBook.org
একদিন তুমি সমুদ্রের মাঝে
দেখেছ আত্মা কী।
তখন থেকেই তুমি বিস্ময়ে বিহবল,
আত্মা যখন প্রশ্ন করে তখন
সোনার দুলের আনন্দ উপভোগ
করে প্রত্যেকের কান।
ব্যক্তিত্ব ছোট্ট এক কুকুরের মতো,
যে আত্মার সাথে খেলতে চেষ্টা করে।
আমি তোমাকে ডাকতে শুনেছি এবং
এখন পা ছাড়াই পথে হাঁটছি,
তুমি যা করতে পারো তার অনুরূপ
আর কি করতে পারি আমরা?

দিন, রাত? তোমার গাছের নিচে আমরা ছায়া।
তুমি এখানে আছো বলে
আদম আধ্যাত্মিকতার জগৎ ছেড়েছিলেন,
তুমি ডেকেছিলে।
প্রেম হচ্ছে তোমার স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায়
ছুটে যাওয়া সামুদ্রিক ঝড়।
এ ব্যাপারে তোমার কথা জানতে
আমাকেই কথা বন্ধ করতে হবে।

আত্মা ও বৃদ্ধা রমণী

আত্মা কী? সজ্ঞান। আরও সচেতনতা,
আত্মার গভীরতা এবং এই সত্তা যখন
উপচে যায় তখন তুমি চারপাশে
পবিত্র ভাব অনুভব করো।
জোব্বা পরে দরবেশের ভান করে
কারো পক্ষে আসল কোনো কিছুর
অনুকরণে বলা খুবই সহজ।
আমরা সুপেয় পানির স্বাদ জানি,
কবিতার মতো শোনা যেতে পারে শব্দ,
কিন্তু এর কোনো রস কিংবা নেয়ার
মতো কোনো স্বাদ থাকবে না।
আর কতোদিন তুমি তাকিয়ে থাকবে
হাম্মাদের দেয়ালের চিত্রের দিকে?
আত্মা তোমাকে সেই চিত্রগুলো থেকে
দূরে, দরজার বাইরে নিয়ে যায়
সূর্যালোকে বসে থাকা বৃদ্ধা রমণীর
সাথে কথা বলতে।
মহিলাটি প্রায় অন্ধ, কিন্তু আত্মা
BanglaBook.org
যা প্রবাহিত করতে ভালোবাসে
তা তার আছে, সে অনুগ্রহশীল,
সে কাঁদে, দ্রুত নিজের সিদ্ধান্ত নেয়
এবং সহজে হাসে।

মর্মস্থল

এই আপেল বাগান যেই সৃজন করুক
সে এটাকে লুকিয়ে রেখেছে ভাষার কুয়াশায়,
যদিও কিছু সুবাস ভেসে আসে।

সে ঘ্রাণ পেতে পরিচ্ছন্ন রাখো তোমার নাক,
রুক্ষ সঙ্গীরা তোমাকে আঠায় আটকাতে পারে,
যাতে তুমি ভুলে যাও যে
শব্দের কুহেলিকায় কি লুকানো আছে।
হুশামউদ্দিনের সূর্যালোক সহায়তা করে,
সেটাই পুড়ছে এই গ্রন্থে,
কুজুহ নামে এক ব্যক্তি আছেন
যিনি মেঘ, রঙধনু তুষার চাঁদ ও
বরফাকৃত কবরের সাথে পরিচিত।
ওই আচ্ছাদনের সাথে কুজুহকে রেখে দাও,
ঘূর্ণায়মান সাতটি নীল স্তরের মর্ম ভেদ করো।
প্রেমদেবী ভেনাস এই কবিতায়
সুর তুলতে বীণার তার স্পর্শ করে,
দেবরাজ বৃহস্পতি ছড়িয়ে দেয় অর্থ।
এমনকি শনি হাতে চুমু দিতে
ঝুঁকে বলে, 'আমি যথেষ্ট যোগ্য নই।'
ছুরি শান দিতে মঙ্গল স্বয়ং আহত হয়,
জ্যোতিষীরা নক্ষত্র বিচার করে
যেন তারা মরে গেছে।
দার্শনিকেরা 'ভাবনা'র কথা বলে
কিন্তু কি অর্থ সে কথার?
সুফী কবিরা রূপক তৈরি করেন,
কামলিল্লুরা মিষ্টান্ন খেতে চায়।
রুটি হারিয়ে যায় উদরে,
আলোর পানে তোলা থাকে প্রতিটি মুখ।
খনিজ পদার্থ যেমন বৃক্ষে স্থান নেয়,
প্রাণীরা যেমন পান করে ভেজা ঘাস থেকে
বসন্তের আলোর দিকে ঝুঁকে পড়েন খিজির।
আরেকটি অস্তিত্ব বন্ধুর সাথে বোঝা ভাগ
করে নেয় হালকা হৃদয়ে।
কারণ, জীবন কখনো শেষ হয় না।

হাঁসের জ্ঞান

ইউসুফ কে? সত্য খুঁজছে তোমার হৃদয়,
এখন তোমার হৃদয় কারাগারে আবদ্ধ।
তুমি যখন সামনাসামনি সাক্ষাৎ ছাড়া
আর কিছুই কামনা করো না,

BanglaBook.org

তখন ওরা তোমাকে খাওয়াতে
মেঝে থেকে তুলে আনে খড়।
বাড়ি ছাড়ার কিছু আমন্ত্রণ বিপজ্জনক,
পিতার আশ্রয় ছেড়েছিলেন ইউসুফ।
তার ভাইয়েরা বলেছিল,
‘খুবই মজার ব্যাপার হবে।’
আনন্দ লাভ বা অর্থের মোহে
কখনো বন্ধুকে ত্যাগ করো না।
খাজাঞ্চি স্বয়ং প্রস্তাব দেয়
তোমার বিনিয়োগ শতগুণ বৃদ্ধি করতে,
কিন্তু এর সাথে আল্লাহর এক
বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন জড়িত,
অতএব, এমন করো না।
কোনো এক দুর্ভিক্ষের বছরে
একটি কাফেলার আগমণ সংবাদ শুনে
নবী মোহাম্মদের কয়েক সাহাবী
তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন,
রুটি কেনার জন্যে কখনো একজন
নবীর সাহচর্য ছেড়ে যেয়ো না।
তারা গম দাতা থেকে দূরে
গমের পানে দৌড়াচ্ছিল।
সম্পদের চাইতেও অধিক আস্থা
রাখো বন্ধুত্ব বা কোনো পরিতৃপ্তির ওপর।
একবার এক বাজ পাখি একটি হাঁসকে
জলাভূমি ছেড়ে উঁচু পর্বতে
ঘুরে বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানালে
বিচক্ষণ হাঁস বলল, পানিই আমার
উৎস ও দুর্গ, আমার শান্তি ও আনন্দ।
BanglaBook.org
তুমি যেখানে থাকতে ভালোবাসো
সেখানে যেতে আমাকে প্ররোচিত করো না।
তুমি উচ্চতার দানে ধন্য,
আর আমি ভালোবাসি নিচু জলাভূমি।
হাঁস তার শক্তিশালী অবস্থানেই রইলো,
যেখানে সে পরিপূর্ণ ভাবতো নিজেকে।
তুমিও অন্ধকারে যেখানে বসে আছো
সেখানে শান্ত, স্থির হয়ে থাকো,
ভোরের আগমণ ঘটছে।

নুড়িপাথরের জিকির

কিছু নুড়িপাথর ছিল আবু জেহেলের
হাতে, 'মোহাম্মদ, চট করে বলোতো দেখি
কি লুকানো আছে আমার মুঠিতে?
কারণ, তুমি তো বলে বেড়াচ্ছো,
তুমি ঈশ্বরের বাণী বাহক,
সকল রহস্যই তোমার জ্ঞাত।'
'তোমার হাতে কি আছে তা আমার
কাছে কেন জানতে চাইছো তুমি?
কিংবা যা আছে, ওরাই কি
বলবে যে আমি কে?'
হতচকিত হলো আবু জেহেল,
আর তখনই তার মুঠির ভিতর থেকে
ভেসে এলো গোল নুড়িপাথরের
জিকির, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য নেই।
একমাত্র আল্লাহই আছেন,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
প্রতিটি নুড়ি এক একটি মুক্তা।
সন্দেহবাদী আবু জেহেল
ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে।

পা মাথা হয়ে যাচ্ছে

আজ সূর্য উদিত হলো ভিন্নভাবে
পরিবর্তিত আলোতে আত্মা দৌড়াচ্ছো।
বৃহস্পতি, চাঁদ, শুক্র, যে বাড়িতে আমরা
BanglaBook.org
বসবাস করি, সব বন্ধু আজ উপস্থিত
জাকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে।
আমরা একে অন্যের ভৃত্য
ভোজসভার শেষে পৌঁছলো
স্বয়ং এক সুরা পরিবেশনকারী,
সমাপ্তির লক্ষ্যে যথার্থ সূচনা।
এই নতুন পদ্ধতিতেই যেন
পা হয়ে যায় মাথা।

৭. তৃষ্ণা : পানির কণ্ঠ

সাহচর্যের প্রয়োজন ও আনন্দের মধ্যে নৈকট্যের এক ধরনের ইঙ্গিত আছে। বন্ধুর জন্যে এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সহায়তা করতে পারে। রুমী কথা বলার অসারতা অনুভব করেন (কুকুর যেমন চাদের পানে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে), তবুও তিনি বলেন যে, মসনবী হচ্ছে দুই বন্ধুর মাঝে মহিমান্বিত কথোপকথন। এর মাঝে তুমি অভ্যন্তরীন সংশ্লিষ্টতার একটি স্বাদ পেতে পারো, তা পুরো একটি নদীর পানি পান করার মতো!

বন্ধুর কণ্ঠে আমরা কী শুনি

তুমি যদি আমার আত্মার বন্ধু হও
তাহলে আমি যা বলবো তা শুধু
জাহির করার জন্যে নয়।
মাঝ রাতেও তুমি আমার কথা
শুনতে পারবে, ‘চলে এসো অন্ধকারে
এবং ভয় পেয়ো না।
কণ্ঠের কোনো শব্দ নয়, ‘নৈকট্য’ এবং
‘জ্ঞাতিত্বই’ নিজেকে জাহির করা,
বন্ধুর কণ্ঠ শুনলেই আরেক বন্ধু
দিনের আলো অনুভব করে এবং
গুরুত্বহ মনে হয় সবকিছু।
অনেকে নিজের ভিতরে একটি
কণ্ঠেই শুনতে পায় মর্ম কথা।
আবার অনেকে শুনতে পায় না।
কেউ আরবি শিখে বড় হয়ে আরবিতে
বলে, ‘আরবি আমার মাতৃভাষা,’
তুমি জানো, কথাটা সত্য।
অথবা কেউ সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে, ‘
BanglaBook.org
আমি বলতে ও লিখতে পারি।’
সেটিই মূল হস্তলিপি।
একজন সুফী বলতে পারেন,
‘গতরাতে তুমি আমাকে দেখেছ
কাঁধে জায়নামাজ বয়ে নিতে

তখন আমি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়
সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছি,
সেটাই তোমাকে পরিচালনা করুক।
তোমার স্বপ্নালু আত্মা বলে, ‘জি হ্যাঁ,
এই স্বীকৃতি আপনার হারানো উটের
মতো, কেউ যখন বলে সে উটটি
দেখেছে, আপনি আগ্রহে শোনেন,
আর উটটি সামনে দেখলে
আপনি ভিন্নভাবে অনুভব করেন।
তৃষ্ণায় কাতর মানুষকে ঝরণার এক পেয়ালা
পানি দিলে সে কি একটি
সনদ দাবী করে বলবে যে,
এই তরল পানির মতো?
কোনো শিশু কি তার মায়ের
দুধের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করে?
একজন খাঁটি মানুষ যখন
আত্মার স্বাদ লাভের জন্যে তৃষ্ণার্ত
কোনো সমাজের কাছে হাজির হয়,
তারা তখনই সেই কণ্ঠে শোনে,
যার অর্থ, ‘আমি কাছেই আছি।’

কথা বলা ও আল্লাহর প্রেমের বৈচিত্র্য

নূহ নয়শ বছর ধরে কথা বলে মানুষকে
পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন।
অবিশ্বাসীই রয়ে গেল তারা।
কিন্তু কথা বলা বন্ধ করেননি তিনি,
হামা দিয়ে নীরবতার গুহায় যাননি
নিজেকেই তিনি বলেন, ‘কুকুর ঘেউ ঘেউ
করলে কি কাফেলা থেমে যায়?
প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।
BanglaBook.org
আকাশে চাঁদ ওঠে এবং তা দেখে
ঘেউ ঘেউ করে কুকুর, আমি কথা বলি।’
এই বাজারের মূল কথা হচ্ছে,
‘প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বেচে,
কারণ, আল্লাহ বৈচিত্র্য পছন্দ করেন।’
আগুন মরুভূমির কাটা খায়।
শূকর গোবরকে ভাবে উপাদেয় পিঠা,
সাপেরা বিষ ছাড়ে এখানে, আর

পর্বতের গহীন ওপাশে মৌচাকে
জড়ো হয় মধু। ধূলি কণা বাতাসে
উড়ে বামে, ডানে, উপর ও নিচে।
এটা সূর্যের স্বাভাবিক গতির অংশ।
গাছের জীবনীশক্তি শাখা হয়ে
ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে।
কোরআনে যা বলা হয়েছে তা সত্য,
আমরা ফিরে আসছি।'
সংখ্যা ঠেলাঠেলি করে, লড়াই করে,
যদিও শূন্য থেকে উদ্ভূত সব সংখ্যা।
'আমরা তো বলতে পারি না যে
উত্তাল নদীতে কি শান্তি বর্ষে?
তবুও আমরা কথা বলি,
আমি এবং হুশাম।
কারো পক্ষেই একটি নদীর
পুরো পানি পান করা সম্ভব নয়।
কিন্তু এই মসনবীর ছ'টি খন্ডের স্বাদ
মুহূর্তের জন্যে হলেও
তোমার তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

বিস্মিত মুখ

আত্মা : হাজারো মোমবাতি শোভিত
শ্রুতিময় বিশাল এক আকাশ।
যখন কোনো কিছু বিক্রি হয়
তখন নগদ প্রাপ্তি ঘটে হৃদয়ের।
দরজার দাঁড়ানো লোকজন,
ছাদের সাথে হেলান দেয়া মই,
কেউ নিচে নামছে মই বেয়ে,
বাজার চত্বরে বুঝাপড়ার উজ্জ্বলতা
শুনলে খুলে যায় বিহবল মুখ

BanglaBook.org

আর কোনো আগন্তুক নয়,
সারাটা দিন ধরে তুমি শুনছো
এই পাগলামিপূর্ণ প্রেমের কথা।
একটি মৌমাছির মতো মধু দিয়ে
তুমি পূর্ণ করো শতশত ঘর,
যদিও তোমার ঘর এখান থেকে
দূরে, বহু দূরের পথ।

৮. রান্নাঘরের তাকে রাজার বাজ পাখি : রাজা থেকে বিচ্ছিন্ন বসবাসে সে কেমন বোধ করে

চেতনার একটি অবস্থাকে রুমী বলেন ঔজ্জ্বল্য বা মহিমান্বিত। এ অবস্থায় সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্ক উন্মত্ত, সুবাসিত, সতেজ এবং সে মুহূর্তে আবেগপূর্ণভাবে প্রাণবন্ত, সজীব। এর বাইরে জীবন কেমন তা অনুভূত হয় সাবা নগরীর নিস্প্রাণ অবসাদের মধ্যে। শক্তিহীনতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে ক্লান্তি হচ্ছে এমন কিছু লক্ষণ যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সবচেয়ে যন্ত্রণাকর হচ্ছে, বৃদ্ধা মহিলার রান্নাঘরে শিকারি বাজপাখির অবিশ্বাস্য রকমের মাথায় তোলা আবদ্ধ অবস্থা।

সাবা নগরী

সাবা নগরী সম্পদে পরিপূর্ণ,
প্রয়োজনের চেয়েও বেশি আছে সবার।
এমনকি চুলায় কয়লা দেয় যে লোকটি
সেও সুবর্ণ পেটি পরিধান করে।
আঙুরের বিরাট ছড়া প্রতিটি রাস্তায়
ঝুলে থাকে এবং মানুষের মুখ ছুঁয়ে যায়।
কিছুই করতে হয় না কাউকে।
মাথায় একটি ঝুড়ি বসিয়ে তুমি যদি
ফলের উদ্যানের মাঝ দিয়ে হেঁটে যাও
তাহলে অতি পক্ক ফল নিজ থেকে
পড়ে ভরে উঠবে ঝুড়িটি।
লাওয়ারিশ কুকুর বর্জ্যপূর্ণ গলিতে
ঘুরে বেড়ায় সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে।
সুখাদ্য ভোজন করে মরুভূমির
কৃশ নেকড়েও বদহজমে ভুগে।
সবকিছুই মোটা এবং অতিপ্রাপ্তিতে তৃপ্ত।
BanglaBook.org
নগরীতে কোনো দস্যু নেই,
অপরাধ বা কৃতজ্ঞতার শক্তি নেই,
অদেখা বিশ্ব নিয়ে কারো বিস্ময় নেই।

ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখে সাবার লোকজন ক্লান্ত।
কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা নেই তাদের।
অলৌকিকত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূহল
হলেও হতে পারে, ব্যস ওটুকুই।
অতি সম্পদশীলতা দুর্বোধ্য এক ব্যাধি,
যারা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত
তারা কোনটা ভুল সে ব্যাপারে অন্ধ,
কেউ দেখিয়ে দিলে তার প্রতি বধির।
ভিতর থেকে বুঝা যায় না সাবা নগরীকে!
কিন্তু এর নিরাময় আছে একক ওষুধে,
সামাজিক কোনো নিরাময় নয়।
শান্ত হয়ে বসো এবং অন্তর থেকে
একটি কণ্ঠ শোন, যেটি বলবে,
'আরও নীরবতা পালন করো।'
এমন যখন ঘটে তোমার আত্মা
পুনরায় জাগতে শুরু করে।
কথা বলা ও ক্ষমতার দম্ভ ছেড়ে দাও
অতিরিক্ত অর্থ বর্জন করো।
শিক্ষক ও নবীদের পানে তাকাও
যারা সাবা নগরীতে বাস করে না।
তারা তোমাকে আবার মিষ্টি তৈরিতে,
সুবাসিত ও সতেজ থাকতে সাহায্য করে।
ছোট কোনো ঘটনার প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকো।

চোর

রাতের বেলায় এক লোক তার বাড়িতে
পদশব্দ শুনে চকমকি পাথর
ঘষে আলো জ্বালায়,
কিন্তু চোর এসে তার পিছনে বসে।
যখন খড়কুটোয় আগুন লাগে,
BanglaBook.org
চোর তখন তা নিভিয়ে দেয়।
লোকটি ভাবে, আপনা আপনিই
হয়তো আগুন নিভে যাচ্ছে।
'নিশ্চয়ই আর্দ্রতার কারণে এমন হচ্ছে।'
কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই না যে
কীভাবে আমাদের আগুন,
আমাদের প্রেম নিভে যাচ্ছে।

অন্ধকারে কিছু একটা ঘটে যায়
তুমিও বলতে পারো যে,
দিন জ্বলজ্বল করে এবং চলে যায়।
রাত আসে ওই পরিবর্তনের
মাঝে কোনো আন্দোলন ছাড়াই।
যাই ঘটুক আর না ঘটুক
একটি উপস্থিতিই সাহায্য করে।

রাজার বাজ পাখি

উন্নত জাতের একটি বাজ পাখি ছিল রাজার।
একদিন সেটি পথ হারিয়ে ফেলল এবং
আশ্রয় নিল এক বৃদ্ধা মহিলার তাবুতে
বৃদ্ধা তার সন্তানদের জন্যে খাবার
তৈরি করছিলেন। দ্রুত বাজ পাখির পা বেঁধে
প্রশ্ন করলেন, 'কে তোমার লালনকারী?'
বাজের পাখনা ছেটে দিলেন তিনি,
তার পায়ের তীক্ষ্ণ নখর কেটে ফেলে
তাকে খেতে দিলেন ঘাস তৃণ।
নিজেকে বললেন, কিভাবে বাজ পাখির
যত্ন নিতে হয় তা অনেকে জানে না,
কিন্তু তোমার মা জানে।'
বন্ধুরা, এ ধরনের কথা এক কারাগার,
এমন কথায় কখনো কান দিয়ো না।
এদিকে রাজা সারাটা দিন ধরে
তার বাজ পাখি খুঁজতে খুঁজতে
সূর্যাস্তের সময় এলেন সেই তাবুতে।
দেখলেন, তার সুন্দর বাজ পাখিটি
BanglaBook.org
বৃদ্ধা মহিলার রান্নার ধোঁয়ার মধ্যে
একটি তাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
'এ জন্যেই তুমি ছেড়ে এসেছো আমাকে?'
রাজার হাতে ডানা ঘষলো বাজ পাখি।
যা প্রায় শেষ হয়ে গেছে
নির্বাকভাবে তা অনুভব করছিল।
বাজ পাখি সেই একজনের মতো
যে নিজ মহিমায় রাজার পাশে বসে
এবং ভাবে সেও রাজার মতো মর্যাদাবান।

এরপর মুহূর্তের জন্যে সে মাথা ঘুরিয়ে
দেখতে পায় যে সে বৃদ্ধার তাবুতে।
রাজার উপস্থিতিতে 'বিশেষ' হয়ো না,
বিনয়ী, কৃতজ্ঞ ও নীরহঙ্কার হও।
একটি বাজ তোমার সেই অংশেরই
প্রতিকৃতি যা যথার্থই রাজার।

একবার অন্ধ এক বাজ পাখি বিক্ষিপ্তভাবে
উড়তে উড়তে পেঁচার দলের মধ্যে পড়ে।
পেঁচারা ভাবলো যে ধ্বংসস্তূপে তাদের বাস
বাজ বুঝি তা দখল করতে চায়।
তারা বাজের পালক ছিড়ে ফেলে।
'অপেক্ষা করো, এই স্থানের প্রতি
আমার কোনো আগ্রহ নেই,
রাজার বাহু আমার বাসস্থান।'
পেঁচারা ভাবে, এটা তাদের মনোযোগ
নষ্ট করতে এক ধরনের অপকৌশল।
'না, আমি তো রাজার মতো বলে
দাবি করি না, আমি তো বিপর্যস্ত
অন্ধ এক বাজ পাখি, রাজার ঢাকের
শব্দ শুনেই শুধু আমি কিছু করতে পারি,
শব্দ শুনলে আমি উড়াল দেই।
আমি তো রাজার প্রজাতি নই,
কিন্তু রাজার কিছু আলো আমি পেয়েছি,
যেভাবে বাতাস ধেয়ে যায় আগুনের দিকে
পানি যেভাবে বৃক্ষে পরিণত হয়।
রাজার অস্তিত্বের মাঝে মরে গেছে
আমার সকল অহঙ্কার
BanglaBook.org
আমি তার ঘোড়ার পদতলে
ধূলিতে গড়াগড়ি খাই।
অন্ধ বাজ পাখিকে সুযোগ দিও না
তোমাকে বোকা বানাতে।
আমি যথার্থই পেঁচাদের জন্যে
উপাদেয় এক খাবার, যার স্বাদ
তোমাদের অবশ্যই নেয়া উচিত,
আবার ঢাকের শব্দ শোনার আগে।
কারণ, এরপর আমি আর থাকব না।

মাটির উদারতা

মনে রেখো, ইবাদত যত পঙ্কিলই
হোক না কেন তা গৃহীত হয়,
অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া রমণীর
আকাঙ্ক্ষা যেমন রক্তসিক্ত থাকে, তোমার
প্রশংসা তেমনি রক্তের বাঁধনে পূর্ণ,
তোমার সংলগ্নতায় পরিপূর্ণ।
ওই সীমিত আত্মসমর্পণের জটই
মানুষের পঙ্কলিপ্ততা, আমরা
দেহলগ্নতায় সিক্ত, যেখানে মহিমার
স্বচ্ছ চিহ্ন হচ্ছে গোবর থেকে ফুল ফোটা,
বিশ্রী কন্দ থেকে ক্রমে কুঁড়ি এবং
এরপর সুমিষ্ট ফলের বিকাশ।
মাটির উদারতা আমাদের যাবতীয়
বর্জ্য টেনে নিয়ে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য!
মাটির মতো হতে চেষ্টা করো,
ভালো কিছু ফিরিয়ে দাও, যেভাবে
মাটির ঢেলা শস্যের একটি কান,
একটি ছড়া, বার্লির আচ্ছাদন
এবং মুঠো ভর্তি শস্য দানা।

আয়াতের প্রতি দুর্বলতা

আমার মাথা আমার পা ঘুরে আসে
একটি পা মাটিতে স্থির হয়ে আছে,
দিকযন্ত্রের মতো, আরেক পা
পরিক্রমশীল চাঁদকে নিয়ে পাগল
এবং মঙ্গল গ্রহের সাথে ধীরে পুড়ছে।
BanglaBook.org
ক্লান্ত, লজ্জিতভাবে সোনালী আকাশে
ভাসছে গভীর উচ্ছ্বাসে,
গোপনীয় সবকিছু বলা হয়ে গেছে
একটি সিংহের পুত্র হৃদপিণ্ডের
রক্ত পান করার জন্যে ঘুরছে,
যখন তুমি ভাবো যে, আমি অসুস্থ
তখন তুমি প্রথম আয়াতটি পাঠ করো
আমি তো সেই আয়াতের কারণেই অসুস্থ।

হাল্লাজ যখন তার সত্য বলেছিলেন
তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল
কথার কারণেই। হাল্লাজ যদি
সেখানে থাকতেন তাহলে আমাকে
দেখিয়ে দিতেন ওদেরকে।
এখানে এই শিক্ষক কখনো
তার মাথা নত করবে না অথবা
বলবে না যে,
আমি মুর্দাকে গোসল করাবো না,
পাথরে খোদাই করব না।
পৃথিবী স্বয়ং তাবরিজের শামসকে জানে
আর তুমি তাকে জানো না।
চার পাশের এই অন্ধত্বের
মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।

ওষুধ

তেরজন নবী জাগতিক সম্পদে সমৃদ্ধ
সাবা নগরীতে এলেন দলবদ্ধ হয়ে।
'এর জন্যে তোমাদের কৃতজ্ঞতা কোথায়?
যিনি তোমাদের মাথা দিয়েছেন, তিনি
অন্তত একবার মাথাটা অবনত দেখতে চান।'
সাবাবাসীরা উত্তর দেয়, 'আমাদের মাঝে
কোনো কৃতজ্ঞতা নেই, উপহার নিতে নিতে
আমরা ক্লান্ত, বিস্ময়ে পরিশ্রান্ত,
বিশ্রাম ও উত্তেজনায় আমরা শ্রান্ত।
আর কোনো ফলোদ্যান নয়, দয়া করে
আর কোনো সৌন্দর্য নয়। কোনো দান
আমাদেরকে আর পুলকিত করে না।'
BanglaBook.org
'কিন্তু এই ব্যাধি আত্মার, যে ব্যাধির
নিরাময় করি আমরা', নবীরা বললেন।
'জীবদ্দশায় তোমাদের মৃত্যু মিষ্টি জিনিসকেও
তেতো করে ফেলেছে, আর যারা তোমাদের
বিষ প্রয়োগ করছে, তাদেরকে তোমরা
মহৎ বন্ধু ভাবছো। তোমাদের ধারণা ক্লিষ্ট।
তোমরা নতুন নতুন কথা শুনছো
যার মাঝে সত্য আছে, এবং তুমি বলো,
'নতুন কথা' আমি আগেও এসব শুনেছি।'

আমরা যখন তোমাদের ভালো রাখি,
তখন তোমরা প্রতিটি পুরনো কাহিনিতে
নতুন অর্থবোধক কিছু শোনো।
সাধারণ চিকিৎসক রোগীর নাড়ি ধরে
হৃদপিন্ড পরীক্ষা করে, আর আমরা
কোনো মাধ্যম ছাড়াই শুনি।
ইন্দ্রিয়াতীত উচ্চ মিনার থেকে দেখি,
চিকিৎসকেরা জান্তব স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়,
আর স্বর্গীয় মহিমার রশ্মি যথার্থ
ভাষা ও কর্মে বাহিত হয়
আমাদের মধ্য দিয়ে। আমরা জানি
মাঝ পথে কীভাবে বাধাগ্রস্ত হও
কিভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ো।
চিকিৎসকেরা প্রস্রাবের নমুনা দেখে,
আমরা অনুপ্রেরণার অপেক্ষায় থাকি,
এবং কোনো বিনিময় দাবি করি না।
পবিত্র একটি পরিবেশের অনুভূতিই
আমাদের জন্যে যথেষ্ট।
অতএব, তোমাদের অসুস্থতা, ক্লান্তি,
তোমাদের নির্মম অকৃতজ্ঞতাগুলো আনো,
তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ, একসাথে আমাদের
আগমনই ওষুধ তুল্য।
আমরাই নিরাময়, আমরা দৃষ্টি,
যা তোমার দৃষ্টিকে উন্মোচন করে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৯. সাক্ষী : শিখার অন্তস্তলে বিরাজ করো

বাহ্যিক পৃথিবী চলমান, সবকিছুর সাক্ষ্য রেখে যায়, রাতের অস্তিত্বের মাঝে প্রতিফলন ঘটে তারকারাজির। প্রেমের পথের একটি স্বাভাবিক গতি আছে, আবেগেরও কিছু মূল্য আছে। সাক্ষ্যের রহস্য হচ্ছে, এর সাথে কোনো অভিজ্ঞতা জড়িত নয়। কিংবা কেউ কিছু করেও না, অনুভবও করে না। এ শুধু একটি প্রশান্ত সৌরমণ্ডলের অনুপস্থিতির পটভূমি।

সাগরের খাড়ি ও তারকারাজি

দৃশ্যমান জগতের সাথে চেতনা এতটাই
জড়িত যে দাতা, দান ও গ্রহীতা অভিন্ন।
অবিরাম তোমার মহিমার বর্ষণ হচ্ছে,
সে মহিমা তো তুমিই। সৃষ্টি একটি স্বচ্ছ
সমতল, দ্রুত বয়ে চলা খাড়ি।
যেখানে গুণের প্রতিফলন ঘটে।
প্রজন্ম ধেয়ে চলে, আর নক্ষত্ররাজি
কোনোরকম কম্পন ছাড়াই স্থির থাকে।
BanglaBook.org
যখন রুটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে
তোমাকে তখন অন্য পুষ্টি দেয়া হবে।
কল্যাণ তো শুধু দৈহিক নয়,
সুবাসের মাঝেও অস্তিত্ব থাকে,
জান্তব শক্তি ক্ষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না।
প্রেমের পথে গিয়ে রসদ চাও,
তারকার প্রতিফলিত অঞ্চলকে
আরও ভালোবাসো চলমান
মাধ্যমকে কম গুরুত্ব দিয়ে।

রাতের চোর

এক বাদশাহ রাতের বেলায় ঘুরে
দেখছিলেন তার শাসনাধীন এলাকা।

কয়েক চোরের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো
'তুমি কে?' তারা জানতে চাইলো,
'আমি তোমাদেরই একজন।'
অতএব এক সাথে চললো তারা
এবং প্রত্যেকে নিজের দক্ষতার কথা
বলল যা প্রযোজ্য সেই রাতের কাজে।
একজন বলল, আমার প্রতিভা কানে,
'কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে আমি বুঝতে
পারি যে সে কি বলছে।' তার কথায়
অন্যেরা হাসলো, 'এ আর এমন কি!'
অপর চোর বলল, 'আমার বিশেষত্ব
আমার চোখে। রাতে যা দেখি,
দিনের বেলায় আমি তা চিনতে পারি।'
আরেকজন, 'আমার শক্তি আমার হাতে।
যে কোনো দেয়ালে গর্ত খুড়তে পারি।'
অপর জনের কথা, 'এই যে আমার নাক,
গন্ধ শুঁকে আমি বের করতে পারি
কোথায় লুকানো আছে ধনভাণ্ডার।'
শেষ চোর বলল, 'আমি রশি ছুঁড়ে
যে কোনো কিছুর সাথে আটকে ফেলতে পারি।'
এরপর তারা ছদ্মবেশ ধারী বাদশাহ'র
কাছে তার দক্ষতা সম্পর্কে জানতে চাইলো।
'এই দাড়ি যখনই কোনো অপরাধীর
দিকে ঘুরিয়ে ধরি, তারা মুক্ত হয়ে যায়।'
'বাহ্-বাহ! তুমি আমাদের সাথে
আসায় তো তাহলে ভালোই হলো।'
তারা এগিয়ে গেল, এবং প্রাসাদের দিকেই
BanglaBook.org
একটি প্রহরী কুকুর ডেকে উঠল এবং
শ্রবণে দক্ষ চোর ব্যাখ্যা করল,
'কুকুর বলছে, রাজা আমাদের সাথে।'
শুঁকতে ওস্তাদ চোর মাটির ঘ্রাণ নিয়ে
বলল, 'মোক্ষম স্থানে এসেছি।'
রশি নিক্ষেপে পারঙ্গম চোর দেয়ালের
ওপর দিয়ে রশি ছুড়ে দিল, আর
সুড়ঙ্গ খুড়তে দক্ষ ছিল যে চোর
সে ধনভাণ্ডার পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ল।

তারা সোনালী সুচিকর্মের সামগ্রী
এবং বিপুল মণিমুক্তা হাতিয়ে নিল।
বাদশাহ সবকিছু দেখলেন এবং
চুপচাপ কেটে পড়লেন।
পরদিন ডাকাতির বিষয় জানাজানি
হলে দোষীদের গ্রেফতার করতে
বাদশাহ প্রেরণ করলেন প্রহরীদের।
চোরদের ধরে আনা হলো এবং যে চোর
রাতের জিনিস দিনে সনাক্ত করতে
সক্ষম সে বলল, 'এই বন্ধুই
গতরাতে গিয়েছিল আমাদের সাথে,
দাড়িধারী এই লোকটি!'
রাত-দিনের লোকটি আসলে একজন সুফী,
কী ঘটেছে তা বুঝেছিল সে।
বাদশাহ সেই বক্তব্যের সাথে একমত;
যাতে বলা হয়েছে, 'তিনি সাথে আছেন।'
সব গোপনীয়তা তিনি জানেন,
আমাদের খেলা আমাদের সাথেই খেলেন।
বাদশাহ তার স্বচ্ছ সত্যনিষ্ঠতার
মহিমায় মহিমান্বিত সাক্ষী
যা আমাদের প্রয়োজন।

ইনশাল্লাহ

কিছু লোক কাজ করে এবং ধনবান হয়,
অন্যেরা একই কাজ করেও দরিদ্র থাকে।
বিয়ে কাউকে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ করে,
আর কারও ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।
পথ ও পদ্ধতিতে বিশ্বাস করো না
BanglaBook.org
পথ বদলে যায়, আর উপায় গাধার
লেজের মতো আছড়ে পড়তে থাকে।
সর্বদা কৃতজ্ঞতা যোগ করো, 'ইনশাল্লাহ।'
অতঃপর এগিয়ে যাও, হয়তো তুমি
একটি গাধা তাড়িয়ে নিচ্ছো অথবা
বকরীও হতে পারে, কে জানে?
অন্ধকার গর্তে বসে ভাবি বাড়িতেই
আছি আমরা। এক হাত থেকে আরেক
হাতে খাবার এগিয়ে দেই। বিষাক্ত টোপ!

তুমি কি এটাকে ধর্মোপদেশের
দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য বলে মনে করো?
যারা 'ইনশাল্লাহ'র দম নেয় না
তারা যৌথ অন্ধত্বের মাঝে বাস করে।
অন্ধকারে চোখ ডলে তারা প্রশ্ন
করে, 'ওখানে কে?'

ভাবনা এবং হৃদয়ের অতীন্দ্রিয় পথ

প্রশান্তিতে ভরা একটি মুখও মোচড়
খায় ভাবনার বিষাক্ত নখরাঘাতে।
সোনার কোদাল ডুবে যায় গোবরের স্তূপে।
ধরো, বুদ্ধিবৃত্তিক একটি গিঁটকে
ঢিলা করে দিয়েছো তুমি, থলে শূন্য।
এ ধরনের শক্ত গিঁট খোলার চেষ্টা
করতে করতে তুমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছো,
অতএব, আরেকটু ঢিলা করে দাও,
কেন থাকবে গিঁট। একটি বড় গিঁট
তোমার গলায় চেপে বসছে।
যার সংজ্ঞা নেই এমন কিছুর
সাথে তোমার মিল আছে কি না
সেটা এক সমস্যা। এর সমাধান করো,
তুমি মর্ম ও দুর্ঘটনা যাচাই করো।
BanglaBook.org
উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়াকে এক করতে গিয়ে
তুমি জীবনটাই অপচয় করেছো।
জনশ্রুতিকে কাটছাঁট করো,
শিল্পকর্মের ওপর পড়াশুনা করে
ভাবো যে এর স্রষ্টাকে তুমি জানো,
প্রাপ্তিতে তুমি অতি গর্বিত।
বিজ্ঞানীর মতো উপাত্ত সংগ্রহ করো,
এবং কোনো উপসংহারে পৌঁছতে
একত্রিত করো সকল তথ্য।
সুফীদের আগমন ঘটে ভিন্নভাবে,
তারা যা জেনেছেন তা নিয়ে।
একজন মানুষের বুকে হাত রেখে
তারা নিশ্চিতে উপনীত হন।
আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে

ভাবনার ধোঁয়া আকাশে উড়ে,
আগুনের মাঝখানে বসেন সুফী।
অদ্ভুত আকৃতিতে ধোঁয়া ওপরে ওঠে,
কল্পনা যা দেখতে ভালোবাসে।
কিন্তু আগুনের সেই সুন্দর দৃশ্যের জন্যে
আগুন ছেড়ে যাওয়া একটি ভুল।
এখানে শিখার অভ্যন্তরে থাকো।

স্ববিরোধিতা

ঘুমের মধ্যে জেগে থাকা স্ববিরোধিতা।
অনুরূপ, কিছু না থাকার মধ্যে সম্পদ,
লোহার বেড়ির চারপাশে মুক্তার মালা
জড়ানো থাকাও স্ববিরোধিতা।
ফুটন্ত পানিতে নিয়ন্ত্রিত হয় আগুন,
তহবিলের প্রবাহেই রাজস্ব বাড়ে।
প্রদান করাই লাভজনক কাজ,
এতে অর্থের আমদানি ঘটে।
আনুষ্ঠানিক ইবাদতে সময় ক্ষয়
আর ধ্যানে সময়ের সাশ্রয় হয়।
পাতার আড়ালে থাকে মিষ্টি ফল,
মাটির খাদ্যে পরিণত হয় গোবর,
এবং প্রাণশক্তি জোগায় বৃক্ষে,
অস্তিত্বহীনতার মাঝেই থাকে অস্তিত্ব।
সৌন্দর্যকে ঘিরে রাখে প্রেম।
চকমকি পাথর এবং ধূসর লোহা
থেকে মোমবাতির কমলা আলো বের হয়।
ভয়ের মাঝেই নিরাপত্তার আশ্বাস।
চোখের কালো মণির মাঝে উজ্জ্বলতা,
BanglaBook.org
কদাকার দেহের মাঝে সুদর্শন শাহজাদা।

শূন্য নৌকা

কিছু বড় কাজ ক্রমশ বেড়ে চলে।
কি আসে যায় কোনো মানুষের কথায়?
তুমি যেখানে হাঁটাহাটি করো
মাটি ফুঁড়ে বের হয় অনেক মাথা।
তোমার সাথে তুলনা করলে
একটি বীজের মাথাকে কি মনে হয়?

এ উত্তর জানবো আমার মৃত্যুর দিনে।
আমি খালি করে দিয়েছি এই ঘর,
যাতে তোমার কাজ শুরু করতে পারো।
কাজ শুরু হলে সব ঘরই পূর্ণ থাকে,
পানির ওপর দিয়ে টেনে নেয়া
শূন্য নৌকার মতো আমি নেমে যাই।

অজ্ঞাত অবস্থান

প্রতি মুহূর্তে সেই সৌন্দর্যের স্বাদ অনুভব করি
আমাদের মুখে, অন্যটি পকেটে ঠাসা,
কিন্তু সেটা কি—তা বলা অসম্ভব।
কোনো সাইপ্রেস গাছ এত সুদর্শন নয়,
সূর্যের আলোও নয়, নিঃসঙ্গ লুকিয়ে থাকা।
অন্যান্য আনন্দ লোক জড়ো করে,
শুরু হয় যুদ্ধ, সেখানে অনেক গোলযোগ।
গভীর সৌন্দর্য শান্ত থাকে,
কিন্তু আমার হৃদয়ে শামস ও তার
বিস্ময়কর অবস্থান সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

শব্দের পর্যায়

আল্লাহ বলেছেন, ‘মানুষের ভাষার সাথে
যে প্রতিকৃতি থাকে তা আমার কাছে
না এলেও যারা শব্দ ভালোবাসে
তাদের উচিত কাছে আসতে প্রয়োগ করা।’
BanglaBook.org
বাদশাহ’র কথাটি স্মরণ করো,
‘সে তো কোনো তাঁতি নয়।’
এটা কি কোনো প্রশংসা?
এ কথার মর্ম যাই হোক না কেন
শব্দ আল্লাহকে জানার একটি পর্যায়।

যেখানে তারা মরতে পারে

চীনা আয়নায় একটি মানুষের
সব দিক প্রতিফলিত হয়,
সে আয়না তোমার জন্যে।
যে বধির হয়েই জন্মেছে তার কাছে
গায়ক পাখির গানের শব্দের প্রয়োজন
নবজাত শিশুর চাইতে বেশি নয়।

খোলা সাগরের ওপর?
স্থলচর পাখির কি কাজ
আমরা তো নিরঙ্কুশ অনুপস্থিতির
সরাইখানা থেকে নিক্ষিপ্ত বাঁকল,
মুনাফা, যৌতুক অথবা যা পরিধেয়
সেসব সম্পর্কে আমরা অনবহিত।
পাগলামি থেকে লক্ষ বছরের
দূরত্বে আমাদের অবস্থান।
প্লেটো তো এ সম্পর্কে কিছু বলেননি।
পুরুষ ও নারীর দৈহিক সৌন্দর্য
এখানে কোনো প্রতিকৃতি নয়।
মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীবিত থাকে
প্রেমিকরা, মহান হৃদয়
শামসের কাছে গিয়ে বলে,
'তুমি কি করছ এখানে?'
উত্তর 'এখানে কি করার আছে?'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১০. আত্মার আনন্দ :
তোমার মাঝে নদীর বহমানতার অনুভব

সবকিছুই আত্মা এবং বিকাশমান (পদতলে গোলাপ)। কারো বিশ্বাসের অবস্থানের স্বাচ্ছন্দ। এখানে একটি নদীর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, যা সারাক্ষণ প্রকৃতিকে নতুন রূপ দিচ্ছে তার বহমানতার সাথে সাথে, জন্ম দিচ্ছে কাহিনি ও কবিতার। একজন মানুষের জীবনের গতি উপভোগ করছে আত্মাকে। টুকরো টুকরো হয়ে বাস করছে, আবার একত্রিত হচ্ছে।

গতি নতুন কৃপার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। পয়তাল্লিশ মিনিটের পথ চলা, দিনের শুভ সংবাদ, ডাকঘর, গ্যাস স্টেশন, নাতিনাতনি, কবর ইত্যাদি। কেউ একটি রহস্যজনক অবয়বের আবির্ভাব দেখে। আমি দেখার চাইতে বরং অনুভব করি বেশি।

বহতা পানি

তুমি যখন তোমার আত্মা থেকে
কোনো কাজ করো, তখন তোমার মধ্যে
একটি নদীর বহমানতা অনুভব করো।
আরেক অংশ থেকে যখন শুরু হয়
কর্ম চাঞ্চল্য তখন অনুভব হারিয়ে যায়।
অন্যদেরকে তোমাকে চালিত করার দায়িত্ব
দিও না, কারণ তারা অন্ধ, কিংবা
আরও বাজে, শকুন হতে পারে।
আল্লাহর রশি ধরতে চেষ্টা করো,
সেটি কি? জেদকে একপাশে রাখা।
একগুঁয়েমি মানুষকে কারাগারে নেয়,
বন্দি পাখির ডানা বাঁধা থাকে
উনুনের ওপর কড়াই-এ মাছ ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে,
প্রহরীর ক্রোধ হচ্ছে তার ইচ্ছাশক্তি।
তুমি কাজীকে দেখেছ যিনি প্রকাশ্যে
শাস্তির বিধান করেন, এখন
অদৃশ্য শাস্তিদানকারী কাজীকে দেখো।

BanglaBook.org

তুমি তোমার স্বার্থপরতা পরিত্যাগ
করতে পারলে দেখতে পাবে
কিভাবে তুমি পীড়ন করেছ
তোমার নিজের আত্মাকে।
কূপের কালো পানির মধ্যে
আমাদের জন্ম ও বসবাস।
কি করে আমরা জানবো যে
সূর্যালোকের উন্মুক্ত প্রান্তর কেমন?
যেখানে তুমি যেতে চাও বলে ভাবছো
সেখানে যেতে পীড়াপীড়ি করো না।
ঝরণার পথ জিজ্ঞাসা করো,
তোমার জীবন্ত সত্ত্বা ঐক্যের সৃষ্টি করবে।
চলমান একটি প্রাসাদ বাতাসে ভাসে,
যে প্রাসাদের বারান্দা আছে এবং
মাঝ দিয়ে স্বচ্ছ পানি বয়ে চলে,
সর্বত্র অসীমতা, তবুও আবদ্ধ
একটি তাবুর নিচে।

সোরাহির চাচা

কেউ কেউ পান পাত্র, সোরাহি ও নদীর
কথা এবং কিভাবে একে অন্যের
ওপর নির্ভরশীল সে কথা বলে।
নদীতে যা প্রবাহিত হয় তা পূর্ণ করে
সোরাহি, কিন্তু একজন কুমোরই
শুধু পান পাত্রের অবস্থা জানে।
কেউ পান করে অন্য পাত্র থেকে,
তলানি থেকেই জানি পাত্রে কি ছিল।
সাদাসিধা কিছু লোক মুখোশের সঙ্গে
BanglaBook.org
পাওয়ার মতো যথেষ্ট কাছাকাছি হয়নি,
অতএব, তারা বিচার করতে পারে না।
তবুও তারা চেষ্টা করে এবং অন্যেরা
পুনরাবৃত্তি করে তাদের জ্ঞানের ঘাটতির।
এটাকে কি বলতে পারি আমরা?
অন্য কখনো একটি সোরাহি থেকে নির্গত
সুগন্ধ হাজার তুর্কিকে মাতোয়ারা করে,
এমনকি হিন্দুদেরকেও, অথবা এক ডাইনি
সোরাহি নিয়ে শহর থেকে শহরে যায়

এবং যে ডাইনিদের সোরাহি নেই
তাদেরকে উপহাস করে!
সর্বোত্তম হলো নিজ থেকে, একাকি
কিছু সুগন্ধি ধারণ করা,
সে সুগন্ধি তোমাকে এমন কারো কাছে
নিয়ে যাক, যে সোরাহি ও পানপাত্র
থেকে নিস্কৃতি লাভ করেছে।
তুমি নিশ্চয়ই মাতালদের মধ্যে
প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদটি শুনেছো,
‘আমি হচ্ছি সোরাহির চাচা।’
সেটির মতো একটি সংগ্রহ করে
তার পাশে বসে পড়ো।
হয়তো অনভিজ্ঞ কোনো আলোচনা
কিংবা কোনো কথাই হবে না।
শূন্য সোরাহিতে নীরবতা বিরাজ করে,
যেভাবে নীরবতা থাকে সুগন্ধে,
বসন্ত কালের নদীর প্রবাহে।
অমন সোরাহিই তুমি খুঁজছো।

মিথ্যা দ্বারা কলঙ্কিত শব্দাবলি

কোনটি সঠিক কিভাবে তা জানা যাবে
নবী মুহাম্মদ সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন,
“তুমি যখন শান্তির আনন্দ অনুভব
করো, তখন তুমি সত্যের অতি কাছে।
অস্থির এবং কেন্দ্র থেকে দূরে,
ঈর্ষাপরায়ণ অথবা লোভী,
তুমি যা করো তা ভান বলে মনে হয়,
BanglaBook.org
আর তোমার চারপাশে যারা আছে
তাদেরকে মনে হয় কপট।
তোমার জানা সত্য স্পষ্ট করে বলো
এবং ব্যাধি নিরাময় হতে দাও।”
কথা যদি মিথ্যা দ্বারা কলংকিত
হয়ে যায়, তাহলে তা তেলের প্রদীপে
ফোটায় ফোটায় পড়া পানির মতো।
সলতে আর আলো দেবে না,
পরিতৃপ্তি এবং তোমার প্রেমের
অবশেষও বিলীন হয়ে যাবে।

আনন্দ সবসময় নতুন গন্তব্য খোঁজে,
এর প্রবাহ কখনো জমে যায় না।
দীর্ঘ শীতের কাহিনি শেষ হয়েছে,
এখন বসন্তের প্রতিটি দিনেই
সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কাহিনি।

আনন্দের উৎস

কেউ জানে না, কিভাবে আত্মা
জেগে উঠবে পরমানন্দে!
ভোরের বাতাস হয়তো আল্লাহর মুখের
ওপর থেকে পর্দা উড়িয়ে নেবে,
আবির্ভাব হবে এক সহস্র নতুন চাঁদের।
প্রস্ফুটিত হয়ে গোলাপ হাসবে,
হৃদয় পরিণত হবে বাদাখশানের
খাঁটি পদ্মরাগ মনির মতো।
দেহ পুরোপুরি আত্মায় পরিণত হয়,
এই বাতাসে পাতা হয়ে যায় শাখা।
এখন আত্মসমর্পণ সহজ কেন,
এমনকি যারা আত্মসমর্পণ করেছে?
এর কোনোটারই কোনো উত্তর নেই।
আনন্দের উৎস কেউ জানে না।
এক কবি নলের বাঁশিতে দম দিলে
প্রতিটি চুলের ডগায় সুর বাজে।
ছাদ থেকে আবর্জনার স্তূপ নামান
শামস, আর আমরা তার
দ্বার রক্ষকের দায়িত্ব পালন করি।

BanglaBook.org
একটি পথ কোনো একটি বাড়িতে
গিয়ে শেষ হতে পারে,
কিন্তু ওটা তো প্রেমের পথ নয়।
প্রেম এক নদী,
সে নদী থেকে পান করো।

জেগে ওঠো। মূলের চারপাশ প্রদক্ষিণ করো
হাজীরা যেমন কাবা প্রদক্ষিণ করেন।
স্থির অবস্থায় মাটির একটি ঢেলা
ঘুমের মাঝে আরেকটিকে ঠেলা দেয়,

আর আমরা নড়াচড়ায় জেগে উঠি
এবং নতুন কৃপা সন্ধান করি।

যে কাহিনি তারা জানে

শিকল দিয়ে একসাথে বাঁধা তোমার
পাগলদের সাথে আমাদের যোগ
দেয়ার তো এখনই সময়।
এখন পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার এবং
ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করার সময়,
এখন আত্মাকে ছাড়ার, কাঠামোতে
আগুন লাগাবার, রাস্তায় বের হয়ে
পড়ার, এবং উত্তেজিত হওয়ার সময়।
কি করে আমরা দুনিয়া ছেড়ে যাবো?
খাঁটি মানুষে পরিণত হওয়ার জন্যে
আমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে।
কোনো সুন্দরী রমণীর চুলের ওপর
একটি চিরুণীর মতো আমাদের
সম্পূর্ণ উল্টে যেতে হবে।
তোমার ডানা বিস্তার করো, যেভাবে
বাগানে একটি গাছ ছড়িয়ে পড়ে।
বীজ যেভাবে রাস্তায় ছড়ায়, পাথর
যেমন মোমের মতো গলে যায়,
একটি মোমবাতি যেমন করে
পতঙ্গে পরিণত হয়। দাবার ছকে
রাজা তার রাণীর সাথেই শ্রদ্ধাশীল।
প্রেমের আয়নার সাথে আমাদের মুখ
এত নিবিড় যে, আমাদের দম নেয়া
উচিত নয়, কিন্তু খেলা কোনো স্থানে
BanglaBook.org
পরিবর্তিত হও, যেখানে একটি ভবন ছিল
আমাদের মাঝে লুকিয়ে থাকা
সম্পদ অনুভব করো।
কোনো সূচনা বা পরিসমাপ্তি ছাড়াই
আমরা প্রেমিকদের মাঝে বিরাজ
করি তাদের জানা কাহিনির মতো।
তুমি চাবি হলে আমরা তালার
ভিতরের যন্ত্রাংশ।

পদতলে গোলাপ

সালাম দেয়ার শব্দ ঢেউ এর মতো জেগে
নামাজের মধ্যে মিলিয়ে যায়,
যে শব্দ আর শোনা যাবে না
তার কিঞ্চিৎ নিশানার আশা থাকে।
কেউ যদি তোমার কাছে জানতে চায়,
ধরা যাক, প্রশ্ন করে, ‘তুমি কে?
তাহলে দ্বিধাহীনভাবে বলো,
‘আমি আত্মার গভীরের আত্মা
এবং তারও ভিতরের আত্মা।
একজন মুক্তা আহরণকারী আছে
যে সাঁতার জানে না! তাতে কি!
তীরেই তার হাতে মুক্তা আসে।
আমরা প্রেমিকরা শুনে হাসি,
‘এটা তো অমন হওয়া উচিত ছিল
এবং এর চাইতে বেশি অমন।’
হৃদয়ের সন্ধান করতে গিয়ে
আমি আমার পায়ের নিচে
মস্ত এক গোলাপ আবিষ্কার করি,
আমাদের সব পায়ের নিচে গোলাপ!
আমাদের পরিহিত আলখিল্লা
আকাশের বস্ত্রে তৈরি।
সবকিছুই আত্মা এবং বিকাশমান।

আমি প্রেমে উন্মুক্ত ও প্রেমে পূর্ণ
অন্য সব কিছু বাহ্য হয়ে যায়।
কেতাবের সকল বিদ্যা তাকের
ওপরেই পড়ে থাকে, কবিতা,
BanglaBook.org
প্রিয় শব্দাবলি এবং সংগীতের
কল্পচিত্র আমার ওপর পতিত হয়
পর্বত থেকে আছড়ে পড়া পানির মতো।

আমার হাতের পানপাত্রে মদিরা
যা প্রেমিকরা পান করে।
আমার বলা প্রতিটি শব্দ রহস্যে
পরিণত হয় এবং কোনো দিকে ফিরলেই
আমি দেখতে পাই ঔজ্জ্বল্য।

১১. দামেশকের রাস্তায় বর্জ্য : যে সময় ঠিক রাখে তার সাথে কাজ

এই অধ্যায়ের কবিতাগুলোতে আত্ম-মার্জনাকে অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দামেশকের রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ, সূর্যের পানে উন্মুক্ত ভেজা জীবনকে তুলে ধরা। ছায়ার দিকটি আলো ও বাতাসের দিকে ফেরানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন প্রক্রিয়া। একটি ভুল করো, মাত্রা তুলে তা পরখ করো, আমরা যে যন্ত্রণা দিয়েছি তা গ্রহণ করার পরিণতিতে সৌভাগ্যই আসবে।

আত্মসত্তার ধ্বংস দেখতে ভালোবাসেন রুমী। বাতাসের অনুপস্থিতি কুঠারের কাজকে সহজ করে দেয়। ব্যক্তিত্বের অহঙ্কারের নিচে চাপা পড়ে যায় সম্পদের গভীর অস্তিত্ব। আমার মনে হয় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ টিনটার্ণ অ্যাবে ধরে হেঁটে যাচ্ছেন, যদিও পাথরের কাজ এবং খনন কাজের কিছুই হয়নি; এ সম্পর্কে তার বলার সামান্যই আছে। তিনি ধাবমান একটি গতি অনুভব করেন। ওকোনি নদীর তীরে যেখানে আমার বাস, তার কাছেই ওল্ড মিলসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হাঁটাহাটি করতে আমার ভালো লাগে। এর অস্তিত্ব ছিল বিগত শতাব্দী শুরুর আগে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে এবং ছাদহীন ভাঙ্গা অট্টালিকাগুলোর মাঝে এখন বড় বড় গাছ জন্মেছে। কেউ বলতে পারে যে সুফী কবিতা এর দরবেশদের ধ্বংসস্তূপ দিয়ে হেঁটে যায় খনন করার জন্যে জায়গা তালাশ করতে।

মানুষের মননের মাঝে তার প্রচেষ্টার ভঙ্গুরতার প্রতি ভালোবাসা আছে এবং প্রাকৃতিক জগৎ আগুনের ধ্বংসাবশেষ কিভাবে পরিষ্কার করে তার প্রতিও দুর্বলতা রয়েছে। ইটের একটি আধার যা পানির ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে এখন সেটি প্রিন্সটন মিলের ওপর অবস্থান করছে। আমি সে ট্যাংকের ভিতরে অবতরণ করি এবং সম্ভব হলে জায়গাটিকে আমার লিখার স্থানে পরিণত করতে চাই। কবিতার ভাব ভারি হয়ে আমার স্পাইর‍্যাল নোটবুকে ভর করে। এটাই ওয়ার্ডস ওরথিয়ানের গতি, আমি যার আরাধনা করি এবং কাহিনি শুনি।

রুমী যে বিশ্বাসের ওপর বেঁচে থাকেন তা কোনো বিচার বিবেচনার উর্ধ্বে, বিশ্বাসঘাতকতা ও আস্থার উর্ধ্বে এবং কথা দিয়ে ব্যক্ত করার মতো নয়।

BanglaBook.org

মাশা আল্লাহ

তোমার পাশে কেউ একজন দুলছে,
তার ঠোঁট বলছে, 'মা'শা আল্লাহ, মাশা আল্লাহ

বিস্ময়কর! ভিতরে আল্লাহ’র আকর্ষণ
কেউ জানে না, উপত্যকার কোলে
কখন ঝর্ণা পানি সিঞ্চন করে।
তাবুর ভিতরে আলোর পানে
ধেঁয়ে যায় প্রেমিকেরা, দামেশকের
বর্জ্য সূর্যের ওপর গিয়ে পড়ে,
তুমি নিজেও অমন হও,
বলো, ক্ষমা করো, সেই একজনকে
ক্ষমা করো যে তোমার আত্মাকে
নির্দেশনা দেয়, যে সময় রক্ষা করে।
এগিয়ে যাও, একটি ভুল করো
মাথা তুলে তা পরখ করো।

পাপমুক্তির দ্বন্দ্ব

একজন দরবেশ কে?
ভিনেগারে পরিণত হয়েছে যার মদিরা।
তুমি এখনো যদি মদিরা পান
করার মতো দুঃসাহসী হয়ে থাকো
তাহলে আর অগ্রসর হয়ো না।
তোমার মেঘ যখন সিংহ হয়ে যায়
তখন এসো। ভণ্ডদের সম্পর্কে
বলা হয়, ওরা নিজেদের মধ্যে
প্রচণ্ড সাহসী, কিন্তু প্রকৃত শত্রুর
আবির্ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।
মুহাম্মদ তার তরুণ সৈন্যদের বলেন,
‘মুখোমুখি হওয়ার আগে কারো
সাহস প্রমাণিত হয় না।’
কোনো মাতাল খাপ থেকে তরবারি
BanglaBook.org
বের করলে কি করবে তা বলে
মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলে;
কিন্তু যখন সুযোগ আসে তখন
সে পিঁয়াজের মতো খোলসবদ্ধ থাকে।
আহত হতে আগ্রহী পরিকল্পনাকারীর
থলে সূচের স্পর্শে আসা মাত্রই
চুপসে যায়। কোনো ধরনের লোকেরা
বলে যে সে মার্জিত ও খাঁটি হতে চায়,
আবার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে?

প্রেম এক ধরনের মামলার মতো,
যেখানে প্রয়োজন কটু প্রমাণের।
মামলা নিস্পত্তি করতে হলে
কাজীকে অবশ্যই প্রমাণ দেখতে হবে,
তোমরা শুনে থাকবে যে প্রতিটি
গুপ্তধনকে পাহারা দেয় কোনো সাপ।
সেই গুপ্তধন হাসিল করতে
সাপকে চুম্বন করো।
কঠোর আচরণ তোমার প্রতি নয়,
বরং তোমার বিকাশকে রুদ্ধ
করে যে বৈশিষ্ট্য তার প্রতি।
কম্বল পিটানোর দণ্ড তো
কম্বলে নয়, ময়লায় আঘাত করে।
ঘোড়ার প্রশিক্ষক ঘোড়াকে নয়
তার ভুলগুলোকে শুধরে দেয়।
তোমার শস্য দানাগুলোকে অন্ধকার
কোনো স্থানে আটকে রাখো যাতে
সেগুলো মদিরায় পরিণত হয়।
কেউ প্রশ্ন করে, 'তোমার সন্তানকে
চপেটাঘাত করার সময় তুমি কি
আল্লাহর রোষের ভয় করো না?'
'আমি তো আমার সন্তানকে নয়,
তার ভেতরের দানবকে আঘাত করছি।'
কোনো মা যখন ধমকে বলেন,
'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'
তখন তিনি তার সন্তানের
মন্দ দিকটিই বুঝাতে চান।
যারা তোমাকে ধমক দেয়
তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেও না,
পাপমুক্তির বন্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে
BanglaBook.org
নিও না, তাহলে তুমি দুর্বল রয়ে যাবে।
কোনো ফাঁকা বুলিতে কান দিও না।
আত্মগর্ব পুষে রাখলে সকল
তৎপরতা খান খান হয়ে যাবে,
তার চেয়ে ছোটখাট একটি দল,
কুঁচি করা বাদাম উত্তম।

তেতোটা বাদ দাও, রিকাবের ওপর
সাজিয়ে দিলে টক মিষ্টি পানীয়ের
পাত্র একই রকম শব্দ তোলে,
কিন্তু ভিতরে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছায়া ও আলোর উৎস

পৃথিবীর একটি অংশ কি করে
পৃথিবী ছেড়ে যায়?
সিক্ততা কি করে পানি ছেড়ে যায়?
আরও আগুন ছুড়ে কখনো
আগুন নেভানোর চেষ্টা করো না।
রক্ত দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ো না।
যত দ্রুতই তুমি দৌড়াও না কেন
ছায়া তোমার সাথে সাথে যায়,
এবং কখনো কখনো সামনে!
সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকলেই
শুধু ছায়ার আকার হ্রাস পায়,
সে ছায়াও তোমারই কাজ করে
যা তোমাকে আঘাত দেয়,
তা আবার অনুগ্রহও করে,
অন্ধকার তোমার মোমবাতি,
তোমার সীমানাই তোমার অনুসন্ধান।
আমি এর ব্যাখ্যা দিতে পারি,
কিন্তু তাতে তোমার হৃদয়ের ওপরের
কাঁচের আবরণটি চুরচুর হয়ে যাবে।
BanglaBook.org
আর জোৎস্না লুকানো যাবে না।
ছায়া ও আলো, এই দুটির
উৎসই তোমার থাকতে হবে।
শোন, আর বিস্ময়ের বৃক্ষের নিচে
তোমার মাথা স্থাপন করো।
সে গাছ থেকে তোমার ওপর
পালক ও পাখনা গজিয়ে ওঠে
তখন ঘুঘুর চেয়েও শান্ত থাকো।
'কু' শব্দ করতেও মুখ খুলো না।

কর্মহীন সম্পদ

দাউদের জমানায় এক লোক উচ্চকণ্ঠে
প্রার্থনা করত, 'হে প্রভু, কোনো কাজ
করা ছাড়াই আমাকে সম্পদ দাও!
তুমিই তো আমাকে অলস ও
স্থূল বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছো,
শুধু ওই কারণে আমার প্রতিদিনের
আহার্যের ব্যবস্থা করে দাও।
আমি যে ছায়ার নিচে ঘুমাচ্ছি
সেজন্যে আমাকে বিনিময় দাও।
এই ছায়া তো তোমারই।
কোনো শ্রান্তি ছাড়াই আমাকে
হঠাৎ করে ধনবান করে দাও।
আমি শুধু এ প্রার্থনাই করতে পারি।'
লোকটি এভাবে এক জ্ঞানী ব্যক্তির
কাছে অথবা নগরীর মোটা বুদ্ধির
লোকদের সামনে প্রার্থনা করত।
কে তার কথা শুনল তা নিয়ে
কোনোরকম মাথাব্যথা ছিল না তার।
সে দিনরাত, প্রতিদিন প্রার্থনা করত।
তার কথায় লোকজন হাসতো,
'অসুস্থ-দাড়িসর্বস্ব বদমাশ।'
'কেউ কি তাকে গাঁজা টানতে দিয়েছে?'
'জীবিকা পরিশ্রমের ফল, আর
এ তো মই ছাড়াই আকাশে উঠতে চায়।'
'এই যে, দয়া করে বসো।
তুমি যে খবরের প্রতীক্ষা করছ
সেই দূতের আগমন ঘটেছে।'
'এই প্রার্থনায় তুমি যা পাবে তা থেকে
সামান্য একটুও কি আমি পেতে পারি?
এভাবেই চলছিল। কিন্তু কোনো কিছুই
তাকে থামাতে পারেনি।
খাবারের শূন্য ভাণ্ড থেকে পনির
খুঁজতে থাকা লোকদের একজন
হিসেবে খ্যাত হয়ে উঠল সে।
মূর্খতার জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

একদিন সকালে হঠাৎ তার বাড়িতে
বিরাটাকৃতির এক গরু হাজির হয়ে
শিং এর আঘাতে তালা ভেঙে
খিল খুলে ঘরে প্রবেশ করল।
প্রার্থনা বন্ধ করল লোকটি,
গরুর পা বাঁধলো, গলা কাটল
এবং কসাই আনতে ছুটলো।
দীর্ঘ দিনের জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্য ও
চামড়ার সংস্থান হলো!
তুমি ভিতরে ভিতরে বেড়ে উঠা
ভ্রূণের মতো দাবি তুলতে থাকো,
আমার জন্যে ওই কাজটি করো।
এই দীর্ঘ কবিতার ব্যাপারে
আমাকে সাহায্য করো।
তুমি সোনা কামনা করো,
প্রথমে আমাকে সোনা দাও গোপনে,
এইসব প্রতিবিম্ব এবং শব্দাবলি
তোমার কাছ থেকে আসতে হবে।
সবাই এবং সবকিছু, প্রতিটি কাজ
তোমাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে, কিন্তু
কখনো কখনো কেউ যেভাবে কাজটি
করে অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না।
নিস্প্রাণ বস্তু কীভাবে প্রশংসা করছে
মানুষ তা কমই বুঝতে পারে।
প্রাচীর, দরজা এবং পাথর
এসবই তো ঐশ্বর্যের প্রভু!
আমরা সুন্নী ও জাবরিসদের মতবাদ
BanglaBook.org
নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হই, এ বিবাদের
কোনো শেষ নেই, কিন্তু আমরা শুনতে
পাই না যে নিস্প্রাণ বস্তুগুলোও
পরস্পরের সাথে এবং আমাদের
সাথেও কথা বলছে।
যা বলা হয়নি আমরা কি করে
সেসব কথা শুনতে পাই?
শুধু একজনের সাহায্যে, যার প্রেম
কথা বলার রহস্য উন্মোচন করে।

কর্মহীন সম্পদ

দাউদের জমানায় এক লোক উচ্চকণ্ঠে
প্রার্থনা করত, 'হে প্রভু, কোনো কাজ
করা ছাড়াই আমাকে সম্পদ দাও!
তুমিই তো আমাকে অলস ও
স্থূল বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছো,
শুধু ওই কারণে আমার প্রতিদিনের
আহার্যের ব্যবস্থা করে দাও।
আমি যে ছায়ার নিচে ঘুমাচ্ছি
সেজন্যে আমাকে বিনিময় দাও।
এই ছায়া তো তোমারই।
কোনো শ্রান্তি ছাড়াই আমাকে
হঠাৎ করে ধনবান করে দাও।
আমি শুধু এ প্রার্থনাই করতে পারি।'
লোকটি এভাবে এক জ্ঞানী ব্যক্তির
কাছে অথবা নগরীর মোটা বুদ্ধির
লোকদের সামনে প্রার্থনা করত।
কে তার কথা শুনল তা নিয়ে
কোনোরকম মাথাব্যথা ছিল না তার।
সে দিনরাত, প্রতিদিন প্রার্থনা করত।
তার কথায় লোকজন হাসতো,
'অসুস্থ-দাড়িসর্বস্ব বদমাশ।'
'কেউ কি তাকে গাঁজা টানতে দিয়েছে?'
'জীবিকা পরিশ্রমের ফল, আর
এ তো মই ছাড়াই আকাশে উঠতে চায়।'
'এই যে, দয়া করে বসো।
তুমি যে খবরের প্রতীক্ষা করছ
সেই দূতের আগমন ঘটেছে।'
'এই প্রার্থনায় তুমি যা পাবে তা থেকে
BanglaBook.org
সামান্য একটু কি আমি পেতে পারি?
এভাবেই চলছিল। কিন্তু কোনো কিছুই
তাকে থামাতে পারেনি।
খাবারের শূন্য ভাণ্ড থেকে পনির
খুঁজতে থাকা লোকদের একজন
হিসেবে খ্যাত হয়ে উঠল সে।
মূর্খতার জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

একদিন সকালে হঠাৎ তার বাড়িতে
বিরাটাকৃতির এক গরু হাজির হয়ে
শিং এর আঘাতে তালা ভেঙে
খিল খুলে ঘরে প্রবেশ করল।
প্রার্থনা বন্ধ করল লোকটি,
গরুর পা বাঁধলো, গলা কাটল
এবং কসাই আনতে ছুটলো।
দীর্ঘ দিনের জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্য ও
চামড়ার সংস্থান হলো!
তুমি ভিতরে ভিতরে বেড়ে উঠা
ভ্রূণের মতো দাবি তুলতে থাকো,
আমার জন্যে ওই কাজটি করো।
এই দীর্ঘ কবিতার ব্যাপারে
আমাকে সাহায্য করো।
তুমি সোনা কামনা করো,
প্রথমে আমাকে সোনা দাও গোপনে,
এইসব প্রতিবিম্ব এবং শব্দাবলি
তোমার কাছ থেকে আসতে হবে।
সবাই এবং সবকিছু, প্রতিটি কাজ
তোমাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে, কিন্তু
কখনো কখনো কেউ যেভাবে কাজটি
করে অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না।
নিস্প্রাণ বস্তু কীভাবে প্রশংসা করছে
মানুষ তা কমই বুঝতে পারে।
প্রাচীর, দরজা এবং পাথর
এসবই তো ঐশ্বর্যের প্রভু!
আমরা সুন্নী ও জাবরিসদের মতবাদ
BanglaBook.org
নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হই, এ বিবাদের
কোনো শেষ নেই, কিন্তু আমরা শুনতে
পাই না যে নিস্প্রাণ বস্তুগুলোও
পরস্পরের সাথে এবং আমাদের
সাথেও কথা বলছে।
যা বলা হয়নি আমরা কি করে
সেসব কথা শুনতে পাই?
শুধু একজনের সাহায্যে, যার প্রেম
কথা বলার রহস্য উন্মোচন করে।

কোনো বিশেষ কাজের জন্যে ভালোবাসা

কারো জন্যে ভ্রমণ পরিতৃপ্তিকর,
অন্যদের জন্যে যেমন বাড়িতে থাকা।
পর্বতের নিঃসঙ্গতা ভ্রমণকারীকে
সাহচর্যের আনন্দে পরিপূর্ণ করে,
অন্যজনের কাছে তা মৃত্যুর ক্লান্তি।
একটি সমাজের জন্যে কাজ করার
দায়িত্ব নিতে ভালোবাসে ভ্রমণকারী,
হাঁতুড়ি দিয়ে তপ্ত লোহাকে আকৃতি
দেয়ার পদ্ধতিকে সে ভালোবাসে।
প্রতিটি মানুষকে সুনির্দিষ্ট কাজের
জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেয়া হয়েছে।
ভালোবাসা সেই গতির জন্যে
এবং সকল গতিই ভালোবাসা।
খড়কুটা, শুকনো ঘাস ও পাতা
বাতাসে যেভাবে উড়ে যায় এবং
বৃষ্টির গতিবিধি ও মাটির ওপর দিয়ে
গড়িয়ে যাওয়া পানি,
তাদেরকে যে ভালোবাসা দেয়া হয়েছে
ওইসব গতি তা অনুসরণ করছে।

পাখির মেধা

বাদশাহ সোলেমানের জন্যে যেখানেই
তাবু স্থাপন করা হতো, পাখিরা
দলে দলে আসত শ্রদ্ধা জানাতে
এবং তার সাথে কথা বলতে।
সোলেমান পাখির ভাষা বুঝতেন
BanglaBook.org
তার উপস্থিতি পাখির কাকলিতে
কোনো দ্বিধার সৃষ্টি করত না।
প্রতিটি প্রজাতির পাখি নিজ নিজ
কথা বলতো সুনির্দিষ্টভাবে।
বুঝতে পারায় এমনই আনন্দ!
কেউ যখন জনারণ্যে থাকে তখন
সে খোলামেলা কথা বলতে পারে না,
অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে যায়।
আমি কোনো সাংস্কৃতিক সম্পর্কের
কথা বুঝাতে চাই না।

বহু হিন্দুস্থানি ও তুর্কি আছে
যারা একই ভাষায় কথা বলে।
আবার অনেক তুর্কি আছে, যারা
পরস্পরের কথা বুঝতে পারে না।
আমি তাদের কথা বলছি, যারা
এমন একজনের মাঝে থেকেও
একত্রে ভালোবাসে।

অতএব, পাখিরা সোলেমানকে প্রশ্ন করে,
তাদের বিশেষ মেধার কথা তাকে বলে,
সবাই আশায় থাকে যে তাদেরকে
সোলেমানের কাছে থাকতে বলা হবে।
ছোট্ট হুপু পাখির পালা আসে,
'মহান বাদশাহ, মাত্র একটি মেধার
অধিকারী আমি, তবুও আশা করি
এটা আপনার কাজে লাগবে।'
'বলো, সেটি কি?' সোলেমান বলেন।
'আমি আমার সাধ্যের সর্বোচ্চ স্থানে
পৌঁছে যখন নিচের দিকে তাকাই,
তখন মাটি ভেদ করে পানির স্তর
দেখতে পাই, সেই পানি কর্দমাক্ত,
ঘোলা না স্বচ্ছ, পাথরের মাঝ দিয়ে
বয়ে যাচ্ছে কি না তাও দেখি।
ঝর্ণাধারার অস্তিত্ব কোথায় এবং
কোনখানে ভালো কূপ খনন করা
সম্ভব আমি তা দেখতে পাই।'
সোলেমান উত্তর দেন, 'জলহীন স্থানে
BanglaBook.org
অভিযানের সময় তুমি তাহলে আমার
ভালো সঙ্গী হতে পারবে।'
ঈর্ষাকাতর কাকের সহ্য হয় না।
কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠে,
'হুপুর দৃষ্টিশক্তি যদি এতই তীক্ষ্ণ
হয়ে থাকে তাহলে সে যখন
ফাঁদে পড়ল তখন কেন দেখেনি?'
'ভালো প্রশ্ন, সোলেমান বললেন,
'হুপু, তোমার কাছে কি এর জবাব আছে?'

'আমার পানি দর্শনের মেধা যথার্থ,
এটাও সত্য যে, ফাঁদে আটকানোর
ঘটনায় আমি ছিলাম অন্ধ।
আমার জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে
একটি ইচ্ছা শক্তি আছে, যে কারণে
যুগপৎ আমি অন্ধ ও ইন্দ্রিয়াতীত
কোনো কিছু দর্শনের শক্তিসম্পন্ন।
কাক তা স্বীকার করে না।"

যখন বিদ্যালয়, মসজিদ ও মিনার
ধ্বংস হয়ে যায় তখন দরবেশরা
তাদের সমাজ গড়ে তুলতে পারে।
বিশ্বস্ততা যতক্ষণ বিশ্বাসঘাতকতায়
এবং বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বাসে
পরিণত না হয় ততোক্ষণ
মানুষই বিশ্বাসের অংশ।
নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কি কেউ
জানতে পারে যে মিলন কি?
শূন্যতার মাঝেও অবতরণ আছে,
মিথ্যা সম্পর্কে শুধু কথা বলে
মিথ্যাকে সত্যে বদলানো যায় না।

তুমি যখন শুধু তোমারই
তখন দুই জগৎ সম্পর্কে তুমি অন্ধ
অহঙ্কারের সেই মাদকতা তোমাকে
কোনো কিছুই দেখতে দেবে না।
এসব থেকে মুক্ত হলেই শুধু তুমি
ভয় ও ক্রোধের গভীর শিকড়
কেটে ফেলতে পারবে।

BanglaBook.org

১২. বিষাদ সংগীত, প্রশংসা সংগীত : মৃত্যুর সাথে শান্তি

আমরা এখানে আছি ক্ষমাশীলতার দরজা হওয়ার জন্যে, যে দরজার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসে। আমি যখন বলি যে দরজা যাতে বন্ধ করা না হয় তখন আমি কাঁদি। ক্ষমাশীলতা সংগীতের প্রবাহকে ভালোবাসে, যা আসে দুঃখের মধ্যে এবং বুকের মধ্য থেকে বিশাল প্রশংসা হিসেবে নির্গত হয়, ঠিক যেভাবে ধনুক থেকে তীর ছুটে গেলে ধনুক কম্পিত হয় এবং কাঁদে।

যেদিন আমার মৃত্যু হবে

যেদিন আমার মৃত্যু হবে, আমাকে বয়ে
নিয়ে যাওয়া হবে কবরের দিকে,
তখন কেঁদো না। বলো না যে
'সে চলে গেছে! চলে গেছে।'
চলে যাওয়ার সাথে মৃত্যুর
কোনো সম্পর্ক নেই।
সূর্য অস্ত যায়, চাঁদ অস্ত যায়,
কিন্তু তারা চলে যায় না।
মৃত্যু এক ধরনের আগমন,
স্মৃতিস্তম্ভকে কারাগারের মতো দেখায়
আসলে এর পরিণতি মিলনে।
মানুষের বীজ মাটির ভিতরে
চলে যায়, ঠিক একটি বালতি
যেভাবে কূয়ায় নামানো হয়,
যেখানে আছেন নবী ইউসুফ।
এর বৃদ্ধি এবং ওপরে আসা
অকল্পনীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।
তোমার মুখ এখানে বন্ধ হয়
আবার দ্রুত খুলে যায়
আনন্দ চিৎকারের সাথে।
বন্ধুর ইচ্ছা পূরণে কেউ কাজ করলে
BanglaBook.org
তার আর বন্ধুর প্রয়োজন পড়বে না।

দেউলিয়াত্বই সেখানে যথার্থ প্রাপ্তি;
চাঁদ যখন রাতকে এড়াতে পারে না,
তখনই উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করে।
গোলাপের আসল নির্যাস তো কন্টকে।

শৈশব, যৌবন এবং পরিপূর্ণতা
এবং এখন বার্ধক্য,
প্রত্যেক অতিথি তিনদিনের জন্যে
অবস্থান করতে সম্মত, এর বেশি নয়।
প্রভু, তুমি আমাকে বলেছিলে তোমাকে
স্মরণ করিয়ে দিতে, এখন যাওয়ার সময়।

মৃত্যুর ফেরেশতা হাজির হলে
আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি,
মৃত্যুদূত ও আমি যখন কথা বলি
কেউ জানে না আমাকে কি ভর করে।

তুমি যখন আমার বুকের মাঝে
ফিরে আসো, তখন আমি কতো দূরে
ঘুরে বেড়াচ্ছি তা আর বিবেচ্য থাকে না,
আমি চারদিকে তাকিয়ে পথ দেখি।
আমার জীবনের শেষ ক্ষণে
যখন একটি মাত্র দম নিতে বাকি
তখন তুমি এলে আমি উঠে বসবো
এবং গান গাইবো।

BanglaBook.org
গত রাতে কিছু জিনিস বয়ে গেছে
আমাদের মাঝ দিয়ে, যা এখন
বলা বা লিখা যাবে না।

আমাকে যখন বয়ে নেয়া হবে
পথ ধরে যাওয়ার সময় যদি
আমার কাফনের ভাঁজ বাতাসে
খুলে যায়, শুধু তখন গতরাতে
আমাদের দুজনের মাঝে যে কথা
হয়েছিল যে কেউ তা পাঠ করতে পারবে,
যেন ফুটন্ত ফুলের পাঁপড়ির ওপর লেখা।

মৃত্যুর বিস্তৃত সমতলে আমি এক পা
রেখেছি, শূন্যতায় বিশালতার শব্দ,
সেই মুহূর্তের বুনো বিস্ময়ের মতো
কোনো কিছু কখনো অনুভব করিনি।

আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে রহস্যের মূল
আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং নিরাময় আনে
একমাত্র নিয়ম হচ্ছে, ‘যন্ত্রণা ভোগ করো।’
তোমার আকাঙ্ক্ষা সুশৃংখল হতে হবে।
যদি চাও যে সময় মতো কিছু হোক
তাহলে ত্যাগ করতে হবে।

বৃষকে কোরবানি করার সময়

এই রাত মিলনের, যখন তারকারা
আমাদের ওপর তাদের ছাদ ছড়ায়,
আকাশ অতি উচ্ছ্বসিত!
প্রেম দেবী ভেনাস বসন্তের প্রথম
উষ্ণ আবহাওয়ার পাখির মতো
গান গাওয়া থামাতে পারেন না,
যে ছোট গানগুলো তারই রচিত।
উত্তরের তারা সিংহের প্রতি
না তাকিয়ে থাকতে পারে না।
সমুদ্রের তলদেশের দুধেল ধুলিতে
নাড়া দিচ্ছে মৎস্য, শনির কাছে
ঘোড়া দৌড়াচ্ছে বৃহস্পতি,
‘ওহে বৃদ্ধ, লাফ দিয়ে উঠো আমার
পিছনে, ওই তরল ফিরে আসছে!
আনন্দময় কিছু ভাবো, যাতে
যাওয়ার সময় চিৎকার করতে পারি।’
BanglaBook.org
মঙ্গল তার রক্তাক্ত তরবারি ধোয়,
তুলে রাখে এবং নানান জিনিস
তৈরি করতে শুরু করে।
পানির কলসি পূর্ণ করে কুম্ভ,
আর উদারতায় ঢেলে দেয় কন্যা,
সপ্তর্ষি, তুলা এবং মেষ এর মধ্যে
আর কোনো কম্পন নেই
বৃশ্চিক চলার পথে প্রেমিকা খোঁজে,
এবং ধনুও একই কাজ করে!

এ চলা কর্কটের এঁকেবেঁকে চলা নয়।
আমরা এই অবকাশের অপেক্ষায়
ছিলাম, যখন সময় এসেছে বৃষকে
কোরবানি দেয়ার এবং আকাশ যে
দেখার একটি কাচ তা শেখার।
আমি যা বলছি তার ভিতরে
কি আছে তা শোন।
শামস আসবেন ভোরে, যখন
রাত তার প্রিয় অন্ধকার কাটিয়ে
দিনে পরিবর্তিত হবে,
ছড়াবে সাধারণ মিষ্টি দিনের আলো।

যিনি দুই পুত্রকে হারিয়েছেন

এক মহান শেখ তার দুই পুত্রের
মৃত্যুতে কাঁদলেন না,
তার মাঝে বিষাদের অনুপস্থিতিতে
তার পরিবার, তার স্ত্রী বিস্মিত।
শেখ বললেন, 'তোমরা ভেবো না যে
আমি শীতল ও আবেগহীন।
আমি কাঁদছি না, কারণ আমি জানি,
ওরা চলে যায়নি।
আমার হৃদয়ের চোখ ওদের
দেখছে অনিমেষ, ওরা চলে গেছে
সময়ের বাইরে, কিন্তু এখান থেকে
খুব কাছে, ওরা খেলছে, আলিঙ্গন
করতে আসছে আমাকে।
মানুষ কখনো কখনো তাদের
মৃত আত্মীয়দের যেমন স্বপ্নে দেখে,
BanglaBook.org
আমিও জাগ্রত অবস্থায় সেভাবেই
আমার পুত্রদের দেখি সারাক্ষণ।
আমি পৃথিবী থেকে মুহূর্তের জন্যে
আড়াল হলে বরং আরও গভীরভাবে
ওদের সাথে অবস্থান করি, যখন
আমার অস্তিত্বের বৃক্ষ থেকে
বোধের ধারণার পাতা ঝরতে দেই।
আমি তাদের জন্যে কাঁদি
যাদের আত্মা অকৃতজ্ঞ।

শিশুরা কুকুরকে ঢিল ছুঁড়লে কাঁদি,
আমি কুকুরের জন্যে কাঁদি,
যে কুকুরেরা অকারণে কামড়ায়।
কেউ ক্ষতি করলে তাকে ক্ষমা করো।
আমরা এখানে আছি ক্ষমাশীলতার
দরজা হওয়ার জন্যে,
যে দরজা দিয়ে স্বাধীনতা আসে।
আমি যখন বলি যে, দরজা যাতে
বন্ধ করা না হয় তখন আমি কাঁদি।
"কেউ নিজের ক্ষমার জন্যে আসে
কেউ বিশ্বজনীন ঐশ্বর্যের কাছে।
দুটি ধারাকে এক করতে চেষ্টা করো।
পুকুরের পানিও অবশেষে
উপনীত হয় সাগরে।
এক দরবেশ তার জীবনের
নিজস্ব জলাভূমিতে কাজ করেন,
অন্যজন খেলা করেন সীমাহীন সাগরে।

কি আছে মাটির ভিতরে

আনন্দদায়ক সবই বন্ধুর সুবাস।
যা কিছু আমাদের বিস্মিত করে
সেই আলো থেকেই তা আসে।
মাটির ভিতরে যা আছে তা উদগম
হয় সেখানে মদিরা ছিটিয়েছো বলে।
শরতে যা মরে যায় বসন্তে তা
বিকাশের কারণ এভাবে 'না' বলাটা
BanglaBook.org
বসন্তকালে তোমার প্রশংসা সঙ্গীর
'হা' এ পরিণত হয়।

উজ্জ্বল এক মেঝে

আত্মার এক বসন্ত আছে যা যোগ হয়
প্রত্যেকের সচেতনতার সাথে,
এমন এক বন্ধু আছে, যে শান্তি ও
মৃত্যুর কাছে নীরবতার নিরাময় আনে।
আমি সেই অনুগ্রহের জন্যে কাজ করি
যা পাথর ও মুক্তাকে অভিন্ন স্পর্শ দেয়,
উদ্যানের ময়ূরকে রাস্তার কাকের
সাথে সমভাবে বিচার করে।

আকৃতি হারিয়ে যায়, প্রজ্ঞা টিকে থাকে,
তোমার আত্মা ও তোমার ভালোবাসা
তোমার দেহের মাটির সাথে মিশে যায়,
কিন্তু তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন সুখ আছে।
শামস কক্ষে আসেন অনুগ্রহ নিয়ে—
একটি উজ্জ্বল মেঝে এবং একটি তারা
সাজিয়ে দিচ্ছে ছাদ।

সালাহউদ্দিনের মৃত্যু

তুমি মাটি ছেড়ে গেছো,
আর আকাশ কাঁদছে।
দুঃখে পূর্ণ মন ও আত্মা
জীবদ্দশা বা মৃত্যুতে কেউ
নিতে পারবে না তোমার স্থান।
ফেরেশতা, নবীরা কাঁদছেন,
আমি যে বিষাদ অনুভব করছি
তা আমার কাছ থেকেই
নেয়া হয়েছে ভাষার স্বাদ হিসেবে।
সেজন্যে আমার বিচ্ছিন্নতার
স্বাদ আমি বলতে পারি না।
ভিতরে যে রাজ্যের অবস্থান
তা ধসে পড়েছে।
যখন আমি বলি, 'তুমি'
তখন আমি বুঝাতে চাই
একশো পৃথিবীর কথা।
বিষাদের পানি ভরে অথবা
হৃদয়ে গোপন রক্তক্ষরণ,
মাথায় কিংবা আত্মার চোখ,
আমি গতকালই দেখেছি যে
এখানে প্রবল্ল তোমাকে খোঁজে
BanglaBook.org
যখন তুমি এখানে নেই।
উজ্জ্বল আগুনে পাখি সালাহউদ্দিন
তীরের মতো উড়ে গেছেন,
এখন ধনুক কাঁপছে ও কাঁদছে।
তুমি যদি জানো কি করে
মানুষের জন্যে কাঁদতে হয়,
তাহলে সালাহউদ্দিনের জন্যে কাঁদো।

১৩. সাম্রাজ্যের সুদূর বিস্তার পর্যন্ত : গুণ আহরণের জন্যে ডুব দেয়া

যখন সত্ত্বার প্রাথমিক কোনো আকার থাকে না, তখন সে কোথায় থাকে? নৌকায় নয়, কিন্তু নৌকায় আঘাত দিচ্ছে যে তরঙ্গ, সেখানে। সোনার মধ্যে নয়, কিন্তু সোনা পরিশুদ্ধ করার আগুনে। আলেকজান্ডার তার উচ্চাভিলাষের দূর প্রান্ত, হিন্দুস্থান পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন এবং ফিরে গিয়েছিলেন নগ্ন, পুরোপুরি অবসন্ন দার্শনিক ডায়োজেনিসের বন্ধুত্বের কাছে।

বাতাস সে আশ্রয় দেয় তা প্রার্থনার মূলে এক ধরনের অসহায়ত্ব। এ ধরনের আত্মসমর্পণের অর্থ কারো শক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া নয়।

রুমী তার কবিতা ও উপমার মধ্য দিয়ে যা বলেছেন, আমি তা এই সূচনায় শুনতে চেষ্টা করেছি। যে আধ্যাত্মিক তথ্য এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে, যা আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শুধু উপলব্ধি করা সম্ভব। সন্দেহ নেই, আমি যথেষ্ট হারিয়েছি। সৌভাগ্যের বিষয় হলো, রুমীর কবিতার পর্বতমালা, সমুদ্রতল বিচরণ করে, এমন বহু ভাষান্তরকারী রয়েছে।

গুণ

আকৃতি বহির্ভূত একটি সূর্য-তারকা
উদিত হচ্ছে, যার মাঝে আমি
হারিয়ে গেছি। দুই পৃথিবীর
পানে না তাকানো কি মধুর।
বোধগম্যতার মাঝে গলে যাওয়া
মধু যেমন গলে যায় দুধে।
আত্মাকে অনুসরণ করতে
কেউ ক্লান্ত হয় না।
এখন আমি স্মরণ করতে পারি না
যে সুউচ্চ বৃক্ষে কি ঘটেছিল।
আমি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে
সবসময় জানতে চেয়েছি,
শাপলা বা একটি গোলাপের

BanglaBook.org

মতো সতেজ ও মোহনীয়,
সে সবের সাথে ঘুরে বেড়াই।

দেহ একটি নৌকা, আর আমি
নৌকার সাথে দোল খাওয়া ঢেউ।
যখনই নৌকা কোথাও নোঙর করে
আমি মৃদুমন্দ দোলা দেই,
অথবা টুকরো টুকরো করে ফেলি।
আমি অলস ও শীতল হলে
শিখা আসে আমার সমুদ্র থেকে,
এবং আমাকে ঘিরে ফেলে।
এসবের মাঝে আমি হাসি,
যেভাবে সোনা নিজেকে শোধন করে।
একটি বিশেষ সুর সাপের ফণা
নিচে নামাতে বাধ্য করে
বর্জ্যের মাঝে এক সারিতে...
'এই যে, এখানে আমার মাথা
বলো ভাই, এর পর কি?'
আকারের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে
আমি গুণের সন্ধান করছি।
প্রত্যেকে বলে, 'আমি এক
নীল-সবুজ সমুদ্র।
আমার মাঝে ডুব দাও!'
শামস, আমি আলেকজান্ডার,
সাম্রাজ্যের প্রান্তে আমায় উপনীত
BanglaBook.org
হয়ে আমার পুরো বাহিনীকে
নিয়ে যাচ্ছি সেনাবাহিনীর
আসল অর্থের দিকে।

কাঠের খাঁচা

আমি হয়তো হাততালি দিচ্ছি,
কিন্তু আমি হাততালি দেয়া
লোকদের মধ্যে নই।
দুটির একটিও নই আমি
আমি কোনো দলের অংশ নই,
যারা বাঁশির সুর ভালোবাসে

অথবা জুয়া খেলতে, কিংবা
মদ পান করতে ভালোবাসে,
কালের মধ্যে যাদের বসবাস
তারা আদমের বংশোদ্ভূত
মাটি ও পানির সৃষ্টি।
আমি তারও অংশ নই।
আমি কি বলছি তা শোনো না,
যদিও এই শব্দগুলো এসেছে
অতি অন্তঃস্তল থেকে এবং
গেছে বাইরের দিকে।
তোমাদের মুখগুলো খুব সুন্দর
কিন্তু সেগুলো কাঠের খাঁচা।
তার চেয়ে ভালো, কেটে পড়ো
আমার কাছ থেকে।
আমার কথাগুলো আগুন
খ্যাতির অধিকারী হওয়া,
অথবা রাজসিক কোনো রায়,
কিংবা লজ্জাবোধ করার সাথে
আমার কোনো সম্পর্ক নেই।
আমি কোনো ঋণ করিনি।
কারো কাছে আমার
কোনো কিছু চাওয়ার নেই।
আমি জনস্রোতে মিশে যাই,
প্রেম আমার একমাত্র সঙ্গী,
যখন মিলন ঘটে, তখন
আমার কথা ভিতর পানে
শামসের দিকে ধাবিত হয়।
BanglaBook.org
সেই আশিকতে আমার কোনো
গোপনীয়তা আর গোপন
থাকে না।

প্রার্থনা একটি ডিম

হাশরের দিনে আল্লাহ বলবেন,
'পৃথিবীতে তোমার খাদ্য তোমাকে
শক্তি ও বল জুগিয়েছিল
তা দিয়ে কি করেছো তুমি?

কিভাবে করেছো চোখের ব্যবহার?
তোমার পাঁচ ইন্দ্রিয় যখন ক্ষীণ ও
ক্লান্ত, তখন কি করেছো?
রোপণের জন্যে মাটি তৈরি করার
উপকরণ হিসেবে আমি তোমাকে
হাত ও পা দিয়েছিলাম,
তুমি যখন তোমার সুস্বাস্থ্যে ছিলে
তখন কি তুমি চাষ করেছিলে?"
এই প্রশ্নগুলো যখন শুনবে
তখন তুমি দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।
দ্বিগুণ ঝুঁকে পড়বে তুমি এবং
অবশেষে স্বীকার করবে মহামহিমকে।
আল্লাহ বলবেন, "তোমার মাথা
তুলে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।"
তোমার মাথা সামান্য উঁচু হয়ে
আবার নিচের দিকে ঝুঁকে যাবে।
"আমার দিকে তাকাও! বলো,
তুমি কি করেছো।"
চেষ্টা করবে তুমি, কিন্তু সাপের
মতো চিৎ হয়ে পড়ে যাবে।
"বলো! খুঁটিনাটি জানতে চাই আমি।"
শেষ পর্যন্ত তুমি বসার মতো
অবস্থায় আসতে পারবে।
"সহজ ও স্পষ্টভাবে বলো। আমি যে
তোমাকে এমন দান দিয়েছি,
সেগুলো দিয়ে কি করেছো তুমি?"
সাহায্যের আশায় তুমি ডানদিকে
নবীদের পানে ফিরবে, যেন বলতে চাও,
BanglaBook.org
আমি আমার জীবনের কর্দমে
আটকে গেছি, এখান থেকে মুক্ত হতে
দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।
তারা ওই বাদশাহদের বলবেন,
"সাহায্যের সময় পার হয়ে গেছে,
এখনো লাঙল পড়ে আছে মাঠে
তোমার উচিত ছিল ব্যবহার করা।"
অতঃপর বামে তাকাবে তুমি,

যেখানে তোমার পরিবার উপস্থিত,
"আমাদের পানে তাকিও না,
এই সংলাপ তোমার এবং
তোমার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে।"
এরপর তুমি সেই দোয়া উচ্চারণ
করো, যা সব নিয়মরীতির মূল
"হে আল্লাহ, আর আশা নেই আমার,
আমি টুকরো টুকরো হয়ে গেছি,
তুমি আমার প্রথম ও শেষ
এবং একমাত্র ভরসাস্থল।'
পাখির আহার খুঁটে খাওয়ার
মতো মাথা উঁচু ও নিচু করে
প্রতিদিনের নামাজ পড়ো না।
ইবাদত একটি ডিমের মতো,
সে ডিম থেকে তোমার যাবতীয়
অসহায়ত্ব ফুটিয়ে বের করো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৪. মুতাকাল্লিম : একটি দলের সাথে কথা বলা

রুমীর সংলাপে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, তার বয়স যখন দশ বছরে পড়েছে তখন একজন রাজকীয় কর্মকর্তা, এক আমীর রুমীর পিতা বাহাউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বাহাউদ্দিন তাকে বলেন যে, তার এতটা কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, 'আমি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রজা। এক অবস্থায় আমি কথা বলতে পারি, আবার আরেক অবস্থায় বলতে পারি না। কোনো পরিস্থিতিতে আমি অন্যদের জীবনের কাহিনি শুনি, সেসব সম্পর্কে সাড়া দেয়ার জন্যে। অন্য পরিস্থিতিতে আমি আমার কক্ষে চলে যাই এবং কারো সাথে সাক্ষাৎ করি না। আবার অন্য এক পর্যায়ে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি এবং আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হই, কিন্তু তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারি না। আমি আপনার সাথে আলোচনা করার মতো অবস্থায় থাকব কি না তা না জেনে আমার কাছে আসাটা নিতান্তই ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।"

বাহাউদ্দিন এই পরিস্থিতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না—এ ধারণা আমার ভালো লেগেছে। পরিস্থিতিগুলো আবহাওয়ার মতো ধুয়ে যায়। তার আত্মসমর্পিত জীবনে ভিতরের আবহাওয়া যদি ঠিক থাকে তাহলে তিনি তার হুজরাখানা থেকে বের হয়ে এসে পরামর্শ দিতে পারেন, প্রশ্ন শুনতে পারেন এবং বন্ধুদের জন্যে ভালো কিছু করতে পারেন। অন্যথায় তার দরজা রুদ্ধ। তিনি তার ক্ষুব্ধ স্বেচ্ছাচারী আত্মার সাথে অবকাশে থাকতে পারেন। আত্মার প্রস্তুতকারী কোনো শিল্পীর এই আচরণ আমার কাছে সঙ্গত বলেই মনে হয়। পিকাসো, জর্জিয়া ও'কিফি, কোলরিজ, ভ্যান গগ, বিটোফেন এদিক থেকে অভিন্ন। তাদের প্রেরণামূলক নিঃসঙ্গতাকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়।

সাবধান! সাবধান! তার একথা কি সাধারণ সুফীদের ক্ষেত্রেও সত্য নয়? নির্ধারিত কোনো সময় বা কর্ম ঘণ্টার বালাই নেই। ছাত্ররা যখন খুশি আসুক। পিয়ানো বাদক কিথ জ্যারেট কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলেন। তিনি কোনো সাধারণ সুফী ছিলেন না। একবার কোনো অনুষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে একটি সুর তুলে তিনি পিয়ানো ছেড়ে উঠেন এবং মঞ্চের সামনে গিয়ে বলেন, 'কখনো কখনো এই পরিস্থিতিগুলো কোনো কাজে আসে না।

BanglaBook.org

যিনি ছাত্রদের শিক্ষা দেন, তিনি জানেন যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মাবস্থার একটি হচ্ছে শক্তির পরিভ্রমণ, (রুমী যাকে বলেন, 'সান্নিধ্য'), বাস্পীভবন, পুর্নগঠন, গতিশীলতা এবং কম্পিত হওয়া। এই প্রলম্বিত ও জটিল

গতির কোনো বিবরণ নেই, সে জন্যে ক্লাসের মূল্যায়ন অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু রুমী গতির বহু প্রতিবিম্ব দেখতে পান। এ অবস্থাকে তিনি বলেন রোমাঞ্চকর, বজ্রপাততুল্য উপস্থিতি। তিনি বলেন, কখনো এটা দেখতে ছবি তৈরির জন্যে ব্যবহৃত পাখির পালকের অগ্রভাগ বলে মনে হয়, কখনো মোমবাতির আলোতে দেখা একটি মুখ, অন্য সময় বাঁশির সুর, একটি বই খোলা বা বন্ধ করার মতো মনে হয়।

মুতাকাল্লিম, আল্লাহর অনেক নামের একটি। এর অর্থ, 'আমাদের মধ্য দিয়ে যা বলা হয়।'

প্রমাণ

সান্নিধ্যের প্রমাণ : আমরা আটবার
পর্দার আড়াল থেকে বাইরে গিয়ে
বহিরাগতদের ধরা এবং পুনরায়
ভিতরে আসা অনুভব করি।
যাদের মন নেই তাদের নিয়েই
বেশি দ্বন্দ্ব। খোলা বই মানেই
সচেতনতা হারিয়ে যাওয়া,
বন্ধ করার অর্থ কম্পনের পরিবর্তন;
ছবি আঁকার পালকের অগ্রভাগ
শূন্য বাঁশির তোলা কোনো সুর।
মোমবাতিতে আলোকিত মুখ;
কেউ ঘুমায়, অন্যেরা শুয়ে জেগে থাকে,
খুব ভোরে বন্ধু উঠে বাইরে যায়।
আমাদের শিক্ষকের আলোর প্রতিরূপ
বদলে যায়, কিন্তু তার সাহসের
উজ্জ্বলতা টিকে থাকে।

দুই গাধা

বন্ধু, চাঁদের একটি মুক্তায় মধুরতা
আছে, কিন্তু এর মাঝে সৃষ্টি হওয়া
সাগরের কথা এবং আত্মার
ঘূর্ণায়মান চক্রের কথা ভাবো।
হাম্মামের প্রাচীর চিত্রে মানুষের
উৎস বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু মনকে যে টানে
তার কথা ভেবে দেখো!
চর্বি থেকে তেল বের করার
কৌশল জানতে হবে।

BanglaBook.org

চর্বি-মাখা যে চোখগুলো দেখি
সেগুলো কেমন দক্ষভাবে গড়া।
ভোর হয়েছে, তবুও পুরো মহল্লা
রাতের বিস্ময় নিয়ে বসে আছে।
একটি গাধা অন্য গাধার সাথে
বার্লি খেতে পছন্দ করে; আবার
আত্মার পরিবর্তন ঘটা দেখতে
পছন্দ করে এমন গাধাও আছে।
এখন নীরবতাই কাউকে তোমার
চোখের পিছন থেকে
কথা বলতে দেয়।

হিন্দুস্থানি তোতা পাখি

এক বণিক হিন্দুস্থানের উদ্দেশে
যাত্রার সময় প্রত্যেক ভৃত্যের
কাছে জানতে চাইলেন তাদের জন্যে
উপহার হিসেবে তিনি কি আনবেন।
প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিদেশি জিনিসের
কথা বলল, রেশমি কাপড়,
পিতলের ছোট্ট মূর্তি, মুক্তার মালা;
অতঃপর তিনি খাচার আবদ্ধ
সুকণ্ঠের অধিকারী তার সুন্দর
তোতার আবদার জানতে চাইলে
সে বলল, 'আপনি হিন্দুস্থানের
তোতাদের দেখতে পেলে আমার
খাঁচার বর্ণনা দিয়ে বলবেন,
তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়
এখানে আমার প্রয়োজন নির্দেশনা।
বলবেন, আমার অবরুদ্ধ অবস্থায়
BanglaBook.org
কিভাবে বজায় আছে আমাদের বন্ধুত্ব,
আর তারা ঘাসের শিশিরে
কেমন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
তাদের বলবেন, গাছ থেকে গাছে
আমরা যে একসাথে ঘুরেছি
সেই সকালগুলো আমি স্মরণ করি।
এখানে আমার জীবনের নিকৃষ্ট

অংশের সম্মানে তাদেরকে উচ্ছ্বাসের
এক পাত্র সুরা পান করতে বলবেন।
আরও বলবেন, গাছের উঁচুতে
তাদের ঝগড়ার শব্দ যে কোনো
সুরের চাইতে অধিকতর মধুর।”
তোতা আমাদের সবার আত্মার পাখি,
আত্মার যে অংশ স্বাধীনতার দিকে
ফিরে যেতে চায় এবং স্বাধীন।
হিন্দুস্থান থেকে সে তার জন্যে
আনতে চায় নিজেকেই!
তোতা বণিককে তার বার্তা দেয়
এবং তিনি হিন্দুস্থানে পৌঁছে
তোতায় পূর্ণ এক মাঠ দেখতে পান।
তিনি থামেন এবং তার তোতা
যা বলে দিয়েছিল তা বলেন।
নিকটস্থ একটি পাখি কেঁপে উঠে
এবং শক্ত হয়ে মরে পড়ে যায়।
বণিক বলেন, ‘নিঃসন্দেহে এটি
আমার তোতার আত্মীয় ছিল,
কথাটা বলা উচিত হয়নি আমার।’
বাণিজ্য শেষ করে ভৃত্যদের জন্যে
উপহার নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন।
তিনি তোতার কাছে গেলে
সে তার উপহার দাবি করে,
‘হিন্দুস্থানের তোতাদের কাছে
আমার কাহিনি বলার পর
কি ঘটেছে আমাকে বলুন।’
BanglaBook.org
‘বলতে ভয় পাচ্ছি আমি।’
‘আপনাকে বলতেই হবে, প্রভু।’
‘মাঠ ভর্তি তোতাদের কাছে
তোমার অভিযোগ বলার পর
ওদের একটির হৃদয় ভেঙে যায়,
নিশ্চয়ই সে তোমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী,
অথবা কোনো আত্মীয় হয়ে থাকবে,
কারণ তোমার কথা শোনার পর
সে স্তব্ধ হয়ে কেঁপে উঠে মরে যায়।’

খাঁচাবদ্ধ তোতা একথা শুনে
নিজেও কাঁপতে শুরু করে
এবং খাঁচার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।
বণিক অত্যন্ত সদাশয় মানুষ,
তোতার জন্যে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন।
বিড়বিড় করে অগোছালো কিছু
কথাবার্তা বলতে থাকেন,
স্ববিরোধী, শীতল কথা এবং
এরপর স্পষ্ট প্রেমের উচ্চারণ।
অতঃপর প্রতীকের সাথে অস্পষ্টতা।
কোনো ডুবন্ত মানুষ যে কোনো কিছু
আঁকড়ে ধরতে চায়।
স্থির পড়ে থাকার চাইতে
আঘাত দিতে ভালোবাসে বন্ধু।
যে অস্তিত্বের মাঝে বাস করে
তার অবস্থান অব্যাহত গতির মাঝে।
তুমি যা করো সেই বাদশাহ
জানালা দিয়ে তা দেখেন।
বণিক মৃত তোতাকে খাঁচা থেকে
বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে
সে তার পাখা বিস্তার করে
এবং উড়ে নিকটস্থ গাছে গিয়ে বসে!
সহসা রহস্য উপলব্ধি করেন বণিক,
'সুরের শিল্পী, আমার বার্তা
তোমাকে শিখিয়েছে এই কৌশল।'
'আমাকে সে বলেছে, আমার কণ্ঠের
BanglaBook.org
মাধুর্য আমাকে খাঁচায় বন্দি রেখেছিল,
খাঁচা ছেড়ে দিয়ে মুক্ত হও।'
তোতা বণিককে আরও দু-একটি
আধ্যাত্মিক সত্য শিখিয়ে দিয়ে
কোমল সুরে বিদায় জানাল।
বণিক বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে
রক্ষা করুন। নতুন পথে যাচ্ছ তুমি,
তোমাকে অনুসরণের আশা করি।

১৫. সাক্ষী হিসেবে বাঁচা :
আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রেমের পথ

আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রেমের পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এবং আবেগের পথে প্রান্তবর্তী কিছু বিরতিস্থল রয়েছে। কোনো কোনো বাতাস আছে যা আগুনকে তীব্র করে তোলে এবং এরপর নির্বাপিত করে। আকাঙ্ক্ষা আগুনের মতো। বরং বাতাস হতে শিখো। সূর্য তার গতি পথে সারাদিন ছায়া সৃষ্টি করে।

আমি দরজার পাশ দিয়ে যাই

আমার কানের কাছে কোনো একজনের
ফিসফিস করে 'শোনো না' কথাটি
শুনতে শুনতে আমার মুখ ও চুলে
বার্ধক্য ও পক্কতা এসে গেছে।
আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।
সে চোখকে বলতো, 'দেখো না।'
সুখী হাতে আমার বিষাদের
জুতা বেঁধে ডুবে যাওয়া থেকে
নিজেদের রক্ষা করতে আমি
বড় বড় পাথরের দিকে
এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছি!
যেখানে আমার সুন্দর জীবনের
উৎস ছিল, আমি সেই দরজার
পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি
কেমন আছে সেটি : ক্ষ্যাপা মুখ
ছেঁড়া জামা, ডান ও বামের
কোনো বোধ নেই,
কি করে সাহায্য করতে পারি আমি?
এরপর কারো জন্যে বিলাপ শুরু হয়
যে আগে থেকেই রুম শহরে ছিল।

BanglaBook.org

প্রান্তবর্তী বিরতিস্থল

আমরা মাথাকে পায়ে পরিণত করি,
আমরা নদীতে প্রবেশ ও অতিক্রম করি,
আমরা যুদ্ধে পাঠাই সেনাদলকে,
এরপর পৃথিবী থেকে বেরিয়ে পড়ি।
আমরা প্রেমের অশ্বপৃষ্ঠে উঠে উড়ি,
আমরা আকার ভেঙে ফেলি।
মানুষের সংজ্ঞা আমাদের পিছনে
ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায় : প্রথম পর্যায়
রক্তের এক সরোবর, আমাদের লাল পা
অবিচলিত, এরপর প্রান্তবর্তী স্থান
যেখানে মজনু ও লায়লার বাস।
অশ্বেরা ক্লান্ত বিচলিত।
কাহিনিতুল্য সম্পদসহ আমিত্ব,
তা ছেড়ে সৈকত ধরে হাঁটছি
প্রতি পদক্ষেপে বিচূর্ণ করছি মুক্তা।
এখন আত্মা তাবরিজের শামসের
মোমবাতির শিখার দিকে সোজা
উড়ে যাচ্ছে একটি পতঙ্গের মতো।
আমরা সবসময় সেদিকে যাচ্ছি।

যে বাতাস তোমার আগুনে মিশে

আমি নিজেকে দেখি কাঁটার মতো।
আমি গোলাপের কাছে যাই,
দ্রাক্ষা বীথি হিসেবে সুরা বিক্রেতার
দক্ষতার কথা আমার স্মরণ হয়,
এক কাপ বিষ হিসেবে আমি আসলে
প্রতিষেধক হবো বলে আশা করি।
ঘন তলানিসহ আমি এক পাত্র সুরা,
BanglaBook.org
আমি অসুস্থ; আমি যীশুর হাত খুঁজি।
আমি অপরিপক্ক, এমন একজনকে
আমি খুঁজছি যে জানে।
চোখের ওষুধ হিসেবে মাটি ফুঁড়ে
বের হয় কবিতা, এখন প্রেম
আমাকে বলে, "ভালো কথা,
কিন্তু তুমি তো তোমার
নিজের সৌন্দর্য দেখতে পাও না।"

আমি বাতাস, যা তোমার আগুনে মিশে,
বাতাস আগুনকে নাড়া দেয়,
এবং আরও উজ্জ্বল করে তোলে,
অতঃপর আগুন নিভে যায়।

চাঁদের নানা আকৃতি

এই নদীতে আত্মা পানি তোলার চাকা
কোন দিকে এর মুখ, কোন দিক দিয়ে
পানি প্রবেশ করে, ঘুরে এবং
আবার নদীতে ফিরে যায়,
তা কোনো ব্যাপারই নয়।
এমনকি তুমি যদি তোমার পাশ
অথবা তোমার পিঠ নদীর দিকে
ফিরিয়ে দাও, তখনো পানি আসবে
ছায়া সূর্যকে অগ্রাহ্য করতে পারে না
সূর্য দিনভর ছায়া সৃষ্টি করে
এবং আবর্তিত হয়।
আত্মা কোনো অসাড় মানুষের
হাতের তালুতে পারদের ফোঁটার মতো।
কিংবা বলো যে আত্মা হলো চাঁদ,
প্রতি ত্রিশ রাতের দুটি এত শূন্য যে
মিলনে হারিয়ে যায়।
আর অন্য আটাশটি রাতের জন্যে
বিচ্ছেদ সহ্য করে চাঁদ।
বিপর্যস্ত হয়েও হাসে। কারণ,
এটিই প্রেমিকের পথ।
BanglaBook.org
তারা হাসিরসিকতার মধ্যে বাঁচে ও
মরে যায় এবং সারাক্ষণ
তাদের মুখ উজ্জ্বল থাকে।
তারা জানে যে বিনিময় আসছে।
এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করো না।
উত্তর এবং পরে আরও প্রশ্ন
তোমার চোখকে ভুল দেখাবে।
হাসির নীরবতাকে বাঁচতে দাও।

হুশাম

ব্যক্তিগত পর্যায় কাটানোর একটি
উপায় আছে, মৃত্যুই পারে কাউকে
একাধিক করে। একটি ডাঁশ
দুধের ছানার পানিকে আলোকিত করে
অনেকের পুষ্টিতে পরিণত হতে।
হুশাম, তোমার আত্মা ঠিক তেমনি।
অদৃশ্য জগতের লক্ষ আবেগ আগ্রহে
আসতে চাইছে তোমার মাঝ দিয়ে!
পর্যাপ্ততায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি,
জীবন যখন এতই প্রিয়, এর মানে
উৎসই আমাদেরকে টানছে।
সেখান থেকে সজীবতা আসে।
আমাদেরকে সার্বক্ষণিক মৃত্যু ও
পুনরুজ্জীবনের উপহার দেয়া হয়েছে।
সমুদ্রের মাঝে আরেক সমুদ্র।
এখন আমার কাছে দেহের মৃত্যু
মানে ঘুমিয়ে পড়া, ডুবে যাওয়ার
কোনো ভয় নেই, কারণ আমি
এখন ভিন্ন এক পৃথিবীতে আছি।
পাথর কখনো বৃষ্টিতে গলে না।
মসনবীর পঞ্চম খণ্ড এখানেই শেষ।
রাতের আকাশে নক্ষত্ররাজি দেখে
অনেকে ওপরে তাকায় এবং
আঙুল দিয়ে দেখায়। অন্যেরা
নির্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়,
BanglaBook.org
ধনুরাশির তীর শত্রুকে বিদীর্ণ করছে।
পানির পাত্র ফল গাছের রস
শুষে নিচ্ছে, ষাড় হাল চষছে এবং
সত্যের বীজ বপণ করছে।
অন্ধকার ভেদ করে সিংহ যাচ্ছে
লাল কাপড়ের পানে।
পরিবর্তনের জন্যে এই শব্দগুলো
প্রয়োগ করো, দয়াশীল ও সৎ হও
তাহলেই তোমার ভিতরের ক্ষতিকর
বিষ পরিণত হবে মধুতে।

১৬. পদ্মরাগ মণি : পাগলা গারদে শিকলের যন্ত্রণা

আমি কৃতজ্ঞ যে, আমি কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্লাসে রুমীর কাব্য পড়াইনি। তাৎক্ষণিক কোনো বোধের সৃষ্টি করা থেকে আমি অবসর গ্রহণ করেছি। আমি যদি কখনো ক্লাসে রুমীর কবিতা পড়াতাম তাহলে তার কবিতাকে জাতীয় পর্যায়ে ফেলার বাধ্যবাধকতা অনুভব করতাম। সে চেষ্টা করার আগে কেউ হয়তো কোনো মানসিক আশ্রমে ভর্তি হওয়ার মতো অবস্থায় উন্নীত হতো। অনিবার্যভাবে এই বিভাজনগুলো পাশাপাশি চলতো। বলো, তুমি কোন রঙের কাপড় চাও এবং বালক যীশুকে রং করার পাত্র থেকে সেটি বের করে আনতে দাও।

আত্মসমর্পণের প্রান্তে এবং প্রান্ত ছাড়িয়ে আরও দূরে আবেগময়তার একটি দ্বন্দ্ব আছে। রুমী এই অবস্থাকে দেখেছেন নির্ণয়ের অতীত বিক্ষিপ্ত ঘুরাফেরার মতো, উত্তর না পাওয়া প্রশ্নের মতো; আকস্মিক পতন, বিস্ফোরিত হওয়ার কাছাকাছি একটি অনুভূতি। আবেগ কি? সৌন্দর্য কোথায়? আমি একবার আমার ছেলে বেঞ্জামিনকে প্রশ্ন করি, 'এই যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি কি?' সে পরদিন সকালে ফোন রাখার টেবিলে সে একটি চিরকূট রেখে যায়। 'হতে পারে যে এর কারণ, কারো কোনো ব্রেক নেই। আমরা থামতে পারি না।'

পদ্মরাগ মণির মতো সান্ধ্য আকাশ

যারা কোনো দরজার আকাঙ্ক্ষা করে না
তাদের সাহায্য নিয়ে একটি দরজা
উন্মুক্ত করে দেয় সকাল।
প্রেম এর জামা ছিঁড়ে ফেলে
মন শুরু করে সেলাই এর কাজ,
তুমি আসো এবং চলেও যাও;
BanglaBook.org
এসব যে সাজিয়েছে তাকে স্পর্শ করতে
আমি ঘৃত কুমারীর মতো জ্বলছি,
কখনো প্রলয়ের পোশাক পরছি,
কখনো এক পথনির্দেশকের মতো।
আত্মার ষাড় কোনো তৃণভূমিতে
তার মুখে মিষ্টি স্বাদ নেয়।

সংসার অনভিজ্ঞ আরব যুবকের
প্রেমে পড়ে এক তোতা পাখি।
মাছ চায় মখমলের জামা।
মাতাল সিংহ খুঁজে মাতাল হরিণ।
তুমি কেমন করে আকার নাও
তা নির্দিষ্ট বলা যায় না
এক লোক বাসি পনির চায়।
জায়নামাজগুলো ভিন্ন ভিন্ন
দিক নির্দেশ করানো আছে;
তুমি যদি সন্ধ্যার আকাশকে
আবার পদ্মরাগ মণির রং দাও
কিবলা সেদিকেই ফিরে যাবে।

তোমার ক্রোধের মিষ্টি ধার

দুর্গম পর্বত দেখতে যাওয়ায় কি লাভ
যদি তোমার মুখ সেখানে না থাকে?
তোমার উল্লেখ যদি না থাকে তাহলে
গোপনের গোপনীয়তা শোনো কেন?
যদি আদম, হাওয়া ও তাদের পরিবার
তোমার সম্পর্কে কিছুই না জানে
তাহলে আমি কার কাছে জানতে চাইবো?
কেউ যা চাইতে পারে আমি যদি
সেই সমৃদ্ধি, সম্মান এবং পরিতৃপ্তি
লাভ করি, আর কখনো তোমার সাথে
সাক্ষাৎ না করি তাহলে কি হবে?
চারপাশে মধু মাখানো তোমার
ক্রোধের ধার যদি আমি না দেখি
তাহলে সমঝোতার আর কি প্রয়োজন?
পানি, বিয়ের উপহার, ইউসুফের আত্মা,
BanglaBook.org
স্ফুলিঙ্গের উজ্জ্বলতা, চুলের ব্যবহার কি?
শত শত মিথ্যা সৃষ্টি করে একটি সত্য!
দুই পৃথিবী কি পরস্পরকে ডাকে?
আমি রাস্তার নেড়ি কুত্তা, নির্জন প্রান্তরে
ঘুরে বেড়ানো সিংহ এবং তাবরিজের
শামসের প্রশংসা করি,
আমি কি বলি তা কোনো ব্যাপারই নয়।

চৌদ্দটি প্রশ্ন

আমি যদি গোলাপের আস্ত একটি
ডাল ভেঙে ফেলি তাতে কি হবে?
কি হবে, যদি আমি বন্ধুর মাঝে
নিজেকে হারিয়ে ফেলি?
যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে কেমন হয়?
পকেটমারের পকেট কাটলে কি হবে?
শস্যের গোলা থেকে গমের একটি দানা
হারিয়ে যাওয়ার মতো যদি বাগদাদে
মাত্র একটি ঝুড়ি খোয়া যায়
তাহলে কি খুব পার্থক্য ধরা পড়ে?
কতোদিন টিকে থাকবে এই মায়াজাল?
কোনো প্রেমিক যদি মুহূর্তের জন্যে
চুপচাপ প্রেমিকার পাশে বসে
তাহলে কি আর অবশিষ্ট থাকে?
আমি যদি না বলার কথা বলে ফেলি
তা কি কোনোভাবে স্পর্শ করবে তোমাকে?
তাতে কি স্বস্তি পাবে আমার হৃদয়?
প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে কোনো কথা হলে
তুমি কি সেই সংলাপের অংশ?
ঈসা যখন রোগীর দেহ নিরাময় করেন
তখন তার আত্মা কি অনুভব করে?
জীবনের ঘোষণা বদলাতে পারে এই রাতে,
চাঁদ আমার সাথে দেখা করতে এলে
তাতে কি অন্যরা প্রভাবিত হয়?
ওগো তাবরিজের শামস, আমি যদি
শ্রমিকদের একদিনের ছুটি দেই
BanglaBook.org
আর, বাজারকে উলটপালট করে ফেলি
তাহলে কি বুঝা যাবে যে
তুমি পৃথিবীকে কেমন ভালোবাসো?

আশ্রয়স্থল

তুমি পাত্র ভরে দিয়ে স্বচ্ছন্দ হও,
আমাদের মন চলে গেছে আশ্রয়ের দিকে,
সোরাহির প্রান্ত গাঢ় লাল, শহর পুড়ছে।
চিরুনির কোনো হাতল নেই, সবই দাঁত।

মোমবাতি জ্বলার প্রতিটি মুহূর্তে
আগমন ঘটে নতুন পতঙ্গের।
কিছু লোক, যখন তারা শুনে যে,
প্রেমে পড়লে মন কেমন উন্মাতাল হয়
তারা রীতিমতো চুপসে যায়।
তাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।
আত্মসমর্পণে কিছু দ্বিধা থাকে,
উপলব্ধি যাকে ঘৃণা করে।
দ্বিধা আগুনের একটি চাবি তৈরি করে,
যা তালা, দরজা, এমনকি পুরো বাড়ি
পর্যন্ত ছারখার করে দেয়।
প্রেমিকের পাগলামি আগেই কেটে গেছে
আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই,
কোনো কক্ষ, কোনো দরজা, তালা কিছু নেই।
শুধু বন্ধুদের আশ্রয়ের বায়বীয় পতন
যাকে আমি বলি শামস।

নিজেকে পীড়ন এবং তোমার কক্ষে
উদ্দেশ্যহীন পায়চারি করা ছাড়া
প্রেমিকের আর কি করার আছে?
সে যদি তোমার চুলে চুমু দেয়
তাহলে বিস্মিত হয়ো না যে কেন!
কখনো কখনো পাগলা গারদে
তারা তাদের শিকলে শব্দ তোলে।

প্রেমের মুগ্ধতার পানে যে দৌড়ায় না
সে এমন পথ ধরে হাঁটে যেখানে
কিছুই থাকে না; কিন্তু এখানে কপোত
ওপরে ভাসমান প্রেমের বাজের
BanglaBook.org
উপস্থিতি আঁচ করে প্রতীক্ষায় থাকে
এবং ভীত হয়ে নিরাপত্তা খুঁজে না।

কাঁদামাটির এই দেহ এক উৎসব,
ফেরেশতারা চায় যাতে তারা
আমার মতোই চলাফেরা করতে পারে।
পবিত্রতা? স্বর্গীয় শিশু আমাকে

নির্দোষ নিষ্পাপ দেখতে চায়।
সাহস? দানবদের বাহিনী
আমার উত্তোলিত হাত দেখে পালায়।

তোমার আলোর মতো আলো নেই,
কোনো বাতাসই তোমার সুবাস
দ্রুত ব্যয়ে নিতে পর্যাপ্ত নয়!
বুদ্ধিমত্তা যখন তার আবাস ছেড়ে যায়
এবং তোমার বনের পথ ধরে হাঁটে,
সে জানে না কোথায় বা সে কে,
সে মাটিতে বসে ও বকবক করে।

একটি মুখের নীরব উচ্চারণ

প্রেম আসে একটি ছুরির সাথে
কোনো লাজুক প্রশ্নের সাথে নয়,
এর খ্যাতির জন্যে কোনো ভয়ে নয়!
কথাগুলো আমি বলি অনাগ্রহে।
কোনোভাবে তা গ্রহণ করো।
প্রেম কোনো পাগল মানুষের মতো
তার বুনো পরিকল্পনায় কাজ করে,
জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন করে ফেলে,
পর্বতের মাঝ দিয়ে দৌড়ায়,
বিষ পান করে।
আর এখন পছন্দ করছে নিজের ধ্বংস।
ছোট্ট মাকড়শা বিরাট বোলতাকে
পেঁচিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।
সেই মাকড়শার জালের কথা ভাবো,
যেটি গুহামুখে বোনা হয়েছিল,
যেখানে ঘুমিয়েছিলেন মুহাম্মদ!
প্রেমের কাহিনি আছে এবং প্রেমে
বিস্মরণও আছে। তোমার আলখেল্লা
শুকনা রাখার জন্যে ওপরে তুলে ধরো,
তুমি সমুদ্র সৈকত ধরে হাঁটছো।
তোমার উচিত নগ্ন হয়ে নিচে ডুব দেয়া,
আরও গভীরে, হাজার গুণ গভীরে।
তলদেশ দিয়ে বয়ে যায় প্রেম।

BanglaBook.org

মাটি আকাশের কাছে নিবেদন করে
এবং অনিবার্য দুর্ভোগ সহ্য করে।
আমাকে বলো, এমন সমর্পণে
মাটি কি দূষিত হয়ে যায়?
ঢাকের ওপর কম্বল রেখো না,
পুরোপুরি খুলে দাও,
তোমার আত্মার কানকে শুনতে দাও
সবুজ গম্বুজের আবেগময় গুঞ্জন।
তোমার আলখেল্লার ফিতা খুলে দাও
ওপর ও নিচের সকল সীমানা ছাড়িয়ে
এই নতুন প্রেমে কম্পিত হও।
সূর্য উঠে, কিন্তু রাত কোন দিকে যায়?
আমার বলার আর কথা নেই,
মুখের নীরব উচ্চারণে আত্মাকে
কথা বলতে দাও।

একটি সবুজ ছোট্ট দ্বীপ

সবুজ ছোট্ট এক দ্বীপে একটি সাদা গরু
একা বাস করে, সবুজ এক দ্বীপে।
রাত নেমে আসা অবধি গরুটি চরে বেড়ায়,
প্রচুর খেয়ে মোটা তাজা হয়, কিন্তু
রাতে সে আতংকিত হয়ে একটি চুলের
মতো শীর্ণ হয়ে যায়, "আগামীকাল
কি খাবো আমি? আর তো কিছু নেই।"
ভোরের মধ্যে ঘাস আবার বেড়ে উঠে,
উঁচু হয়ে উঠে কোমর অবধি।
গরুটি খেতে শুরু করে এবং অন্ধকার
BanglaBook.org
নেমে আসতেই ছোট হয়ে যায় ঘাস।
শক্তি ও চাঞ্চল্যে গরু পরিপূর্ণ,
কিন্তু অন্ধকারে আগের মতোই শংকিত,
এবং রাতারাতি অস্বাভাবিক শীর্ণ।
গরুটির ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি ঘটছিল
সে কখনো ভাবতো না, "এই তৃণভূমি
বেড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়নি কখনো।
তাহলে প্রতি রাতে আমি কেন ভীত হয়ে
পড়ছি যে, ঘাস আর গজাবে না?"

গরুটি দেহগত এক আত্মা, আর ঘাসের
দ্বীপটি এই পৃথিবী যেখানে সে ভয়ে শীর্ণ
হয়ে পড়ে এবং আশীর্বাদে পরিপুষ্ট হয়।
সাদা গরু, আগামীকাল কি হবে অথবা হবে না
তা ভেবে নিজেকে বিপন্ন করো না।

তোমার চোখ যখন যথার্থই একটি
গোলাপ বা একটি বায়ু তাড়িত ফুল
দেখে, তখন অশ্রুপূর্ণ পৃথিবীকে
চক্রাকারে ঘুরতে দেখে।
হাজার বছর ধরে সোরাহিতে রাখা
মদিরার স্বাদ বেশি হয় না,
যতটা হয় এক বছরের প্রেমে।

দুটি ডানাই ভাঙা

প্রেম ছোরা বের করে আমাকে কাছে টানে।
আমাকে তালাবদ্ধ করে রাখে।
আমি দুই ডানা ভাঙা পাখি।
প্রেম ধর্মে এসবই লিখা আছে,
এই কথাগুলো আর কে বলবে?
তুমি আমাকে ভালোভাবে উন্মুক্ত করো,
অথবা আরও শক্ত করে বাঁধো,
মাঠের ওপর গোলক প্রতীক্ষা করছে
পুনরায় আঘাত লাভের জন্যে।
আমাকে ইব্রাহিমের মতো আগুনে
ফেলে দাও, আবার মুহাম্মদের
মতো আমাকে তুলে আনো।
'কোনটা তুমি বেশি পছন্দ করবে?'
তুমি প্রশ্ন করো। সমস্যায় বা শান্তিতে
যদি তোমার হাত থাকে, সে একই কথা।
বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হয়, আর
বিশ্বাসী হয়ে যায় অবিশ্বাসী।
সতর্কতা ও বিদ্রোহের, রশি ও
অবিন্যস্ত চুলের জটিল জটের কথা
কেউ বলতে পারে না।
এরপরই আসে আহত সন্তানের জন্যে
তার মায়ের হাতের নিশ্চিত নিরাপত্তা।

BanglaBook.org

১৭. অসংযম : উচ্ছ্বাস

সীমা ছাড়িয়ে যে বিবৃতি বা যথেচ্ছ কথন, তা হচ্ছে 'জিকির' বা অনুশীলন; 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বাস্তবতা নেই, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য!' প্রতিটি ক্রোধ, প্রতিটি ভালোবাসা, প্রতিটি অনুগ্রহ, প্রতিটি ভয় এবং লোভ, প্রতিটি দুর্ঘটনা, নিষ্ঠুরতা ও আতঙ্ক, প্রতিটি বিনম্রতার মাঝে তুমি আছো এবং আমরা তাই।

তুমি ওখানে আছো

প্রতিটি অনুগ্রহের মাঝে তুমি বিদ্যমান
কোনো অসুস্থ মানুষ যদি সুস্থ
বোধ করে তাহলে সেটি তুমি,
এবং ব্যাধির সূচনাও তুমি।
তুমি আকস্মিক, ভয়াবহ চিৎকার।
কোনো সমস্যায় আমি সাহায্যের
জন্যে যাই এবং তুমি পাঠালে
আমি অচেনা কারো দরজায়
করাঘাত করি; কেউ উত্তর দেয় না :
সে তুমি! কাজ যখন মনে করে
কাজের প্রয়োজন, তখন তোমার
পথে শ্রমিকরা তালে তালে চলে
তুমি যা আছো, তাই : মাঠ,
খেলোয়াড়, বল, যারা দেখছে।
একজন দাবি করে তার কাছে প্রমাণ
আছে যে তোমার অস্তিত্ব নেই।
তুমিই প্রমাণ আনো এবং স্বয়ং
প্রমাণও উপস্থিত হয়।
BanglaBook.org
তুমি আমার আতঙ্কের ভিতরে
প্রতিটি স্বাভাবিক আনন্দেও
প্রতিটি বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুরতায়।
তুমি প্রত্যেক ভিন্নতা ও যন্ত্রণায়।

কেউ কিছু ভালোবাসে, আর
সেটিকেই ঘৃণা করে অন্যজন।
সেখানে তোমার অবস্থান।
দুচোখ যা কিছু দেখে,
কেউ তা কামনা করুক
আর না করুক রাজনৈতিক ক্ষমতা,
অন্যায়, বস্তুগত আহরণ
তোমার পাণ্ডুলিপি অথবা
হস্তাক্ষর যা আমি পাঠ করি।

দেহ, আত্মা, ছায়া। বেপরোয়া
কিংবা সতর্ক থাকি না কেন,
আমি যা করি তুমি তাই।
তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা অসম্ভব।
তোমার অবস্থান অনুশোচনা ও
পাপের ভিতরে।
আকিক, পান্না, বিভিন্ন মণির
বিস্ময়। দিনের বেলায় আমি
কেমন থাকি, এরপর রাতে।
তুমি সেইসব অবস্থা ও গুণ।
পরস্পরের জন্যে আমি যথার্থ
আবেগ অনুভব করি।
প্রতিটি শিবিরে একটি করে তাবু
আছে যেখানে নেতার অবস্থান,
আর তোমার রাজকীয় তাবুর
সত্য হচ্ছে, তুমি সর্বত্র বিরাজমান।

অশ্বপৃষ্ঠে আসা

গোধূলির মাকড়শার জাল ভেদ করে
পঞ্চদশীর সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ,
ছুটির দিনের সূর্যের মতো চলে
এসো অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে।
নক্ষত্রের রাশিচক্রের প্রতিটি ক্ষুদ্র
BanglaBook.org
ইচ্ছা চক্র সম্পন্ন করছে এইসব
প্রেমিকের উপস্থিতিতে, যেখানে তুমি
আমাকে স্মরণ করেছো, চারদিকে তাকাও,

তোমার শানিত প্রশ্ন করো, "কোথায়
সেই লোক, যার মোমবাতি ভোরে জ্বলে?
কোথায় সেই আবর্জনা যা কোনোভাবে
সপ্তর্ষির আলোর সাথে যুক্ত হয়েছে?"
সাধু জর্জের মতো তুমি পুনরুজ্জীবন
লাভ করতে থাকো, আবার প্রশ্ন করো,
কোথায় সেই বন্ধু যে অনুপস্থিতি থেকে
আহ্বান করে সান্নিধ্য পেতে এবং
তাবরিজের শামসের উল্লেখ করে
শিশুর নাড়ি ছেদ করে।

আগের চাইতেও বুনো

সুরা পরিবেশনকারী লোকটি
আমাদের চাইতেও মাতাল হয়ে গেছে,
আমরা পান করেও অতোটা মাতাল হইনি।
সুরার চেয়েও বেশি মাতাল।
পাত্রের প্রান্ত পর্যন্ত পূর্ণ করে দিয়ে
শূন্যতায় থাকার জন্যে চলে যায়
সুস্বাস্থ্য কামনা করে : 'বাড়ি যাও,
এখানে তোমার জন্যে কিছু নেই।'
ঝিনুকের মাঝে মুক্তা সাগর স্পর্শ করে না।
ঝিনুক ছাড়া মুক্তা হও, সতর্ক বন্যা হও,
মোমবাতি হয়ে যাক পতঙ্গ
মাথা পরিণত হোক শূন্য সোরাহিতে
পাখি বাসা বাধুক, স্থায়ী হোক প্রেম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৮. রাত : অন্ধকার, জীবন্ত পানি

রাতের নিজস্ব পদ্ধতি আছে আত্মাকে নিরাময় করার। নক্ষত্র, মেঘ এবং পথ ভোলা চাঁদ, আত্মার পানি জেগে থাকা প্রেমিকদের বিধৌত করে। সন্দেহ হারিয়ে যায়, রাতের তস্করেরা নতুন প্রান্তিক কৌশল আঁটে। ১৯৩০ দশকের একটি ভ্যানগাড়ি, যেটি ধোয়া কাপড় পৌঁছে দিচ্ছিল, সেটির চালক আমাকে তুলে নেয়ার জন্যে থামে।

গত রাতে বন্ধু এসেছিল
দেখা করতে।
আমি রাতকে বলেছিলাম।
কথাটি গোপন রাখতে
'কিন্তু দেখো!' রাত বলল।
'তোমার পিছনে সূর্য উঠছে।
কি করে আমি কাউকে কিছু দেখাব?'

প্রতি রাতে আকাশ জুড়ে
ফুল ফোটে, যেভাবে সতর্ক থাকার
শান্তি শূন্যতায় জ্বলজ্বল করে।

কাকের কাজকে তুমি প্রাধান্য দাও
শীতের ঠান্ডা এবং শূন্য অঙ্গ,
লক্ষ্য করো, এটা ওটা এখন পূর্ণ হচ্ছে
নতুন পল্লবে এবং গোলাপ ফুটছে।
গান গাইছে রাতের পাখি।
তোমার প্রেমকে মিশে যেতে দাও
এই মওসুমের মুহূর্তে, কিংবা
ঋতু যখন শেষ হবে তখন তুমি
তা খুঁজতে [illegible] পর রাত কিনারে
BanglaBook.org
এখন ঘুমিও না। এই বৃত্তের
মাঝ দিয়ে রাতের চাকাকে
ঘুরে যেতে দাও।

তোমার ভ্রুণ, চাঁদ, লণ্ঠন
নিয়ে আমি বসে আছি।
এই আলো সাথে নিয়ে
জেগে থাকো। ঘুমিও না।

আত্মাকে কি আঘাত করে?

নিরাকারে হারিয়ে যাওয়ার কথা
ভেবে আমি কেঁপে উঠি।
কিন্তু নিরাকার আরও বেশি ভীত যে
তাকে হয়ত মানুষের আকার দেয়া হবে!
একমাত্র আনন্দ প্রেমময় খোদা,
অন্য আনন্দ বিস্বাদ হয়ে যায়।
কি আঘাত করছে আত্মাকে?
পানির আসল স্বাদ না নিয়ে বেঁচে থাকা।
মানুষ মৃত্যু এবং এই পার্থিব জগতের
ওপর আলোকপাত করে।
আত্মার পানি নিয়ে তাদের সন্দেহ আছে
ওই সন্দেহগুলোকে কমানো যায়!
তোমার স্পষ্টতাকে জাগ্রত করতে
রাতকে ব্যবহার করো। অন্ধকার
এবং বহমান পানি প্রেমিক-প্রেমিকা।
একসাথে থাকতে দাও ওদের।
সওদাগরেরা যখন প্রচুর খায়
এবং মৃতের মতো ঘুমায়,
আমরা রাতের চোরেরা তৎপর হই।
তখন মধ্য রাত, কিন্তু ভোরের
আলো এসে পড়ে তোমার কপালে।
BanglaBook.org
আমার কাছে আসতেই তুমি আছো,
আর কুন্ডলীর পর কুন্ডলী খুলে
বিদূরিত করো অন্ধকার।
ঈর্ষাকে নিঃশেষ হয়ে যেতে দাও।

কাঙ্ক্ষিত কিছু চুম্বন

আমরা সারাটা জীবন ধরে কিছু চুম্বন,
এবং দেহে আত্মার স্পর্শ কামনা করি।
সমুদ্রের পানি মুক্তাকে অনুনয় করে
ঝিনুকের খোলস ভেঙে ফেলতে।

আর পদ্মফুল যেমন আবেগে
কোনো উন্মাদ প্রেয়সীকে খুঁজে!
রাতে জানালা খুলে আমি চাঁদকে
বলি আমার কাছে এসে তার মুখ
আমার মুখের ওপর চেপে ধরতে,
'আমার মাঝে নিঃশ্বাস নাও।'
ভাষার দরজা বন্ধ করে দাও
খুলে দাও প্রেমের জানালা।
দরজা নয়, জানালা ব্যবহার করবে চাঁদ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৯. ভোর : বসন্তের সকাল শুনছে

ভোরের বাতাসে মিষ্টি এক জ্ঞান আছে যাতে নিঃশ্বাস নেয়ার কথা রুমী আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। ভোর এমন একটি সময় যখন আমরা ভেজা মাটি ও সূর্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনুভব করি। সে সময়ের মৃদুমন্দ বাতাস প্রেমে গর্ভবতী, আর সেই প্রেম গর্ভবতী আল্লাহর সাথে।

যে অভ্যন্তরীন নৈকট্য জন্ম নিতে যাচ্ছে তা শক্তিসঞ্চারী এবং প্রশংসা করতে জাগ্রত। নতুন জ্ঞান নিয়ে দেহ যখন উজ্জীবিত হয়, মন দূরে চলে যায় সহসা চামচের শব্দ তোলার মতো, যাকে রুমী বর্ণনা করেছেন, 'সত্যিকারের আতিথেয়তা' হিসেবে। 'স্যুপে আকৃষ্ট' কবিতাটি আমাকে নাশতার টেবিলে নিয়ে ঘন স্যুপ চাইতে বলে, যা আঘাতের মতো কাউকে তার চেতনায়, তার হৃদয়ের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনে।

রুমী একজন মানুষের শক্তি ও কোমলতা অনুভব করেন কোনো নারীর সান্নিধ্যে। কারণ বিনম্র, উজ্জীবনী শক্তি জানানোর নারী বৈশিষ্ট্য ভোরের আলোকে লাল করে তোলে।

আমি প্রজন্মের প্রশংসা করি

কাল অতি ভোরের সৌন্দর্য এসে
পড়েছিল আমার ওপর,
আমি বিস্মিত হয়েছি যে কার কাছে
পৌঁছবে আমার হৃদয়।
অতঃপর আজ ভোরে আবার
এবং তুমিও। আমি কে?
বাতাস ও আগুন এবং ভেজা মাটি
আমাকে প্রবল উত্তেজিত করে,
BanglaBook.org
কারণ, ওরা প্রেমে গর্ভবতী,
আর প্রেমের গর্ভ আল্লাহর সাথে।
আমি ভোরের এই প্রজন্মগুলোর
প্রশংসা করি।

শিকারের সুর

কস্তুরী ও অম্বরের সুবাস
আমাকে সূর্যোদয়ের বাতাসের কথা

স্মরণ করিয়ে দেয়,
যখন ক্ষুদ্র কোনো গতিকেও
বিরাট কোনো নির্মাণের অংশ মনে হয়।
দেহ বীণা আত্মার হাতে পড়ে বাজে
বীণার তার, রাগ, প্রেম, ঈর্ষা,
সকল আকাঙ্ক্ষা তাদের
শক্তি-সুরের সাথে মিশে যায়।
কে এই বাদ্যযন্ত্রে সুর দিয়েছিল
যেখানে বাতাসই একটি তার
এবং শামসের চোখ, যার মাঝে
একটি হরিণী এগিয়ে যায়
শিকারী সিংহীর পানে।

প্রেম বহির্ভূত জ্ঞান

শামসের জ্ঞান প্রেম থেকে দূরে
বাতাসের মতো এক ধরনের শূন্যতা,
এ অবস্থা আমাকে ব্যথিত ও দ্বিধান্বিত করে।
সমুদ্রের পানিতে ভাসমান কাঠের টুকরা,
একটি পরিবর্তন আছে যা প্রতিবারের
নিঃশ্বাসের সাথে যীশুর জন্ম দেয়।
শামসের কথা বলো, তাহলে দেখবে
তোমার কথা ও লিখা ভিতর থেকেই
আলো হয়ে জ্বলে উঠছে।
তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা বলি
ও লিখি তা রক্ত, এবং রক্তের
এই নিঃসঙ্গ প্রবাহ বিনষ্ট হওয়া
সঙ্গত নয়, আমার মনের ভিতর
BanglaBook.org
হলঘরের করিডোরে ভাষা শোনার মতো,
যেন বাইরে কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজছে।
আমি এমন বলি না যে আমার মন
আমার আত্মাকে অগ্রাহ্য করে।
কিন্তু এটাই তাদের গতকালের
আলোচনা ছিল। ‘মন : কি ঘটতে যাচ্ছে?’
‘আত্মা   আমাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে।
আমি যা অনুভব করি তা
যথাসময়ে ঘটে না।’

পর্বতের ওপরে আগুন জ্বালালে
তা আমাদের রাতে পথ দেখায়।
মন হারিয়ে যায়, সর্বত্র তুমি
ইউসুফকে দেখো। জোয়ার আসে।
কখনো সমুদ্র একটি বিন্দু হয়ে যায়!
মূসার প্রসঙ্গ এলে আমরা কাবালা সম্পর্কে
জানতে পারি। যীশুর ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের
জানি পবিত্র বাণী, আত্মার বেলায়
বিশাল ও বায়ুপূর্ণ।
আর মাটিতে আমরা থাকি,
নৃত্য করি এবং ক্ষুধার্ত হই
আমরা রুটির মতো ভিতর থেকে
ফুলে উঠে। আমিত্ব ক্ষমা করে না।
আমিত্ব সটান, স্থূল নির্দেশ দেয়।
কিন্তু ভোরের বাতাস এবং তাবরিজের
কাছাকাছি স্থানের এক মুঠি মাটি আমার
চোখকে নিরাময় করে আমাকে দেখাবে
যে কি আমার করণীয়।

আত্মা, হৃদয় এবং দেহ এক সকাল

একটি সকাল আছে যখন উপস্থিতি
তোমার আত্মার ওপর ভর করে।
তোমার মাটির রং এর আকৃতিতে
তুমি মোরগের মতো গান গাও।
তোমার হৃদয় শোনে, কিন্তু ক্ষুব্ধ
না হয়ে বরং নৃত্য করতে থাকে।
সে মুহূর্তে আত্মা পুরো শূন্য হয়ে যায়।
BanglaBook.org
মরিয়ম হয়ে যায় তোমার হৃদয়,
অলৌকিকভাবে গর্ভবতী, দুদিন বয়সী
যীশু মতো দেহ জ্ঞানের কথা বলে।
এখন হৃদয়, যা তোমার প্রেমের উৎস
তা বিশ্বজনীন আলো হয়ে যায়,
দেহ গতি তোলে এবং তাতে গতির
আড়ম্বরও থাকে। তাবরিজের শামস
যেদিক দিয়ে হাঁটেন, তার পদচিহ্ন
সুরের লিপি ও গর্তে পরিণত হয়,
যে শূন্য দিয়ে তুমি শূন্যে পতিত হও।

স্যুপের আকর্ষণ

আমি ব্যয়বহুল এক ভোজের কল্পনা করি;
এখান থেকে পূর্বদিকের এক বাহিনীর
সেনাপতি বুগরা খান শরতের এক রাতে
আয়োজন করেছিলেন সেই ভোজের!
সেখানে নবী ইব্রাহিমের মেহমান হিসেবে
উপস্থিত ছিলেন প্রধান ফেরেশতা জিব্রাইল,
ঝলসানো হচ্ছিল মোটাতাজা একটি বাছুর।
এরপর নিখুঁত, অকল্পনীয় এক পরিবেশ
ভোরে তোমার কণ্ঠ এবং স্যুপের সুবাস।
আমি সেই কম্পন অনুসরণ করি
যা আমাকে টেনে নেয় আলোকিত রান্নাঘরে।
একটি খাবারের স্বাদের কথা পাঁচককে বলি,
'এটা তো মানুষের খাবার নয়।" একট বড়
চামচ দিয়ে দয়া করে আমার মাথায়
আঘাত করো, মন দূরে সরে যাবে।
এটাই তো সত্যিকারের আতিথেয়তা।

সেই তো সৃষ্টিকর্তা

মুহাম্মদ (স:) এক হাদিসে বলেছেন,
'একজন জ্ঞানী ব্যক্তি শুনবেন এবং
কোনো মহিলার দ্বারা পরিচালিত হবেন,
কিন্তু মূর্খ লোক তা করবে না।'
কেউ বেপরোয়াভাবে জান্তব তাগিদে
চালিত হয়ে অনুগ্রহ ও
ভালোবাসার কথা বলে,
যা মানুষকে মানবিক রাখে।
রাগ ও তীব্র কামনা প্রাণীর গুণ
BanglaBook.org
কোনো নারীর প্রতি ভালোবাসা
কাউকে কামনায় তাড়িত করে না।
নারীত্বের মর্ম সূর্যের রশ্মি হিসেবে
সরাসরি আসে, প্রেমের সঙ্গীতে
তোমার শোনা পার্থিব অবয়ব নয়।
এর চেয়েও বেশি রহস্য তার আছে।
হয়তো তুমি বলবে সে তো
দৃশ্যমান পৃথিবীর নয়,
বরং এর স্রষ্টা

২০. ভোজ : যথেষ্ট হয়েছে কথাটিই সবসময় সত্য

রুমী কখনো এভাবে বলেননি। বরং শামস তার মধ্যে যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন, তার ফলে তিনি স্বয়ং নিজেকে একটি মহান কবিতার মধ্যে পায়চারি করতে দেখেন। নিঃশ্বাসের সুর, সমুদ্রের চেতনা, যা পরস্পরকে লালন করে তার বিজয়সুলভ কম্পন অনুভব করেন।

ব্যাপারটা অনেকটা এমন, যেন তিনি প্রচণ্ড কোনো শব্দ শুনছেন, যেন সবকিছু শূন্যে উড়ছে এবং একই মুহূর্তে তিনি নিঃসঙ্গ এক শিশু যে আগুনের কুন্ড থেকে কাঠের প্রজ্জ্বলিত খণ্ড তুলে নিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে রাতের বাতাসে অনন্তের অদৃশ্যপ্রায় চিহ্ন আঁকে। পাশের সংখ্যা—আট, তার অদ্ভুত হাসি।

আমরা সব ধরনের সম্পদের সাথে মৃত্যুবরণ করি। 'আমরা কোথায়? —'এই নামে আমার যে প্রেমিকা, তার সাথে আমার কাজ করার একটি ধরন আছে। আমরা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পড়ি এবং সারাদিন একসাথে যে দৃশ্যগুলো দেখেছি তা পুনরায় দেখি। সে কিছু বলে, আমি তা গ্রহণ করি, সদম্ভ বিচরণ করে স্মৃতি, মুহূর্তের দ্বৈততা এবং এর ভিতরের অনুভূতি কেমন—যত ক্ষুদ্র ততো উত্তম।

যথেষ্ট হয়েছে

চিনির সওদাগর, আমার কাছে খবর আছে,
মিশর থেকে ইউসুফ এসেছেন মিষ্টতার
নির্যাস নিয়ে : কোনো ফল বিক্রেতা তোমার
আত্মাকে রক্ষা করতে পারে! সুরার চেতনা।
তুমি যদি অন্য কিছু চাও তাও এসেছে।
খিজির এসেছেন খোলা জানালা দিয়ে
আফ্রোদিতে গজল গাইছে।
সোনালি আঁকাবাঁকা দাগে ভরা আকাশ,
একটি নারী পাখনার মধ্যে খুঁজে পায় প্রানি
BanglaBook.org
পশুর কাছে চুপচাপ বসে আছেন ঈসা।
রাত এত শান্তিময়।
'যথেষ্ট হয়েছে' কথাটিই সবসময় সত্য।
আমরা তো দেখিনি ঝুঁটিওয়ালা পাখি
এরই মধ্যে মাথায় পরেছে মুকুট।

জন্মের সময়েই প্রত্যেক পিঁপড়াকে দেয়া
হয়েছে তার চমৎকার পেটি।
আমাদের মাঝে যে প্রেমের অনুভব তা আসে
বিনিময়হীন সংগীতের মতো।
এখানেই আছে 'এখনের' উৎস!

আমরা যে সুর শুনি

তুমি কি জানো যে শীত চলে গেছে?
তুলসি এবং গোলাপ ফুল
তাদের হাসি থামাতে পারে না।
বুলবুল তার উদ্দেশ্যহীন ঘুরে
বেড়ানো শেষ করে ফিরে এসেছে,
সে এখন পাখিদের সংগীত শিক্ষক।
অভিনন্দন জানাচ্ছে গাছেরা।
শাহী দরজা দিয়ে নাচছে আত্মা,
লজ্জা পেয়েছে বায়ু পরাগী ফুল,
কারণ গোলাপকে নগ্ন দেখেছে তারা।
একমাত্র নিরাপদ বিচারক বসন্ত,
আদালতে হেঁটে যায়, আর
চুরি করে পালায় শীতের চোরেরা।
গত বছরের অলৌকিক ঘটনাগুলো
শিগ্‌গিরই হারিয়ে যাবে বিস্মৃতিতে,
অস্তিত্বহীনতার ঘূর্ণিতে ঘুরপাক
খাবে নতুন সৃষ্টিরা, তাদের
পদতলে ছড়িয়ে পড়বে কক্ষপথ।
তোমার সাথে কি ওদের সাক্ষাৎ
হয়েছে? তুমি কি দোলনায় ঈসার
BanglaBook.org
গুণগুণ ধ্বনি শুনেছো?
একটি মাত্র পৌরাণিক ফুলকে
নিয়োগ করা হয়েছে রাজ্যের পরিদর্শক।
একটি ভোজের আয়োজন হয়েছে।
শোন, বাতাস ভরে দিচ্ছে সুরা!
প্রতিকৃতির মাঝে লুকিয়ে পড়তে
অভ্যস্ত প্রেম   আর নয়!
উদ্যান ঝুলিয়ে রাখে তার বাতি,
কাফন পরিহিত মৃত আসে

স্খলিত পায়ে। কোনো কিছুই
বাঁধা অথবা আটক থাকে না।
তুমি বলো, ‘এ কবিতা এখানেই
সমাপ্ত করো এবং এর পর কি
সেজন্যে অপেক্ষা করো।”
আমি তাই করব। আমাদের
সুরের জন্যে কবিতা রুক্ষ প্রতীক।

ইউসুফ

ইউসুফ এসেছেন, এ যুগের সুদর্শন যুবক,
বসন্তের ফুলের ওপর উড়ছে বিজয় পতাকা।
তোমাদের মাঝে মৃতদের জাগানো যাদের কাজ
তারা উঠো! আজ কাজের দিন। যে সিংহের
কাজ সিংহ শিকার করা তাকে তৃণভূমির
দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিদায় নিয়েছে
কাল ও পরশু। বর্তমানের মুদ্রা তোমার হাতে
চাপড় দিয়ে এই নগরীর সকল রাস্তা ও
অট্টালিকার সাথে বলে উঠে, ‘শাহজাদা আসছেন!’
বাজতে শুরু করে দামামা! বন্ধু সম্পর্কে আমরা
যা শুনেছি তা সত্য। শান্তিপূর্ণতার সৌন্দর্য
সমগ্র বিশ্বকে অশান্ত অস্থির করে তোলে।
নবম স্তর থেকে যা ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে
তা ধরার জন্যে তোমার আলখিল্লা মেলে ধরো।
তুমি ডানা ছাঁটা নির্বাসিত পাখি,
এখন তোমার চারটি পালকপূর্ণ ডানা আছে।
তোমার হৃদপিন্ড একটি বাক্সে রাখা,
বাক্স খোলা বন্ধু প্রবেশ করছে তোমার মাঝে।
তুমি পা, এখন নৃত্যের সময়। ওই বৃদ্ধ লোকটি
সম্পর্কে কথা বলো না। আবার সে তরুণ।
এবং অতীতের উল্লেখ করো না। তুমি কি বুঝেছো?
প্রেমিক এসেছেন! তুমি বড়াবড়ি করো, ‘কিন্তু বাদশাহকে
কি অজুহাত দিতে পারি আমি?’ বাদশাহ যখন
তোমাকে অজুহাত দেয়, তুমি বলো, ‘কি করে আমি
নিস্তার পাব তার হাত থেকে?’ ওই দল যখন
তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে তুমি আগুন
ও আলো আসতে দেখো।

BanglaBook.org

রক্ত আশা করেছিলে, সুরা ঢেলে দেয়া হচ্ছে।
তোমার বিপুল সম্পদ থেকে পালিও না।
চুপ থাকো এবং যা দেয়া হয়েছে তার সাথে
কিছু যোগ করার চেষ্টা করো না।
তোমার কাছে অগণন মহিমা এসেছে।

রুহ

আমার মাঝে প্রবাহিত হও,
আনন্দের উৎসের উৎস, জীবনের মর্ম,
শান্তির মদিরা আমার হাত নাড়ছে,
এরপর পড়ে যাচ্ছে, চারদিকে...
তুমি জানো অখণ্ড অবসর।
আঘাত মাটিতে প্রবেশ করে,
নিখুঁত আঘাত, ডানার ছায়া,
শক্তিশালী শ্রমিকের মুখ,
তবুও ভঙ্গুর, মোমবাতি,
সম্পূর্ণ স্পষ্ট এক গোপনীয়তা
তুমি উপহার নিয়ে এসো,
প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের দিয়ে দাও,
যে কোনো জিনিসের সাথে।
তোমার ভাবাবেশ, চুলের গুচ্ছ;
তুমি মানুষের কেন্দ্রস্থল।
মর্মার্থের কেন্দ্রস্থল বিস্মিত হয়ে
তাকায় রুহের ভিতর এর
উচ্ছ্বসিত উপস্থিতি দেখে।

মুহূর্ত

প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু এবং ফিরে আসার
ঘটনা ঘটে। নবী মুহাম্মদ বলেছেন,
BanglaBook.org
'এ পৃথিবী একটি মুহূর্ত,'
প্রবল বর্ষণ যা নিজেকে এত দ্রুত
সতেজ ও নতুন করে তোলে যে,
মনে হয় এ এক ধারাবাহিকতা
আগুন থেকে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড
তুলে বাতাসে ঘুরালে যেমন
সোনার তারের মতো মনে হয়
মুহূর্তকে আমরা তেমনি
স্ফুলিঙ্গের তার অনুভব করি।

২১. কবিতা : শূন্য হওয়ার গান

পান পাত্রের প্রেম পানীয় নিঃশেষ করার মধ্যে, কবিতা চায় নীরবতা। যা বলা যায় না তা মহিমান্বিত হয় রুমীর কবিতায়।

এই অধ্যায়ের কবিতাগুলো প্রেমের কবিতা। কবিতাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদেরকে ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে বের করে 'ফানা' বা নির্বাণের পথে নেয়া এবং 'বাকা'র পুনরুত্থান ঘটানো; যা সুফী জীবনের অংশ।

আত্মার সিংহেরা ভাষার শুকনো ঘাসে লুকিয়ে থাকে। কবিতাগুলোর সজোর উচ্চারণ জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সিংহগুলোকে আমাদের দিকে ধাবিত করে।

অতঃপর আবেগের স্রোত, ছিন্নভিন্ন আলখিল্লা। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে সেই আলখিল্লা গায়ে জড়িয়ে নাও। কোনো কিছু দাবি করো না। নিভু নিভু আগুনকে বাতাসে উস্‌কে উঠতে দাও।

এই কবিতাগুলোতে গাছ, ফুল, পাখি, সূর্য এবং শিশুর উপমায় আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। আমি যা বলি তা আমাকে মাতাল করে দেয়।

পান পাত্র

পান পাত্র চায় তাকে তোলা হোক,
ব্যবহার করা হোক, যাতে না ভাঙ্গে,
সতর্কতার সাথে বয়ে নেয়া হোক
আরেকজনের কাছে। পানপাত্র জানে
এছাড়াও তোমার ভিন্ন এক অবস্থা আছে।
BanglaBook.org
তার একটি আসে আরও ব্যাপক
সচেতনতার সাথে। পানপাত্রকে
স্থির মনে হয়, কিন্তু সংগোপনে
কাজ করে সাহায্য করতে।
কখনো তুমি একটির পর একটি
পানপাত্র ভরে দাও, তাতে কিছুই ঘটে না।
তুমি বরং কোনো হিসাবনিকাশ ছাড়াই
তোমার সমুদ্রসম গভীর সত্ত্বায় ঢালো।

চোখে যদি ঝাপসা লাগে তাহলে
একটি অবলম্বন বেছে নাও।

মুতাবিলের মহিমা

আত্মা যেভাবে নতুন ও সতেজ হয়ে উঠে
সেটিই বসন্ত, ভেজা মাঠ ও অঙ্কুরোদগম।
গোলাপ ফুটছে, কথা বলতে শিখছে। পাখি
সকালের বাতাস সবকিছুকে উজ্জ্বল করছে :
সাইপ্রেস থেকে চির হরিৎ সবকিছু।
আমাকে বলো প্রিয়— —
চির হরিৎ থেকে টিউলিপ, আমাকে
দেখাও, কিভাবে তোমরা বিশ্বস্ত।
শাখা বিস্তারি গাছ খঞ্জনি বাজায়,
পাইন বৃক্ষ হাত তালি দেয়।
ঘুঘু তাদের টানা প্রশ্ন করে, কু...কোথায়,
অর্থাৎ এখানে আমাদের সাথে থাকো।
গোলাপি রং এর গোলাপ সোজা দাঁড়ায়,
হাঁটু গেড়ে বসে বেগুনী ফুল।
আঙুর পাতা নুয়ে কুর্ণিশ করে।
নতুন এক ধরনের কবিতা আসছে।
ঐশ্বর্য প্রতিশ্রুতি দেয় মুতাবিলকে।
বজ্র বলে, ‘এখানে তোমার মুখ,
হাত এবং পা ধৌত করো।
পৌরাণিক ফুল মিটমিট করে এবং
বুলবুলের কাছে এসে বলে,
আমাদের প্রয়োজন নতুন একটি গান।
উত্তর : এত প্রেমের শূন্যতার জন্যে।
এখন সবুজ পত্রগুলো
BanglaBook.org
খিজিরের মতো পোশাক পরে।
দরবেশরা যে রহস্যের সন্ধান জানে
এখন তা শোনার সময়।
না, পেনিলোপ ও বেলি ফুল সম্মত হয়,
নিরবতাই সর্বোত্তম রসায়ন।

আমরা যা বিক্রি করি

ভালোবাসাকে যদি ভালোবাসো
তাহলে নিজেকেই খুঁজো,

তুমি যদি এই ছাদে এসে বসো
পায়রা হয়ে থাকো তাহলে
কোনো কিছুই তোমাকে বেশি দিনের
জন্যে দূরে রাখতে পারবে না।
হুশামউদ্দিন আবার শস্যদানা ও
বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে!
কিছুক্ষণের জন্যে আমি উড়ে যেতে পারি,
কিন্তু যন্ত্রণা এখানে আঘাত করে;
পদ্ম গাছের কাছে জিব্রাইলের ফিরে
আসার মতো আমি দ্রুত ফিরে আসি।
মুক্তার ঢেউ আমাদের ওপর ভেঙ্গে
যায়, প্রশ্ন করে 'আজ কেমন আছো?'
হুশাম যদি তোমাকে ধরেও ফেলে,
সবকিছু যদি ভুলও হয়,
তবুও জ্ঞান আসে। এই মসনবী
তার সংগীত, যে কারণে তিনি বলেন না
আমাদেরকে সাহায্য করো খোদা!
হুশাম এবং আমার দুটি মুখ,
নলের বাঁশির মতো একটি তার ঠোঁটের
মাঝে লুকানো, আর আমারটা এখানে
প্রকাশ্যে বিলাপ করছে।
কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যে কেউ জানে
এখানে যা আসে তার শুরু ওখানে।
এই বাঁশি যদি তার মুখের সাথে
গোপন সংলাপে মিলিত না হয় তাহলে
এই শব্দে পৃথিবী বিধৌত হবে না।
BanglaBook.org
তোমার যদি ক্ষুরধার কিছু থাকে
তা দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলো!
এরপর তুমি যা কিছুই করবে
তা তুমি নও—যে কাজটি করেছে।
অতএব, তুমি নিরাপদ।
কেউ দোষ দিতে পারবে না তোমাকে।
এটা তো তোমার দায়িত্ব নয়।
প্রতিটি বিপণীতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য।
জুতা প্রস্তুতকারী শুধু চামড়া বহন করে,

সেখানে যদি কাঠ থাকে তাহলে
সেটি জুতার ছাঁচ তৈরির জন্যে।
বস্ত্র ব্যবসায়ীদের রং করা ছাড়াও
রেশম ও অন্যান্য কাপড় আছে,
আশে পাশে যদি লোহা থাকে
তাহলে তা পরিমাপের জন্যে।
এই কবিতা শূন্যতার এক দোকান।
আমরা 'ফানা' ও 'বাকা' সবই বেচি।
আর যা কিছু এখানে দেখছো
তা শুধু দেখানোর জন্যে,
তোমাকে দোকানে আকৃষ্ট করতে।

কবিতা এবং রান্নার ছাঁইপাশ

আমি কারো দুঃখের কারণ হতে চাই না। ধ্যানমগ্নতার সময়ে মানুষ কাছে আসে এবং আমার কিছু বন্ধু তাদের তাড়িয়ে দেয়। আমি যা চাই তা তো এটা নয়। যারা আসে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া আমার রীতির অংশ নয়। আমার পক্ষ থেকে কাউকে গালি দিও না।

এই বন্ধুদের আমি ভালোবাসি, ওদের সবাইকে। ওদের এত ভালোবাসি যে, ওদের বিনোদনের জন্যে আমি কবিতায় কথা বলি! কেন আমি তা করি? এর চাইতে বাজে কিছু তো এখানে আর নেই। কিন্তু আমার কাছে এটাই আশা করা যেতে পারে।

যখন কোনো বাবুর্চি, যে চায় না যে কোনো ছাঁইপাশ যা তার হাতে মাখামাখি হয়ে আছে তা তার অন্ত্রে নেমে যাক। কিন্তু সবকিছু সে ধোয়, সেসব তৈরি করে, কারণ এক অতিথিকে সে আমন্ত্রণ করেছে যে এসবই খেতে পছন্দ করে। একজন মানুষকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে অন্য মানুষজন কি চায় এবং সেগুলোই সংগ্রহে রাখতে হবে। এমনকি এতে যদি তার কোনো আগ্রহ নাও থাকে, এবং সে যদি জানেও যে খাবারের মান খারাপ।

তোমাকে একঘেঁয়েমি থেকে রক্ষা করতে আমি কবিতা রচনা করি। আমি বিদ্বজন ও গভীর সুফী আত্মার অধিকারীদের দীর্ঘ তালিকার অন্তর্ভুক্ত, যারা আমাকে দুর্লভ ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব এবং নিদর্শন দিয়ে সাহায্য করে। আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আমার উচিত সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আমি যদি আমার জন্মভূমিতে থাকতাম আমি তাই করতাম; কিন্তু আমি এখানে পড়ে আছি। কি করার আছে আমার?

বলখে একজন কবি হওয়া খুব নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল! আমি যদি সেখানে অবস্থান করতে পারতাম, আমি হয়তো তার পড়াশুনার ধারা ও অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পারতাম।

BanglaBook.org

এটা কি সেই স্থান যেখানে একটি কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে?

কারো কাছে জানতে চাও যে এটা কার বাড়ি,
যেখান থেকে সারাক্ষণ ভেসে আসে সুর।
এটা কি কাবাঘর, না কি কোনো আলোর মন্দির?
এখানে কি আছে যা বিশ্ব ধারণ করতে পারে না?
অথবা এটা কি এমন স্থান যেখানে কাহিনি তৈরি হয়?
এটা ছিঁড়ে ফেলো না! এবং মালিকের সাথে
কথা বলতে চেষ্টা করো না, তিনি ঘুমিয়ে আছেন
এখানে ধূলি ও বর্জ্য থেকে সুবাস তৈরি করো,
কাঠামো যেখানে কবিতা ও পাকশালা খাঁটি প্রশংসা করে!
এ কক্ষে যে প্রবেশ করে সে জ্ঞানীতে পরিণত হয়।
এটা প্রেমের বসত বাড়ি, যেখানে কেউ ফুল থেকে
পাতা এবং টোপ থেকে ফাঁদের পার্থক্য করতে পারে না।
সবকিছু প্রতিবিম্বিত হয় সবকিছুতে।
চিরুনির মাঝে হারিয়ে যায় চুলের অগ্রভাগ।
এখানে কেউ কারো নাম জানে না,
দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো না!
তুমি যেখানে যাও সেখানে আগুন লাগিও না।
যেখানে সিংহের বাস সেখানে বিরাজ করে নীরবতা
তুমি যাই বলো তা আগুনের শিখা হয়ে
বিশ্রামের স্থান থেকে তাদের বের করে
আনার জন্যে যথেষ্ট।

শূন্যতার একটি গান

এক সুফী দুঃখে টুকরা টুকরা করে ফেলেন
তার আলখিল্লা এবং এই ছিঁড়ে ফেলায়
তিনি এতটাই স্বস্তি বোধ করেন যে,
আলখিল্লাটির নামকরণ করেন, 'ফরাজি
যার অর্থ 'খুলে ফেলা' কিংবা 'সুখ',
অথবা 'যা উন্মুক্ত হওয়ার আনন্দ আনে।'
BanglaBook.org
এটা আসে 'ফরাজ' কাণ্ড থেকে,
যা পুরুষ ও নারীর গোপনাঙ্গের
সাথেও সংশ্লিষ্ট। তার শিক্ষক
সক্রিয়তার পবিত্রতা উপলব্ধি করেন,
আর অন্যেরা শুধু বিধ্বস্ত চেহারা দেখে।
তুমি যদি শান্তি ও পবিত্রতা চাও
ছিঁড়ে ফেলো তোমার আবরণ।

আবেগের উদ্দেশ্যই এমন, তোমার
প্লাবিত সৌন্দর্যকে তোমার ভিতর
দিয়ে প্রবাহিত হতে দেয়া।
একে চেতনা ও উজ্জীবনী শক্তি বলো,
অথবা তোমার ও আল্লাহর মাঝে
সম্পাদিত প্রকৃত সমঝোতা।
তার মাঝে প্রবেশে শান্তি আসে,
শূন্যতার একটি গান, পবিত্র নীরবতা।

আবর্জনা থেকে তৈরি মলম

আমি গোলাপের সাথে থাকা কাঁটা,
মধুর সাথে সিরকার মিশ্রণ,
বিষ পাত্র হয়ে যাচ্ছে নিরাময়ের মলম।
মদিরার থকথকে গাদ নিক্ষিপ্ত হয়
কারখানার ভাগাড়ে। আমার চোখ
ব্যাধিগ্রস্ত, আমি ঈসার আলখিল্লা খুঁজছি।
কাঁচা গোশত আগুনে ঝলসানো হচ্ছে।
অতঃপর আমি মলম বানাতে কিছু বর্জ্য
দেখতে পেলাম যা আমার আত্মাকে
সম্মান দেবে এবং তার মিশ্রণ করতে গিয়ে
আমি দেখতে পেলাম কবিতা।
প্রেম বলে, 'তুমিই ঠিক, কিন্তু ওই
পরিবর্তনগুলো দাবী করো না।
মনে রেখো, আমি বাতাস, আর তুমি
নিভুনিভু আগুন, যা আমি উস্কে দেই।'

আমি যা বলি তা আমাকে মাতাল করে

BanglaBook.org

আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে প্রেয়সী বলে,
'এসো, এসো।' কিন্তু কোন পথে
আমি তার কাছে যাবো? দরজায়
মশাল, কে ওখানে? আমি!
একজন ভিতর থেকে বলে, আর অন্যজন
হেঁটে চলে আসে দরজা পর্যন্ত,
কে চুরি করেছে দরজার খিল!
এক সাথে তেল আর পানি
কি করে আমি পুরোটা হবো?

আমি এই চুলের মতো,
প্রতিটি চুল এবং লুকোনোর স্থান
চাঁদের মতো হা করে খোলা।
বাড়ি জুড়ে আমি একজনকে খুঁজছি,
যে আমার জামাকাপড় চুরি করেছে।
কাপড় চোরের মাথা হাসছে
খোলা জানালা দিয়ে।
সম্ভাব্য সকল পথ আমি খুঁজি,
যখন থেকে আমি খাঁচা মুক্ত
কি স্বর্গীয় সুখ তখন থেকে।
আমি যা বলি তা আমাকে
মাতাল করে তোলে।
বুলবুল রং ধনু, টিয়াপাখি
জেসমিন ফুল : আমি তাদের
ভাষায় বলি, সাথে যোগ করি
তাবরিজের শামসের জন্যে
আমার আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২২. তীর্থযাত্রীর কথা : আকস্মিক সাক্ষাৎ, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

রুমী পরামর্শ দেন যাতে আমরা প্রত্যেকে এক একটি শস্য মাড়াই এর আঙ্গিনায় পরিণত হই। স্বচ্ছ ধূলিবালি মুক্ত আঙ্গিনা যেখানে শীষ থেকে গম পৃথক করা হবে। কাজের জন্যে পরিচ্ছন্ন হওয়ার মধ্যে দুঃখ ও হতাশায় উত্তেজিত হয়ে ওঠা ও চিৎকার করার বিষয়গুলো জড়িত।

এই অধ্যায়ের কবিতাগুলোর সুর প্রায়ই পীড়াদায়ক। রুমী বলেন, তিনি তার মধুর সাথে সামান্য ভিনেগার মিশাতে চান। পরমানন্দকে আরও পরিচিত করে তোলার জন্যে প্রেমের সাথে কিছু গালমন্দ যোগ করতে চান তিনি। কবিতায় এই বক্তব্য আমার কাছে প্রতি সকালে নাশতা খাওয়ার আগে আমার বাবার সেবনকৃত আলাবামা টনিকের মতো মনে হয় : চামচে কিছু মধু, এরপর ভিনেগার।

এছাড়াও যা তিনি ঝাড়ুর কাজ বলে উল্লেখ করেন, ঝাড়ু দেয়ার ফলে ধূলি উড়ে এবং উজ্জ্বলতার একটি আবরণ থাকে, যা আমাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে। সেটি কি? হয়তো ভাষার প্রয়োগ। কিছু কাজ যা অনুভূতি প্রবণতাকেই জাগ্রত করে।

এখানে নয়

সত্যে পরিণত হওয়ার সাথে
যোগসূত্র থাকে সাহসের।
একজন প্রেমিকের মাঝে একটি
ভাঙ্গা-খোলা স্থান আছে।
এই দলের মধ্যে সাহস ও
তীব্র আবেগের গুণগুলো কোথায়?
BanglaBook.org
বুদ্ধি ও জটিলবদ্ধ চিন্তায় কি লাভ
আমি আর্তনাদপূর্ণ আঘাত চাই।
এটা সোনা জড়ো করে রাখার
ভাণ্ডার নয়, এ স্থান তামা রাখার।
আমরা রসায়নবিদরা মেধা খুঁজি
যারা উত্তপ্ত করে তুলতে এবং
পরিবর্তন আনতে পারে।

সামান্য উষ্ণতায় কিছু হবে না।
হতোদ্যমরা পিছু হটে,
যাদের পরিমিতি বোধ আছে
তারা পাশ কেটে যায়।
এখানে নয়।

দুঃখে কেঁদে ওঠো

তোমার সকল দুঃখ ও হতাশায়
চিৎকার করে কেঁদে ওঠো!
দুঃখগুলোকে প্রকাশ করো
প্রথমে ফারসিতে, এরপর গ্রীকে।
তুমি রুম না কি আরবের,
তা কোনো ব্যাপারই নয়।
সেই সৌন্দর্য ও দয়াশীলতার
প্রশংসা করো, যার প্রশংসা
করে প্রতিটি জীবিত অস্তিত্ব।
তুমি আহত, তোমার আকঙ্ক্ষা তীব্র,
তা সত্ত্বেও তোমার উপস্থিতিতে
আছে নিরাময়ের প্রশান্তি।
সূর্য, চাঁদ, অগ্নিকুন্ড,
মোমবাতি, কোনটি?
কেউ বলে, তোমার শিখা
নিভে যাওয়ার উপক্রম।
কিন্তু তুমি ধুঁয়া বা আগুন নও।
BanglaBook.org
অথচ জীবন্ত তুমি আগুনের মাঝে।
বলো, ওটা কেমন?
এই ক্ষুব্ধ প্রেম আমার বুকের
মাঝে আরও অধিক সময় ধরে
অপেক্ষা করবে না।
এক্ষুণি এটা বাজ পাখির মতো
উড়াল দেবে মনিবের দিকে।
একটি পেঁচা যেমন বলছে, হু...।

ঝাড়ুর কাজ

প্রতিটি হৃদয়ের যদি এই পথের মতো
একান্ত পথ থাকে বন্ধুর কাছে যাওয়ার,

তাহলে প্রতিটি কাঁটার আগায় থাকবে
উদ্যানের আসনের মতো আসন।
প্রতিটি দুঃখ যেন এক একটি উচ্ছ্বাস।
আগুনের শিখার রঙ এর মতো আত্মারা
পরস্পরকে উপভোগ করে। বিজলির চমক
দ্বাররক্ষীকে পূর্ণিমার প্রতিক্ষায় রাখে।
যদি তা না হয় তাহলে আকাশের
পরিবর্তনের সূচনা হবে মাটির ওপর।
পা, পায়ের পাতা এবং পাখনা যদি
আমাদের নিয়ে যায় প্রেমিকের কাছে,
প্রতিটি অণুই তেমন বাহনে পরিণত হবে।
সবাই যদি দেখতে পায় যে প্রেম কী,
প্রত্যেকে সাগরে তাবুর খুঁটি গাড়বে;
তাহলে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ অনায়াসে
সাগরেই তাবু খাটিয়ে বাস করত।
প্রত্যেক প্রেমিকের অশ্রুতে তুমি দেখতে
পাও তোমার বন্ধু, মুহাম্মদ, যীশু, বুদ্ধ,
অসম্ভব-সম্ভব দার্শনিক, কাচ হীরা তুল্য
তাবরিজের শামসের মুখ তাহলে কি হতো?
বন্ধুত্বের আগুন বিভাজন মুছে দেয়;
গতকাল হয়ে যায় আগামী দিন।
সবুজ ছাদের নিচে চুপচাপ ও ম্রিয়মান
থাকো, আর ঝাড়ু দিতে থাকো মেঝে।
BanglaBook.org
ওই ঝাড়ুর কাজই ঔজ্জ্বল্যের আবরণ রাখে
যা সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে
আমাদেরকে দ্বিধার মধ্যে ফেলে।

পরিচ্ছন্ন বালিময় স্থান

তুমি দোষারূপ করো এবং উপদেশ দাও,
এছাড়া ওষুধেরও সুপারিশ করো।
প্রেমিকের সাহচর্য সম্পর্কে তুমি
বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত নাও
আসলেই কি তুমি নিজেকে প্রেমিক মনে করো?
একটি সমতল, স্বচ্ছ বালিময় স্থান
কোনো বিনিময় ছাড়াই গোলায় তুলে দেয় গম!

সামগ্রিক অস্তিত্ব ছাড়া কোনো কিছুর
অণু থেকে কোনো চারা গজাতে পারে না।
তুমি তো এটা জানো। তাহলে সারাক্ষণ
এমন ব্যক্তিগত সামালোচনা কেন?
প্রেমের আগুন মুখে বিষাদের হাসি রাখে,
উপদেশ খুব কমই শান্তির শীতলতা আনে।
চাঁদের ধূসর আলো পৃথিবীকে ছেয়ে রাখে;
প্রেমিক যেমন নীরবে কোনো নগরীর,
—হতে পারে তাবরিজের গাছের ডালে বসা
একটি পাখির প্রতীক্ষা করে সূচনা করতে।

দুটি বস্তা

এই বেদুইন তার উটের পিঠে
তুলে দেয় বড় দুটি বস্তা।
একটি বস্তা শস্যপূর্ণ।
মৃদুভাষী এক মরু দার্শনিক
এসে লোকটি কোত্থেকে এসেছে
এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে
আলোচনায় লিপ্ত হন, যা তিনি
তসবির গুটির মতো সঙ্গত ভেবেছেন।
সবশেষে বলেন, "এই যে দুটি বস্তা,
এ দুটি সম্পর্কে আমাকে বলো।"
"একটিতে গম ভর্তি, আরেকটি বালির,
ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে।"
"এটাই কি বিজ্ঞতার কাজ হতো না
বস্তার বালি ফেলে দিয়ে তাতে
অর্ধেক গম ভরে একপাশে তা রেখে
বাকি অর্ধেক অন্য পাশে রাখা?
ওভাবে বস্তা ও উট দুটিই হালকা হবে।"
BanglaBook.org
বেদুইন আরব মুগ্ধ হলো, "এমন
সুক্ষ্ম চিন্তার অধিকারী, আর এই
দুর্দশা আপনার, ক্লান্ত, হেঁটে যাচ্ছেন
ছেঁড়া ফাটা পোশাক পরে।
দয়া করে আমার উটে উঠুন।"
দার্শনিককে উটে উঠতে সাহায্য করে
সে এবং তার বিস্ময় অব্যাহত রাখে;

"আমাকে বলুন, আপনি ও আপনার
দক্ষতা কিভাবে পাশাপাশি চলছে।"
"আসলে আমি খুব চৌকশ ও মেধাবী নই।"
"কতগুলো উট আছে আপনার?
কতোগুলো ষাড়?"
"উপহাস করো না, কিছু নেই আমার।"
"তাহলে নিশ্চয়ই দোকান আছে।
সে দোকানে আপনি কী বিক্রি করেন?"
"আমার কোনো দোকান নেই, এমনকি
বাস করার জায়গা পর্যন্ত নেই।"
"নিশ্চয় কোথাও অর্থ আছে আপনার।
আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে
বেড়ানো আলকেমিস্ট পরামর্শক,
যার পরামর্শ মহা মূল্যবান?"
"শোন, আজ রাতে খাওয়ার মতো
পর্যাপ্ত কিছুও আমার নেই।
তুমি তো দেখছো, আমার জুতা নেই।
কেউ আমাকে এক টুকরা রুটি দিতে
চাইলে সেটিই আমার পরবর্তী গন্তব্য।
আমার চতুর মন আমাকে মাথাব্যথা ও
অকল্পনীয় সব কল্পনা দিয়েছে।"
অতঃপর উপসংহার টানে আরব;
"আপনার জ্ঞান অশুভ। আপনার
সাথে সফর করতে চাই না আমি।
সব চুকে যাক, নিচে নামুন, যেদিকে খুশি যান,
আমি বিপরীত দিকে যাবো।
BanglaBook.org
এক বস্তা গম, আর এক বস্তা বালি
আমার ধরনের মূর্খতা। আমার আত্মা
নিষ্ঠাবান এবং অনুগ্রহের প্রতি উন্মুক্ত।"
সফরসঙ্গীকে তাড়িয়ে দেয়া আসলে
মানুষের মেধাকে বিতাড়ন।
ধূর্ত বদমাশরা ভাবে পুরনোরা
কিছুই জানে না, কারণ তারা বৃদ্ধ।
তারা ধৈর্য, ত্যাগ ও উদারতাকে গ্রাহ্য
করে না, সরলতাও আনা হয় না হিসেবে।

সাদাসিধা যাযাবর লোকটি
পথ খুলে দেয় কর্তৃত্বের
এবং কর্তৃত্ব সেখানে পায়চারি করে।

যে কোনো সুযোগে

প্রতিটি সমাবেশে, যে কোনো সুযোগে
রাস্তায় হঠাৎ সাক্ষাৎ হলে
এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য, আড়ম্বর ফুটে উঠে।
আজ চিনতে পেরেছি যে ওই বস্তু-তুল্য
সৌন্দর্যই সান্নিধ্য প্রেমময় দ্বিধা।
যে আভায় পানিপূর্ণ কর্দম
আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
আমরা তাকে বন্ধু বলি।
অনুনয় করি, "তোমার কাছে যাওয়ার
কোনো পথ কি আছে, কোনো মই?"
"তোমার মাথা হচ্ছে মই, ওটাকে
তোমার পায়ের নিচে আনো।"
মন, সচেতনতার এই বিশ্ব,
তারকাপূর্ণ আকাশকে যখন তুমি
তোমার পা দিয়ে ঠেলে দাও,
পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় সহস্র নতুন পথ,
প্রতি ভোরে তুমি স্বয়ং যা করো;
আলোর মাঝ দিয়ে পাল তুলে যাওয়া।

একটি কাজ তোমাকে করতেই হবে

এ পৃথিবীতে এমন একটি কাজ আছে যা করতে অবশ্যই ভুল করবে না। তুমি যদি অন্য সবকিছু ভুলেও যাও তাহলেও এটি ভুলবে না। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তুমি যদি সব মনে রাখো আর এটি ভুলে যাও তাহলে ধরে নেয়া হবে যে জীবনে তুমি কিছুই করো নি।

এটা এমন, যেন কোনো বাদশাহ তোমাকে ভিন্ন কোনো দেশে পাঠিয়েছেন কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে। কিন্তু তুমি একশ'টি অন্যান্য কাজ করেছো। যে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে সেটি করোনি। মানুষকেও এ পৃথিবীতে পাঠানো হয় বিশেষ কাজ দিয়ে। সেই কাজই উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট কাজ। কাজটি না করলে তা হবে অমূল্য হিন্দুস্থানি তরবারি দিয়ে পচা গোশত কাটার মতো। অথবা সোনার হাঁড়িতে শালগম সেদ্ধ করার মতো, যে হাঁড়ির বিনিময়ে একশ'টি

BanglaBook.org

উপযুক্ত পাত্র কেনা যাবে। কিংবা দেয়ালে জিনিসপত্র ঝুলানোর জন্যে সুন্দর ছুরিকে ব্যবহার করার মতো।

হয়তো তুমি বলবে, 'কিন্তু দেখো, আমি তো ছুরিটি ব্যবহার করছি, এটি অলস পড়ে নেই।' তুমি কি শুনতে পাও যে কথাটি কেমন হাস্যকর শোনায়? তোমার দেয়ালে গাঁথতে এক পয়সা দিয়ে একটি পেরেক কিনতে পারো। তুমি বলো, 'কিন্তু আমি তো লাভজনক কাজে আমার শ্রম বিনিয়োগ করেছি। আমি আইন, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং আরও অনেক কিছু অধ্যয়ন করেছি।' ভেবে দেখো, এ কাজগুলো কেন করেছো। এসব তো তোমারই শাখা। তোমার নিজের গভীর শেকড়ের কথা ভাবো, তোমার প্রভুর উপস্থিতির কথা স্মরণ করো। নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করো যিনি তোমার নিঃশ্বাস ও মুহূর্তের মালিক। আর তা না করলে তুমি সেই লোকটির মতোই হবে যে তার মূল্যবান ছুরি রান্নাঘরে নিয়ে দেয়ালে ঝুলাতে হাঁতুড়ি দিয়ে পিটাবে। তুমি তোমার অমূল্য সংশ্লিষ্টতা হারাচ্ছো এবং তোমার মর্যাদা ও উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যাচ্ছো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৩. কুয়াশাচ্ছন্ন আপেল বাগান : ভাষা ও আত্মার সত্যের মাঝামাঝি অবস্থান

রাম দাস একসময় বলেছেন যে, সুফী কবিতায় তিনি প্রান্তিক অবস্থানে থাকার জন্যে আগ্রহের প্রকাশ দেখেছেন। অসীমের সাথে একীভূত হওয়ার উচ্ছ্বাস এবং প্রেমময় স্পর্শের উন্মাদনা লক্ষ্য করেছেন।

রুমীর কবিতায় প্রায়ই মধ্যবর্তী কোনো জায়গার অবস্থানে শক্তিশালী একটি বোধের উপস্থিতি দেখা যায় চেতনা ও পশুত্ব, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা, প্রশংসা ও নিন্দা। আরবি 'লা' অর্থাৎ 'না' এবং 'ইল্লাহ' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ' বা সবকিছুই আল্লাহ।

রুমী এর গভীর প্রয়োজন মনে করেন যদি আমাদের জীবনকে যথার্থ করে তুলতে হয় এবং আমরা যদি মূলের অন্তর্নিহিত শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। পানপাত্র সমুদ্রে ভাসতে থাকে, তোমার পাত্রের প্রান্ত শুকনা রেখো না। রাতের যাত্রীকে অন্ধকারে চলতে অভ্যস্ত ঘোড়াকে ভালোভাবে জানতে হবে, যেটি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে।

মসনবীতে একটি অধ্যায় আছে যাতে জীবনের আত্মাকে দেখা হয়েছে আপেলের উদ্যান হিসেবে, ভাষাকে আবৃত করে রেখেছে ভোরের কুয়াশা। ধীরে ধীরে সূর্য ওপরে ওঠার সাথে কুয়াশাও কেটে যায়। আমরা স্বাদ পাই অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের।

তুমি তো তোমার চোখ নও

যাদের হাত উপনীত হয়েছে শূন্যতায়
তারা মিথ্যা ও সত্য, মন ও আত্মা
অথবা বিছানার কোনো পাশ থেকে উঠেছে
তা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।
এখনো যদি তুমি বুঝার জন্যে পড়ে থাকো
তাহলে তুমি সেখানে নেই।
তোমার আত্মাকে দিয়ে দাও, যে বলে,
"অন্য পাশে নিয়ে যাও এটা।"
তুমি তো কোনো পাশেই নেই।

BanglaBook.org

তবুও যারা তোমাকে ভালোবাসে তারা
তোমাকে এ পাশে বা অন্য পাশে দেখে।
তুমি বলো, 'ইল্লাহ', একমাত্র আল্লাহ
কিন্তু তোমার ক্ষুধার্ত চোখ দেখতে পায়,
তুমি তো কোনো কিছুর মধ্যেই নেই, 'লা'।
তুমি এক শিল্পী, অস্তিত্ব ও শূন্যতা
দিয়ে তুমি ছবি আঁকো।
শামস তোমাকে দেখতে সাহায্য করবেন
যে তুমি কে, কিন্তু মনে রেখো,
তুমি তোমার চোখ নও।

প্রার্থনা বদলাতে হবে

এক টুকরা মাটিকে তুমি পরিবর্তন করো সোনায়,
আরেক টুকরাকে তুমি দাও আদমের অবয়ব।
তোমার কাজ মূলের রূপান্তর ও আত্মাকে প্রকাশ করে,
এসবকে জ্ঞানে রূপ দাও, আমার সকল ক্রোধকে
রূপান্তরিত করো প্রেমের ধৈর্যশীলতায়।
তেতো মাটি তুলে তুমি তৈরি করো আটার পিন্ড,
এবং রুটিকে পরিণত করো মানুষের শক্তিতে।
ছন্নছাড়া মানুষকে তুমি নিয়োগ করো নির্দেশক,
হারিয়ে যাওয়া মানুষকে করো নবী,
প্রকৃতিকে সাজাও অতি সুন্দর নকশায়,
আমাদের প্রথম অবস্থা থেকে আমরা তো
লাখ দফা বদলে গেছি এবং প্রতিবারের
পরিবর্তন ছিল শেষ অবস্থার চেয়ে উত্তম।
আমাদের হৃদয়ের চোখ দেখুক, সব পরিবর্তন
আসছে পরিবর্তনকারীর পক্ষ থেকে।
BanglaBook.org
মাঝামাঝি কারো অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করো!
তাদের অস্তিত্ব হ্রাস পেলেই বাড়বে আনন্দ।
আধ্যাত্মিক শক্তির কাউকে যখন দেখি যে
তাদের বিচরণ আমাদের সাহায্য করছে
তখন হতবুদ্ধি অবস্থা কেটে যায়,
কিন্তু এ তো সেই দ্বন্দ্ব, যা আমাদের
নিয়ে যায় সান্নিধ্যের গভীরে।
জীবনের পর জীবন আসে মৃত্যুর পর মৃত্যু থেকে।
সেই ধারাবাহিকতায় থাকতে সহায়তা করো,

একটি মাত্র জীবনকে ভালোবাসতে দিও না,
শস্য গুদামে একটি ইঁদুরের মতো যেন থাকতে না হয়।
খনিজ থেকে সব্জি, পশু এবং হেঁটে চলা মানুষ
সমুদ্র সৈকতে যাদের পদচিহ্ন সাগরে এগিয়ে গেছে।
মুহাম্মদ বলেছেন, "তিন ধরনের মানুষ
বিশেষভাবে করুণা উদ্রেককারী; ক্ষমতাবান
মানুষ, যিনি ক্ষমতাচ্যুত; ধনবান ব্যক্তি
যার অর্থকড়ি কিছুই নেই এবং
উপহাসের পাত্রে পরিণত শিক্ষিত মানুষ।"
এরপরও এই মানুষগুলোই পরিবর্তনের
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভব করে!
কিছু কুকুর তাদের আশ্রয়েই সন্তুষ্ট থাকে।
কিন্তু গতবছর কেউ পান করেছিল
পরমোল্লাসের মিলন, চিরন্তনতার পূর্ব সম্মতি,
বিস্বাদ সুরার পরিণতি সে ভুগেছে এবার,
যেভাবে সে কর্তৃত্বের জন্যে চিৎকার করে,
সে আসলে হারিয়ে যায়।
তার আকাঙ্ক্ষা আমাকে দাও!

দুই শহরের মাঝে ছোট্ট বাজার

একটি শহর আছে যেখানে আত্মা
লাভ করে পরিপুষ্টি, যেখানে প্রেম
সত্য শোনে এবং চাঙ্গা হয়ে ওঠে।
আরেকটি শহর যেখানে মিথ্যার
হুড়োহুড়ি, যা প্রেমকে করে অবনমিত
এবং ক্ষুধার্ত রাখে। তোমার কণ্ঠ
দুই শহরের মাঝখানে স্থাপিত
ছোট্ট একটি বাজার, যেখানে
পণ্য আসে দুদিক থেকেই।
তুচ্ছ, মেকি জিনিসপত্র এবং
সততা দিয়ে তৈরি আন্তরিকতাপূর্ণ
উপকরণ ও সামগ্রী।
কিছু মুসাফির দেখেই চিনে ফেলে
কোনটা কেমন। কিছু কণ্ঠ একটি
দোকান খোলে এবং ষাট বছর ধরে
প্রতারণা করে খরিদ্দারের সাথে।

BanglaBook.org

খরিদ্দার চলে গেলে তারা গল্প
করে, মহিলাদের আকৃষ্ট করতে
তাদেরকে তোষামোদ করে।
অন্যেরা বাজারে এসে ক্লান্ত
এবং খুব কমই সেখানে যায়।

আইনের স্কুলে প্রেমিকেরা

ফারসিতে কথা বলো, হুশাম
যদিও আরবি খুবই মধুর।
এই দুটি ছাড়াও প্রেমের
আরও একশো ভাষা আছে।
একটি সুবাস, একটি নীরবতা
আমরা যখন সব কান হয়ে যাই
তখন কথা বলা।
বোখারার উদ্দেশ্যে যায় প্রেমিকেরা
জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনার জন্যে নয়,
তারা সেখানে যায় বন্ধুর মুখ
আবিষ্কার করতে।
তারা আইন পড়ে, কিন্তু আসলে
ঘুরপাক খায় ভাবাবেশে।
যখন সত্যিকার অর্থেই
চেতনার ভাণ্ডার খোঁজে,
তখন তারা অর্থের অংকে
শুধু যোগ বিয়োগ করে।
তারা তালাক ও বিচ্ছেদের কথা বলে
আসলে তারা হেলান দিয়ে থাকে।
বোখারার পথে গাড়িতে
BanglaBook.org
তাদের দক্ষতা আত্মার সৌন্দর্যে।

পান পাত্র এবং সমুদ্র

এই যে আকার, সেগুলোকে মনে হয়
জীবিত চেতনতার এক সমুদ্রে
ভাসমান পানপাত্রের মতো।
কোনোরকম বুদবুদ না তুলেই পাত্রগুলো
পরিপূর্ণ হয়, আবার ডুবে যায়,
এমনকি বিদায়ের কোনো আবহও থাকে না।

সেই সমুদ্রে আমাদের অবস্থান কি
দেখার জন্যে খুবই কাছে?
যদিও এতে সাঁতার কাটি এবং পান করি
শুকনো প্রান্তের পানপাত্র হয়ো না।
অথবা যে অশ্বারোহী সারারাত
তার ঘোড়া চালিয়ে যায় ও তার উরুর
নিচের অংশের ঘোড়াকে জানে না
যে কি ঝড় তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৪. বস্তুবাদের রসিকতা : রুটিকে গোবরে রূপান্তর

অবস্থান ও পরিচিতির সমস্যা একটি বড় সমস্যা। আমরা কোথায় আছি এবং আমরা কে। এখানেই আসে আকৃতির প্রশ্ন, সেটিকে একটি থলের মধ্যে ভরে রাখো। এরপর থলে ছিঁড়ে বের করো। এখানেই অতিন্দ্রিয়বাদের প্রশ্ন, কিন্তু এরপর আমরা কোথায়? আকাশের নীল থলে ছাড়িয়ে কোথাও এখনো চাবির সন্ধান করছে, হিন্দুস্থান অথবা তুর্কিস্থানের দিকে ফিরানো সে চাবি। রুমী বলেন, আমরা মাটি, যার ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা! আমরা বিশ্বের কোলাহলময় উপকরণের অংশ যার রহস্য প্রকাশ করবে নতুন বিকাশমান এক ভাষা। গোবর অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশে মাটিকে উর্বর করে, যা সূর্যালোক ও বৃষ্টির সাথে মিশে এবং বীজ থেকে উৎপাদিত হয় শস্য দানা এবং তা থেকে রুটি। অতএব আবার মানুষের চোখের আলো। রুমী বলেছেন, কোনো রসিকতার মাঝেও গভীর সত্য থাকতে পারে ।

বিবরণী থেকে উদ্ধৃতি দেয়াকে রুমী মনে করেন বস্তুবাদের কুৎসিত অবয়বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রক্রিয়া বলে। 'গ্রন্থ সৌন্দর্য ভাবো। বয়স্কা একজন মহিলা নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে তার গলা ও মুখের গভীর ভাঁজ ঢাকতে কোরআনের পাতা দিয়ে মলম তৈরি করে মাখে। কম কিম্ভুতকিমাকার ও সত্যিকার সৌন্দর্য সেটিই, রুমী যাকে বলেছেন, 'হৃদয়কে চকচকে' করে তোলা; যা সম্ভব নিজেকে প্রশান্ত রেখে এবং ধ্যানের মাধ্যমে। এর মাধ্যমেই আত্মা উদার ও সুদর্শন হয়ে ওঠে।

অশ্বপৃষ্ঠে একজন মানুষ রুমীর ভ্রান্তি, যা তিনি কল্পনা করেছেন ব্যক্তিত্বের স্ফীতি, অহঙ্কার ও স্পর্শকাতর স্মৃতি হিসেবে, যিনি হঠাৎ যাত্রাবিরতি করে মৃত্যুর হদিশ জানতে চান। রুমী বলে, 'ওহে নির্বোধ', পানি ছলকে পড়ার মতো একটি পরিস্থিতি। রুমী বলেন, 'আমিই সেই অশ্বারোহী, তার ছায়া। আর কতোদিন আমি অন্যদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবো? তাবরিজের শামস একটি ফোয়ারা। আমরা তার চোখের পানিতে ধৌত করি নিজেদেরকে।'

BanglaBook.org

অশ্বারোহী

অশ্বপৃষ্ঠে এক মানুষের আকৃতির পানে দেখো
তার পাগড়িতে সোনার সূতার কাজ,

চোখে পড়ার মতো ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে
"মৃত্যু কোথায়? আমাকে দেখাও।"
তাকে শক্তিশালী মনে হলেও সে ভুঁয়া,
ছয় দিক থেকে মৃত্যু আক্রমণ করে,
'ওহে নির্বোধ, এখন কোথায় তোমার
আকর্ষণ, তোমার ঝলসানো মেজাজ?
তুমি যে রসিকতা করেছো, আত্মীয়দের
গালিচা বিতরণ করেছো, সব কোথায়?
রুটি গোবরে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত
জীবন কাটানো পর্যাপ্ত নয়।
মুক্তার আশায় আমরা গোবর ঘাঁটছি।
আল্লাহর আলো প্রাপ্ত মানুষ আছেন
তাদের সেবা করো, কোনো যাতনাকে
তুচ্ছ জ্ঞান করো না। একথা নিজেকে
বলি, আমি সেই অশ্বারোহী, তার ছায়া
আর কতোদিন আমি অন্যের দিকে
আঙুল দিয়ে দেখাবো?
তাববিজের শামস একটি ফোয়ারা।
আমরা তার চোখের পানিতে
নিজেদের ধৌত করি।

এই বিপর্যয়

কেন আমি এই বিপর্যয়ের অংশ হবো,
গাধার জন্যে নির্মিত এই মাটির গর্তের?
এই কি সেই স্থান, যেখানে যীশু কথা
বলেছেন? অবশ্যই নয়। টেবিল
সাজানো হলেও এখনো আমাদের
পরিবেশন করা হয়নি ঝর্ণার মিষ্টি পানি।
দৃশ্যত আমরা এখানে এসেছিলাম
আমাদের হাত ও পা বাঁধতে দেয়ার জন্যে।
BanglaBook.org
আমি একটি ফুলকে প্রশ্ন করি, "কি করে
এমন হলো যে তুমি এত বিজ্ঞ, এত তরুণ?"
"সকালের প্রথম বাতাস ও প্রথম শিশিরে
আমি আমার নির্মলতা হারিয়ে ফেলি।"
যে আমাকে পথ দেখিয়ে দেয় আমি তাকে
অনুসরণ করি। আমি এক হাত ওপরে তুলি,
আরেক হাত দিয়ে স্পর্শ করি মাটি।

আকাশ থেকে একটি বিশাল শাখা
হেলে পড়ে। কতোক্ষণ আমি ওপর এবং
নিচের সাথে কথা বলতে থাকব?
এটা তো আমার বাড়ি নয় : নীরবতা,
বিনাশ, অনুপস্থিতি! আমি সেখানে
ফিরে যাই যেখানে সবকিছু কিছুই নয়।

পশুর হাঁচি

আমি সেই আলো খুঁজছি,
যে আলো দেখতে আমি অভ্যস্ত।
এখানেই কোথাও লুকানো আছে চাবি,
আমি হিন্দুস্থানের দিকে, এরপর
তুর্কিস্তানের পানে মুখ ফিরাই।
আমি মাটি, যার ওপর তুমি হাঁটো।
নূহের সিন্দুক সম্পর্কে পুরনো একটি
গল্প আছে, যখন আবর্জনার স্তূপ
জমে উঠেছিল। হ্যাঁ। যখন নৌকাটি
বিরাট বিপদের মুখে পড়েছিল।
নূহ একটি শূকরের পিঠে আঁচড়
দিতেই শূকরের হাঁচিতে বের হলো
একটি, দুটি ইঁদুর; বর্জ্য খেয়ে
সাবাড় করে ফেলল ইঁদুরেরা।
অতঃপর নূহ একটি সিংহের পিঠে
আঁচড় দিলে সিংহের হাঁচিতে বের
হয়ে এলো বিড়াল, যারা ইঁদুর
ধরে ধরে খেয়ে ফেলল।
আমি সিংহের হাঁচিতে বের হয়ে
একটি থলের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম,
BanglaBook.org
যেখানে আমি শুনলাম, 'তুমি এক
সিংহ শাবক, থলে ছিঁড়ে ফেল।'
আমি তাই করেছি। তাবরিজের শামস
বাস করেন আকাশের নীল থলেতে ।

সন্ধ্যার সাথে ষড়যন্ত্র নয়

জড়জগতের যে মূল্য তা একইভাবে
উজ্জ্বল হয় না আত্মার সত্যের মাঝে।

নিজের ছায়ার প্রতি আগ্রহী তুমি,
বরং সরাসরি সূর্যের পানে দেখো।
শুধু সময় ও স্থানের আকার দেখে
আমরা কি জানতে পারবো?
রাতে কেউ অর্ধ জাগরণে দেখতে
পায় কম্পিত বিপদ, ভোরের তারা
উদিত হয়, ফুটে ওঠে দিগন্ত রেখা,
সবাই চলন্ত কাফেলার বন্ধু হয়।
রাতের পাখি দিনের আলোকেও
এক ধরনের অন্ধকার মনে করে।
কারণ, ওরা ওটুকুই জানে।
কোনো ভাগ্যবান পাখিই শুধু
সন্ধ্যার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়,
যারা সূর্যালোকে উড়ে বেড়ায়।
যাকে আমি শামস বলি।

কিভাবে আগ্রহের সৃষ্টি হয়

সোনার বাছুরের পূজায় মগ্ন একজনের
সাথে কথা বলছিলেন মুসা,
"তোমার সন্দেহের কি হলো?
আমাকে তুমি সন্দেহ করেছিলে।
লোহিত সাগর বিভক্ত হয়েছিল।
চল্লিশ দিন ধরে জনশূন্য প্রান্তরে
প্রতিদিন খাবার এসেছে। ঝর্ণা ধারা
নির্গত হয়েছে পাথর বিদীর্ণ হয়ে।
BanglaBook.org
এসব কিছু দেখেও তুমি অস্বীকার
করেছো আমার নবুয়তে।
ধাতব বাছুরকে অবনত করতে
যাদুকর শামিরী কৌশল খাটায়
সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসো তুমি!
কি বলেছিল ওই ফাঁপা মূর্তিটি?
তুমি কি তোমার নিজের মূর্খতার
মতোই নিস্পৃহ কিছু শুনেছো?"
এভাবেই সৃষ্টি হয় আগ্রহের।
যেসব লোকের কিছুই নেই
তারা অকেজো কিছুরও মূল্য বোঝে।

কোনো কিছুর অর্থ ও উদ্দেশ্য নেই
বলে যে ভাবে, সে অর্থহীন
প্রতিকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়।
প্রতিটি গতি তার নিজস্ব।
কোনো ষাড় সিংহের পানে ফিরে না,
খেয়ে ফেলার প্রয়োজন ছাড়া!
ইউসুফের প্রতি নেকড়ের আগ্রহ নেই।
কিন্তু কোনো নেকড়ে যদি তার
নেকড়ে স্বভাব হারিয়ে ফেলে,
তাহলে সে ধ্যানীর উপস্থিতিতে
একটি কুকুরের মতো ইউসুফের
পাশে শুয়ে ঘুমাবে।
এ ধরনের সাহচর্য বন্ধুতে পূর্ণ
গুহায় নিরাপত্তা ও আলো দেবে।

গ্রন্থের সৌন্দর্য

এখানেই পরিসমাপ্তি বৃদ্ধা রমণীর কাহিনির,
যে অদ্ভুত সৌন্দর্যবর্ধক ব্যবহার করে
প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল এক পুরুষকে।
কোরআনের পাতা দিয়ে মলম
বানিয়ে সে তার মুখ ও গলায় সৃষ্ট
গভীর ভাঁজগুলো ঢেকে দেয়।
প্রিয় পাঠক, এ কাহিনি বৃদ্ধার নয়,
এ তোমার অথবা যে কারো কাহিনি,
যারা নিজেদের আকর্ষণীয় করতে
গ্রন্থ ব্যবহারের চেষ্টা করে।
এখানে সেই মহিলা, পবিত্র গ্রন্থের
পাতা ছিঁড়ে [illegible]
BanglaBook.org
লাগিয়ে রাখে তার মুখে।
টুকরোগুলো খুলে খুলে পড়ে যায়।
'শয়তান', চেঁচিয়ে উঠে বৃদ্ধা এবং
দৃশ্যপটে উপস্থিত হয় পুরুষটি।
'এ কৌশল আমি কখনো দেখিনি,
আমাকে তো তোমার প্রয়োজন নেই
তুমি স্বয়ং দানবদের বাহিনী!'
মানুষ তোষণ পেতে চুরি করে
অনুপ্রেরণা দানকারী শব্দমালা।

ভেবো না, মৃত্যু আসে ও কথা বলে,
চুরি করে হোক আর না হোক
থেমে যায়, যখন তা ঘটে
নিরবতার সাথে অপরিচিত
যে কারো প্রতি করুণা দেখাতে হয়।
ধ্যানেও শান্ত থেকে নির্মল
করো তোমার হৃদয়কে।
তোমার ভিতরের জীবনকে ইউসুফের
মতো উদার ও সুদর্শন হতে দাও।
জুলায়খা তা করেছিল এবং তার
'বৃদ্ধা রমণীর ঝর্ণা শীতল-রুদ্ধ'
হয়ে গিয়েছিল মধ্য-জুলাই এ।
ভিতর থেকে ভিজে গিয়েছিল শুকনা ঠোঁট।
কালি তো গুড়ো নয়।
ভাষাকে অতীত হতে দাও।
প্রেম যেখানে নিঃশ্বাস নেয়
তা বর্তমান।

পর্বতের নিচে

এক বৃদ্ধ লোক হেকিমের কাছে গিয়ে
বলেন, "আমার মন যেমন ছিল তা নেই।"
"আপনার বয়সে মানসিক দুর্বলতা হয়।"
"কখনো কখনো আমি কালো দাগ দেখি।"
"সবই বয়সের ব্যাপার, জনাব, বয়স।"
"আমার পিঠ শক্ত হয়ে যায়, অনুভব
করি তীব্র ব্যথা।" "বয়সের কারণে।"
"যা খাই হজম করতে পারি না।"
"বয়স বাড়ার সাথে বদহজমীও আসে।"
মাঝে মাঝে ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারি না।"
"হাঁপানি। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছলে
শুরু হয় এমন দুশ রোগ ব্যাধি আছে।"
ধমকে ওঠেন বৃদ্ধ, "মূর্খ! সবকিছুর জন্যে
একটাই তোমার উত্তর? একই জায়গায়
তুমি বার বার সেলাই করে যাচ্ছো!
হেকিমির এই বুঝি শিখেছো তুমি!
হাঁতুড়ে হেকিম, তুমি কি জানো না,
আল্লাহ প্রতিটি ব্যথার নিরাময় দিয়েছেন?"

BanglaBook.org

হেকিম উত্তর দেন, "হঠাৎ রেগে ওঠা
বয়স ষাট পেরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।"
অস্পষ্ট বিড়বিড় করে চলে যান বৃদ্ধ।
প্রত্যেক বৃদ্ধ ও সব হেকিম এমন নয়।
আশির্বাদ ধন্য কেউ দৃশ্যত বৃদ্ধ হলেও
ভিতরে তিনি তরুণ। তারা লাভ করেন
পুনরুত্থানের জীবন। তারা পৃথিবীর চক্রান্ত,
ঘৃণা ও বীরত্বের তোয়াক্কা করবেন কেন?
তাদের গভীর মূল হচ্ছে আত্মার প্রেম
যেখানে স্বয়ং আল্লাহ বাস করেন।

পিতার কফিনের পাশে কাঁদছিল
এক শিশু, "ওরা তোমাকে মাটির নিচে
এত ছোট্ট কুঠুরিতে নিয়ে যাচ্ছে কেন
যেখানে কোনো পাপোশ নেই, বিছানা নেই,
বাতি নেই, রুটি নেই, খাবার পাকানোর
কোনো ঘ্রাণ আসছে না, দরজায় খিল নেই,
ছাদ পর্যন্ত আসার কোনো পথ নেই,
সাহায্যের জন্যে ডাকার প্রতিবেশিও নেই।
তোমার যে দেহ স্পর্শ ও চুম্বন করতে
মানুষ ভালোবাসতো, তা কেন যাবে
স্যাতস্যাতে স্থানে যেখানে কিছুই টিকে না?"
কবরের বর্ণনা দিতে দিতে পুত্র কাঁদছিল।
তরুণ নাসিরুদ্দিন সাথে এসেছিলেন, তার
কথা শুনছিলেন, "ওরা মৃত লোকটিকে
আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে!"
"মূর্খের মতো বলো না," তার পিতা বলে।
BanglaBook.org
"কিন্তু সে ঠিক বলছে, শুনুন। বাতি নেই,
খাবার নেই, দরজার অবস্থা ভালো নয়,
ভাঙ্গা ছাদ। মনে তো হয় আমাদেরই বাড়ি!"
এভাবেই মানুষের নিজের ওপরই থাকে
তার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব, তারা কোনো
প্রমাণ দেখে না। পর্বতের নিচে সূর্যালোক
পড়ে না এমন স্থানে তাদের বাড়ি
ছোট্ট, অন্ধকার এবং আলোবিহীন।

২৫. ফানা : সন্দেহ ও নিশ্চয়তা ছাড়িয়ে মিশে যাওয়া

'ফানা' (নির্বাণ লাভ) রাতের আকাশে নামহীন তারার মতো ঘুরে বেড়ায়। তসবি'র মাঝের বড় গুটির মতো, উদ্দেশ্যহীন প্রেম, কোনো দোলায়মান অস্তিত্ব, কোনো সংশ্লিষ্টতা ছাড়া আবেগের প্রতি ঝোঁক। প্রেমিকেরা মৃত্যুকে ভালোবাসে, কারণ মৃত্যু তাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে ঘুরতে সাহায্য করে।

আমি যখন হাইস্কুলের ওপরের শ্রেণির ছাত্র তখন বিলি গ্রাহাম ক্রুসেড নামে একটি থিয়েটার গ্রুপ শহরে আসে এবং আমি এগিয়ে সামনে চলে যাই আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পেতে। আমি যীশুর উদ্দেশ্যে আমার হৃদয় সমর্পণ করি এবং এক পর্যায়ে মঞ্চের পিছনে যাই, যেখানে নেভিগেটর নামে আরেকটি গ্রুপ তাদের পারফর্মেন্সের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি বাইবেলের দুশ সাতাশটি ছত্র মুখস্থ করার কর্মসূচিতে অংশ নেই, অধিকাংশই কিং জেমসের নিউ টেস্টামেন্ট থেকে। এক সাথে আমি সব বলতে পারতাম। এর ফলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হতো আমি তা ভালোবাসতাম। এসবের মধ্য থেকে পঁচিশটি ছত্র আমি লিখে কালো চামড়ার প্যাকেটে পুরে আমার ট্রাউজারের পিছনের পকেটে রাখতাম। একদিন আমার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী বিলি ডি পেটওয়ে'র সাথে ঠেলাধাক্কার সময় প্যাকেটটি মাটিতে পড়ে যায় এবং সে সেটি তুলে নেয়, 'এগুলো কি? রাবার?" তখন ১৯৫৩ সাল এবং নির্বাণ লাভের এই অর্থহীন উদ্যোগের কোনো ব্যাখ্যা ছিল না আমার কাছে। হতাশ হয়ে আমি বলি, 'ওগুলো বাইবেলের বাণী, আমি যেগুলো মুখস্থ করছি।"

এখন আমি আমার নয় বছর বয়সী নাতনি ব্রাইনির জন্যে এ ধরনের একটি প্যাকেট তৈরি করে দেয়ার কথা ভাবি, যাতে থাকবে, শেক্সপিয়র, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার লাইন, বাইবেলের ক'টি লাইনও থাকতে পারে। এছাড়া সি কে উইলিয়ামস, অ্যাগি, ইয়াটস, হপকিন্স, ডিকিনসন, মেরী অলিভারও হতে পারে। কোনো ভবন ছাড়া শূন্য অভয়াশ্রম, মতবাদ, বা যাজক, যেখানে এখন আমাদের কেউ বাস করে যেখানে ঈশ্বর অবস্থান করেন।

ধর্ম ছাড়া জীবন কাটানোর পরীক্ষা অথবা একই সাথে সকল ধর্ম ও সাহিত্যের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রেখে টিকে থাকা স্বাধীনতা ও বহমানতার বিরাট আমেরিকান প্রচেষ্টার অংশ। হেমিংওয়ের 'দি সান অলসো রাইজেস' এ ওয়াল্ডেন পন্ডের কাছে থরোর (Thoreau) ফিরে আসা, নিজের ভাবনাগুলোকে শোনার জন্যে পুরনো স্পেনিশ চার্চে জ্যাক বার্ণসের ফিরে আসা, গোল্ডেন গেট পার্কে জো মিলারের পায়চারি, পুরনো কাহিনিকে কেন্দ্র করে জো ক্যাম্পবেলের জীবনভর কাজ, বিভিন্ন

BanglaBook.org

ধারার প্রতি ওশো রজনীশের মনোযোগ, রাতের বেলায় হাকে'র (Huck) এর নদীতে অবগাহন, আর ই এম গ্রুপের পারফর্মেন্সে মাইকেল স্টিপে'র কণ্ঠে 'Losing my religion...' উচ্চারণ। যে কোনো বিশ্বাসের কাঠামোর বাইরে অনেক শক্তিশালী প্রকাশ ভঙ্গি, অবয়ব এবং পরিভ্রমণ আছে যা রহস্যাবৃত এবং সেটিই 'ফানা' বা নির্বাণ।

ঢেউ এর মাঝে এবং নিচে

ভর দুপুরে মোমবাতি হাতে বাজারে ঘুরছিল
এক লোক, ভাবাবেশে পুরোপুরি আচ্ছন্ন।
তাকে ডেকে এক দোকানি বলে, 'কি হে,
এ কেমন রসিকতা? কাকে খুঁজছো তুমি?"
"যে জন হু...রবে ঐশ্বরিক দম নিচ্ছে তাকে।"
"ভালো কথা, অনেকে আছে, বেছে নাও।"
"কিন্তু আমি তাকে খুঁজছি যে ক্রোধ কিংবা
আকাঙ্ক্ষার মাঝে থাকতে পারে,
একই সাথে সে সত্যিকারের মানুষ।"
"খুবই দুর্লভ ব্যাপার! কিন্তু যা শিকড়ে
থাকে তা তুমি হয়তো শাখায় খুঁজছ।"

একটি নদী আছে যে নদী এইসব
মাইল ফলক উপড়ে ফেলে দেয়।
মানুষের ইচ্ছা এক ধরনের মোহ।
যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর
করায় অহঙ্কারী তারা চরম অনভিজ্ঞ!
ভাবনার কেটলিতে পানি ফুটতে লক্ষ্য করো,
এরপর তাকাও আগুনের পানে।
আল্লাহ কোনো কাজকে বলেন, "তুমি
তো তোমার ধৈর্যের যথেষ্ট মূল্য দাও।
ভেবে দেখো, ওই ধৈর্য তো আমি দিয়েছি।"
BanglaBook.org
পানিকলের গতির সাথে মিশে যেও না।
মাথা ঘুরিয়ে নদীর দিকে তাকাও।
তুমি বলো, "আমি তো ওখানে দেখেছি।"
চোখের মাঝে বেশকিছু লক্ষণ আছে
যা দূরের সমুদ্র পর্যন্ত দেখতে পায়।
হতবুদ্ধি হয়ে পড়াটা এক ধরনের।
যারা ফেনা ও সমুদ্রের তীরে জাহাজ ডুবির
মালামাল ভেসে থাকা লক্ষ্য করে

তাদের কিছু উদ্দেশ্য থাকে এবং
তারা সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবে!
যারা সমুদ্র দেখে তারা সমুদ্র হয়ে যায়
কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে বলতে পারে না।
সৈকতে কামনার গান ও ক্রোধ আছে
ব্যক্তিত্বে সবিস্তার ভাষার নৃত্য আছে
কিন্তু ঢেউ এর ভিতরে এবং ঢেউ এর
নিচে ইচ্ছার স্থান নেই, ভণ্ডামি নেই,
প্রেম শুধু আকার নিচ্ছে এবং
প্রেমের প্রকাশ ঘটছে।

অবিশ্বাসী মাছ

সমুদ্রের পথ মাছের জলজ-আত্মার
এই মাছ পথ, যে মাছ সমুদ্র হয়ে মরে।
মাছ পানির জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে না!
নানা অবয়বে পূর্ণ এই পৃথিবীতে
একমাত্র তোমারই আকার নেই।
আমার একবিন্দু রক্ত দিয়ে
তুমি একটি বিশ্ব সৃষ্টি করেছো।
এখন আমি রীতিমতো দ্বিধাগ্রস্ত।
বিন্দু থেকে সৃষ্ট পৃথিবীকে আমার
মুখ, সুরা পাত্র ও একটি ঠোঁটের
কথা বলতে পারি না।
আমি কেউ নই, মূর্খ রাখাল।
আমার মেষ পাল কোথায়?
রাখাল কি করছে?
যখন তোমার কথা বলি
মুখে তখন কথা জোটে না।
যাকে গোপন পৃথিবীতে অথবা
এই পৃথিবীতে রাখা যায় না
সেই তোমাকে আমি কোথায় রাখবো?
আমি যা জানি, তা এই প্রেম।
আমাকে বিশ্বাসী বলো না,
অবিশ্বাসী বলাই ভালো।

BanglaBook.org

নামহীন এক তারা

ধাত্রী মাতার কাছ থেকে শিশুকে নিয়ে
নেয়ার পর সে সহজে ভুলে যায় তাকে
এবং শক্ত খাবার খেতে শুরু করে।
বীজ অল্প সময় মাটিতে খায়,
এরপর সূর্যের পানে মাথা তোলে।
অতএব, তোমারও উচিত প্রচ্ছন্ন আলোর
স্বাদ গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত কিছু নেই
এমন কোনো কাজের পানে এগিয়ে যাওয়া।
এভাবেই তুমি এখানে এসেছিলে
নামহীন একটি তারার মতো।
অজ্ঞাত সেইসব আলোর সাথে
রাতের আকাশে বিচরণ করো।

নগ্ন

পর্বত খাতে পানির পানে তাকিয়ে প্রেমিক
চায় দ্রুত সেখানে পতিত হতে, হাঁটু গেড়ে
বসতে এবং পূর্ণ সিজদায় অবনত হতে
এক প্রেমিক শোথ রোগগ্রস্ত লোকের মতো
তার প্রেমের জন্যে মরতে চায়, যে জানে
পানিই তাকে হত্যা করবে, কিন্তু
তার পিপাসা সহ্য করতে পারে না।
প্রেমিক মৃত্যুকে ভালোবাসে, যে পথ
খনিজ থেকে সব্জি এবং এরপর পশুতে
রূপান্তরে সাহায্য করে সে পথ আল্লাহর।
একটির সাথে অন্যগুলোর সংযোগ।
অতঃপর পশু আদম হয়ে যায় এবং এর
পরবর্তী ধাপ আমাদের নিয়ে যাবে
BanglaBook.org
কল্পনার ওপারের রহস্যে, যেখানে
ফিরে যেতে হবে আমাদের সকলকে।
মৃত্যুকে ভয় পেয়ো না, তোমার পাত্র
ফেলে দাও নদীতে! তোমার গুণ
হারিয়ে যাবে, কিন্তু মূল চলতেই থাকবে।
তোমার লজ্জা ও ভয় অনুভূত হবে
শীতলতার প্রলেপের মতো।
ঝেড়ে ফেলে দাও ওসব, নগ্ন হয়ে
ধাবিত হও মৃত্যুর আনন্দের দিকে।

মৃত্যুর আগে মরে যাও

বন্ধুর মুখই প্রেমের সূর্য।
অন্য সূর্যালোক তা ঢেকে দেয়।
দিবস এবং দিনের রুটি নিজেদের
জন্যে ইবাদত করতে আসে না,
সে সবের মাঝে যে মহান হৃদয়
এবং তোমার মাঝেও প্রেমের যে যন্ত্রণা
তার প্রশংসা করো। আল্লাহর মাছের
একটি হও, যে মাছ তার প্রয়োজনীয়
সবই সরাসরি সমুদ্র থেকে নেয়,
যে সমুদ্রে সে সাতার কাটে—
খাদ্য, আশ্রয়, নিদ্রা, ওষুধ সবই।
প্রেমিক মায়ের স্তন আঁকড়ে থাকা
শিশুর মতো, যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য
পৃথিবীর কোনো কিছুই জানে না।
তার কাছে সবই দুধ, যদিও সে
সে তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।
কথা বলতে পারে না সে।
মনকে পাগল করে দেয় এই হেঁয়ালি।
কারণ যে খোলে ও যা খোলা হয়
সবই অভিন্ন। এটা মাছের ভিতরের
সমুদ্র, যা মাছ বয়ে বেড়ায়, নদীর
পানি নয়। নদী বিস্তৃত হয়ে
মাছের সাথে সমুদ্রে হারিয়ে যায়।
বীজ খুলে মিশে যায় মাটিতে,
কেবল তখনই নতুন ডুমুর গাছ জন্মায়।
অতএব মৃত্যুর আগেই তোমাকে মরতে হবে।

BanglaBook.org

আশ্রয়

আমি প্রদীপ, মুখ, চোখ, একটি বেদী
দেখতে পাই যেখানে আত্মা অবনত হয়,
আনন্দ ও আশ্রয় পায়। আমার প্রেম
বলে, "এখানে! আমি এখানেই
রেখে যেতে পারি আমার ব্যক্তিত্ব।"
সম্মতি দেয় আমার যুক্তি, "যখন একটি
গোলাপ অবনত হয়ে আবার সোজা

হয়ে দাঁড়ায় সাইপ্রেস গাছের মতো,
তখন কি করে আমি বাধা দেব?”
এমন সমর্পণ সবকিছু বদলে দেয়।
তুর্কিরা আর্মেনীয়দের বুঝতে পারে!
দেহজ কিছুকে পরিত্যাগ করে দেহ,
আত্মা যায় তার কেন্দ্রের দিকে।
ভিক্ষাপাত্রে দেখা যায় পদ্মরাগমণি,
এমন ঘটলে অহঙ্কার করো না।
বিচ্ছিন্ন হয়ে নীরব থাকো, আনন্দে
কাটাও। যে পান পাত্র আসবে
সেটি আনো। কোনো কৌশল নয়,
শান্ত থাকার এবং এই নতুন আনন্দে
থাকার কৌশলের অনুশীলন করো।

উদ্দেশ্য ছাড়া প্রেম

প্রেমের সুনির্দিষ্ট একটি উপায় আছে
যা কারো ভালোবাসার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।
মাটির সাথে পানির অবস্থানকে দেখো,
সবসময় ধাবিত হচ্ছে সাগরের দিকে।
যদিও মাটি পানির পা আঁকড়ে ধরে
চেষ্টা করে পানিকে না যেতে দিতে।
এভাবে আমরাও থাকি সুরা, সুস্বাদু
খাবার, সম্পদ ও ক্ষমতা অথবা শুধু
শুকনা এক টুকরা রুটির সাথে।
আমরা চাই এবং চাহিদা আমাদের
মাতাল করে তোলে, এরপর আসে
মাথা ব্যথা ও তিক্ততা।
BanglaBook.org
এতেই প্রমাণিত হয় যে সংশ্লিষ্টতা
ভূমিকা রাখে এবং আটকে রাখতে চায়।
এখন তুমি অহঙ্কারের সাথে
সাহায্য প্রত্যাখ্যান করতে পারো।
“আমার প্রেম খাঁটি। আল্লাহর সাথে
সজ্ঞাত মিলন আছে আমার।
কিভাবে মুক্ত হবো তা দেখাতে
কারো সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই।”
কিন্তু শুধু এটাই ব্যাপার নয়।

উদ্দেশ্য ছাড়া প্রেমই খাঁটি প্রেম।
বাকি সব কোনো মর্ম ছাড়া ছায়া।
তুমি কি কাউকে তার নিজের
ছায়ার প্রেমে পড়তে দেখেছ?
আমরা সেই কাজটিই করেছি।
আংশিক প্রেম ছেড়ে পুরো প্রেমে পড়ো।
যে এমন করতে পারে সে কোথায়?
যাদের হৃদয় আশির্বাদ বয়ে
সবকিছুর ওপর তা ছড়িয়ে দেয়
তারা অতি দুর্লভ। তোমার ভিক্ষুকের
জোব্বা খুলে ফেলে তাদের উদারতা
গ্রহণ করো। তা থেকে কোনো কিছু না এলে
শুধুই বস্ত্রই বিনষ্ট হবে, যেভাবে
ধারাল পাথরে টুকরা টুকরা হয়ে যায়
তোমার নিষ্ঠা। নিষ্ঠাকে অক্ষত রেখে
স্বচ্ছতার প্রয়োগ করো। একে যুক্তি কিংবা
উপলব্ধিতে সক্ষম যাই বলো না কেন
তোমার ভিতরেই আছে সিদ্ধান্তের শক্তি;
যা জানে কি নিতে হবে, আর কোনটি
থেকে ফিরে আসতে হবে।

বাড়ির পথ

গম মাড়াই এর স্থান থেকে, গমের
বিশাল স্তূপের মাঝ দিয়ে এক পিঁপড়া
তড়িঘড়ি যাচ্ছিল চারদিকে ছড়িয়ে
থাকা প্রাচুর্যের কোনো কিছু না জেনে।
পিঁপড়া ভাবে গমের একটি দানাকে
ঘিরেই আবর্তিত তার ভালোবাসা।
অতএব, নিবেদিত হওয়ার জন্যে
আমরা ছোট্ট একটি বীজ বেছে নেই।
BanglaBook.org
এই দেহ একটি পথ বা একজন শিক্ষক।
চারদিকে এবং আরও দূরে তাকাও
প্রতিটি মানুষের মূলই দেখতে পায়,
সেই মূল-দৃষ্টি ভিতরে কি নেয়,
প্রকট হয়ে ওঠে অস্তিত্ব।
শনি গ্রহ, সোলেমান! সোরাহিতে

উঠে আসে সমুদ্র এবং তুমি এটাকে
মাছের ভিতরে সন্তরণ বলতে পারো।
এই রহস্য তোমার আকাঙ্ক্ষায় শান্তি
এনে দেয় এবং বাড়ির রাস্তা তৈরি করে।

বেরিয়ে এসে কিছু দাও

প্রত্যেক নবী যেন কোনো ভিখারির হাঁক,
"আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিন, দয়া করে
আল্লাহকে কিছু দান করুন।"
যাদেরকে তারা বলেন নিতান্তই দুঃস্থ,
তবু নবী ও শিক্ষকেরা দ্বারে দ্বারে যান।
বেহেশতের দরজা তাদের জন্যে উন্মুক্ত
হলেও রুটির টুকরা ভিক্ষা করেন।
তারা যে রুটি পান তা তারা খান।
কিন্তু তাদের চাওয়া ক্ষুধার কারণে নয়।
তারা রুটি খান, একথা বলো না।
তারা ভোজন করেন উজ্জ্বল আলো।
আল্লাহ বলেন, রুটি খেতে বা সুরা পানে
সবসময় মাত্রা বজায় রেখো।
কিন্তু আলো গ্রহণের বেলায় আল্লাহ
কখনো সন্তুষ্ট হতে বলেননি।
এক শিক্ষককে আল্লাহ পৃথিবীর
সম্পদ দিলে তিনি বললেন, "আল্লাহর
সাথে প্রেমের বিনিময় অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত!"
ভৃত্য তার কাজের পুরস্কার আশা করে।
প্রেমিক শুধু প্রেমিকার সান্নিধ্য চায়,
প্রেম এক সমুদ্র, যার গভীরতা
কখনো জানা যাবে না।
BanglaBook.org
একথা বলা যাবে না! হুশাম চলো,
রাস্তায় ভিক্ষা করছে যে শিক্ষক
তার কাহিনিতে আমরা ফিরে যাই।
তার কথা শোনো; "প্রেম বেপরোয়া,
প্রেম কেটলির মতো সমুদ্রকে ফোটায়,
পাথুরে পর্বতকে ধুলিতে গুড়িয়ে দেয়।
আল্লাহ মুহাম্মদকে ভালোবেসে বলেন,
'তোমার জন্যে না হলে আমি পৃথিবী

সৃষ্টি করতাম না।' প্রেম বলে,
'এই পৃথিবী একটি ডিম, তুমি ছানা।'
সবকিছু সাহায্য করে এটা বুঝতে।"
অবনমিতের ধারণা দিতেই মাটি নিচু।
বসন্তের সবুজের আবির্ভাব আমাদের
মাঝে রসায়নের বিক্রিয়া বুঝানোর জন্যে।
প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে
দরবেশের মতো অনুনয় করে
বের হয়ে এসে কিছু দিতে।

মানুষের সমান দুটি মোমবাতি

মধুর মতো একটি বাণী আসে তোমার
হৃদয়ে; সাত বন্ধু ও একটি কুকুর
তিনশ' নয়দিন ঘুমিয়েছিল, যখন
আল্লাহর বাতাস কখনো এক পাশে
আবার কখনো অন্য পাশে তাদের
ফিরিয়েছে বিশ্রাম নিতে।
ঘুমানোর আরও একটি উপায় আছে,
যা এড়িয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করি আমি।
এই বিশ্রাম দুঃখের ছায়ার পিছনে
আনন্দের সন্ধানে অবিরাম দৌড়ানো।
অথবা সারাক্ষণ দুঃখের পিছু নেয়া,
সাক্ষাতের সম্ভাবনায় উল্লসিত হওয়া।
সামনে-পিছনে করার প্রক্রিয়া বর্জনে
আমাদের সাহায্য করো, কোনটা ভালো
আর কোনটা মন্দ, ভেজা ও শুকনা
নির্ণয়ে মোহের বিকল্প প্রয়োগ করো।
কুমীর যা কিছু গিলে ফেলে তা কুমীরে
পরিণত হয়। দুটি মানুষের সমান
মোমবাতি আগুনের পানে হেঁটে যায়।
BanglaBook.org
সংখ্যা ও শব্দে ভরা কাটা এক টুকরা
কাগজ পানিতে পড়ে ফিকে হয়ে
পানির সাথে বয়ে চলে যায়।

বিয়ের আশীর্বাদ

এই বিয়ে হোক হালুয়ার সাথে মদিরা ও
পানির মাঝে মিশে যাওয়া মধু।

খেজুর গাছের পাতা ও ফল হোক
এই বিয়ে। রমণীরা একত্রে হাসুক দীর্ঘদিন,
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্যন্ত।
আমাদের জন্যে এই বিয়ে বহু কিছু
জানার, এই বিয়ে সৌন্দর্য।
হালকা নীল আকাশে একটি
চাঁদের মতো এই বিয়ে।
চেতনার সাথে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া
নীরবতায় পরিণত হোক এই বিয়ে

দোলায়মান এক অস্তিত্ব

প্রেম কোনো করুণা বা দাক্ষিণ্য নয়,
কখনো ছিল না, গ্রন্থও নয়,
কাগজের ওপর কোনো দাগ নয়,
এমনকি মানুষ একে অন্যের ব্যাপারে
যা বলে বেড়ায় তাও নয়।
প্রেম শাখাশোভিত এক বৃক্ষ
যা পৌঁছে যায় অমরত্বে এবং
শিকড়ও গভীর অনন্তে পোতা,
যার কোনো কাণ্ড নেই!
তুমি কি গাছটি দেখেছ?
মন পারে না, আকাঙ্ক্ষাও নয়
এই প্রেমের জন্যে কামনার অনুভব
আসে তোমার ভিতর থেকে।
তুমি বন্ধুতে পরিণত হলে
তোমার কামনা সমুদ্রে পতিত
ব্যক্তির মতো, যে ভেসে আছে
BanglaBook.org
এক খণ্ড কাঠ আঁকড়ে ধরে।
শেষ পর্যন্ত কাঠ, মানুষ ও সমুদ্র
দোলায়মান অস্তিত্ব হয়ে ওঠে।
তিনি তাবরিজের শামস,
আল্লাহর রহস্য।

২৬. মানুষের দুঃখ :
পৃথিবীকে খাওয়ার জন্যে আমরা প্রেরিত

কাটাছেঁড়া করার মাঝেও উপশম আছে, এর ফলে আমরা আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠি। নিঃশর্ত প্রেমের প্রান্তরে প্রবেশের জন্যে এক ধরনের যাতনার প্রয়োজন আছে।

চুল্লির উত্তাপ আমাদের জন্যে রুটি তৈরি করে, যা খেতে সুস্বাদু এবং তা সবার জন্যেই পুষ্টিকর। রুমী সবসময় দুঃখ ও হতাশার ব্যাপারে সমর্থন দিয়েছেন। সবকিছু নেতিবাচক হলেও ইতিবাচক সাড়া দিতে তিনি ব্যগ্র ছিলেন।

রুমী দুঃখ ও দুঃখের ছায়াকে গলধকরণ করেন এবং তার হতবুদ্ধির মধ্যে এসবের পরিপাক করেন, আমিত্বকে সমর্পণ করেন, এরপর চেষ্টা করেন সহজসরল জীবন যাপনের এবং উদারতার।

আকাঙ্ক্ষা করে করে আমি বিধ্বস্ত
আগে যে দুঃখ অনুভব করেছি, সে দুঃখে
এখনো পরিপূর্ণ আমার হৃদয়,
কিন্তু এবারের দুঃখ আরও তীব্র।

কেন্দ্রভূমি প্রেমের তাড়া দেয়,
আত্মা মূলের দিকে খুলে যায়।
তোমার বিশেষ যাতনা ধরে রাখো
সেটিও তোমাকে নিয়ে যাবে আল্লাহর কাছে।

এই ভাঙাচোরা হাঁড়ি

যা তুমি অনুভব করো তা তোমার
যা থেকে তোমাকে দূরে রাখে বন্ধু।
সে তোমার ক্ষত সারাতে কিংবা
তোমাকে আরও যন্ত্রণা দিতে পারবে না।
BanglaBook.org
নিশ্চিত বা অনিশ্চিত না হয়ে
সে তোমাকে চলার মধ্যে রাখবে।
রাতের সিদ্ধান্ত পরদিন অদ্ভুত মনে হয়।

যখন ঘুমাও তখন কোথায় থাকো তুমি?
প্রতারকের মাথায় ঘুরপাক খায় দুষ্টবুদ্ধি,
উপত্যকায় যদি অস্থির থাকো তাহলে
তুমি সমুদ্রের পানে যাও। আলোর
দিকে ফিরে আগুনে পতিত হও।
কে নাড়াচ্ছে ভাঙাচোরা পাত্র?
আকাশ তোমার কাঁধে জোয়াল জুড়ে
দিচ্ছে একটি খুঁটিকে উল্টে দিতে।
শিক্ষকরাও ছাত্রদের মতো বুদ্ধিহত।
যে সিংহ তোমাকে হত্যা করেছে এখন সে
ভাবছে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে,
নাকি এখানেই টুকরো টুকরো করবে।
কিছু কাটাছেঁড়া আছে যা আসলেই
উপশম আনে, তোমাকে আরও জীবন্ত করে!
একটি সিংহ তোমাকে থাবায় ধরে রাখে,
সুর তুলতে নিসপিস করে আঙুল।
ধাতব কেন্দ্র থেকে ঘুরপাক খায় কম্পাস,
কেউ যুদ্ধাস্ত্র ভালোবেসে বড় হয়,
কেউ পরিধান করে সূতীর কাপড়।
আমার মতো অন্যেরা পছন্দ করে
কথামালা, যাকে বলা হয় কবিতা।

কোমল এক বালিকা

মানুষ হওয়াটাই ভয়াবহ দুঃখের।
আমাদের পান করতে দাও
সকল অংশ, কিন্তু ভিন্নতার সাথে
BanglaBook.org
আমরা জুনাইদ ও বেস্তামির সাথে বসি,
এখানে যে চাদের উদয় হচ্ছে
মেঘ দিয়ে তা ঢাকা যাবে না।
প্রেমিকদের কোনো মৃত্যু নেই।
কে আত্মসংযমী? আমরা যখন
নিঃস্বার্থ কাজের তরবারি বের করি
তখন কোমল এক বালিকা বের হয়ে আসে।
এই মাটি নারী পুরুষ উভয়কেই গ্রাস করে,
আর আমাদের পাঠানো হয় পৃথিবীকে খেতে।

এই স্থান আমাদের আগামীকালের
সাথে মুর্খে পরিণত করতে চেষ্টা করে।
আগামীকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করো,
যা আমরা কাটাতে চাই শুধু 'এই এখনকে'
উপভোগ করে। আমাদের মানুষ হওয়াকে
উদযাপন করতে আমরা রাতে জড়ো হই।
কখনো আমরা নিচু কণ্ঠে তাম্বুরাকে বলি,
মাছ সমুদ্র পান করে, তাতে সমুদ্র
ছোট হয়ে যায় না! আমরা মেঘ ও
সন্ধ্যার আলো ভক্ষণ করি আমরা তো
শাহী সুরা চেখে দেখার দাস।

মৃত্যুর হুমকি

নিরাপত্তার জন্যে নির্জন এক স্থানে
রাখা হয়েছে সোনা, যেখানে কেউ
কখনো যায় না, সহজে সনাক্ত
করার মতো পরিচিত নয় সে স্থান।
প্রবাদ আছে, বিষাদের মাঝেই লুকিয়ে
থাকে আনন্দ। বিভ্রান্ত হয় মন
কিন্তু আত্মা নামের শক্তিশালী সেই
পশু জীবন্ত এক প্রাণী হয়ে ভেঙ্গে
ফেলবে খোয়াড়ের বেস্টনী।
প্রেম জ্বালিয়ে দেয় সকল সংকট,
রাতের ছায়ামূর্তি যেভাবে বিতাড়িত
হয় দিনের আলোতে। তোমার প্রশ্নের
মাঝেই অনুসন্ধান করো উত্তর।
প্রেমের প্রান্তহীন এলাকার এক কোণে
BanglaBook.org
থেকে তুমি দেখতে পাবে দরজা,
যা পূর্ব বা পশ্চিম কিংবা
আর কোনো দিকে যায় না।
তুমি প্রতিধ্বনি অন্বেষণকারী পর্বত!
আঘাত পেলেই বলে, হে আমার রব!
যা তোমাকে অবনত করে এবং
তোমাকে চিৎকার করতে বাধ্য করে
তার মাঝেই উত্তর নিহিত।

যন্ত্রণা আর মৃত্যুর হুমকির
কারণেই এমনটি হয়।
এর ফলে তুমি পরিচ্ছন্ন হয়ে যাও।
এ অবস্থা কেটে গেলে আর কোনো
উদ্দেশ্য থাকে না তোমার। এরপর
তুমি আর জানো না যে তোমার
কি করণীয়, কোথায় যেতে হবে।
এর কারণ, তোমার দরজা আর
তোমার থাকে না, কখনো বন্ধ থাকে,
কখনো সেখানে পৌঁছা দুরুহ হয়ে যায়।
আকাঙ্ক্ষায় কখনো তোমার জামাকাপড়
ছিন্নভিন্ন একাকার হয়ে যায়।
বুদ্ধিমত্তা এক সময়ে তোমাকে আছন্ন
করে রাখে, এরপর থাকে সার্বজনীনতা।
সময় ছাড়িয়ে স্থান করে নেয় বুদ্ধিমত্তা।
হে পুত্র, তোমার প্রশ্ন করার মেধা
বিক্রি করে দাও, আর কিনে নাও
হতবাক করার মতো আত্মসমর্পণ।
সহজভাবে ও সাহায্যকারীর
মতো বাঁচো। অতি মর্যাদাসম্পন্ন
পাঠক্রম সম্বলিত বোখারা বিশ্ববিদ্যালয়ের
কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

বিশটি ছোট কবর

এক রমণী ছিল যে প্রায় প্রতিবছর
একটি করে সন্তান ধারণ করত।
কিন্তু জন্মের পর সন্তানগুলো
কখনো ছ'মাসের বেশি বাঁচেনি
BanglaBook.org
সাধারণত তিন কিংবা চার মাস
তারা চলে পড়তো মৃত্যুর কোলে।
মহিলা দীর্ঘ সময় ধরে দুঃখ করত,
প্রকাশ্যে বলতো, 'আমি ন'টি মাস
ধরে গর্ভধারণের কষ্ট সয়েছি,
কিন্তু আমার আনন্দ রংধনুর
চাইতে দ্রুত হারিয়ে গেল।'
এভাবে বিশটি সন্তান চলে গেল
জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ছোট্ট কবরে।

এক রাতে সে একটি স্বপ্ন দেখলো।
দেখলো, নিঃশর্ত প্রেমের একটি স্থান,
সেটি কোনো উদ্যান বা উদ্যানের উৎস।
কোনো মানুষের চোখ দেখতে পায় না
এর অদৃশ্য আলো। প্রদীপ, সবুজ
ফুল—এসব তো শুধু তুলনার জন্যে
যাতে হতবাক করার মতো কিছু কিছু
প্রেম সুবাস আহরণ করতে পারে।
মহিলা খাঁটি মহিমা দেখতে পেল
এবং দেখে মাতাল হয়ে পড়ল।
মাটিতে পতিত হলো সে।
এ দৃশ্য প্রদর্শনকারী তখন বলল,
"যারা নিষ্ঠার সাথে নিদ্রা থেকে জাগে
সকালের খাবার তাদের জন্যে।
যে বিয়োগ যাতনা তুমি সহ্য করেছো
তা এসেছে যখন তুমি আশ্রয় নাওনি।"
মহিলা বলল, "হে প্রভু আমাকে
আরও দুঃখ দাও, যদি আমি
এখানে আসতে পারি তাহলে
আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেল।"
এরপর সে যা দেখতে পেয়েছে
সোজা হেঁটে গেল তার সামনে।
তার সব সন্তান সেখানে উপস্থিত।
আবেগে সে বলে উঠল, "তোমরা
আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেলেও
আমি তোমাদের থেকে হারাইনি।"
দুঃখের এই বিরাট প্রকাশ ছাড়া
কেউ আত্মায় প্রবেশ করতে পারে না।
আমি দুঃখকে দেখেছি এক পাত্র
বিষাদ পান করার মতো এবং
বলেছি, "এর স্বাদ মিষ্টি। তাই নয় কি?
বিষাদ উত্তর দেয়, "তুমি ঠিকই ধরেছো,
এবং আমার কাজের সর্বনাশ করেছো।
এখন কি করে আমি দুঃখের ফেরি
করব, যখন তুমি জেনে গেছো
যে এটি একটি আশির্বাদ?"

BanglaBook.org

টক, ময়দার তাল, নরম ও কাচা

আমাদের হৃদয় এক না হলে লাভ কি?
দেহ আর আত্মা যদি নৃত্য না করে
রঙিন জামা পড়ায় আনন্দ কোথায়?
বাড়িতে যদি কোনো খাবারই না থাকে
কি প্রয়োজন রান্নার হাঁড়ি পাতিলের?
পৃথিবী তাজা রুটি, অম্বর, মৃগনাভি
এবং আরও অনেক সুবাসিত জিনিসে
পরিপূর্ণ, কিন্তু যার ঘ্রাণশক্তি নেই
এসবের কি অর্থ আছে তার কাছে?
আগুন থেকে দূরে থাকলে তুমি
টক, ময়দার তাল, নরম ও কাচা
হয়ে থাকবে। তোমার চারপাশে
হয়তো সুন্দর সদ্য সেঁকা রুটি আছে।
কিন্তু ওই বন্ধুরা কাজে আসবে না।
তোমাকে অনুভব করতে হবে
চুলার আগুন।

আমি তো জানতে পারিনি যে
আকাঙ্ক্ষার যদি অনুভূতি না থাকে
তাহলে প্রেমের যথার্থতা কোথায়।
কোনো কিছুতে বাড়াবাড়ি করলে
তা বিরক্তিকর একঘেঁয়ে হয়ে যায়।
তোমার প্রতি শুধু উচ্ছ্বাস থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৭. ভিতরের সূর্য : আর সান্নিধ্য নয়

সান্নিধ্যের মতো স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর কোনো কিছুতে হতে পারে না। সবকিছু অব্যাহতভাবে ভেঙে যাচ্ছে আবার পুনরায় গঠিত হচ্ছে, যাকে বলা হয় 'ফানা' ও 'বাকা' আল্লাহর মাঝে লীন হওয়ার বুনো উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা এবং এরপর সাহায্যের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দেয়া সদয় হাত ধরে ফিরে আসা।

এই গতিই রুমীর কাব্যের বিষয়বস্তু, অথবা এভাবে বলা ভালো যে, তার কবিতা উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খেলা উপভোগ করে। এ খেলা চলে মনের ভিতর দিয়ে, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, গভীর নীরবতা, অস্তিত্বের পুরো সংলাপমূলক নৃত্য ও টিকে থাকার মাধ্যমে। ফুল ও মাছ তাদের নড়াচড়ার মধ্য দিয়ে ক্যালিগ্রাফি আঁকছে। প্রতিটি মানুষের অভ্যন্তরে বাইরে ও ভিতরে সূর্য একত্রে গুঞ্জন করছে। তাদের উজ্জ্বলতার মূল বক্তব্য হচ্ছে, এখানে আমরা কে। এমন আগুনের সঞ্চরণশীলতার কাহিনি আমার পছন্দ।

বাল শেম টভ নামে এক ধ্যানী পুরুষের সামনে যখন কঠিন কাজ আসত তখন তিনি জঙ্গলের ভিতরে নির্দিষ্ট এক স্থানে গিয়ে আগুনের কুন্ড তৈরি করে ধ্যানে মগ্ন হতেন। তার মাঝে যে স্বতস্ফূর্ত প্রার্থনার অনুরণন হত তার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত।

এক প্রজন্ম পর মেসারিটজের মাগিদকে একই ধরনের কাজ করতে বলা হলে তিনি তিনি জঙ্গলে গিয়ে বলেন, 'আমি তো জানি না যে কি করে আগুন জ্বালাতে হয় ও ধ্যানে নিমগ্ন হতে হয়। কিন্তু আমি প্রার্থনা করতে জানি।' যা ঘটার ছিল তা ঘটে যায়।

আরও এক প্রজন্ম পর সাসোভ এর মোশে লেইব এর ওপর পড়ে অনুরূপ কাজের দায়িত্ব। তিনি জঙ্গলে গিয়ে বলেন, 'আমি আগুনের পাশে ধ্যান ও প্রার্থনার কিছু জানি না। তবুও আমাকে এখানে আসতে হয়েছে যেহেতু এখানে বাল শেম টভ ও মাগিদ এসেছিলেন। আমার মনে হয় এটুকুই যথেষ্ট।' এবং তিনি গেছেন। আরও বিশ বছর পর রিশিনের ইসরাইলকে ডাকা হয় এই কাজের জন্যে। তিনি বলেন, 'আমি জায়গাটি চিনি না, আগুন, ধ্যান বা প্রার্থনার কিছুই জানি না। কিন্তু এখানে টেবিলের পাশে বসেই আমি বলতে পারি যে, কীভাবে কাহিনিটির জন্ম।' সর্বত্র কাহিনির প্রতিক্রিয়া একই রকম। আগুনের পাশে বসে ধ্যান, এবং প্রার্থনা যা বাল শেম টভের দ্বারা, মাগিদ ও মোশে লেইব এর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে সবই অভিন্ন।

BanglaBook.org

কোনো ব্যক্তি কাহিনিটি অনুসরণ করে বলতে পারেন যে, একটি জীবন্ত ঘটনার অবক্ষয়। অথবা কেউ এর মাঝে খুঁজে পেতে পারে রহস্যময়তা। কে কীভাবে ধ্যানমগ্ন হল বা প্রার্থনা করল তাতে রহস্যময়তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। ঈশ্বর ও মানুষ এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে মৌলিক যোগসূত্র তা যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় ঘটতে পারে। এর কোনো ক্ষয় নেই এর মহিমা কখনো ম্লান হয় না। আমিও আশা করি রুমীর কবিতা, এমনকি তা যদি অনুবাদও হয় সেই কবিতার মধ্য দিয়ে রুমী ও শামসের মধ্যেকার বন্ধুত্বের রূপান্তরের মূল সুর খুঁজে পাওয়া যায়। সূর্য পূর্ণ আলো নিয়ে পুনরায় যেভাবে আবির্ভূত হয় ঠিক তেমনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাদের বন্ধুত্ব।

স্তনের শুশ্রূষাকারী আমার হৃদয়

আমার হৃদয় যার শুশ্রূষা করে
তুমি সেই স্তন, আল্লাহর ছায়া,
সূর্যও তো কোনো ছায়া ফেলে না।
এ পৃথিবীর উপাদান গুলোকে নাড়া
দাও তুমি, প্রেমিককে দাও প্রেম
এছাড়াও তুমি দাও নাচের মুদ্রা।
ভাবনাকে জ্বালিয়ে ছাই করো,
যে দিকে তোমার মর্জি সেদিকে ফিরো।
আত্মা এক চোখে ক্ষীণ আলো দেখে
এবং সেখানে যায়,
দন্তহীন বুড়ো প্রেমের গান গায়
মন হারিয়ে ফেলে মনোযোগ
অস্তিত্ব ছাড়িয়ে, অনুপস্থিতির বাইরে
কোমলতার যে পর্বতে আমরা
আত্মগোপন করে আছি সেখানে
একটি ফোঁকর দিয়ে আমাদের
লক্ষ করছেন তাবরিজের শামস।

আর সান্নিধ্য নয়

আর কোনো মর্মার্থ নয়, এখন আমার
BanglaBook.org
আনন্দ ভিতরের সূর্য ও ভিতরের
চাঁদের সাথে। দুটি বিশ্ব আর
পরস্পরকে ইশারা করছে না
কোনো অবয়ব আসে না মনে।
কী সম্পর্ক থাকতে পারে
ক্লান্তির সাথে এই পরিত্যাগের,

আমি এক উদ্যান থেকে আরেক
উদ্যানে যাই, ঢেউ এসে আছড়ে
পড়ে আমার নৌকায়, সাগরের শিখা
তাজা ফুলের মতো এবং মাছের
ক্যালিগ্রাফির মতো উজ্জ্বল।
চলো দেখি, কী আঁকছে ওরা।
আর সান্নিধ্য নয়। প্রকৃতির সবুজ
রং স্বয়ং আমাকে অনুনয় করছে
শামস যা দিয়েছেন তাতে ডুব দিতে।

খোলা বাতাসে

আমাকে বলো, এমন কোনো আশির্বাদ কি
আছে যা থেকে কেউ না কেউ বাদ পড়েনি?
মরুর সৌন্দর্য দিয়ে গাধা কী করবে?
প্রতিটি আত্মারও প্রয়োজন ভিন্ন শুশ্রূষা,
সতর্ক থেকো যদি তোমার খাদ্য বা আকস্মিক
কিংবা কোনো কিছু যদি তোমার আসল
প্রকৃতিকে ভোজন করায়। যারা মাটি খায়
তাদের মতোও হতে পারে, মানুষ ভুলে
গেছে যে তাদের প্রকৃত খাদ্য কী।
তাদেরকে হয়ত ব্যাধি খাওয়ানো হচ্ছে
আমাদের আসল খাদ্য হচ্ছে সূর্য।
কিন্তু যাদের সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ
ঘটে তাদের থেকে আমরা পুষ্টি গ্রহণ করি।
BanglaBook.org
একটি পাত্র থেকে দেহ ও ব্যক্তিত্ব নেই।
কারো সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় এবং
কিছু কিছু জিনিস ভরে দেয়া হয়।
গ্রহ যায় গ্রহের কাছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত
হয় দুটিই। একজন পুরুষ ও এক রমণী
মিলিত হলেই আসে একটি নতুন শিশু।
লোহা আর পাথরের মিলনে স্ফুলিঙ্গ উঠে
মাটি শুষে নেয় বৃষ্টি, রসাল হয়ে উঠে ফল।
পাকা ফলের উদ্যানের মাঝ দিয়ে হাঁটি
উৎফুল্ল হাসি প্রবেশ করে আমাদের হৃদয়ে
তা থেকে আবির্ভূত হয় উদারতা।

খোলা বাতাসে ঘুরে বেড়ালে ক্ষুধা বাড়ে
সূর্যালোক থেকে আসে উজ্জ্বল মুখ
লাল গোলাপের রং পৃথিবীর সেরা রং
এই যোগসূত্রগুলোতে আছে রাজকীয়তা,
অদৃশ্য জাঁকজমক। খাঁটি অস্তিত্ব হয়ে
ওখানেই বাস করো। দশ দিনের খ্যাতির
জন্যে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ো না।
যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না আমার
সাথে সেই সূর্যের চারপাশে ঘুরো।
আমি যে সূর্যের কথা বলছি তিনি শামস।
তার আলো ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না।
ঠিক যেমন মাছের প্রয়োজন পানি
শ্রমিককে যেভাবে ব্যস্ত দেখা যায় কাজে
নিরঙ্কুশের তৃণভূমিতে যেভাবে চড়ে বেড়ায়
প্রতিটি জীবন্ত অস্তিত্ব; মোহাম্মদের
ঘোড়া বোরাক, আরবি ঘোড়া, এমনকি
গাধা পর্যন্ত প্রতিটি জীব সেখানে চড়ে।
এটা তাদের জানা না জানায় কিছুই
আসে যায় না। সূর্যের প্রতি যারা ঈর্ষান্বিত
হুশাম তাদের পাগলামি নিরাময় করে।
তাদের চোখে মলম লাগিয়ে দাও
এবং দেখতে দাও যে তারা যা চায়
তা হল আলোর নিভে যাওয়া।

হৃদয়ের চোখ

সুন্দরী রমণীও তোমার জন্যে দুঃস্বপ্নে
পরিণত হতে পারে যেভাবে বিকশিত
BanglaBook.org
উদ্যানের মতো ভাবতে শুরু করতে পারে
কুয়ার তলদেশে জমে থাকা কাদা।
তোমার হৃদয়ের চোখ সারাক্ষণ খোলে
আবার বন্ধ হয় তার রসায়ন অনুসারে।
এই সব মরীচিকার পিছনে একজন
আছেন যিনি তোমার প্রেমকে ধারণ
করেন তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মাঝে;
প্রতিটি আবির্ভাবে যা সৃষ্টি হয় তা শেষ
হয়ে যেতে পারে তাৎক্ষণিক এক গ্রাসে।

গভীর মহত্ত্ব

নৈকট্যেরও রকমফের থাকে,
শুধু বেঁচে থেকেই প্রতিটি প্রাণী
তার সৃষ্টির কাছাকাছি থাকে।
কিন্তু শুধু বেঁচে থাকার চাইতেও
গভীরতর কিছু মহত্ত্ব আছে।
সূর্য সাধারণত উষ্ণ রাখে
পর্বতেরপাদদেশ কিন্তু
আলোকিত রাখে সোনার খনির
সুড়ঙ্গ পথকে। ঝোপঝাড় কখনো
জানবে না সূর্যের সাথে সোনার
কী সম্পর্ক। গাছের মৃত শাখা থাকে
আবার প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ
জীবন্ত শাখাও থাকে, একটি শাখায়
সূর্য ফুল ও ফল ফোটায়,
আবার অন্যটিকে বিশুষ্ক করে।
ওই ধরনের উচ্ছ্বসিত হয়ো না,
যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে
আসায় লজ্জা বোধ করে।
অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিবেচক পাগলে
পরিণত হও যাতে অতি বিচক্ষণ
লোকেরাও অনুসরণ করে।
ইঁদুরের সাথে খেলা করার
জন্যে বিড়াল হয়ো না।
প্রেম সিংহের পানে যাও,
কল্পনায় তুমি নিজেকে খুব
বেশি স্ফীত করে তুলেছ।
বরং খিজিরের আত্মা পান করো,
তিনি মৃত্যুর সময়ও পিছু হটেন না।
পুরো শীতকাল জুড়ে তুমি পানির
কলসি বানিয়েছ বরফ দিয়ে,
গ্রীষ্মে বরফ গলে গেলে তা কী করে
পানি ধারণ করবে?

BanglaBook.org

২৮. ত্যাগ : মিশর ছেড়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করো

দাসত্বের পরিস্থিতিতে বসবাস করার মধ্যেও আরাম আছে। এবং, বিক্ষিপ্ত ঘুরে বেড়াবার শুষ্ক দিনগুলোও রয়েছে যখন আমরা সেই স্বস্তি ও পরিতৃপ্তিবোধকে পিছনে ফেলে স্বাধীনতার পথে আমাদের যাত্রা শুরু করি।

মিশরকে স্মরণ করো

তুমি সফরের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বিগ্ন
কোরআনের সেই জায়গাটি আবার
পাঠ করো, যেখানে মুসা ইহুদিদের
নিয়ে যাচ্ছেন দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে।
আরও অর্থ লাভের জন্যে এতটা
উন্মাদ হয়ে পড়েছ তুমি।
স্মরণ করো, যাযাবরের মতো ঘুরে
বেড়ানোর সময় কী ছেড়ে গিয়েছিল
তারা। এতই যদি তোমার কষ্ট লাগে
তাহলে ফেলে যাওয়া উদ্যান ও বাড়ির
কথা ভাবো, একটি সম্প্রদায়কে তুমি
সমস্যার মধ্যে ফেলেছিলে, অসংখ্য
ঝর্নার কথা পড়ো, যেগুলো পেরিয়ে
তারা এগিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা পেতে।
তোমার পরনের জামায় রাজসিক
মর্মার্থ ছিল, আনন্দে মত্ত ছিলে তুমি,
স্মরণ করো, কীভাবে ধুলায় ক্ষয়ে যাবে
তোমার মুখ, 'তুমি ও তোমার সম্পদ।'
BanglaBook.org
"তোমার পূর্বপুরুষদেরকেও অনুরূপ
উদ্যান ও ঝর্না ছেড়ে যেতে হয়েছিল।"
শবযাত্রা দেখে তুমি হেসেছিলে
তুমি সেই প্রেমের ভাষা,

বাতাসকে পরিমাপ করো স্তবকে
স্মরণ করো এক দেশ থেকে আরেক দেশে
ঘুরে বেড়াবার চল্লিশ বছরের ত্যাগ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবাদ

হেকিম তার উদ্যানে হলুদ ফুলের
কাছে গিয়ে ঝুঁকে বলেন, "সামান্য
পানিই তোমাকে গোলাপে পরিণত
করবে।" লাল ও গেরুয়া, এসব
আমরাই নিয়ন্ত্রণ করি, তবুও মাটির
সৌন্দর্য আমাদের থেকে, আমাদের
দয়াশীলতা ও ঐশ্বর্য থেকে কেড়ে
নেয়। মাটির সৌন্দর্য নির্জীব করে
এবং ব্যর্থ হয়। এবং এটাই ঘটে থাকে
এই সম্প্রদায়ের তস্করদের ক্ষেত্রে।
এখন সকাল, তুমি যা কিছু নিয়েছ
তার সব ফেরত দেয়ার সময়।
এরপর রাত আসে এবং তারকারা
কথা বলতে শুরু করে।
প্রেমদেবী : আকাশের এই অংশ
আমার। চাঁদ বলে, কিন্তু এই
জায়গা পর্যন্ত আমার ভূখণ্ড।
বৃহস্পতি অদ্ভুত এক মুদ্রা বের
করে শনিগ্রহকে দেখায়।
টেবিলের মাথায় বসা বুধ বলে,
পুরো আকাশটাই তো আমার
যেহেতু সকল লক্ষণের সূচনাই
এখানে, এই ওপরে। আমরা
জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব বিতর্কের
BanglaBook.org
ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি আমাদের সাহায্য
প্রার্থনা করেন। সূর্য তার চত্বর
থেকে ঘোড়ায় উঠলে আমরা
তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাই।
'কাল আবার ফিরে এসো।'
যিনিই উৎসর্গীকৃত তিনি আবার
জেগে উঠেন আনুষ্ঠানিকতা
ও অবকাশের সময় হিসেবে।

তাবরিজের শামস সেই পরিবর্তনের
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন।
কিন্তু তিনি এখন কি তা বলা যায় না,
যেন দূরের কোনো তারা জলপাই গাছের
নিচু শাখায় উদিত হয়েছে।

কণ্টক আহরণ

মহানবী বলেছেন, "এখন আল্লাহর
নিশ্বাস নেয়ার দিন, তোমার কান ও
মনকে কোনো প্রভাবের জন্যে তৈরি
রেখো এবং সেগুলোকে ধরে রাখো।"
এভাবে ঐশ্বরিক নিশ্বাস আপতিত
হয় এবং তোমাকে ঘুমন্ত দেখে তোমার
জীবন অন্য কোনো দেহে চালান করে।
এবার আরেকটি দম আসে!
কিছুতেই এটিকে হারাতে দিয়ো না,
উত্তেজনার মাঝেও তুমি বুঝতে পার
যে এর নির্বাপিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে
আসছে, ঠিক যেভাবে একটি মৃত আত্মা
অনুভব করে যে জীবন আসছে।
আবার যখন নিশ্বাস শুরু হবে তখন
জীবজন্তু ভয়ে প্রস্রাব করতে থাকবে।
প্রাণীরা এটা গ্রহণ করবে না।
কোরআন বলেছে, ওরা এটা মানতে
নারাজ, সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তারা।
কোনো পর্বতের কেন্দ্রস্থল রক্তে পূর্ণ।
গত রাতে এ অবস্থা এসেছিল বিভিন্ন
BanglaBook.org
প্রতিকৃতি হিসেবে, কিন্তু আমি যে
খাদ্য গ্রহণ করেছিলাম সেগুলোকে
দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল!
আমরা যা কিছু ভুলে যাই, যেসব
লোকের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করি না
এবং চেতনার যে উদ্যানে আমরা
প্রবেশ করি না তার সবই খাদ্যের
কারণে! মহানবী মুহাম্মদের আত্মাকে
বয়ে নিয়ে যাওয়া উট কাঁটার ঝোঁপের

দিকে যেতে যেতে বলে, "কোথায় গোলাপের
উদ্যান? কোথায়?" অথচ উটের পিঠেই
গোলাপ তোড়া, যার সুবাস থেকে
গড়ে উঠতে পারে হাজারটি উদ্যান।
আমরা আর কতোকাল এভাবে
গোলাপের বাগান খুঁজতে থাকব?
পৃথিবী যা ধরে রাখতে পারে না।
তা লুকানো আছে একটি কাঁটার আগায়।
কাঁটাটি আহরণ করো এবং দেখো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২৯. দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ : সবচেয়ে জীবন্ত মুহূর্ত

কোনো বস্তু যদি আনন্দময় হয়ে উঠে, তাহলে ভাষার আর প্রয়োজন কী? ভিতরের কথা ভেবে দেখো, যেখানে সংগীতমুখর আত্মা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, কথা বলে এবং পাশাপাশি হাঁটে। আমি আমার স্থান হারিয়ে ফেলি।

রুমী ও শামসের মধ্যেকার সাক্ষাতের সময়েই নিরাময় এবং সত্যিকার জীবনের সূচনা হয়। সৌন্দর্য, বিজ্ঞতা, ও উদযাপনের যে কোনো ধরন আত্মার সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে পিঠ ফিরিয়ে দেয়, যেখানে বিপরীতমুখিতা বিশ্রামের সুযোগ পায়। "কী করে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারি এবং সেখানে একই সাথে মিলনও থাকবে।

তাবরিজের শামস কে? প্রশ্নটি প্রায়ই করা হয়ে থাকে যে রুমী এবং শামস পরস্পর যৌন অর্থে প্রেমিক ছিলেন কি না। না। তাদের সাক্ষাৎ হৃদয়গত এবং কোনো অবয়ব, স্পর্শ ও কালের বাইরে।

রুমীর ৭২৭ মৃত্যুবার্ষিকী অর্থাৎ তার ওরস উপলক্ষে তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে কবি রবার্ট ব্লাই এবং আমি আংকারা ও কোনিয়ায় গমন করি। বরার্ট ব্লাই ১৯৭৬ সালে রুমীর ওপর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন আমাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিছু অনুবাদকর্ম প্রদান করে এবং তখন আমাকে বলেছিলেন, "এই কবিতাগুলোকে খাঁচা থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন।" কোনিয়ায় রুমীর মাজার প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসার পর আমরা পাথরের একটি বেঞ্চে বসি জুতা পায়ে দেয়ার জন্যে। পবিত্রতার সেই মুহূর্তে আমি রবার্ট ব্লাই এর দিকে ঝুঁকে বললাম' "আমাকে এগুলো দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।" তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "একথা বাতাসের জন্যে কোনো পাখির ভাবনার মতো।" তার কথায় পবিত্রতার আবেশের মধ্যে আমরা হেসে উঠি। আমরা মহাত্মাদের মাজার জিয়ারত করি কেন? নিঃসন্দেহে সেখানে এক ধরনের অনুরণন আছে যা আমাদের হৃদয়ের চাহিদার খোরাক জোগায়; একটি মাঠ, একটু বাতাস আছে সেখানে মুক্ত পাখি বিশ্রাম নেয় ও উড়ে বেড়ায়।

রুমী এবং শামস পৃথিবীতে সুফীবাদী জাগরণের চেতনা এনে দিয়েছেন, যা একই সাথে সাধারণ সচেতনতার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য এবং তা হল, "আমরা এমনভাবে প্রেমে পড়ি, যা আমাদেরকে অন্য সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়।" এর অর্থ হচ্ছে, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। "যখন স্বয়ং বেঁচে থাকাটাই বন্ধুত্ব তখন প্রেমিকেরা হারিয়ে যায়।" অর্থাৎ একজন মানুষ প্রেমিক বা প্রেমিকা

BanglaBook.org

হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার চাইতে বরং প্রেমের সীমাহীন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। সবকিছুর মূলে প্রেমের তাড়না আকাঙ্ক্ষার সমভূমি হয়ে যায়—যাকে বলা যেতে পারে চেতনতার সান্নিধ্য ও অনুপস্থিতির কেন্দ্র। হারিয়ে যাওয়া শামসকে খুঁজে ফিরছিলেন রুমী। কাহিনিটি এমন, তিনি যখন দামেশকের একটি রাস্তায় তখন তার মাঝে উপলব্ধি আসে যে, তিনি সকলের বন্ধু। কোনো বিচ্ছেদ বা মিলনের প্রশ্ন নেই। শুধু নীরব অন্তস্থলে তার অবস্থান। আমাকে বলতেই হয় যে, সেটি ছিল বরকত, প্রফুল্লময় জীবনের পরম রহস্য।

অতি জীবন্ত মুহূর্ত

অতি জীবন্ত মুহূর্ত তখনই আসে
যখন যারা পরস্পকে ভালোবাসে
তাদের চোখের মিলন ঘটে এবং
উভয়ের মাঝে তা প্রবাহিত হয়।
অন্যদের ভিড়ের মাঝে কিংবা ভীতিকর
কোনো রাস্তায় একাকী তোমার মুখ
দেখতে আমাকে কাঁদতে হয়।
আমাদের অশ্রু মাটিকে উর্বর করে,
তোমার ভৎর্সনার সময়েই তোমার
কৃতজ্ঞতা, হাসি, তোমার গুণাবলী
আত্মাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।
তোমার দর্শন সুরার আবেশ,
কিন্তু তা মাতাল বা হতবুদ্ধি করে না।
সাইপ্রেসের ছায়ার মাঝে আমরা বসি
যেখানে আনন্দ ও স্বচ্ছ ধারণা
আমাদের মাঝে তাদের মন্থর বৃদ্ধিকে
দ্বিগুণ গতি এনে দেয়।

আত্মার বন্ধু

বন্ধু, তোমার অতি আবশ্যক অহং এর কাছে
শোনো : যখন তোমার আকাঙ্ক্ষা
জাগে তখন ধৈর্য ধরো, দূরদর্শী হও,
পান ভোজনে সীমার মধ্যে থাকো।
বাতাসের মাঝে পর্বতের মতো হও।
তুমি কি লক্ষ করেছো যে এর গতি
কতো মন্থর? মধুময় মোহ আসে
তোমাকে প্রলুব্ধ করতে। কোনো না কোনো

BanglaBook.org

অজুহাত দেখাও, "আমার বদহজম কিংবা
জ্ঞাতি ভাই এর সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন।"
তুমি মাছ, বড়শিতে গাঁথা পঞ্চাশটি
এমনকি ষাটটি সোনার মোহর।
কিন্তু এটাই কি সমুদ্রে তোমার
স্বাধীনতার যথার্থ মূল্য?
সফরের সময় তোমার থলের
কাছাকাছি অবস্থান করো।
আমি তোমার ভালোবাসার থলে।
আমার থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হতে পার!
বন্ধুত্বের আনন্দের মাঝে সতর্ক থেকো!
অন্য যারা তোমাকে ভালোবাসে
তাদের কথা ভেবো না, কিছু কিছু
আমন্ত্রণ কোয়েল শিকারির বাঁশির
মতো বন্ধুসুলভ হলেও তোমার
হৃদয়ের বন্ধুর যে ডাক তুমি স্মরণ
করতে পার তার অনুরূপ নয়।

শামসের বিশ্বের অভ্যন্তরে

প্রেমিকের হৃদয়ের গহীনে আছে আরেক
বিশ্ব এবং আরও একটি আছে
প্রেমিক গোত্রের বন্ধুত্বের ভিতরে।
একটি কান রহস্যের ব্যাখ্যা করে,
রূপালি একটি শিরা মাটিতে
এবং আরেকটি আকাশে।
আমরা মেধা ও আবেগের মই
বেয়ে উঠি এবং আরও মই আছে;
আমরা যেমন প্রান্তের বেলায় হাঁটি,
BanglaBook.org
যে কণ্ঠ ক্ষমার কথা বলে,
শামসের বিশ্বে মোমবাতির আলোও
পতঙ্গ হয়ে যায় পুড়ে মরতে।

এই সমতলে আলোর মতো

আগুনের শিখায় উড়া পতঙ্গের
পাখা জ্বলছে, তবুও সে বলে,
এভাবে চেষ্টা করো। ভেঙে নুয়ে
পড়া সলতেও একই কথা বলে।

নিভে যাওয়া মোমবাতির ব্যাখ্যা,
বেশি বেশি আহরণ কোনো পথ নয়।
নিজেকে জ্বালো, আলো হও এবং
উত্তাপ সৃষ্টি করো, সাহায্য করো।
গলে যাও। সমুদ্র বালিতে বসে
তার কোল পূর্ণ হতে দেয় মুক্তা
ও ঝিনুকে, এরপর শূন্য হয়ে যায়।
তেতো স্বাদের লবনের গুঞ্জন, 'এই।'
কাহিনির পাখি ভালোমন্দ,
পরিহার করে কাফ পর্বতে
উড়ে যায় বিশ্রাম নিতে।
আর জ্বলা নয় এবং ভস্ম থেকে
জেগে উঠা নয়। এ থেকে
একটি বার্তাই জানা যায়।
গোলাপ তার মুখকে সতেজ করে,
কোমল পাঁপড়ি ঝরে যায়,
কাঁটা ও কাঁটার সূঁচালো
অগ্রভাগ দেখা যায়।
সহস্র বিখ্যাত নাম পরিত্যাগ
করে সুরা, ফেলে আসা অতীত
আনন্দপূর্ণ ফুলের তোড়া তোমার
মস্তিষ্কের মাঝ দিয়ে বুনো ও
অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করে।
বাঁশি চোখ বন্ধ করে তার ঠোঁট
সমপর্ণ করে হামজার শূন্যতায়।
নীরব পাথরের কাছে তোমার
জন্যে প্রার্থনা করে এই সমতলের
BanglaBook.org
ওপর দিয়ে শামসের সান্নিধ্যে
আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে।

জাগো এবং হেঁটে চলো

প্রতিটি দুঃখে আমি যদি পিছিয়ে আসি
তাহলে আমি এক বুদ্ধিমান মূর্খ।
আমি সূর্য না হলে আমার ভাটা
এসে বিষাদের মতো প্রবাহিত হবে।
তুমি যদি আমার প্রদর্শক না হও

তাহলে আমি তো ঘুরতে ঘুরতে
হারিয়ে যাব সিনাই পর্বতে।
যদি আলো না থাকে তাহলে তো
আমি শুধু দরজা খুলতে ও বন্ধ
করতেই থাকব। যদি গোলাপের বাগান
না থাকে তাহলে কোথায় যাবে
ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু? প্রেম যদি
সংগীত ও হাসি এবং কবিতা যদি
না চায় তাহলে আমি কি বলব?
যদি তুমি ওষুধ না হও তবে তো
আমাকে অসুস্থ ও শীর্ণ দেখাবে
বাতাসে পল্লবময় অঙ্গ না থাকলে
ভেজা শিকড়ও তো থাকবে না।
কোনো উপঢৌকন দেয়া না হলে
আমি হয়ে যাব উদ্ধত ও নিষ্ঠুর।
আল্লাহর কাছে যাওয়ার যদি পথ
না থাকে তাহলে তো এত দীর্ঘ
সময় আমাকে কবরে শায়িত
রাখা সঠিক হবে না।
বাম থেকে ডানদিকে যদি কোনো
পথ না থাকে ঘাসের সাথে
আমি দুলতে পারবো না,
যদি কোনো মহিমা ও অনুগ্রহ
না থাকে তাহলে সব আলোচনা
অর্থহীন হয়ে যাবে, এবং আমরা
যাই করি না কেন তা কোনো কাজেই
আসবে না। প্রতিদিন যে কাহিনির
সূচনা সেই নতুন কাহিনিগুলো
শোনো। পূর্বদিকে আবার যদি
আলো দেখা না যায় তাহলে
আমি ভোরের মাঝে জাগতে ও
হাঁটতে পারব না।

BanglaBook.org

অবয়ব হচ্ছে উচ্ছ্বাস

সংবেদনশীল ও আকারবিশিষ্ট হওয়ার
মধ্যে এক ধরনের কম্পিত উত্তেজনা আছে।

কাফেলার মালিক তার উটগুলোকে
নাক থেকে লেজ পর্যন্ত পরখ করে
নিশ্চিত হয় যে তার কোনো উট হারালো কিনা।
সে নিজে, তার বন্ধু ও আগন্তুক আসছে
তাদের দিকে। মালি লক্ষ করে আকাশ
জুড়ে গান, মেঘ এলোমেলো উড়ছে।
ফুলের কুঁড়ি, কাঁটা সবই অভিন্ন।
বাতাস, পানি এই অনিবার্যতায়
ঘুরছে। আগুন, মাটি সবই গেছে।
বাইরের সাথে এভাবেই সব ঘটে।
অবয়ব হচ্ছে উচ্ছ্বাস। ভিতরটা কল্পনা
করো : আত্মা, বুদ্ধি, গোপন বিশ্ব!
কখনো ভেব না যে শীত মওসুমে
উদ্যান তার উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলে।
সবকিছু শান্ত থাকে তখন, কিন্তু শিকড়
থাকে গভীরে এবং পরমোল্লাসে।
কেউ যদি পথে তোমাকে আঘাত করে
তাহলে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না।
প্রত্যেকে এমন আঘাতে বিস্মিত হয়।
সহৃদয়তার সাথে সাড়া দাও,
পাগড়ি দিয়ে দেয়ার জন্যে গিঁটগুলো
খুলে দাও। এসবে মাতাল কেউ
এক রাতে বিপুল পরিমাণে
পান করতে পারে, যতটা বহন করতে
পারে একটি গাধা। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী
সন্দেহবাদী, প্রেমিক সবাই আমাদের
চেতনার অবয়বে মিলিত হয়, কিন্তু
শামসের মতো কেউ জেগে থাকে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩০. নীরবতার শয্যা : অনুপস্থিতির পথ

এই অধ্যায়টি নীরবতার মধ্যে প্রবেশ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিবেদিত। অর্থাৎ প্রায়ই, ধরে নেয়া হোক প্রতি চার মাসের ব্যবধানে আমরা বেশ কটি দিন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব, যখন আমরা কোনো কথা বলব না, বা পড়বো না, আমাদের ই-মেইল চেক করব না। টেলিফোনে কথা বলবো না, টেলিভিশন দেখব না। আমরা আমাদের জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন করব, সরীসৃপের মন নিয়ে মাটিতে হামাগুড়ি দেব, গুঁইসাপের মতো রোদ পোহাবো। স্পর্শ আরও গভীর ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে চুপচাপ হয়ে যাওয়ার আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ আছে।

রুমী বলেছেন, নীরবতা আমাদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার একটি সুযোগ এনে দেয়। আরও গভীরে প্রবেশের এবং ঝিনুকের প্রাচীরে উত্থিত ঝনঝন শব্দের চাইতে বরং কাঠবাদামের তেল আহরণের অভিজ্ঞতা দেয়। কথা বলাটা রূপক অর্থে একটি প্রমাণ যে, আমাদের যতটা স্বাধীন হওয়া উচিত ছিল ততটা স্বাধীন আমরা নই। তাবরিজের শামসকে নিয়ে সম্প্রতি আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমাকে একটি গর্ত দেখানো হয়, যেটি একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে 'রাসা শামসি' নামে একটি আলোকিত প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত গেছে। 'রাসা' শব্দটি সংস্কৃত, যার অর্থ 'মূল' অথবা 'পথ' অর্থাৎ শামসের পথ, আত্মার পরিপূর্ণতার স্বাদ। একজন আধ্যাত্মিক কবি গলওয়ে কিনেল তার বাম হাত বিস্তার করে আমাকে সেই গর্তে প্রবেশ করতে বলেন। আমি প্রবেশ করি। সেই প্রকোষ্ঠের ওপর নিচে বাতি রাখার আধারের মতো তাকে বসে আছেন সব মহত্মারা, যেন আলখিল্লায় জড়ানো এক একটি মোমবাতি এবং সবাই ধ্যানমগ্ন। মাঝপথে, যেখানে সুড়ঙ্গের পথ কক্ষে মিলিত হয়েছে, তা থেকে সোজা সামনে প্রকোষ্ঠের কেন্দ্র বরাবর একটি বর্গাকৃতির শূন্য আসন এবং সেটি রেলিং দিয়ে পরিবেষ্টিত। যেন কাঠের একটি সিংহাসন। এটি শামসের আসন, কিন্তু শূন্য। আমি আসনটির বাম দিকে বসে পড়ি। ডান দিকে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলে, যে, আমাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হচ্ছে সর্বোচ্চ কণ্ঠে গান গাওয়া। আমি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করি, 'না, নীরবতাই উত্তম।' সেখানেই স্বপ্নের সমাপ্তি। কিন্তু গর্তের প্রকোষ্ঠের অনুভূতি আমার সাথে রয়ে গেছে ভিতরের গভীরতা হিসেবে। অনুপস্থিতির শূন্যতা হিসেবে। এখানে আবেগের স্থান নেই।

BanglaBook.org

রুমী ও শামসের মধ্যে যে রহস্যময় সংলাপ তার ভিত্তি পাথরের মতো নীরবতা। চুপচাপ থাকার নিরাময় শক্তির গভীর যোগসূত্র আছে সুইজারল্যান্ডের কার্ল জং এর বলিংগেন টাওয়ারের। যেখানে উৎকীর্ণ আছে :

"নীরবতাই নিরাময়ের উৎস, যা আমার জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছে।
কথা বলা প্রায়ই আমার জন্যে এক ধরনের যন্ত্রণা এবং শব্দের অসারতা থেকে
আরোগ্য লাভের জন্যে আমার প্রয়োজন বহু দিবসের নীরবতা।"

৩০ মে ১৯৫৭

পাথরে নির্মিত টাওয়ারটি ছিল তার নিভৃত আশ্রয় এবং এর নির্মাণে তিনি ১৯২৩ সাল থেকে কাজ শুরু করেন এবং ১৯৬১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর কাজ অব্যাহত ছিল। এক্ষেত্রে জং এর অনুপ্রেরণা ছিলেন ফিলেমন এবং সেজন্যে তিনি টাওয়ারের নামকরণ করেন 'ফিলেমনস শ্রাইন' (Philemon's Shrine)। বলিংগেন টাওয়ারটি ছিল জং এর অবকাশ উদযাপনের সৌন্দর্য এবং আত্মা-বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এ ধরনের কাজের গুরুত্ব বুঝানো। কার্ল জং সেখানেই তার খাবার রান্না করতেন, কাঠ চেরাই করতেন এবং পাথর দিয়ে নির্মাণ করতেন; কখনো কখনো ইটালীয় প্রধান কারিগরের নির্দেশ অনুসারে। সেখানে একটি ঝর্না আছে, তিনি যার যত্ন নিতেন। ঝর্নার গতিপথে একটি লাঠি স্থাপন করে এর গতি সামান্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতেন। এই ঝর্নার পানি বয়ে যেত ম্যাগিওর লেকে। জায়গাটি পুরোপুরি জনশূন্য ছিল না। তিনি সেখানে বন্ধুদের সাথে ভোজন এবং কাজে তাদের অংশগ্রহণকে উপভোগ করতেন। জং এর টাওয়ার একটি শিক্ষামূলক কাঠামো, যা সলোমনের দূরের মসজিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেকের জন্যে মানসিক অবকাশের একটি স্থান প্রয়োজন। আমার স্বপ্নে দেখা 'রাসা শামসি' গুহা আমার অভিজ্ঞতায় এ ধরনের একটি স্থানের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দৃষ্টান্ত।

BanglaBook.org

এক লোক রুমীর কাছে জানতে চায়, 'আপনি নীরবতা সম্পর্কে এত কথা কেন বলেছেন?' তার উত্তর ছিল 'আমার ভিতরে যে আলোক রশ্মি তা কখনো একটা কথাও বলেনি।'

আবার খড়ের শয্যায়

এখন বোধগম্য উপদেশ অগ্রাহ্য
করার সময়, যে আচার-সংস্কৃতি
আমাদের সাথে জড়িয়ে আছে
সেসবের গিঁট খোলার সময়!
চটজলদি কেটে ফেলো গিঁটগুলো
আবেগের দুই কানে তুলা গুঁজে দাও।
ফিরে যাও খড়ের বিছানায়
তোমার মাঝে আবার গজিয়ে

উঠুক সুমিষ্ট ইক্ষু। কোনো নিয়ম
রীতি বা দৈনিক কার্যসূচি নয়,
ওসবে নীরবতার শান্তি আসে না।

অস্পষ্ট নিশানা

আত্মা আমাকে শূন্যতার এই বাক্সটি
দিয়েছে, যে একটি সত্য আমি জানি
আমি তাই বলেছি। আমি যুক্তিতর্কের
কোনো দিকে যাইনি। মাঝখানে
অবস্থান করেছি ব্যর্থতা থেকে
ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিতে।
এই কান্নাভেজা মুখ সাক্ষী, গেরুয়া
রঙের টিউলিপ, অস্পষ্ট এক নিশানা।
সালাহ্উদ্দিনের মতো যে আমাকে
বুঝতে পারে, তা তোমার জন্যে,
এই সেই উন্মুক্ত পথ।

স্বাদ

খোসার মধ্যে কাঠবাদামের শাঁস
রুচিকর শব্দ তোলে, কিন্তু
কাঠবাদামের স্বাদ ও তার ভিতরে
সুমিষ্ট তেল না বাজানো সুর তোলে।
সুফীরা খোসাকে বলেন সশব্দ কথা,
অন্যেরা বলেন নীরবতার স্বাদ।
আমরা কবিতার কথা এবং
আত্মার বিকাশের গোপনীয়তার
BanglaBook.org
কথা সবিস্তারে বলছি।
বহুদিনের ভোজনের পর উপবাস;
অনেক ঘুমন্ত দিনের পর এক রাত
জেগে থাকো, বিরক্তিকর
গল্প বলার এই সময়ের পর
রসিকতা, গুরুতর বিবেচনা আসে
পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মাঝে।
আমাদের উচিত স্তরের মধ্যে দুটি
দিন নির্ধারণ করা যেখানে

আত্মার মিষ্টতা আসে এবং
ভাষার চাইতে অধিক বিকশিত।
তোমার কণ্ঠ ছাড়া আমি আমার
কানে আর কিছু শুনতে পাই না।
হৃদয় তার সকল বাকপটুতা
দিয়ে লুণ্ঠন করেছে মনকে।
প্রেম অঙ্কন করেছে স্বচ্ছ লিপি
যাতে শূন্য পৃষ্ঠায় আমার আত্মা
পড়তে ও স্মরণ করতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩১. সমাজের ব্যবহার : তোমার দ্বৈততা

যখন আমি রুমীর মাদ্রাসার কথা ভাবি, তখন আমি তার সেই দরবেশ সমাজের জন্যে নস্টালজিক হয়ে পড়ি। বাওয়া মহিউদ্দিনের সাথে সাক্ষাতের সময় তার কক্ষে যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমন এক অনুভূতি জাগে আমার মধ্যে। আমি আবার সেই 'সৎসঙ্গ' ও 'দরশনের' আকাংখা করি। এ অবস্থাকে একটি আলোকিত অস্তিত্বের সাথে ঝুলে থাকা বলে। সেখানে যারা সমবেত হয়েছিলেন বাওয়া মহিউদ্দিন তাদেরকে উল্লেখ করেছেন, 'আমার চোখের অমূল্য রত্ন' বলে। ওই ধরনের ভিতর বাহিরের সমাজ, যদিও মনে হয় না যে আমি তার কোনো অংশ, অন্তত সেই আকৃতিতে তো নয়ই।

অথবা এমনও হতে পারে যে, আরও পিছনের কোনো ঘটনার প্রতি নস্টালজিক। কিন্তু যাই হোক না কেন যোগসূত্রের জালের অনুভূতি এখন আরও প্রশস্ত, এতে আরও রস আছে, জীবন্ত কল্পনা আছে এবং কোনো স্বীকৃত আলোর বিচ্ছুরণ ছাড়াই। এ ধরনের নতুন কল্পনা করার গৃহের কী নাম দেব আমরা, কী বলে উল্লেখ করব মিলিত হওয়ার এই উপায়কে? গ্রন্থ, ফিল্ম, চিত্র, ই-মেইল, ইন্টারনেট, সেল ফোন, কবিতা পাঠ, অনানুষ্ঠানিক বহু ধরনের সমাবেশ যা আমাদেরকে সমাজের মধ্যে সম্পৃক্ত করে রাখে।

পৃথিবীর দীর্ঘতম গজল আমার জানা মতে 'খাবার ভর্তি পাত্র'; এর বিস্ময় হল এর ভাষার মধ্যে লুকায়িত বিস্ময়। গাছপালার কথোপকথনে এবং মুহূর্তের মধ্যে বলা হয়েছে যে, এ ডিমের খোলসের মাঝে একটি ভ্রূণ যখন খোলস চৌচির করে বের হয়ে আসে তখন পাখি ও ঈশ্বরের সংগীতে পরিণত হয়। বর্তমানের রূপান্তরমূলক প্রান্তের এ এক বিস্ময়কর প্রতিকৃতি। সম্ভবত সমাজ এই মুহূর্তগুলোর দানের মধ্যে কণ্ঠ দেয়, পাখির সুরের মতো। আমি লক্ষ করেছি যে পাখি কীভাবে মিলিত হতে ও ঝোপের মাঝে আশ্রয় নিতে ভালোবাসে। অন্য সমাজ থেকে আমরা শেখার মতো কিছু পেতে পারি, যা তাদের মুহূর্তের মূল নির্যাস। হতে পারে মহাত্মাদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত এবং সেখানে যে সংলাপ চলছে তাতে আমাদের যোগ দেয়ার এখনই সময়।

BanglaBook.org

প্রেমের দরবেশ

এই দরজায় দাঁড়াতে প্রয়োজন কর্তৃত্বের
যেখানে সৌভাগ্যের উদযাপন নেই,

যেখানে ভাগ্যের আলোচনা বিব্রতকর।
তালি দেয়া জোব্বা তোমার জন্যে যথার্থ,
তুমি যদি আল্লাহর আলো হও
তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চক্কর দিতে
থাকো, যা তুমি বরাবরই করছিলে।
সত্য ছাড়া আর কোনো কিছুর ভান কোরো না।
এই কক্ষে, যেখানে প্রেমের দরবেশরা
সাক্ষাৎ করতে আসেন সেখানে
পরিমাপের উপকরণ কাজে আসে না।
এখানে কোনো প্রথার সৃষ্টি হয় না।
কোনো তরল খাদ্যে কম্পন উঠে না!
আকাঙ্ক্ষাবিহীন নিখাদ সান্নিধ্যের
মাঝে আমরা বসে থাকি।

সমাজের হৃদয়

আমরা যে সামাজিক হৃদয়ের অংশ
তার প্রতি এক ঐশ্বর্যের বক্তব্য,
'যখন ছানার পানিতে একটি মাছি
পতিত হয় সেটি আর মাছি থাকে না,
ছানা তোলা দুধে পরিণত হয়,
এভাবেই তোমার পুষ্টি আসে।
আর মাতাল না হলে তুমিই মদিরা,
শকুন তোমার কাছে শিখে যে কিভাবে
সাক্ষীর উষ্ণতায় ভর করে উড়তে হয়।
তোমাকে আসতে দেখে হতবুদ্ধি
হয়ে যায় পর্বত, অতএব এই প্রেমকে
সুর হয়ে বের হয়ে যেতে দাও।
"হুশাম, আমার যদি একশো মুখ
থাকত তাহলে আমি প্রশংসার
কোরাস গাইতাম, কিন্তু আমার তো
এই একটি মাত্র জিহ্বা, যা শান্ত
এবং বেরিয়ে আসার শক্তির সাথে দ্বিধাগ্রস্ত।
BanglaBook.org
আবশ্যকতার তাগিদে আমি মুর্ছিত।
বাতাসে যেমন ধূলি উড়ে, সমুদ্রে যেমন
জাহাজে ভেসে চলে, মুসাফির কোনো
পথ ধরে এগিয়ে যায়, সেগুলোই

সান্নিধ্যের মাঝে আমার হারিয়ে
যাওয়ার পথ। তুমি বসন্তের উৎস,
যা আমার উদ্যানকে সুখী রাখে,
আর তোমার অবস্থান অব্যাহত মৃত্যু ও
ফিরে আসার একেবারে মাঝখানে।
দেহের মৃত্যুর অর্থ ঘুমিয়ে পড়ার
চাইতে বেশি কিছু নয়। তুমি যে ঐশ্বর্য
দাও তা তো তোমারই দ্বৈত রূপ;
সাহস, শৈল্পিক নির্ভীকতা এবং প্রকৃত
নির্দেশনা এখানে পঞ্চম গ্রন্থের
সমাপনীর মতো জ্বলজ্বল করে,
নাবিকরা যেভাবে নক্ষত্রের অনুসরণ করে

খাদ্যের পাত্র

বিশ্বের প্রশংসা করতে চাঁদ ও সন্ধ্যা তারা
তাদের ধীর ছন্দের তাম্বুরা বাজায়,
প্রতিটি সমাবেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে
সৌন্দর্যের স্বীকারোক্তি ও ভালোবাসার মধ্যে
কোনোটি সুন্দর তা আবিষ্কার করা।
"একসময় এটা অমন ছিল,
আর এখন এরকম"—নগরীতে এমন
আলোচনা চলে এবং গুরুতর পরিণতিও।
পুরুষ ও নারী দুঃখে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরায়,
ক্ষুধা হারিয়ে ফেলে তারা, অতঃপর তারা
প্রমোদের আগুন খেতে শুরু করে, উট যেমন
তাদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যে কটু স্বাদের
ঘাস চিবায়। শীত অবরুদ্ধ করে পথ
BanglaBook.org
ফুল বন্দির মতো মাটির নিচে লুকিয়ে পড়ে,
এরপর সবুজ ন্যায়ের বর্শা মাথা উঁচু করে।
যাও, উদ্যানের বাইরে যাও, দীর্ঘ পথ
পাড়ি দিয়ে এসেছেন এসব মুসাফির,
রাশিচক্রের সকল ঘর অতিক্রম করে।
প্রতিটি বিরতিতে নতুন কিছু শিখেছেন।
অতি স্বল্প সময়ের জন্য তারা এসেছেন
এখানে, বাতাসের মুখে টেবিলের সামনে
বসেছেন। খাবার ভর্তি পাত্র আনা হয়

তাদের উত্তর হিসেবে, তবুও কেউ উত্তর
জানে না। আত্মার খাবার গোপন থাকে।
দেহের খাদ্য আমাদের মতো বিছিয়ে দেয়া হয়,
রুটির কারখানায় যে কাজ করে সে ক্ষুধার্ত
ভিখারির মতো রুটির স্বাদ জানে না।
প্রেমিক যেহেতু জানতে চায়, সেজন্যে অদৃশ্য
বস্তুও প্রকাশ্য হয়ে উঠে। সৃষ্টির গোপন
উদ্দেশ্যই হচ্ছে লুকিয়ে রাখা, তোমার বীজ
পুঁতে অপেক্ষা করো। তুমি মরে গেলে
তোমার সকল চিন্তা চারপাশে শিশুর মতো
ঘুরে বেড়াবে। হৃদয় হল গোপনীয়তার
মাঝেও গোপন অস্তিত্ব। গোপন ভাষায়
বলো, তাহলে তুমি কি গোপন করেছ
সে ব্যাপারে কখনো নিশ্চিত হতে পারবে না।
কারা অনুগ্রহ পাবে কেউ তা জানে না।
আকাশ বিদারী সাইপ্রেস, ফুটন্ত গোলাপ
বুলবুলের গান, ফুল, এসব তো
শীতের বাতাসের ভিতরের বস্তু।
এসবই এর গোপনীয়তা, আমরা অহরহ
আরোহণ করি ও পতিত হই। গাছের
ভিতরের একটি অস্তিত্ব এবং কথা বলার
ও অনুভবের ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে।
শস্যের একটি কান ভাবনায় ঝুঁকে থাকে,
টিউলিপ এত বিব্রত, গোলাপি রঙের
গোলাপ একটি আধার খোলার অভিপ্রায়
স্থির করেছে। নগ্ন পা বের করে বসে
আছে আঙুরের গুচ্ছ। ড্যাফোডিল
কথা বলছে রংধনুকে নিয়ে। উইলো,
প্রবাহিত পানি থেকে তুমি কি শিখেছ?
নম্রতা। লাল আপেল, বন্ধু তোমাকে কী
শিখিয়েছে? টক হতে। পীচ ফলের গাছ,
BanglaBook.org
তুমি এত নিচু কেন? তোমরা যাতে সহজে
ফল পেতে পার। পপলার গাছকে দেখো,
সুদীর্ঘ, কিন্তু কোনো ফল ও ফুল শূন্য।
হ্যাঁ, আমার যদি ওসব থাকত তাহলে আমিও
তোমার মতো আত্মতৃপ্ত থাকতাম।

আলোকিত অস্তিত্বকে দেখতে আমার
আমিত্বকে বিসর্জন দিয়েছি। আনার ফল
নাশপাতিকে বলে, এত ফ্যাকাসে কেন তুমি?
মুক্তার জন্যে তুমি আমার মাঝে লুকাও,
কী করে তুমি আমার রহস্য বের করবে?
তোমার হাসি। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য পৃথিবীর
কেন্দ্রস্থল হেসে উঠে, কিন্তু স্মরণ রেখো
যারা কাঁদে তারাই উত্তম হাসি হাসতে পারে।
বিদ্যুৎ চমকায়, এরপর আসে বৃষ্টির হাসি।
কালো মাটি স্বচ্ছ বৃষ্টি গ্রহণ করে এবং
শস্যের গাছ গজিয়ে উঠে। পবিত্র যাত্রায়
পাশাপাশি আসে তরমুজ এবং শসা।
তোমাকেও তো অনুগ্রহভাজন হতে হবে।
দড়ি বেয়ে উঠতে থাকে কুমড়ো, কোথা থেকে
সে এটি শিখেছে? ঘাস, কাঁটা, লক্ষ লক্ষ
পিঁপড়া এবং সাপ, সবকিছুই খাবার খুঁজছে।
তুমি কি শোরগোল শুনতে পাও না?
প্রতিটি লতাপাতা কোনো না কোনো ব্যাধি
নিরাময় করে। কাঁটা খেতে আনন্দ পায় উট।
কাঠবাদামের ভিতরটা আমার পছন্দ,
খোসা নয়, ডিমের ভিতরের অংশ, আর
খেজুরের বহিরাংশ। তোমার ভিতর এবং
বাইরের অবস্থা কী? একই উপায়ে অনেক
ওপর পর্যন্ত পানি তোলে একটি শাখা
পাশাপাশি তোমার আত্মাকে টানছেন আল্লাহ।
বাতাস ফুলের রেণু উড়িয়ে নেয় মাটিতে,
ডানা এবং আরবীয় ঘোড়া বসন্তের উষ্ণতার
পানে লাফিয়ে চলে। তারা ঘুরে বেড়ায়,
BanglaBook.org
তারা গান গায় এবং কী ভাবে তা বলে,
তারা জানে অমুক ও অমুক এখানে ওখানে
সফর করবে। ঝুঁটিওয়ালা পাখি চিঠি বয়ে
নিয়ে যায় সোলেমানের কাছে। বিজ্ঞ সারস
তার নিজস্ব ভাষায় শব্দ তোলে, দয়া করে
তার মর্মার্থ বলে দাও। শীতের আবাস
ছেড়ে এখন উচ্চভূমিতে যাওয়ার সময়।
পাখিদের মতো নিজেই নিজের খেয়াল রাখো
স্মরণ করার তসবি দিয়ে তোমাকে পেচাতে

দাও। আমি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দেই, আর
সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি। কথা মুদ্রার মতো,
শিরা যেন আকরিক ও খনির গহ্বর,
ওরা কী বলে। এবার সূর্যের কথা ভাবো,
এটা প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়। আত্মাই
শুধু জানে যে প্রেম কী। সময় ও ব্যবধানে
এই মুহূর্ত ভিতরে গুটিশুটি মেরে থাকা
ভ্রূণশুদ্ধ ডিমের খোলসের মতো, বিশ্বাসের
জোয়ালে সিক্ত, ঐশ্বর্যের ডানার নিচে।
সত্যিকারের পাখি ও আল্লাহ্‌র গানে
পরিণত হয়ে স্বাধীন মনের
অধিকারী হওয়ার জন্যে।

ধারালো ছুরি

এই সমাজের আত্মা আমাদের পানে
আসছে, সূর্য তার কপালের ওপর।
ডান হাতে মদিরার সোরাহি নিয়ে
দীর্ঘ পদক্ষেপে চলা। নম্রতা ও সহজ
প্রতিশ্রুতিতে এ সুযোগ নষ্ট কোরো না।
যে সাহায্য আমাদের প্রয়োজন তা এখানে,
মহত্মাদের সাথে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ।
কাবার পথে যেতে যে কোনো স্থানে
আমাদের সমাবেশ একটি উৎসব,
যার অর্থ : অনুপস্থিতির মাঝে
দ্রুত নিয়ে যাও তোমার অস্তিত্বকে
তোমার নিজের নাম ও খ্যাতি প্রতি মুহূর্তে
তোমাকে নিরাপদ করে নতুন পিঠ দিয়ে।
BanglaBook.org
ব্যক্তিগত পরিচয় তরবারির খাপ
তরবারিই সেই খাপের স্রষ্টা।
ধারালো প্রান্ত ভিতরে প্রবেশ করে ও
একত্রিত হয় চকচকে ইস্পাতের ওপর
জীর্ণ আবরণ, প্রেমই পরিশুদ্ধ করে প্রেমকে।

৩২. পানির চোখ : অলোকদ্রষ্টা, মুহূর্তের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি, এবং অনুপ্রেরণার বৃষ্টিস্নাত পথ

বর্তমানে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, রুমীর মধ্যে অপার্থিব বা অস্থানীয় একটি গতিশক্তি ছিল। তার একটি বিখ্যাত কবিতায় তিনি দাবি করেছেন যে, শামসের সাথে তিনি কোনিয়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেই একই সময়ে তারা খোরাসান ও ইরাকে ছিলেন। আমি কখনো এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি, যদিও আমার উস্তাদ বাওয়া মহিউদ্দিন আমাকে বলেছেন যে, একজন মানুষ বিমানে আরোহণ না করেই সফর করতে পারে। তিনি বলেন, মহাজগত (Cosmos) ছোট্ট একটি কণিকার মতো, যার মধ্যে যে কেউ তার ইচ্ছা অনুসারে চলাফেরা করতে পারে। তিনি তার পক্ষ থেকে সচেতনভাবে এবং স্বপ্নে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকবারই এটা ঘটেছে। আমার স্বপ্ন বিষয়ক নোটবুকে একটির উল্লেখ রয়েছে; বাওয়া মহিউদ্দিন আমাকে শিখাচ্ছিলেন যে, পানির একটি গ্লাস থেকে কী করে অণু পরিমাণ পানি চুমুক দিয়ে পান করা যায় এবং কী করে পুরোপুরি নত হতে হয়। আমার পিঠ দৃঢ়। আমি যখন ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে তাকে স্বপ্ন সম্পর্কে বলি, তিনি হাত নেড়ে বলতে নিষেধ করেন। এটা শোনার প্রয়োজন তার নেই। কারণ তিনি সেখানে ছিলেন। আমি আর কী জানতে চাইব?

'এই ছোট্ট চুমুকের অর্থ কী?'

'তুমি খুব দ্রুত বিজ্ঞ হতে' চাও। জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশ নাও, তোমার জীবনের মধ্যে তা মিশ্রিত করো, এরপর আরেকটি নাও।'

এ ধরনের প্রমাণ যেহেতু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়, সেজন্যে আমাদের অনেকেই যাকে প্রকৃত অভিজ্ঞতা বলে জানি প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান তা বিবেচনায় আনবে না। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধারণাকে গতানুগতিক বিজ্ঞান সম্ভাবনা বলেও স্বীকার করতে নারাজ। রুমীর কবিতায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে টেলিপ্যাথি, পূর্বে লব্ধ জ্ঞান, মৃতের সাথে সাক্ষাৎ, দূরের জিনিসকে দেখা এবং চেতনায় ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে।

BanglaBook.org

কবি হুইটম্যান যখন বলেছিলেন, "আমি আমার হ্যাট ও বুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নই", তখন তাকে বিরূপতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি বলেন, 'চেতনা ঘুরে বেড়ায় স্থান, কাল এবং এসবকেও অতিক্রম করে। সন্ন্যাসীর মতো আবদ্ধ এককে

আমরা বিচ্ছিন্ন নই। এখানে আচ্ছাদন আছে এবং আমাদের ক্ষমতার সীমা পরিপূর্ণভাবে টেনে দেয়া হয়নি। এর দ্বারা মনে হয় যে, এই ক্ষমতাকে আমাদের মাঝে সমভাবে বন্টন করে দেয়া হয়নি। আমাদের সবার মধ্যেই সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলোকে বিকশিত করার মতো সুযোগ, বা আবেগময় তাগিদ নেই। আমরা বিভিন্ন ধরনের গভীরতার প্রেমিক। বৃষ্টি আসে এবং বৃষ্টিস্নাত পথ বিভিন্ন বৃত্তাকার, সোজা, আঁকাবাঁকা এবং নিশ্চিত পথ যায় জলাধারের পানে।

আমার উস্তাদ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন যে তিনি রুমী ও শামসকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অথবা গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যক্তিদের কাল্পনিক চিত্র হিসেবে নয় বরং যেভাবে 'আমি তোমাকে জানি এবং এখানে উপস্থিত সকলকে চিনি, ঠিক সেভাবেই তাদের দুজনকেও জেনেছি।' আলোকিত অস্তিত্বের সাথে একটি সমাবেশের লোকদের চেহারা অবশ্যই আমাদের মধ্যে যারা আলোকিত নয় তাদের দৃষ্টিতে ভিন্নতর হবে। তাদের জন্যে অন্যান্য উজ্জ্বল বস্তুও উপস্থিত বলে গণ্য হতে পারে। বাওয়া মহিউদ্দিনের পাগড়ি পরিহিত একটি ছবি আছে; দূরের পানে কঠোর, কিন্তু রাজসিকভাবে তাকিয়ে আছেন। ছবিটি দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওটা জিলানীর ভঙ্গি।' আবদুল কাদির জিলানীকে তিনি সামনে আনেন। কিছু মানুষের একটি পা কালের এলাকার মধ্যে, আর একটি দৃঢ়ভাবে এখানে। যৌক্তিক পৃথিবী বলে যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে তাহলে সেটি তাদের ক্ষেত্রে অথবা তাদের কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রুমীর কবিতা মানুষের আত্মার অনুসন্ধান করে। তার কবিতার যে স্থান তা মহাজাগতিক শূন্যতার অনুভবের মতো।

রান্না করা মাথা

একটি পানপাত্র দেয়া হয়েছে আমাকে
যার মাঝে আছে সূর্যের ফোয়ারা।
দুই জগতের এক বন্ধু কস্তুরীর
সুবাসের মাঝে অম্বরের মতো।
আমার আত্মার টিয়াপাখি
উজ্জীবিত হয়ে উঠে মধুরতায়
ডানার ঝাপটানিতে উন্মুক্ত
হয়ে যায় সূর্যের এক দ্বার।
ওরা যেখানে রান্না করা মাথা
বিক্রি করে সে বাজার তুমি দেখেছ
BanglaBook.org
ওটাই তো এই অবস্থা, ভিতর
ও বাহির ছাড়িয়ে দেখার এক পথ,
বৃষরাশির চিহ্ন দেখে বিস্মিত গর্দভ।
বীরেরা দীর্ঘ সময় ধরে সারিবদ্ধ
হয়ে থাকে না। আমি তাবরিজের

পথে যাত্রা করেছি, যদিও আমার
কিশতি এখানেই নোঙর করা।

ভাসো, বিশ্বাস করো, উপভোগ করো

মুহাম্মদ বলেন এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে
কেউ ফিরে তাকায় না এবং অনুতাপও
করে না। পৃথিবী কতটা আসল ছিল
বলে ভেবেছি শুধু তারই অনুতাপ হয়!
কোনো বিষয়ে আমরা কতোটা উদ্বিগ্ন
আর অবয়ব থেকে কোনো গতির ব্যাপারে
কত সামান্য বিবেচনা করেছি আমরা।
"আমি মৃত্যুকে অস্বীকার করে
আমার জীবন কাটিয়েছি কেন? মৃত্যু তো
সত্যের চাবিকাঠি!" যখন তুমি এভাবে
বিলাপ করতে দেখ, তখন উচ্চ কণ্ঠে
নয়, মনে মনে বলো, "যা তোমাকে
পরিচালনা করেছে, সেটি এখনো তোমাকে
পরিচালনা করছে, সেই একই শক্তি।
এখন তো তুমি সঠিকভাবেই বুঝতে
পারছো যে তুমি অনিবার্যভাবে একটি
দেহ, কোষ, অস্থি, মস্তিষ্ক এবং একটি
পেশি নও। এই স্বচ্ছ ধারণার মাঝে দ্রবীভূত
হয়ে যাও। সামনের মাত্র ছয় ফুট
পথের দিকে দেখার চেয়ে বরং
ওপরে তাকাও : দুটি জগতই দেখো,
বাদশাহর মুখ, সাগর এবং সাথে তোমাকে
বয়ে নিয়ে যাওয়া। ওই সাগরের বর্ণনা তো
তুমি শুনেছ। এখন ভেসে থাকো, বিশ্বাস করো
এবং গতিকে উপভোগ করো।"

BanglaBook.org

মৃদুমন্দ বাতাস

ব্যথার অনুভব যুদ্ধে হাত কাটার মতো,
দেহের কথা ভাবো, যে দেহে তুমি পরিধান
করেছ একটি আলখেল্লা। যাকে ভালোবাসো
যখন তার সাথে দেখা হয় তুমি কি
তখন তার জামা চুম্বন করো?

ভিতরে কে আছে তাকে অন্বেষণ করো,
দেহের আয়েশের চাইতে আল্লাহ্‌র সাথে
মিলন অধিকতর মধুর, এসব থেকে
আমাদের হাত ও পা ভিন্নতর।
কখনো আমরা স্বপ্নে ওসব দেখি,
ওটা কোনো মায়া নয়, সত্যিকারের দর্শন।
চেতনা সমৃদ্ধ দেহ তোমার, জীবন্ত দেহ
ছেড়ে যেতে ভয় পেয়ো না। কখনো কেউ
এই সত্য এত প্রবলভাবে অনুভব করে যে
পরিপূর্ণ চাঙা ভাব নিয়ে সে পর্বতে
নিঃসঙ্গ বাস করতে পারে। পুরুষ ও নারীর
উদ্বিগ্ন, বীরত্বপূর্ণ কাজও দরবেশদের কাছে
ক্লান্ত ও অসার মনে হয় মৃদুমন্দ বাতাসে।

একত্রে বসে থাকা

আমরা দুটি অবয়ব বসে আছি এই চত্বরে
একটি আত্মার সাথে ছায়ার বহিঃরেখা,
পাখির ডাক, পাতার নড়াচড়া, সন্ধ্যা তারা,
ভ্যাপসা, গন্ধ এবং কাস্তের মতো চাঁদের
মধুর বাঁক। তুমি আর আমি বৃত্তাকার
এক উদ্যানের বিস্তারিত সৌন্দর্য দেখছি
অলসতায়। টিয়াপাখির তীক্ষ্ণ হাসি
এবং আমরা হাসির মাঝখানে হাসি,
কোনিয়ায় একটি বেঞ্চে আমরা দুজন,
একই সাথে আমরা খোরাসান ও ইরাকে।
বন্ধুরা এই অবয়বকে মেনে চলে, তা সত্ত্বেও
অন্য এক সময়ে শুধু তুমি আর আমি।

BanglaBook.org

পানির চোখে দেখে আমরা ভাসি

আমি যে মূসার উল্লেখ করেছি তাতে
অহি পাঠানো থেমে যেতে পারে।
তুমি কি ভাবছ আমি অতীতের কোনো কিছুর
উল্লেখ করছি। মূসার আলো তো এখানে
এবং এখন তোমার ভিতরে। এমনকি ফেরাউনও।
চীনামাটির প্রদীপ ও সলতে বদলে যায়,

কিন্তু আলো একই রকম থাকে। তোমার দৃষ্টি
অস্বচ্ছ চিমনিতে যা বেষ্টন করে আছে শিখাকে।
তুমি শুধু অনেক রং ও বৈচিত্র্য দেখছ
শিখার মধ্যে আলো দেখো, তুমি সেই শিখা।
যেখান থেকে তোমার উপলব্ধি তা তুমি
উপলব্ধি করেছ তার পরিবর্তন করা উচিত
নয়, যদি তুমি কোনো অন্ধকার কক্ষে না থাকো।
কিছু হিন্দু প্রদর্শনের জন্যে একটি হাতি এনেছিল,
একটি অন্ধকার কক্ষে তারা সেটি রাখল।
লোকজন সে কক্ষে গেল আবার বের হয়ে এল।
কোনো কিছুই দেখতে পায়নি তারা, হাত দিয়ে
শুধু অনুভব করেছে। একজন ছুঁয়েছিল শূড়।
সে বলল, 'এটি একটি নলের মতো।'
একজন কান ধরল, 'অনেকটা পাখার মতো।'
পা, কোনো মন্দিরের গোলাকৃতির ও
সুদৃঢ় স্তম্ভের মতো মনে হলো আমার।'
আর একজন স্পর্শ করল পিঠ, 'বিশাল এক
সিংহাসন।' একজন বলল, 'সোজা।'
আরেকজন, 'বাঁকা।' প্রত্যেকের হাতে যদি
একটি করে মোমবাতি থাকত এবং একসাথে
ভিতরে যেত তাহলে পার্থক্যগুলো থাকত না।
নিকষ-কালো অন্ধকারে হাত দিয়ে হাতিকে জানা
বোধের জ্ঞানের একটি পথ। শুধু একটি হাত
দিয়ে সম্পূর্ণ হাতিকে সহসাই জানা যায় না।
সমুদ্রের একটি চোখ আছে, কোনো অবয়বের
ফেনা ও বুদবুদ ভিন্নভিন্নভাবে দেখে
পরস্পরের সাথে আমাদের ধাক্কা লাগে।
BanglaBook.org
দেহনৌকার তলদেশে আমরা ঘুমিয়ে থাকি।
জেগে উঠে যে পানিতে আমরা ভাসি তার স্বচ্ছ
চোখে আমাদের দেখা উচিত।

সোলেমানের দৃষ্টি

জ্ঞান হচ্ছে সোলেমানের মোহর
সমগ্র পৃথিবীই জ্ঞানের একটি রূপ।
কিংবা এটাকে আত্মাও বলতে পার
যা মানুষের মাঝে জড়ো হয় এবং

সেই আত্মারা শাসন করে চিতাবাঘ,
সিংহ ও নদীর কুমিরকে।
কোনো মানুষ ওসবকে ছাড়া আর
কাকে বেশি হুমকি বলে মনে করে,
যদিও অদৃশ্য শক্তি তার হৃদয়ে
যুদ্ধ করে। ধৌত করতে তুমি নদীতে
নেমে যাও, কোনো কিছুতে তোমার
পা কেটে যায়; একটি কাঁটা বা
ঝিনুকের কোনো টুকরায়, তুমি দেখতে
পাও না কিসে কাটল, কিন্তু তুমি
জানো যে তুমি আহত। জ্ঞান যখন
বোধকে পরিবর্তিত করে তখন
তুমি দেখবে এবং অনুভব করতে
পারবে যে কার শব্দ অর্থহীন
আর কারটা তোমার ভিতরে থাকে
তোমাকে নির্দেশনা দিতে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৩. সংগীত : ধৈর্য ও সম্পন্ন করা

আমরা সংগীতের মতো যা মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং অন্যদেরও মুক্তি দেয়। যখন আমরা সংগীত শ্রবণ করি তখন এবং তার পরে কী ঘটে? সংগীত মিশে যায় এবং আমাদের প্রতীক্ষা ও কর্মসম্পাদনের অংশে পরিণত হয়। রুমীর অনুশীলনের কেন্দ্রীয় সুর হচ্ছে শ্রবণ করা।

ভিতরের একটি ধৈর্য আছে যা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। সময়ের কলা শেখার জন্যে আমরা প্রতীক্ষা করি। আমার এক বন্ধু আছে, যে তার শৈশবে যখন পিয়ানো শিখত, তখন মাঝে মাঝে ক্লাসে ফিরে গিয়ে তার শিক্ষককে একটি নোট দিত যে সে কোনো একটি সুর বাজায়নি। শিক্ষক তাকে বলতেন, 'ওই সুরের সময় পার হয়ে গেছে।'

এটা কি 'নিউইয়র্কা'র এর কোনো কার্টুন? একটি শিশু সাবওয়েতে এক লোকের বাজানো স্যাক্সোফনের সুর শুনবে। শিশুটির মা তাকে ধরে টানছে, 'চলে এসো, বাবা। ওটা আসল সুর নয়। সে শুধু সুর নকল করছে।' অনুপ্রেরণার অনুসরণ ও স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের তাড়না গতিশীলতার মধ্যে আমাদের অদ্ভুত সুরের জীবনীশক্তির কাছে নিয়ে যায়।

যিনি আমাদের শেখান আমরা তাকে আর দেখি না

এই মুহূর্তের সুর বাজাও, সুরশিল্পী!
তাদের জন্যে বাজাও যারা আমাদের
পথ বোধ করে, সেই দস্যুদের অনুগ্রহের
জন্যে বাজাও। সুরশিল্পী, প্রকৃত এক
দস্যুর কাছে তুমি এই সুর শিখেছ।
শিষ্যের কলায় আমি তো উস্তাদের
টান শুনতে পাচ্ছি। শূন্যের পানে
তোমার মুখ ফিরাও শিল্পী, কারণ
অস্তিত্ব ছলনাময় ও ভীতিপূর্ণ।
আত্মা জানে এটা এখান থেকে আসেনি।
BanglaBook.org
দেহের মধ্যে আবদ্ধ অনুভব করেও
সে অনুপস্থিতির আনন্দ জানে।

শূন্যতার সমুদ্রে আমরা সাতার কাটি।
অস্তিত্ব বড়শির মতো, সে বড়শিতে
যে ধরা পড়ে সে স্বাধীনতার আনন্দ
হারায়। চারটি উপাদানে পেরেক বিদ্ধ
হওয়া মানে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া।
যদি তুমি তোমার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার
পিছনে দৌড়াতে থাক তাহলে সেটিই
তোমার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার শামিল,
এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পার!
ধৈর্যের মাঝেও একটি আগুন আছে
তা তুমি যে চমৎকার ভস্ম থেকে
জন্ম নিয়েছ তাকেও পুড়িয়ে ফেলে।
শততম সুরার আয়াত মনে করো,
‘তাকে সম্মান করো যে শেষ নিশ্বাস,
ত্যাগ করে’ এবং ‘যেখানে তারা হাঁটে
সেখানে শিখা উঁচু করে আগুন।’
এরা সাহসী আত্মা, সুরশিল্পীই আলোকিত
করছে সুরশিল্পীকে। দাবা খেলার
এই পৃথিবীর উদ্দেশ্যটা কী, যেখানে
সিপাহি গর্দান কাটে রাজার?
আমি আনাড়ির মতো হাঁটি,
কিন্তু ধোঁয়া সোজা ওপরে উঠে যায়।
কখনো একজন সিপাহি অপর প্রান্ত
পর্যন্ত যায় এবং রানীকে উদ্ধার করে।
সেনাপতি বলে, ‘তোমার এই কষ্টশ্রম
আমার এক বা দুই পদক্ষেপ মাত্র।’
বিচারের দিন প্রত্যেকেই জন্যেই
অতি নিকটে। দাবার রাজা বলে,
‘আমাকে ছাড়া এই গতি ও হিসাব
সবই অর্থহীন।’ ধর্মযাজক একই সাথে
একটি শাহ্ ও হতে পারেন। ‘জেতা এবং
BanglaBook.org
হারা একই রকম।’ দুই এর মধ্যেই
চাল আছে। যিনি আমাদের শেখান
আমরা তাকে আর দেখি না।
তুমি বলতে পারো আমরা আকস্মিক
পরীক্ষায় পড়েছি। এখন কী ঘটবে?

সংগীত বধিরতা কাটিয়ে দেয়

তুমি ঢেলে দিলেও আমরা যাকে সুরা বলি
সেই সৌন্দর্য তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না।
জ্ঞানের স্পষ্ট কথাও আত্মা আর এখন সহজে
শুনতে পাবে না, ইশারাতেও কাজ হবে না।
নিজেদেরকে মুক্ত করতে আমাদের প্রয়োজন
শামসের তরবারি। এই বৃত্তের সাথে গভীর
যোগসূত্রের চাইতেও আমরা বেশি চেয়েছিলাম
পার্থিব বস্তু। রুটির চেয়েও বেশি চেয়েছি সুরা।
তুমি তো শুনেছ, সিনাই পর্বতে মূসা কীভাবে
আল্লাহর সাথে ছিলেন। ওই ঘনিষ্টতা এখন
বহু দূরে। মেঘে ঢাকা আকাশের পানে দেখো :
কাছে অনুভব করার সমারোহ এটা নয়।
আমরা অলস ছিলাম। হয় আমাদের বিচ্ছিন্ন
থাকা উচিত অথবা দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকা
উচিত নয়। সংগীত আমাদের আত্মার বধিরতা
কাটিয়ে দিক। খেলো এবং খেলতে দাও।

নিচের কবিতাটি জামির (১৪১৪-৯২) কাহিনি, যা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সংগীতের শক্তি সম্পর্কিত

জামি'র উট চালকের গান

আত্মশুদ্ধির পথে চলছিলেন এক সুফী।
প্রতিদিন এবং প্রতিরাত তিনি হাঁটতেন
মরু পথে, আল্লাহর নিরাপত্তার
শূন্যতার মাঝে নিদ্রা যেতেন।
এক রাতে তিনি এক সওদাগরের
তাঁবুতে গেলেন এবং কিছু কথা বলার
প্রয়োজন অনুভব করলেন।
তাঁবুর দরজার একটি প্রান্ত তুলে শৃঙ্খলাবদ্ধ
এক কাফ্রি ক্রীতদাসকে দেখতে পেলেন
BanglaBook.org
নড়াচড়া করতে সে অসমর্থ হলেও
তার জ্ঞানের দীপ্তি চাঁদের মতো জ্বলছে।
'আমাকে সাহায্য করুন', ফিসফিসিয়ে
ক্রীতদাস বলল। 'কোনো মেহমানকে
ফিরিয়ে দেন না আমার মনিব।

তাকে বলুন আমাকে মুক্তি দিতে।'
সুফীকে তাঁবুতে অভ্যর্থনা জানাল
সওদাগর, সামনে খাবার এনে রাখলো।
'এই বেচারিকে মুক্তি না দিলে
আপনার উদারতা আমি গ্রহণ
করতে পারি না।' "তাহলে প্রথমে শুনুন
এর কারণে আমাকে কী দুর্ভোগ পোহাতে
হয়েছে। উন্নত জাতের বহু
উট ছিল আমার, পর্বতের মতো
কুঁজশোভিত সুন্দর সব প্রাণী।
সমতল ও বন্ধুর পথে বাতাসের মতো
অবাধ ছিল গতি, গন্ডারের মতো
শক্তিশালী, দীর্ঘাকৃতির এবং হাতির
মতো রাজসিক। সীমাহীন এই
মরুভূমিতে অতিক্রম ও পুনরতিক্রমে
ওরাই ছিল আমার অস্তিত্বের উৎস।
ওদের ঘণ্টাধ্বনি আমার কাঙ্ক্ষিত সুর,
উট চালক ওদের চলার সময়ে
গান গাইত, আর উটেরা সে গান
শুনে সাহস ও শৃংখলার সাথে
বয়ে নিত বোঝা। কিন্তু এবার
আমরা মালামাল নামাবার পরই
উটগুলো নানা দিকে পালিয়ে গেল,
একেবারে মিশে গেল মরুভূমিতে।
শুধু একটি উট ছাড়া সবগুলোই চলে গেছে।
সেটি এখন বাঁধা আছে তাঁবুর বাইরে।"
সুফী বললেন, 'আমাকে উট চালকের
গানটি শুনতে দিন।' মনিবের ইশারায়
ক্রীতদাস গান গাইতে শুরু করল।
BanglaBook.org
মেহমান নিমগ্নার ভঙ্গিতে বসে রশি বাঁধা
প্রাণীটিকে লক্ষ করছিলেন। কিন্তু
গানের সুর গভীর হওয়ার সাথে
রাতের মুসাফির তার বস্ত্র ছিন্নভিন্ন
করে পতিত হলেন মাটিতে, আর
সর্বশেষ উটটিও রশি ছিঁড়ে পালিয়ে
গেল রাতের ঘোর অন্ধকারে।

৩৪. উস্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা : কুকুরের শিক্ষা

আমার আত্মার শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত দানের জন্যে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সেই স্থানের জন্যে জিম হিটের ভালোবাসা, যেখানে লিখা এবং বসবাস বিভক্ত হয়ে যায়, বসে বসে অর্থহীন কথাবার্তা, দ্বীপের নোংরা রাস্তা নেমে যাচ্ছে নদীতে। আমি তিব্বতের মান্ডালায় বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের খোলা মাঠে সমাবেশের মতোই হয়ত বাতাসকে পূর্ণ করতে চাই। আমরা যদি দেখতে পাই, তাহলে নিজেদেরকে যুগপৎ শিক্ষক ও ছাত্র হিসেবে দেখতে পাব। বাওয়া মহিউদ্দিন, যিনি আমাকে রুমীর কথা বলেছিলেন এবং সচেতনতার যে প্রান্ত থেকে কবিতার উদ্ভব ঘটে সেদিকে চালিত করেছিলেন। ওশো রজনীশ আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আমার ক্ষেত্রে কবিতা ভাবাবেশে আত্ম-সম্মোহিত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রজনীশের অপূর্ব বাণী সম্বলিত টেপগুলো শুনেছি। জো মিলার বলেছেন যে, আমি যদি রুমীর কবিতা উচ্চস্বরে আবৃতি করতে পারি তাহলে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিতই সেটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েছি।

এই অধ্যায়ের প্রথম কবিতাটির তিন কৌতুকাভিনেতাকে (The Three Stooges) তাদের অসম্ভব সব কীর্তিকলাপের জন্যে মার্জনা করা যায়। মাইকেল গ্রিন একবার আমাদের শিক্ষক বাওয়া মহিউদ্দিনকে কোরআনের নির্দিষ্ট কোনো সুরার সূচনায় আরবি অক্ষরের ধাঁধাতূল্য সমন্বয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বাওয়া তার নিকটে ঝুঁকে মৃদু স্বরে বলেন, 'The Three Stooges!Ó মাইকেল গ্রিনের রহস্যের অনুভূতিতে তিনি রসিকতা করছিলেন। কিন্তু তিনি হয়ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো কিছুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন, যিনি আমার চাইতে নিবিড়ভাবে কোরআন সম্পর্কে জানেন। আমি চলচ্চিত্রের ওই কৌতুকাভিনেতাদেরকে এই কবিতায় সম্পৃক্ত করেছি বাওয়া মহিউদ্দিনের রসিকতার একটি স্বাদ দিতে।

BanglaBook.org

তিন কৌতুকাভিনেতা

শাশ্বত কিছু যখন পার্থিব কোনো কিছুকে
স্পর্শ করে তখন নীরবতা গভীর হয় এবং
দুটির সমন্বয় একটি 'শূন্য' সৃষ্টি করে।
কীভাবে এমন ঘটে দরবেশরা তার
একশোটি উপায় দেখাতে পারেন।

অধিকতর কাব্যিক বিবরণে আমার কোনো
আগ্রহ নেই। কোরআনের একটি সুরার
শুরুতে আরবি অক্ষরের রহস্যময়
সমন্বয় : আলিফ, লাম, মিম, হা-মিম।
এগুলো অন্যান্য অক্ষরের মতোই, শুধু
বিস্কুট যেমন চাঁদের মতো মনে হয়।
সান্নিধ্য থেকে যা আসে তার যথার্থ
অনুভব বন্দিদের মুক্ত ও অসহায়দের
পুনরুত্থান ঘটাতে পারে।
শব্দের কিছু সমন্বয় ত্বক ও অস্থির
সামঞ্জস্যের মতোই সেরা গুণসম্পন্ন।
রাস্তায় কথা বলছে যে তিনটি লোক
তারা নিতান্তই সাধারণ তরুণ, কিন্তু
আলিফ, লাম ও মিমের বিনিময়
অনেকটা ল্যারি, কার্লি ও মো এর মতো।

কুকুরের কথা শোন

যাদেরকে কিছু দেয়া হলে প্রশংসা
করে না তারা কুকুরেরও অধম।
কুকুর কোনো দরজায় খাবার পেলে
সেখানকার অভিভাবক বনে যায়।
জীবনের ঝুঁকি নেয় এটি রক্ষা করতে,
আর কোনো লাওয়ারিশ কুকুর হাজির
হলে তাকে সেখানে যেতে শিখিয়ে দেয়
সে যেখানে প্রথম খাবার পেয়েছে।
"ওখানে ফিরে গিয়ে তোমার কর্তব্য
পালন করো!" যারা চেতনার দ্বারে
কিছু খেয়েছে এবং পান করেছে
তাদের বেলায়ও এটিই প্রযোজ্য।
তোমাকে দেয়া হয়েছে অতিন্দ্রিয় জ্ঞান
এবং তোমার আত্মায় নিঃশ্বাস প্রদত্ত।
BanglaBook.org
তবুও তুমি ভালুকের মতো অন্যের
দোকানে দোকানে ঘ্রাণ শুঁকছ,
ঝোলে রুটি ভিজাতে তুমি শহর চষে
বেড়াচ্ছ, কিন্তু এ তো পার্থিব কোনো
খাদ্য নয়, যা তোমাকে পরিপুষ্ট করবে।

যে টেবিল তোমার পছন্দ তা যীশুর কক্ষে,
যেখানে লোকজন ভোরে সমবেত হয়;
অন্ধ, খঞ্জ, বাত ব্যাধিগ্রস্ত, ও দুস্থরা।
যীশু তার ভোরের প্রার্থনা শেষ করে
বাইরে আসেন, 'তোমরা যা চেয়েছিলে
তোমাদের তা দেয়া হয়েছে। এখন যাও,
অনুগ্রহশীলতার মাঝে বাস করো।'
রশি খুলে দেয়া উটের মতো দ্রুত
উঠে পড়ে তারা। তোমরা যে শিক্ষকদের
জানতে তাদের কারণে তোমাদের কাটাতে
হয়েছে নানা রোগব্যাধির মধ্যে,
খোড়া পা এখন সুন্দরভাবে ফেলছ।
পায়ের গোড়ালিতে একটি রশি বাঁধো,
তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তা যাতে ভুলে
না যাও। তারা যে আরও আশির্বাদ
দিতে পারে অকৃতজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়ায়
তা অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।
তাদের পিছু পিছু দৌড়াও এবং ক্ষমা
প্রার্থনা করো। দরজার কাছে থাকো।
কুকুরের চেয়ে কম কিছু হয়ো না!
এর ফলে প্রশ্ন উঠে কার কাছে অধিক
বিশ্বস্ত হবে, তোমার বাবা-মার কাছে
নাকি তোমার আত্মার কাছে।
তোমার বাবা মিলিত হন তোমার
মায়ের সাথে এবং তোমার সূচনা
হয় তার মাঝে। কিছু সময়ের জন্যে
তোমাকে তার অংশ বলে ভাবলেও
অতঃপর তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।
BanglaBook.org
আত্মার অধিকার বাবা-মার অধিকারের
আগে এবং তার চেয়েও শক্তিশালী।
কেউ যদি বুঝতে না পারে তাহলে তা
বোবা ও গর্দভের মতো জেদি।

আদমকে সিজদা

জীবন্ত মৃত্যু কী? যে তোমাকে শিক্ষা দেয়
তাকে বিস্মৃত হওয়া; যা জ্ঞান তুল্য
তা আসে দুর্ভোগ ও যাতনা হয়ে।

সে যাতনা যত তা আত্মার ততো
কাছাকাছি। কীভাবে আমরা জানোয়ারের
চেয়ে সেরা? সেই একই সচেতনতা
আমাদের মাঝে বিকশিত হয় অবনমিত
এক পরিস্থিতিতে। একটি স্তর বিন্যাস
থাকে : মানুষের ওপর জানোয়ার
ফেরেশতা মানুষের ওপর, আর খাঁটি
মানুষের আত্মা সবকিছুর ওপরে।
আদমকে সিজদা করতে কেন আদেশ
দেয়া হয়েছিল ফেরেশতাদের?
সূতা যেভাবে সূচকে অনুসরণ করে
অনুরূপ সকল বস্তুর আত্মাই
খাঁটি মানুষের একাগ্রতাকে
অনুসরণ করে।

সমুদ্রকে বিশ্বাস করা

এক আগন্তুক কোনো এক শিক্ষকের
সমালোচনা করে, "এই ব্যক্তি তো সঠিক
পথে নেই। সে মদ পান করে, সে ভণ্ড
এবং বদমাশ গোছের। কী করে সে
উপকারী হতে পারে?" ছাত্রদের একজন
জবাব দেয়, "এ অভিযোগ সত্য নয়, এবং যদি
সত্য হয়েও থাকে, তবুও আল্লাহর
কোনো বন্ধুকে তো কোনো মানদণ্ডে
বিচার করা যায় না। একটি মৃত পাখি
লোহিত সাগরকে দূষিত করতে পারে না।"
প্রতি পদক্ষেপে যে মরুভূমিতে হারিয়ে যায়,
প্রচলিত নিশানা দিয়ে তার পথ নির্দেশ
করতে পারে না। মিলনের মাঝে যার বসবাস
সে অনুভূতির আলোতে দেখে।
এমন লোকের জন্যে কোনো পথ নেই।
সে যদি কোনো পথ দেখিয়ে দেয়
তাহলেই ন্যায়বাগীশকে কিছু বলা যায়,
যারা বিরোধিতার মাধ্যমে বুঝতে পারে।
নবজাত শিশুর কাছে পিতা উচ্চারণ
করে ভাষার জট, আর শিশু তার
নিখুঁত মেধা দিয়ে বিশ্ব পরখ করে।

BanglaBook.org

খুঁজে না পাওয়া। বিশেষ চিহ্ন
মনিবের মহত্ত্ব মুছে ফেলতে পারে না।
শিশুর বিশাল বিশ্বহীনতার মাঝে
প্রবেশের চেষ্টা করো, যা শিক্ষকের
নীরবতার অনুরূপ। সমালোচনা ও
অবিশ্বাসের পরিধি খুবই ছোটো,
যেখানে শুধু আল্লাহর মুখ বিদ্যমান।
সকল বিশ্বাসঘাতকতা ও অবাধ্যতার
বিচার সেখানে ম্লান হয়ে যায়।
অতিন্দ্রিয় সচেতনতার জন্যে দেহের মাথা
একটি পর্দা, লণ্ঠনের ওপর নামিয়ে
রাখা পানির বড়ো একটি পাত্র।
অনাস্থা কী? তোমার শিক্ষককে ভুলে যাওয়া।
কে বেঁচে আছে? সমুদ্রকে যে জানে ও
বিশ্বাস করে, যেখানে শিক্ষকের বাস।
এ ধরনের সচেতন ফেরেশতা ও মানুষ,
পাখি ও মাছকে সম্পৃক্ত ও নির্দেশ করে।
মাছ প্রকৃতপক্ষে মুখে তুলে আনে সুবর্ণ
সুচ, যা দিয়ে তার আলখিল্লা সেলাই
করবে, যেমনটি করেছিল ইব্রাহিমের জন্যে।
সে কাহিনি কি তোমার মনে আছে?

অদ্ভুত সমাবেশ

লোকটি হাতে ধরে আছে একটি তাম্বুরা
বাতাসে উঠেছে অপূর্ব এক সুর!
সফরের প্রস্তুতি নাও, গাঁঠরি বোঁচকা
BanglaBook.org
বাঁধো, মেলে ধরো পতাকা।
ব্যাপ্টিস্ট জন, ডেভিড এবং জোসেফ
ডিগবাজি খাচ্ছেন। ঈসা ও মূসা
যাদু বলে দরজা দিয়ে জিব্রাইলকে
দেখতে পাচ্ছেন। আকাঙ্ক্ষার মাঝে
হারিয়ে যাওয়ার চেহারা ইব্রাহিমের,
ইসমাইল ও ইসহাকের ওপর ধরে
আছেন খোলা তরবারি।
তারা মাথা নত করে। মুহাম্মদ

আল্লাহকে বলেন, 'আমাকে যারা
বিশ্বাস করে তারাই প্রকৃত ভাই,
যদিও আমাকে তারা দেখে না।
আমি যেন তাদের দেখতে পাই।'
আবু বকর, 'সত্য, এটা সত্য।'
লাইলি ও মজনু, ফরহাদ ও
শিরিন প্রমোদের বিশ্বে কাঁচের
উজ্জ্বলতার মাঝে বাস করে;
রোস্তম, বীর, হামজা, মুহাম্মদের
চাচা, তীর, ঢাল এবং আলীর
তরবারি; কে মোকাবেলা করতে
পারে সেই খঞ্জর, অথবা তা নিক্ষেপ
করে বিদীর্ণ করতে পারে চাঁদকে?
হুশামউদ্দিন এখানে প্রেমের রাজা।
তাবরিজের শামসের নামে সে নত
হয়ে বলে, 'আমিই সত্য।' তাতে
বিপুলভাবে সম্মানিত হয় আত্মা।

নিলাম

হাতি যেমন হিন্দুস্থানকে পুরোপুরি
স্মরণ করে, গান শুরু হলে যেমন
মন বিগলিত হয়, পানপাত্র
যেভাবে পূর্ণ হয়, বাতাস উঠে,
কক্ষজুড়ে আলোচনা, প্রার্থনার
অভয়াশ্রম, বন্ধুদের সৃষ্ট এ দিনে
একটি পাখি আমার হাতে এসে
বসে, সবকিছুকে ছেয়ে আছে
এই সমুদ্র। সব পথ খোলা।
অনুগ্রহের প্রতি বদলে যাচ্ছে
একটি লোক, যৌক্তিক নয় কেউ।
ধর্মের দুর্বোধ্য কথা ভুলে গেছে,
সালাদিন ওখানে হাত তুলছেন
কাদায় মাখামাখি জামা পরে
থাকা বালক ইউসুফের ওপর।

BanglaBook.org

মনোনিবেশ না করতে পারার মিষ্টতা

এমন এক মহিমা আছে যা মৃতের মাঝে
ফিরিয়ে আনে জীবন এবং অজ্ঞাতদের
জড়ো করে বন্ধু হিসেবে। ওই একজনকে
ডাকো যে কাঁটাপূর্ণ ঝোপকে ফুলে ফুলে
ছেয়ে দেয়, স্বচ্ছ করে পঙ্কিল মনকে,
দুদিনের শিশুকে কারো শেখার সীমা
ছাড়িয়ে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে। প্রশ্ন করো,
'কী শিশু?' একটি ঝর্না আছে, আবেগ
চক্রাকারে ঘুরে। এসবকে আমি ভালো
বলছি না, কারণ আমি খুব মনোনিবেশ
করতে না পারার মধুরতার মধ্যে আছি।
তবুও শোন। কথাটি অবশ্যই বলা হবে।
এমন চোখ আছে যা চিরন্তনকে দেখে।
সকল শক্তি ও যাদুর অতীত সান্নিধ্য
আসুক। পরিপূর্ণভাবে অবনত হয়ে
মেঝেতে ডুবে যাও।

রাস্তার প্রতিটি অংশ

ঘুরতে থাকো, সফর করো। একজন সহকারী
হিসেবে সফরে কারো গতি মন্থর হয়ে পড়ে,
যখন সর্বজনমান্য রানীর মহত্ত্ব পুনরুদ্ধার
করতে হয়। ইউসুফ সফর করেছেন এবং
সবকিছু ধরা দিয়েছে তার কাছে। এক লোক
কোনো এক দেশ বাস করতে গেছে, কারণ
সেখানে তার বন্ধু বাস করে। পুরো পরিবার
সাথে নিয়ে গেছে সে। দিনের বেলায় তাপদগ্ধ
BanglaBook.org
রোদে, রাতে নক্ষত্রকে টুকরো টুকরো করার
কৌশল শিখে। রাস্তার প্রতিটি অংশকেই
বিস্ময়কর মনে হয় যাকে তারা দেখতে গেছে
তার কারণে। তিক্ত, অভিযোগকারী মানুষকেও
ভালো লাগে, কাঁটারও সৌন্দর্য আছে। ঘুপচি
কক্ষও বিশাল হয়ে যায়। সরু লাঠি গোলগাল
ডুমুরের দিকে ফিরানো। চাবুকের ঘা বসে যায়
বোঝা বয়ে নেয়া কুলির পিঠে। ধোঁয়ায়
কালো বর্ণ ধারণ করে কামারের মুখ।

একঘেঁয়েমিতে ক্লান্ত দোকানি তার আসনে
বসে থাকে। গা সওয়া হয়ে গেছে যন্ত্রণা কারণ
কাছাকাছি কোথায়ও একজন বন্ধু আছে।
এক সওদাগর দূর দেশে যায় এবং যারা বাড়িতে
আছে তাদের জন্যে সমুদ্র যাত্রা করে।

দুই জগতে পরিধান করার টুপি

আমার মাঝে একটি আবেগ আছে,
যা আরেকজন মানুষকে ছাড়া আর
কোনো কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে না।
অথচ অন্য কিছু দেয়া হয়েছে আমাকে
দুই জগতে পরার জন্যে একটি টুপি।
টুপিটি পড়ে গেছে। কিছু আসে যায় না।
ভোরের আগে একদিন আমি এক স্থানে
গেলাম। মধুরতার উৎস বয়ে যাচ্ছিল
এবং তা অফুরন্ত। আমাকে একটি সৌন্দর্য
দেখানো হয়েছে, যা দুই বিশ্বকেই দ্বিধাগ্রস্ত
করবে। কিন্তু আমি সেই গোলযোগের
কারণ হব না। আমি শামসের জন্যে
উপঢৌকন হিসেবে মাটির ওপর
রাখা একটি মস্তক ভিন্ন আর কিছু নই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৫. ক্ষমতাশীলতা :
একজন খ্রিষ্টান মহিমার মাঝে হারিয়ে যায়

প্রতিটি ধর্মেরই নবায়ন, শূন্য করে ফেলা এবং পুনরায় শুরু করা ও ক্ষমাশীলতার সময় আসে। খ্রিষ্টবাদের মূলমন্ত্রও এটি।

রুমীর সাথে যিশু খ্রিষ্টের যোগসূত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। খ্রিষ্টানরা তা অনুভব করে যখন তিনি বন্ধুত্বের কথা বলেন। আমার লেখক বন্ধু জিম কিলগো বলেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের ধারণা হল, ঈশ্বর মানুষের কাছে বন্ধুর মতো। রুমীর কবিতা পাঠেও এ সত্য স্পষ্ট হয় যে, এই বন্ধুত্ব আসলে হৃদয়ের গভীরের বন্ধুত্ব।

সুফী মতবাদে ধারণা রয়েছে যে, যিশুর শক্তি পুনরাবির্ভূত হয়েছে রুমীর মধ্যে। সুফীদের কাছে রুমী হচ্ছেন, প্রেমের স্তম্ভ, একজন কুতুব। রুমীর বিশ্বাসে উজ্জীবিতরা এই প্রচলিত আমন্ত্রণকে যেভাবে দেখেন তার অনুরূপ আহ্বান আমি শুনেছি আমার যৌবনে, যখন আমি খ্রিষ্টানদের সমাবেশগুলোতে গেছি। সে আহ্বানটি হচ্ছে;

তুমি যেই হও, এসো, এসো,
ভ্রমণকারী, প্রার্থনাকারী, চলে যাওয়ার
প্রেমিক যেই হও, এসো। এটা তো নৈরাশ্যের
কোনো কাফেলা নয়। তুমি যে বিধ্বস্ত
হয়ে পড়েছ তা কোনো ব্যাপারই নয়
হাজার বার শপথ নাও তুমি,
তবুও এসো। আবারও বলছি, এসো।

বসন্ত কাল

যাজকের কাছে গিয়ে এক খ্রিষ্টান ব্যক্ত করে
তার পুরো বছরের পাপের কথা : ব্যভিচার,
নীচতা, ভণ্ডামি। মার্জনা পেতে চায় সে, এবং
শুনতে চায় যে যাজক তার পাপ মোচনের
প্রতিশ্রুতি দেবেন। এ ধরনের পাপ মার্জনার
অভিজ্ঞতা খোদ যাজকেরও হয়ত নেই,
কিন্তু খ্রিষ্টানদের ধারণা তাকে শক্তি দিয়েছে।

BanglaBook.org

প্রেম ও কল্পনা অনেক কিছুই করতে পারে।
বিস্তৃত হতে পারে ইন্দ্রজালের প্রভাব যাতে
এর কাছে বলতে পারো, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'
হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। এক মা তার পুত্রের কবরের
পাশে গিয়ে যে কথাগুলো বলেন তা সে বেঁচে থাকতে
কখনো বলেননি। কবরের মাটিকে মনে হয়
অনেক বুদ্ধিমান। কাঁচা মাটিতে তিনি মুখ রাখেন,
এমন ভালোবাসা পুত্রকে আগে কখনো দেননি।
দিন যায়, অতিক্রান্ত হয় সপ্তাহ, মৃতের জন্যে
দুঃখ হ্রাস পায়। শিগগিরই কবরস্থান একটি স্মৃতি
ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তোমার শিক্ষককেও
ভালোবাসতে বলো, পাকা দাড়িবিশিষ্ট কাউকে নয়।
নির্বাণের অবস্থায় অবয়বহীন ভালোবাসা
বলে, আমি পরিমিত স্বচ্ছতা ও মাতলামিপূর্ণ
উত্তেজনার উৎস। তুমি অবয়বের মাঝে আমার
প্রতিফলনকে এত ভালোবেসেছ যে মধ্যস্থতার
আর কোনো প্রয়োজন নেই। যখন কোনো খ্রিষ্টান
চায় যে তাকে ক্ষমা করা হোক তখন স্বয়ং যাজক
সেই আকাঙ্ক্ষার মাঝে হারিয়ে যান। পাথরের
ওপর দিয়ে গাড়িয়ে যায় পানি, তখন কেউ আর
সেই পাথরকে পাথর বলে না। পাথরের ওপর
দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে খাঁটি উপাদান, একটি ঝর্না।
এই যে অবয়বগুলোর মাঝে আমরা আছি তা
এক একটি পাত্রের মতো। পুষ্টির যোগান দিতে পতিত
কিছুর পৃথক মূল্য থাকে; অতঃপর পানি বয়ে
যায় পরবর্তী কোনো কাজে ব্যবহৃত হতে।

তোমার সাথে গতি প্রাপ্তির পথ

'তুমি পথ চলতে শুরু করলেই পথের
আবির্ভাব হয়। পথ চলা বন্ধ করলেই
আসল অস্তিত্ব সামনে আসে'—এই আয়াতের
কিছু ব্যাখ্যা আছে। জুলায়খা বন্ধ করেন
প্রতিটি দরজা, আর ইউসুফ কড়া নাড়তে
BanglaBook.org
থাকেন। তার বিশ্বাস ছিল, তিনি পায়চারি
করতে থাকেন এবং কোনোভাবে পরিত্রাণ পান।
এটাই তোমার অজ্ঞাত বাসগৃহে যাওয়ার উপায়।

ভেবে দেখো, কীভাবে তুমি পৃথিবীতে এসেছ।
কখনো কি ব্যাখ্যা করেছ, ওটা কেমন ছিল?
করোনি? যে উপায়ে তোমার আগমন
সেভাবেই চলে যাও। তুমি যে তোমার স্বপ্নের
ভূমিতে বিচরণ করছ কীভাবে সেখানে গেলে?
চোখ বন্ধ করে তুমি আত্মসমর্পণ করো।
নিজেকে আল্লাহর নগরীতে দেখো। এখনো
তুমি প্রশংসা চাইছ! গ্রাহকেরা তোমাকে
দেখছে তা দেখতে তুমি ভালোবাস।
তুমি সমাবেশস্থলের সামনে গিয়ে বসো।
তুমি যখন তোমার চোখ বন্ধ রাখো, তখন
মানুষকে দেখো সোল্লাসে প্রশংসা করতে;
ঠিক পেঁচা যেভাবে চোখ বন্ধ করে বন দেখে।
প্রশংসার পৃথিবীতে তোমার বসবাস, কিন্তু
তুমি বিনিময়ে প্রশংসাকারীদের কী দেবে?
তাদেরকে দিতে তোমার যদি আন্তরিক দান
থাকে তাহলে তুমি গ্রাহকের কথা ভাববে না।
এক লোক দাবি করেছিল, 'আমি একজন নবী,
আমি সময়ের মাঝ দিয়ে অতিক্রমকারী
ভবিষ্যদ্বাণীর প্রান্ত।' লোকজন তাকে ঘিরে ধরে
বেঁধে ফেলে এবং বাদশাহ'র সামনে হাজির করে।
'কোনো অধিকারে এই লোক দাবি করে যে
সে ঐশী বাণীর স্থানে বাস করছে?'
লোকটি নিজেই বলে উঠে, 'ভেবে দেখো, কীভাবে
একটি শিশু ঘুমায় এবং অবচেতনভাবেই হয়ে উঠে
সচেতন। নবীরা ওরকম নন। তারা উৎস থেকে
পঞ্চেন্দ্রিয়ের উত্থান পতনের মাঝে জেগে থাকেন
ডান-বাম, সামনে ও পিছনের গতির মধ্যে।'
BanglaBook.org
লোকজন চিৎকার করে উঠে, 'দুদর্শার মাঝে
আটকে রাখা হোক ওকে।' কিন্তু বাদশাহ দেখতে
পান, লোকটি শীর্ণকায়, ভঙ্গুর, ভদ্রভাবে
কথা বলে। বাদশাহ দয়াশীল, লোকদের বিদায় দিয়ে
লোকটিকে বসিয়ে জানতে চান সে কোথায় থাকে।
'আল্লাহর শান্তি আমার ঘর, এখানে আমি এসেছি
যেখানে কেউ আমাকে চেনে না। বালির ওপর
রাখা মাছ বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে।'
লোকটির দুরবস্থার মাঝেও রসিকতা করতে

চেষ্টা করেন বাদশাহ 'কিন্তু আজ এসব দাবি করছ কেন?
তুমি কি তেমন খেয়েছ?' "পার্থিব খাদ্যের কোনো
পরোয়া করি না আমি। আমি আল্লাহর মধুর যে স্বাদ
নিচ্ছি, এই লোকগুলোর কাছে ওসবের মূল্য কি?
ওরা পার্বত্য পাথরের মতো, আমি যা বলি তার
প্রতিধ্বনি করেই আমাকে গালি দেয়। আমি যদি
ওদের জন্যে অর্থের খবর আনতাম, কিংবা প্রেমিকের
কাছ থেকে প্রেমপত্র আনতাম, তাহলে ওরা
স্বাগত জানাত, কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে
নয়। আমার কথা গাধার পিঠে রক্তে ভেজা পটির
মতো। পটি যে তুলে দেয় সে উপকারী হলেও
তার ভাগ্যে গাধার লাথিই জুটবে! এখানে কেউ নিরাময়
চায় না। আমার কাছে যা আছে তা চায়
এমন একজনকে দেখান!" লোকটির ব্যাপারে
আরও কৌতূহলী হয়ে উঠেন বাদশাহ, "নবীদের যা দেয়ার
থাকে অনুরূপ কী দিতে এসেছ তুমি?"
"আমাদের যা নেই। এক মুহূর্তের জন্যে ভাবুন যে
আমার অনুপ্রেরণা ঐশ্বরিক নয়। তাহলেও আপনি
একমত হবেন যে, আমার বাণী মৌমাছির
কাজের তুলনায় হীন কিছু নয়। কোরআনে
বলা হয়েছে. 'আল্লাহ মৌমাছিকে অনুপ্রাণিত করেছেন।'
মধুতে পরিপূর্ণ এ পৃথিবী। মানুষ মধু খেয়ে
উজ্জীবিত হয়, বরং মৌমাছির চাইতে
আরও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে।"
এভাবে লোকটি তার দাবির পক্ষেই বলে।
অনুপ্রাণিত ঝর্নাধারা সম্পর্কে পাঠ করেছ,
সেখান থেকে পান করো, সেই পানিতে যাদের
ঠোঁট সিক্ত তাদের সঙ্গী হও। অন্যেরা, এমনকি
তারা তোমার পিতা কিংবা মা হলেও আসলে শত্রু।
BanglaBook.org
তারা তোমাদের হত্যা করার আগে চলে যাও।
যখন নিষ্ঠার সাথে বলবে 'আল্লাহ ছাড়া আর
কোনো সত্য নেই, আল্লাহ এক', তখন পথহীনের
সামনেও পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

বন্ধু লাভের ব্যবস্থাপত্র

আমি জ্ঞান ও নিরাময়কারী
পোড়া মাংস ও দক্ষিণের উজ্জ্বল তারা।

আমি ছলকে পড়া মদিরা শুষে
নেয়া মাটি। অসুস্থতার সময় আমি
সারিয়ে তুলি। বিষাদের মুহূর্তে
আমি বন্ধু লাভের ব্যবস্থাপত্র
দেই। মৃত্যুতেও আমি একজন বন্ধু।
আমার সাথে রাস্তায় দেখা
করতে দৌড়ে এসো। আমি নম্র থাকি
এবং অনুগ্রহ লাভ করি।
আমি দেখতে এমন, কিন্তু
এটা তো একটি বৃক্ষ, আমি
পাতায় কাঁপন তোলা ভোরের
বাতাস, যা ডালকে নাড়ায়।
এর মাঝে নীরবতা স্থান
করে নিয়ে শুধু রূপ পাল্টাচ্ছে।

তোমাকে কী দেয়া হয়েছে

ভিতর থেকে কী করে আমরা ঐশ্বরিক
গুণের কথা জানব? আমরা যদি শুধু
রূপকের মাধ্যমে জানতে পারি
অবিবাহিত তরুণেরা প্রশ্ন করে যে
যৌন অনুভূতি কেমন, তুমি উত্তর দাও,
'মিছরির মতো, এত মিষ্টি!' পরিতৃপ্তির
ভিতর থেকে আসে যৌন সুখের অনুভব।
অতএব রহস্য সম্পর্কে তুমি যাই বলো,
'আমি জানি অথবা আমি জানি না'
—দুটি বক্তব্যই সত্যের খুব কাছাকাছি।
কোনোটিই পুরোপুরি মিথ্যা নয়।
BanglaBook.org
কেউ প্রশ্ন করে, 'তুমি কি নূহ নবীকে
জানো?' তুমি হয়ত উত্তর দেবে,
'হ্যাঁ, স্কুলে গল্পে পড়েছি। যে পরিস্থিতি
নেমে এসেছিল সে কাহিনি শুনেছি।'
কেউ নূহের অবস্থায় পড়লেই শুধু
তাকে জানতে পারে। এক ধর্মতত্ত্ববিদকে
এখন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুনি, 'ওই গর্তে
আটকা পড়ে থেকো না! এই মাত্র যা বলেছ
তা অসম্ভব ব্যাপার।' দরবেশদের বাদশাহ

কুতুব উত্তর দেন, "তোমার অভিজ্ঞতার
বাইরে যে কোনো পরিস্থিতি তোমার
কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। নির্দিষ্ট
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তোমার। এর আগে আল্লাহর
সাথে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপনও কি
হাস্যকর মনে হয়নি? তোমাকে যা দেয়া
হয়েছে তা তোমাকে কারাগার থেকে দশবার
মুক্ত করেছে! এই শূন্য মরুর স্বাধীনতা
এখন অনুভব করছ, তা কি একদিন
কারা যন্ত্রণার মতো মনে হবে না?

এখন আমি জেগে থাকার জন্যেই
শুয়ে পড়েছি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করি যেন আমার আত্মাকে তোমার
জাগ্রতাবস্থার মাঝে নিয়ে যান,
যাতে জ্ঞানের এই অংশটুকুর ব্যাপারে
স্বচ্ছ হতে পারি; মহিমা আসে ক্ষমা
করতে এবং বারবার ক্ষমা করতে।"

দ্বিধাগ্রস্ত অনুগ্রহ

মাতাল করার মতো একটি ফোঁটা,
এরপর আরেকটি, ওভাবেই তুমি
আমাদের জন্যে সুরা ঢেলে দাও।
স্মরণ রেখো, এক মুহূর্তে যখন
তুমি পুরো আলো ঢেলে দাও,
একটি দিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।
ঠোঁটে আঙুল রেখে তুমি চুপ
থাকতে বললে তোমার ঢেলে
দেয়া বিন্দুগুলো কথা বলতে থাকে।
BanglaBook.org
ওতো আমি নই! তুমি যখন
জুনাইদকে হত্যা করছিলে, তখন
সে বলছিল, আরও, আরও!
তার প্রতি বিন্দু রক্তে একজন
নতুন বেস্তামি সৃষ্টি হয়।
মাটিতে পতিত প্রথম বিন্দু
থেকে বেরিয়ে আসেন আদম।

আর আকাশে জিব্রাইল।
ওই পুরনো দিনগুলোকে ঢেলে
দাও ওদের গুরুত্ব অনুসারে।
অতঃপর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে
অনুগ্রহ, এবং তুমি সকলকে
কিছু কিছু করে ঢেলে দাও।
রুটি তোমার যোগ্য নয়,
তবুও রুটির জন্যেই বেঁচে
থাকো, তুমি পানি এনে ছুঁড়ে
দাও ভিশতিয়ালার দিকে।
মূসাকে তুমি যা দেখিয়েছিলে
তা আগুন ছিল না, বরং
ছিল সচেতনতার অবয়ব।
সেই শুক্রবার কি আবার ফিরে
আসবে, যখন তুমি তোমার
ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একান্তে সেবা
করবে? প্রতি মুহূর্তে এক আগন্তুক ও
এক বন্ধুর মাঝে সাক্ষাৎ ঘটে।
তাদের রক্ত মিলেমিশে যায়।
শরতে গোলাপ পাঁপড়ি ঝরায়।
লাজুক। নবীদের দিকে প্রসারিত
করো তোমার বন্ধুত্বের হাত!
মনে করো না যে তারা সাধারণ
মানুষ। প্রার্থনা করার মধ্যে
বিরাট এক পার্থক্য আছে, যাদের
তুমি অনুগ্রহ করো আর যাদের
থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও
অনুরূপ পার্থক্যের মতো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৬. আত্মার শিল্প : ক্ষুধার্ত জানোয়ার ও শিল্পের বিচারক

এই অধ্যায়ের কবিতাগুলো গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়া যেত। যে কবিতাটিকে আমি বলি, 'তুমি যদি তোমার আত্মাকে বাঁচাতে চাও', দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, তাতে বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের গুরুত্বের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতে বৃষ্টিপাত ও ছাদকে রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অদ্ভুতভাবে বিস্তারিত শব্দের কাজের প্রতিকৃতি রয়েছে। সেজন্যে আমি কবিতাটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আকাশকে তুমি কীভাবে ভালোবাসো। যখন বৃষ্টি ঝরে (শক্তির মহিমা) তখন ছাদকে রক্ষার আস্তরণসহ একটি স্বতন্ত্র ছাদ (আত্ম প্রতিকৃতি) পানির ধারাকে ভাষার দক্ষতার মতো চালিত করে। রুমী বলেন, তোমার নিজস্ব ছাদের নিচে রাখা পিপায় সংগৃহীত বৃষ্টির পানি থেকে সবচেয়ে সুন্দর বাগানের সৃষ্টি হয়, কারণ তাতে তোমার অশ্রু থাকে।

আত্মার শিল্পীরা শক্তির গতিকে নির্দেশ করে। রুমীর জন্যে এর একটি আদর্শ ছিলেন হাকিম সানাই, যিনি ১১৩১ সালে ইন্তেকাল করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি একই অবস্থায় বিপরীতমুখী দুটি শক্তিকে ধারণ করতে পারতেন : তার উদ্দাম স্বতঃপ্রেরণা, আকস্মিক লাফিয়ে উঠা এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে কোথায়ও স্থির হওয়া। এইসব কবি, রুমী ও সানাই আমাদের মাঝে আনন্দ ঢেলে যথার্থই আমাদেরকে শিশুর মতো প্রফুল্ল রেখেছেন, 'শিশু, কুকুর অথবা বৃক্ষ, নদী বা বৃষ্টির মতো চঞ্চলতায় ভরে দিয়েছেন।

আমাকে ছয় ফুট দীর্ঘ একটি সাপের চামড়া দেয়া হয়েছে। বড়ো একটি সাপ আমার দরজার চৌকাঠের নিচে পাথরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পিছু হটে, কিন্তু আবার ফিরে এসে একই চেষ্টা চালায়। সাপটি রশির মতো পড়ে থাকে যাতে ভিতরে প্রবেশ করতে বা ভিতর থেকে বের হতে আমাকে সাপটির ওপর পা ফেলতে হয়। আমি কাঁচের মতো একটি আবরণ আমার ছোট্ট বুক শেলফের ওপর রাখি, যেভাবে প্রতিটি ভারতীয় মন্দিরে বিনুনি ঝুলানো থাকে। কিছু অপ্রত্যাশিত সংকটের পরিণতিতে উপনীত হওয়া।

BanglaBook.org

মানুষের একটি ভঙ্গি

তোমার ভিতরেই একটি উৎস আছে,
একটি শীতল ঝর্না কখনো কখনো

বন্ধ করে দেয় প্রবাহ, বরফে জমে
যায় অথবা আটকে যায় পলিতে।
একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, 'বন্ধু আমার,
এ অবস্থাকে আরও গভীরভাবে ভাবো।'
এমন উপদেশ একেবারে অলস নয়।
এটি দাউদের মতো আত্মার শিল্পীর
সাথে নিবিড় সম্পর্কের অনুরূপ, যিনি
লোহা গলে নির্দিষ্ট আকৃতি না নেওয়া
পর্যন্ত কাজ করে। অনুপ্রেরণা হচ্ছে
আবদ্ধ কিছুকে পুনরায় চালু করার
কৌশল। তোমার দেহ যখন মরে যায়
দেহকে মৃত্যুর ফেরেশতা ইস্রাফিলের
কাছে সমর্পণ করো। তোমার হৃদয়
যদি অসাড় ও ধাতব হয়ে যায়,
তাহলে সূর্যের পানে চলতে থাকো।
এর রহস্য যাই হোক না কেন, তোমার
ভিতরের প্রস্রবন উথলে উঠে।
এক দরবেশ হঠাৎ একদিন তার
ভিতরে এই প্রবাহ অনুভব করলেন।
ঝর্নার পানি সিঞ্চিত উদ্যানে হাঁটার
সময় তিনি প্রধান নৃত্যের উদ্দেশ্যের
এক একটি নাম দিচ্ছিলেন : 'প্রাণীর
ক্ষুধার্ত তৎপরতা ও 'শিল্প বিচারকের
পছন্দ।' হাকিম সানাই এর ওপর
আশির্বাদ, যিনি এক ভঙ্গিতে উপস্থাপন
করতে পারেন দুটি অবস্থাকে।

চর্মরোগগ্রস্ত বাছুর

আমাকে নিরাময় করতে পারেন এমন
এক হেকিমের কাছে গিয়ে বললাম,
"একশোটি সমস্যা আমার, আপনি কি
BanglaBook.org
সবগুলোকে একটিতে সমন্বয় করতে পারেন?"
আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি মৃত!
"আমি তাই ছিলাম, কিন্তু আপনার
সুবাসে উজ্জীবিত হয়ে আবার বাঁচতে
শুরু করেছি।" আমার বুকে আলতোভাবে

হাত রাখলেন তিনি, 'তুমি কোন
উপজাতির?' "এই উপজাতিরই।"
তিনি আমার ব্যাধির চিকিৎসা শুরু
করলেন। আমি যখনই ক্রুদ্ধ ও
আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতাম তিনি আমাকে
দিতেন মদিরা; আমি লড়াই থামিয়ে
আমার জামাকাপড় খুলে ফেলতাম।
মাতালদের মাঝখানে গান গাইতাম।
আমি গর্জন করতাম; পানপাত্র, এমনকি
বড় বড় সোরাহিও ভেঙে ফেলতাম!
কিছু লোক সোনার বাছুরের পূজা করে,
আমি পাঁচড়াগ্রস্ত এক বাছুর যে প্রেমের
পূজারি। নিরাময় লাভকারী একজন
আমাকে সেই গর্ত থেকে ডাকছে
যেখানে আমি নিজেকে রেখেছি।
হে আমার আত্মা, আমি যদি ভঙ্গুর
ও বিভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাকি, কিংবা
আমার সত্যিকার অস্তিত্বে থাকি,
সে তো তুমি। কখনো আমি চকচকে
তীর, কখনো ছিন্ন চামড়ার দস্তানা।
আমাকে এখানে এনেছ যেখানে
সবকিছু ঘোরে। এখন সুরা পাত্রে ছিপি
লাগাও। আমিও মুখ বন্ধ করছি।

ভিক্ষুক

ভিক্ষুকের কানে একটি কণ্ঠ বলছে,
'কাছে এসো। উদারতার প্রয়োজন তোমাকে।
BanglaBook.org
সুন্দর মানুষ যেমন স্বচ্ছ আয়না, ভালোবাসে,
তেমনি তুমি কাছে এলে প্রাচুর্যও
দৃশ্যমান হয়ে উঠে।' আল্লাহ মুহাম্মদকে
স্মরণ করিয়ে দেন ভিক্ষুকের ধমক দিয়ে
তাদের তাড়িয়ে না দিতে।
'ভিক্ষার হাত কেন প্রসারিত হচ্ছে তার
উৎসে যাও।' দু-ধরনের ভিক্ষুক আছে;
একদল রাস্তায় ভিক্ষা চেয়ে ফিরে,
অন্যদের কিছু না বলেই তড়িঘড়ি

তাদের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি দেয়া হয়।
নিরঙ্কুশ কাজ কেমন তার জন্যে
দুটিই আয়না। বাকি সব ভুঁয়া।
কুকুরের ছবির কাছে তেল মাখানো
রুটির টুকরা নিয়ে যেয়ো না।
সৌন্দর্যের জন্যে সত্যিকার দরবেশের
ক্ষুধাই প্রকৃত ক্ষুধা। নিজের কল্পনা এবং
সবকিছুর প্রভুর সাথে একই সাথে
একজনের ভালোবাসা কী করে হয়?
আমি তোমাকে বলছি। কোনো কিছুর মাঝে
নিষ্ঠার গুণ রূপক থেকে রূপকের
পিছনে কী আছে তা দেখতে চালিত করে।
এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে আমি ভীত।
দুর্বল মন এ ব্যাখ্যাকে বোকার মতো
ব্যবহার করতে পারে। কাগজে আঁকা
একটি ব্যথাতুর মুখের কথা ভাবো,
এটি কি দুঃখ থেকে শেখা? সুখ ও দুঃখ
হাম্মামের প্রাচীরে অবয়বের মতো।
পৃথিবীতে নগ্নভাবে বিচরণ করো
জীবন্ত চিত্র লক্ষ করে। ভিতরের
আনন্দ ও দুঃখ কৌশলী চেহারা
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আত্মার বাস্পীয়
হাম্মামে প্রবেশ করতে তুমি তোমার
বাইরের পোশাক খুলে ফেলো।
এখানে কেউ কাপড় পরে আসতে পারে না।

যদি তোমার আত্মাকে বাঁচাতে চাও

যে বসে থাকে ও লক্ষ করে তার চেয়ে
BanglaBook.org
যে দৌড়ায় ও আছাড় খায় আমাদের
একক আত্মার ভিতরের আত্মা তাকে
বেশি ভালোবাসে। প্রেমিকের মাঝে
বাস করে আত্মার ভিতরের আত্মা।
এই রূপকটি ভাবো : তুমি যেভাবে
ভালোবাসো তা অবারিত আকাশ।
ব্যক্তিগত এই সত্ত্বাগুলো কোনো নগরীর
পৃথক পৃথক ছাদ। তোমার জিহ্বা
ছাদের নিচের আস্তরণ, যেখানে প্রবাহিত

হয় শব্দাবলি। ছাদ পরিচ্ছন্ন না হলে
পানিরূপী শব্দ কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে।
কিছু লোকের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকে
অন্য ছাদের পানি সরিয়ে নেয়ার।
এ কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় এর মাঝে
ভুঁয়া পটুতা আছে। সেই তো প্রেমিক
যে নিজের ছাদের নিচে রাখা পিপাভর্তি
বৃষ্টির পানি বাগানে দেয় এবং তা থেকে
যে গোলাপ জন্মায় তাতে অশ্রু থাকে।
কখনো কখনো দাঁড়িপাল্লা সঠিক
পরিমাপ করে, কিন্তু পরিমাপ করার
কোনো লোক থাকে না। মিষ্টভাষী
ডাক্তার তেতো ওষুধ দিতে পারে।
অন্ধকারেও পা খুঁজে পায় সঠিক জুতা
প্রেম তার পথে চলে নিজের অনুভূত
পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে। এমনকি তুমি
যে সময়ে বাস করছ তা সহিংসও
ভীতিকর। নূহের কিশতিতে তুমি
নিরাপদ। কে কী তা যদি জানতে চাও
তাহলে ঘনিষ্ঠজনের সাথে লেগে থাকো।
তারা জানে। সবকিছুকে ঢেকে রাখার
নিয়ম হল অন্যদের সাথে তুমি কেমন,
তা ফিরে পাওয়ার আশা করো।
যদি আল্লাহকে জানতে চাও, তাহলে
প্রেমিকের সাহচর্য উপভোগ করো।
নিজেকে যদি বিরাট কিছু ভেবে থাকো,
ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কিছু বিষয় শিখে নাও
BanglaBook.org
এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে
বিভিন্ন বৈচিত্র্যসহ কথাগুলো বলো।
তোমার আত্মাকে বাঁচাতে চাইলে
শামসের মতো একজন বন্ধু খুঁজে
নাও এবং কাছাকাছি অবস্থান করো।

৩৭. তীর্থযাত্রীর চিরকুট :
অভ্যাস আত্মাকে অন্ধ করে দেয়

রুমীর সকল কবিতাই আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপনকে উৎসাহিত করে না। কিছু কিছু কবিতা অনেকটা সফরের পরামর্শের মতো। বানইয়ানের 'তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি'তে অবসাদের অনুভূতির বিষয়গুলো ব্যক্ত হয়েছে। রুমীর পবিত্র স্থানে যাত্রায় যে বিপদ ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার বর্ণনা আছে তা বানইয়ানের বর্ণনার মতো প্রত্যক্ষভাবে রূপক নয়। কাফেলার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্ট করতে পারে এমন আচরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তিনি। এছাড়া নিজেকে ধ্বংসকারী আবেগ এবং দয়াশীলতা ও একজন শিক্ষকের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এমন কোনো পদক্ষেপও পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

মানুষের কোনো কাজ যা শীতল হয়ে যায় তা আত্মার তীর্থযাত্রাকে বিলম্বিত করতে পারে। সবকিছুই প্রেম ও আবেগকে গভীর করার উৎসাহ দেয়ার জন্যে। রুমী বিশেষভাবে ঈর্ষা, বিশ্ব-ক্ষমতার লালসা এবং গাঁজানো পানীয় দিয়ে মনোরঞ্জন না করতে উপদেশ দিয়েছেন। তার কাছে তথাকথিত প্রেমিকদের প্রতিকৃতি—যারা পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর—অনেকটা উন্মত্ত পুতুলের মতো, যারা একে অপরের ভিতরের জিনিসগুলো টানাটানি করে বের করছে। পাশাপাশি তিনি এ সুপারিশও করেছেন যে কেউ যাতে শুধুমাত্র নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে।

এসবের অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে যখন কাউকে উপদেশ দাও তখন নিশ্চিত হয়ে নিয়ো যে তুমি নিজে সে উপদেশ পালন করতে পারবে। রুমী সম্পর্কে একটি কাহিনি আছে যে, এক মহিলা তার কাছে এসে জানতে চান যে তিনি তার ছোট্ট ছেলেকে বিশেষ এক ধরনের সাদা মিছরি খাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলবেন কি না। রুমী মহিলাকে দু সপ্তাহ পর আসতে বলেন। মহিলা আসেন, কিন্তু রুমী আবার তাকে বলেন আরও দু সপ্তাহ পর আসতে। মহিলা আবার এলে রুমী শিশুটিকে মিষ্টি কম খাওয়ার জন্যে উপদেশ দেন।

"আপনি এ কথাটি এক মাস আগে বলেননি কেন?"

"কারণ, আমাকে দেখতে হয়েছে যে, আমি দুসপ্তাহের মধ্যে নিজের মিষ্টি খাওয়া রোধ করতে পারি কি না। আমি পারিনি। এরপর আমি আবার চেষ্টা করি এবং সফল হই। অতএব, এখন আমি তাকে খুব বেশি মিষ্টি না খাওয়ার ব্যাপারে উপদেশ দিতে পারি।"

BanglaBook.org

অভ্যাস আত্মাকে অন্ধ করে

তুমি কি আলোতে এতই পরিপূর্ণ যে
বেপরোয়ার মতো অজ্ঞানতা মেনে নিতে
পারো? তারা বলে, রৌদ্রদগ্ধ দিনে ছায়ার
অন্বেষণ করো, মেঘাচ্ছন্ন রাতে নয়,
যখন এমনিতেই সবকিছু অস্পষ্ট থাকে।
অভ্যাস আমাদের পরিচালনাকারী
চোখে ধুলো ছিটিয়ে অন্ধ করে দেয় আত্মাকে
গাঁজানো পানীয় দিয়ে মনোরঞ্জন
করা তেমনি এক উদাহরণ। ছিঁচকে
চোরকে সম্মান করার প্রয়োজন নেই।
তার হাত বেঁধে রাখো, তা না হলে সেই
তোমার হাত বাঁধবে। আসল সুরা হচ্ছে
তোমার আবেগ। সেটির স্বাদ কাফেলাকে
বাড়ির পানে ফিরিয়ে রাখ। যৌক্তিক হও!
যা তোমাকে আঘাত করে তাকে
সকালের শক্তি দিয়ে দিয়ো না।

পুতুলের ভিতরের জিনিস

তুমি পুষ্টি, অটলতা ও স্বাধীনতা দিয়েছ, ঝুঁকে পড়া
আত্মাকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি দাও
এখানে যা করণীয় বলে তোমার জানা আছে
আছে তা করার জন্যে ধৈর্য দাও আমাদের
এবং উদারতাও
স্বচ্ছতা দাও, যাতে সামনে উদ্ভাসিত প্রতিকৃতির
মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি।
বিশ্ব-ক্ষমতা লাভের স্থূল একটি আকাঙ্ক্ষা
থাকে। সেনাবাহিনী থাকে নিজ আত্মীয়দের
হত্যা করতে এবং এছাড়াও থাকে পুতুলের
তিক্ত পরিতৃপ্তি, যা পরস্পরের ভিতরের
BanglaBook.org
জিনিসগুলো টানাহেঁচড়া করে বের করে।
আবেগময় প্রেমের গল্পগুলো আবার পড়ো।
যা প্রেম নয় তাতে কীভাবে প্রত্যেকে
নির্মূল হয়ে যায় তা খেয়াল করে দেখো।
অস্তিত্বহীনতা যখন নিজেকে ভালোবাসে
সেটিই প্রেম। অনুগ্রহ নিষ্ঠুরতায় পরিণত

হলেই ঈর্ষা আসে। যদি বৈধ কোনো শাস্তি,
কারাভোগের ভীতি না থাকে তাহলে মানুষ
তাদের শত্রু, তথাকথিত প্রেমিকদের
কচুকাটা করবে। পতিত ফেরেশতা ইবলিশের
পুরনো উচ্চাভিলাষের সাথে ঈর্ষার সম্পর্ক
সুগভীর। ইবলিশ সদা বিদ্যমান এবং
তার মানুষ সহযোগীও আছে যারা ধ্বংস
করতে চেষ্টা করে যে কোনো প্রেমিককে এবং
শিক্ষকের কাছে জ্ঞান লাভকারী কাউকে।

দোষারোপ করতে মন্থর

বাদশাহ তার বিশ্বস্ত ভৃত্য আয়াজকে বলেন
দোষীদের ওপর তার রায় ঘোষণা করতে,
যারা তার কক্ষে হামলা করে পেয়েছে শুধু
আয়াজের পুরনো জুতা ও ভেড়ার চামড়ায়
তৈরি শতচ্ছিন্ন জামা। আয়াজ সিদ্ধান্ত দিতে
দ্বিধান্বিত, বাদশাহ দ্রুত সিদ্ধান্ত ঘোষণার
তাগিদ দিলে আয়াজ উত্তর দেয়, "আপনি
সকল হুকুমের মালিক। প্রেমদেবী ভেনাস
কী, বুধ গ্রহ কিংবা সূর্যের অনুপস্থিতিতে
ধুমকেতুর দুর্লভ আবির্ভাবের কিছুই আমি
জানি না। এ ব্যাপারে কাউকে দোষারোপ
করতে আসলেই আমি দ্বিধগ্রস্ত।
ওইসব পুরনো ধূলি মাখা-জামা নিয়ে
আমার যদি অদ্ভুত সম্মানের ব্যাপার
না থাকত তাহলে তাদের কল্পনার সাথে
আমি জড়িত হতাম না। ছিদ্রান্বেষণ
BanglaBook.org
যাদের পছন্দ আমার সাথে তা করার অর্থ
মাটির শুকনো ঢেলা খুঁজতে নদীতে যাওয়া।
কোনো মাছ কি সমুদ্রকে অস্বীকার করতে পারে?
কারো মাঝে তারা অবিশ্বাস খুঁজছে যাদের
অন্তর্নিহিত মাধ্যমই হচ্ছে বিশ্বাস।"
আয়াজের কথায় আমি মন্তব্য করতে
পারতাম যদি আমার জানা না থাকত
যে অনেকে আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা
দিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে।

শব্দ প্রয়োগ না করার একটি কণ্ঠ আছে,
নিজেকে উন্মুক্ত করতে সেই কণ্ঠ শ্রবণ করো।
একটি বাদামের তেলের মাঝে নীরবতার স্বাদ নাও।
সেই আনন্দের কারণ হল আমরা কাঠবাদামের
শব্দের কথাগুলোর কোনো তোয়াক্কা করি না।
কবিতার মাঝে ভাবাবেশের নীরবতা এবং
রহস্যের ওপর সংলাপ শোন।
একদিনের জন্যে কথা না বলার চেষ্টা করো।

রন্ধনশৈলী ও যৌনমিলন

আকাঙ্ক্ষা পূরণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে,
আত্মার বিচরণে সংক্ষিপ্ত সময়
দিয়েছ নিতান্তই অনিচ্ছার সাথে।
তুমি দশ ধার নিয়ে চৌদ্দ পরিশোধ করো।
তোমার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া
যায় রন্ধনশৈলী ও যৌনমিলনে।
জ্বালানির ঝুঁড়ি এক অগ্নিকুন্ড থেকে
আরেক অগ্নিকুন্ডে যায়। ছয় বন্ধু তোমার
মোটাসোটা দেহ তুলে বয়ে নেয় কবরস্থানে।
খাদ্য পরিবর্তিত হয়ে টেবিল থেকে যায়
পায়খানায়। মৃত্যুর মাঝামাঝি তোমার
বসবাস এবং ভাবো যে ওটিই যথেষ্ট সঠিক।
এই চোখ বন্ধ করো অন্যগুলো খুলতে।
কেন্দ্রস্থল তোমার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করুক।

প্রকৃতির সুরুয়ায় পতিত হয়েছে আত্মা,
সুস্বাদ সবকিছুতে মিশতে শুরু করেছে
এবং সেসব সুস্বাদু কোনো উপকরণ নয়।
আমরা যারা কাছে আছি আমাদের কাজে
সেসব ভিন্ন রং ধারণ করে। কোনো অপ্রিয়
সাহচর্য থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।
যারা তোমাকে দেখে আনন্দিত হয়
তাদের কাছে স্বচ্ছ এবং হাসিখুশি থাকো।
আর যারা খুশি হয় না তার পথ
অন্ধকার করে দাও, যেভাবে কলম রেখে
যায় কম্পিত কালির দাগ।

BanglaBook.org

কোনো আলোচনা নয়

পশ্চিমে বা পূর্বে আমার মতো কোনো
প্রেমিক নেই শতাব্দীর জন্যে টানা
ধনুকের মতো বাঁকা আমার পৃথিবী।
আমি প্রেমিকের স্পর্শ লাভের জন্যে
জেগে থাকা ভাগ্যবানদের একজন।
তেতো ওষুধ দিয়ে আমি মিষ্টি রসের
স্বাদ পাই। যদি নিরাময়ে তোমার
আপত্তি থাকে তবে অসুস্থই থাকো।
মনিবের সামনে নীরবে নত হয়
নবিশ কোনো ধৃষ্ট রসিকতা নয়।
ডুবুরি পানির নিচে দম বন্ধ রাখে।

নিজেকে না দেখা

বন্ধুকে দেখার জন্যে আমি একজন
সহজ ও খোলা মনের মানুষ চাই,
ভিন্ন ভিন্ন দিককে পরিমাপ করতে পারা
বিচক্ষণতা নয়। এই মুক্তা ধরে রাখতে
আমি একটি শূন্য ঝিনুক চাই, কোনো
পাথর নয়, যার একটি গোপন প্রকোষ্ঠ
আছে বলে ভান করে, যখন ওপরটা
দেখে কোনো কিছুই বুঝা যায় না।
আমি এমন কাউকে চাই যে নিজেকে
দেখা পরিত্যাগ করতে পারে, আল্লাহর
বিশ্বাসে যে পূর্ণ এবং বাধা ও প্রতিদিনের
ক্ষোভের পরিবর্তে ওসবকে অনুগ্রহ
বলে অনুভব করতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৩৮. আত্মত্যাগের রহস্য : যে পৃথিবী লালন করে সেই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার একটি উপায়

আত্মত্যাগ হয়ত ভালোভাবে শোনার, কোনো বিহ্বল অবস্থা ছাড়াই ভিতর থেকে এখানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার, মানুষের কাছে খোলা হৃদয় নিয়ে যাওয়ার আরেকটি উপায় হতে পারে।

শেখ সারাজির কাহিনিতে আছে যে, একটি বিধান হচ্ছে, আলোর জন্যে আকাঙ্ক্ষায় কখনো পরিতৃপ্ত না হওয়া! সারাজির শেষ কাজ ছিল শূন্য একটি ঝুড়ি নিয়ে দ্বারে দ্বারে গমন। মনে হতে পারে তিনি ভিক্ষা করছেন, কিন্তু আসলে তিনি অন্যদের সুযোগ দিচ্ছেন এ বিষয়ে শোনার যে কীভাবে ভিতরের নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। শেখ সারাজির অস্তিত্বে অন্তস্তলের বন্ধুত্ব কণ্ঠের রহস্য হিসেবে আসে, যার বুনো উপস্থিতি লক্ষ করা যায় রুমীর কবিতায়। সেই খোলা হৃদয় সারাজির শূন্য ঝুড়ি, যা নিয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে যান।

পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার একটি উপায়

কিছু মেঘ চাঁদকে ঝাপসা করতে পারে না,
এমন সকালও আছে যখন খোলা আকাশ
থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে। একজন দরবেশ
এখানে মেঘের মতো, কিন্তু মেঘের প্রকৃতি
মুছে যাওয়া। আমাদের মাঝের কোনো কিছু
কোনো মধ্যস্থকারী, সেবাদানকারী চায় না,
মায়ের স্তনের সাথে মহিমান্বিত শূন্যতায়
মিলিত বিস্তীর্ণ নীল হতে চায়। পৃথিবীকে
লালনকারী পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার একটি
উপায় আছে। প্রশংসা পাওয়ার আশায়
কিছু করো না। জেলের নৌকা ফুটো করে
দিয়েছিল খিজির, কিন্তু সেই ধ্বংস করাও
অনুগ্রহ ছিল। তুমি এক আত্মা, যা একই সাথে
BanglaBook.org
খাদ্য ও ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা এবং সে আকাঙ্ক্ষা
কি কারণে। কথাটি মনে রেখো এবং
আত্মত্যাগের অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করো।

এক হাতে ঝুড়ি বোনা

এক দরবেশ পর্বতে বাস করতেন সম্পূর্ণ একা,
যিনি কখনো গাছ থেকে ফল আহরণ, অথবা
গাছ ঝাঁকুনি দিয়ে ফল নিচে ফেলা, কিংবা তার
জন্যে কাউকে ফল পেড়ে দিতে না বলার
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। "শুধু বাতাস যা ফেলবে।"
আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণের
এটাই ছিল তার পদ্ধতি। নবী মুহাম্মদ
একটি হাদিসে বলেছেন, একজন মানুষ
মরুভূমিতে কোনোদিকে বাতাসে উড়িয়ে নেয়া
পালকের মতো। অতএব, আত্মসমর্পণের আনন্দে
প্রতিদিন ভোরে সে নতুন কোনো দিকে যাওয়ার
জন্যে জাগ্রত হয়। কিন্তু এরপর পাঁচদিন ধরে
কোনো বাতাস বয় না এবং কোনো ফল পড়ে না।
দরবেশ ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংযত রাখেন,
যতক্ষণ না তার হাতের নাগালের মধ্যে
ফলভর্তি একটি ডালকে নিচু করার মতো
বাতাস বয়ে যায়, কিন্তু ফল বৃন্তচ্যুত করার
মতো প্রবল ছিল না বায়ু প্রবাহ। তিনি হাত
বাড়িয়ে একটি ফল তুলে নেন। একদল চোর
কাছেই তাদের চুরির মাল ভাগাভাগি করছিল।
কর্তৃপক্ষ আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় এবং
তখনই শাস্তিপ্রদান শুরু করে : ডান হাত ও
বাম পা কর্তন। ভুলবশত দরবেশকেও
ধরা হয়েছিল এবং তার হাতও কেটে ফেলা হল।
কিন্তু পা কেটে ফেলার আগে তাকে শনাক্ত
করা হল। কোতোয়ালীর প্রধান এসে বললেন,
"ওদের ক্ষমা করুন। ওরা জানত না। আমাদের
সবাইকে ক্ষমা করে দিন।" দরবেশ বললেন,
"এ তোমাদের ভুল নয়। আমি আমার প্রতিজ্ঞা
ভাঙায় আমার প্রেমিক আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।"
শেখ আকতা নামে পরিচিত হলেন তিনি,
যার অর্থ 'সেই শিক্ষক, যার হাত কাটা গেছে।'
একদিন এক দর্শনার্থী দরজায় টোকা না দিয়েই
তার কুড়েঘরে প্রবেশ করে তাকে তাল পাতা
দিয়ে ঝুড়ি বুনতে দেখল। বোনার কাজে তো

BanglaBook.org

দুই হাত লাগে! "আমাকে আগাম না জানিয়ে
কেন তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করেছ?"
"আপনার জন্যে আমার ভালোবাসার কারণে।"
"তাহলে আমাকে যা দেয়া হয়েছে তুমি দেখছ,
তা গোপন রেখো।" কিন্তু এ ব্যাপারে অন্যেরাও
জেনে গেল এবং অনেকে তার কুটীরে এল দেখতে।
তিনি যখন তাল পাতা বুনছিলেন তখন
একটি হাতই সমান তালে ওপর নিচ করছিল,
কর্তন বা মৃত্যুর আর কোনো ভয় ছিল না তার।
উৎকণ্ঠা, নিজেকে রক্ষার কল্পনা যখন থাকে না
তখনই শুরু হয় আসল সহযোগিতার কাজ।

খাদ্যের বস্তা নয়, নলের বাঁশি

তুমিই আমার আত্মার সাথে যোগ
করেছ তোমার আত্মা, যে আমার
রাতের বিলাপ যথাসময়ে শুনেছে;
আমার অস্তিত্বের প্রতিটি শস্যদানায়
অবাঞ্ছিত আগুন। আমার গানের
সাথে পর্বতের সমন্বয় আছে।
অবয়বের জন্যে চুম্বক! তোমার
কিছুই নেই। তোমার আনন্দে আমি
সারাটা জীবন বাস করছি
ছোট্ট এক উপত্যকায়। তোমাকে ছাড়া
প্রতিটি স্বাভাবিক আনন্দ, স্বাদ
বুদ্ধিমত্তা, বাইরে থাকা, সবই
ভারি কাঠের বোঝার মতো
হয়ে আছে আমার পায়ে।
গিঁট খুলে আমি তখনই আবার
দেখি। আজকের রাত এমন এক
রাত যখন অনুগ্রহ আমাকে
একটি প্রেমের গ্রন্থ পড়তে দেয়।
স্পষ্ট কিছু ঢেকে ফেলা সরিয়ে নেই।
BanglaBook.org
আমি খাদ্যের বস্তা নই, নলের বাঁশি।
তুমি ছাড়া এই আত্মার
নিরাময় নেই, আবি রুশদ।

ফুলের চোখ

ফুলের চোখের কাছে আমাকে
খুঁজে নাও, যা প্ররোচনার মতো
এবং বিকশিত হতে থাকে।
যে শিশু হাত পা ছুঁড়ে এবং
লড়াই করে, সেবা নেয় না,
দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়,
আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা
করে তাকে ভালোবাসো।

শেখ সারাজির আগমন

মহান সাধক এবং দ্রাক্ষালতা ভোজী
শেখ সারাজি তার অস্তিত্বে ক্লান্ত,
আরও প্রত্যক্ষভাবে সৌন্দর্যকে
জানতে চান তিনি, মরুভূমিতে মৃত্যুর
প্রার্থনা করেন, কিন্তু অদৃশ্য এক
কণ্ঠ ভেসে আসে, "এখনই নয়,
নগরীতে গিয়ে খেজুরের সিরা
বিক্রেতা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থী
গাল্লিক শেখ আব্বাসের মতো হও।"
কণ্ঠটির সাথে সারাজি সারাক্ষণ
কথা বলেন এবং তার নিষ্ঠা এত
পরিপূর্ণ যে তার জীবন
বদলে যায়। এ সম্পর্কে তুমি
শামসের বাণী গ্রন্থ 'মুকালাত' এ
পাঠ করতে পারো। এখানে আমি
আর বেশি কিছু বলব না
তাহলে কেউ ভুল বুঝতে পারে।
সারাজি মরুভূমি থেকে নগরীতে
যান, বন্ধুত্ব জ্বলজ্বল করছিল
তার মুখ জুড়ে। নগরীর প্রবীণরা
সাধককে স্বাগত জানাতে বের হয়ে
এল এবং উপদেশ কামনা করল।
"না, এখন আমার উদ্দেশ্য
প্রশান্তি ও নম্রতা, আত্মপ্রচার।
এই ঝুড়ি নিয়ে আমি দ্বারে দ্বারে

BanglaBook.org

গিয়ে একটি কথা বলব,
'আল্লাহ যদি সাধ্য দিয়ে থাকেন
তাহলে কিছু দিন, উদার হোন,'
যা কিছু হোক আমি গ্রহণ করব।"
শেখ সারাজি যে কণ্ঠ শোনেন
সেই কণ্ঠের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চান।
অদৃশ্যের জন্যে ভালোবাসাই যথেষ্ট।
মাসোহারার কোনো প্রয়োজন নেই তার।
রুটির মতো পুষ্টি আছে যা তোমার
জীবনের এক অংশকে খাওয়ায়,
এবং আলোর মতো পুষ্টি
আরেক অংশের জন্যে। আগেরটি
সংযত করার অনেক নিয়ম আছে,
পরবর্তীটির জন্যে শুধু একটি নিয়ম।
কখনো সন্তুষ্ট হয়ো না। সলতে যেমন
যে তেলে সিক্ত সেই তেলের সাথে
যা করে, অনুরূপ আত্মার মর্মকে
খাও ও পান করো। সকলকে
আলো দাও।

আমি দূরে ছুঁড়ে দিয়েছি

মিলনের বিশাল গোলক দিয়ে খেলছ,
তুমি প্রত্যেককে ভালোভাবে দেখলেও
কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না।
এমনকি বিশ্বজননীন বিচক্ষণতাও
ঝাপসা হয়ে যায় যখন তা ভাবে
যে হয়তো তুমি চলে গেছো। এখানে
তুমি একা এসেছিলে, কিন্তু একটি
BanglaBook.org
নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেছ।
বসন্ত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সাথে
প্রেম বিনিময়কারী এক ময়ূর।
গোলাপ বাগানের শিখা।
নৌকায় প্রবেশ করেছে সমুদ্র
শামসের জন্যে ভালোবাসা ছাড়া
সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দেব আমি।

৩৯. সৈনিকের আলো : যৌথ অবস্থার সাথে কীভাবে একজন নিজেকে সম্পৃক্ত করে

এই ভালোবাসা যে মুহূর্তে আমার মাঝে
স্থান করে নিতে আসে, এক অস্তিত্বে
লীন হয়ে যায় অনেক অস্তিত্ব।

কেউ যখন পুরোপুরি ভিতরের কাজ করে তখন একটি শক্তি সঞ্চারিত হয়। মরুভূমির নির্জনতায় আল্লাহর সাথে মূসার মিলন ঘটে এবং সিনাই পর্বত নৃত্য করতে থাকে। ধ্যান ও প্রার্থনা এবং ছোহবত বা অন্তরের কথা হচ্ছে 'তাও', নীরবতা ও একটি খোলা হৃদয়ের সাথে শ্রেণিবদ্ধ হওয়ার উপায়।

শিকলে আটকানো একটি ভালুক হয়ত তার প্রশিক্ষণদাতার নির্দেশেই কাজ করে, কিন্তু ভালুকের মধ্যে একটি বুনো গতি আছে যার সাথে মুদ্রার কোনো বিনিময় ও রাস্তার অলস বিনোদনের কোনো সম্পর্কই নেই। ভিতরে ভিতরে স্বাভাবিক একটি সৈনিক শক্তি গড়ে উঠে। এর সাথে সামরিক সংঘাত বা মার্শাল আর্টেরও কোনো সম্পর্ক নেই। তরবারি এদিক সেদিক করার ব্যাপারও জড়িত নয়। ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের অধিকারীরা একমত যে, "আমরা যদি নিজেদের পরিচ্ছন্ন করার জন্যে নিজেদের ভিতরে লড়াই করি, তাহলে সেই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাইরের যুদ্ধের আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। একমাত্র যুদ্ধ হচ্ছে নিজের ভিতরের যুদ্ধ।

যারা আত্মার কাজ করেন, যারা অনুভূতিশূন্য সত্যকে কোনোরকম সান্ত্বনা বা প্রশংসার চাইতেও বেশি কামনা করেন, তারা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে জানেন। আর যারা অন্য কিছু চান তারা পৃথক কক্ষে একটি আসন গ্রহণ করেন। আত্মা-নির্মাতারা পরস্পরের সাহচর্য খুঁজে পায়।

BanglaBook.org

সৈনিকের আলো

মুহাম্মদের চাচাতো ভাই জাফর আলোকিত
এক যোদ্ধা ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে প্রাচীর বেষ্টিত
নগরীতে গমন তার শুকনো মুখে
এক ঢোক পানির বেশি কিছু ছিল না।

এমনটি ঘটেছিল মূতায়, কেউ তার বিরুদ্ধে
লড়তে আসেনি। বাদশাহ তার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা
মন্ত্রণাদাতাকে প্রশ্ন করেন, "এখন কী করণীয়?"
"এর সাথে লড়তে যদি তরবারি বন্ধনমুক্ত
করতে চাইলে দেহটা কাফনে পেঁচিয়ে নিন।"
উত্তর দেয় উপদেষ্টা। বাদশাহ আবার বলেন,
"কিন্তু সে তো মাত্র একজন।" "একক অগ্রাহ্য
করে প্রয়োগ করুন আপনার জ্ঞান।
তারকা যেমন সূর্যালোকে হারিয়ে যায়,
ওই লোকটি তেমনি অসংখ্যকে জড়ো করে।"
মানুষ সম্পৃক্ত হয় যৌথ অবস্থার মাঝে।
সে চেতনার নৃপতি, যার সাথে একটি নাম
বা একটি দেহের কোনো সম্পর্ক নেই।
একটি গাধার পাল হয়ত সহস্র হরিণের
শিঙের প্রদর্শনী দেখতে পারে। কিন্তু
তাদের বিচরণভূমির প্রান্তে একটি সিংহের
আবির্ভাবে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

নিঃসঙ্গতার

একজন মানুষ মূসা নবীর লাঠির মতো
অথবা ঈসার বাণী, বাহিরটা শুধু
এক খণ্ড কাঠ কিংবা মুখ যা থেকে আঞ্চলিক
টানে কথা আসে। কিন্তু ভিতরটা সবুজ
সমুদ্রকে বিভক্ত করতে এবং মৃতকে
বসাতে বা হাসাতে পারে। একটি শিবিরের
দূরের তাঁবুগুলো দেখো, কাছে যাও।
ধূলিরও আকার আছে, কেউ হাঁটছে।
অতি কাছে, তার ভিতরে একজন মানুষ,
BanglaBook.org
উজ্জ্বল চোখ এবং সান্নিধ্যের শক্তি।
যাযাবর অবস্থা থেকে ফিরে এসে
মূসা যেখানে একাকী গিয়েছিলেন,
সিনাই পর্বত সেখানে শুরু করে ছিল নৃত্য।

ভালুকের প্রকৃত নৃত্য

তোমরা কি সেই হিন্দুস্থানীর কথা শুনেছ
যার সাথে রাস্তায় দেখা হয়েছিল

বিপর্যস্ত একদল লোকের? সে দেখল
তারা দুঃখজনক ঘটনার শিকার
তাদের সাথে কোনো রসদ
নেই, অর্থ নেই এবং তারা আশা হারিয়ে
সহসা দেখা গোলাপ ঝাড়ের মতো
তার ভালোবাসা থেকে বিকশিত
হয়েছিল তার জ্ঞান। "আমি বুঝতে পারছি
যে আপনাদের কী হয়েছে। সামনে পথের পাশে
অল্পবয়স্ক একটি হাতি আছে। সেই শিশু
হাতিকে মেরে খেয়ে ফেলবেন না।
আপনাদের ক্ষুধায় এ এক সহজ সমাধান
হতে পারে, কিন্তু হাতিটি ছোটো ও দুর্বল,
এবং মনে হয় কিছু বুঝতেও শিখেনি।
কিন্তু বুঝতে চেষ্টা যে মা হাতিটিকে
দেখা না গেলেও আশেপাশে কোথায়ও আছে।
আল্লাহ যেমন তার প্রেমিকদের সঙ্গ দেন,
হাতিরাও অনুরূপ সঙ্গ দেয় তাদের সন্তানকে।
সান্নিধ্য ও অনুপস্থিতি একই ধরনের
অবস্থা। বিপর্যস্ত, পিতৃমাতৃহীন, নির্বাসিত,
কারারুদ্ধ—এসব ভালোবাসার পাত্রের কাছে
অস্তিত্বের প্রকৃত গুণাবলি নয়, বিশেষত যারা
বন্ধুত্বের মাঝখানে বাস করে। এক কোটি
বিচ্ছিন্ন দরবেশ একা একা কাজ করেন না,
বরং বিশাল একটি অস্তিত্ব হয়ে কাজ করে।
শিশু হাতিটিকে স্পর্শ করো না! তাহলে
বংশ পরম্পরায় তোমাদের পস্তাতে হবে।
রাস্তার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখো,
শৃঙ্খলিত একটি ভালুক সওদাগরের
BanglaBook.org
লোভের কারণে নাচছে, কিন্তু ভালুকের
আসল নাচের সাথে মধু কিংবা কাগজের
দলিলের ওপর চিহ্নের সম্পর্ক নেই

৪০. পছন্দ করা ও পরিপূর্ণ সমর্পণ : দুটিই সত্য

যৌক্তিক মন কিছুতেই এটা বুঝবে না বা মেনে নিতে পারবে না :

নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধিকারীর সৃজনশীল ইচ্ছার
কাছে মানুষের প্রতিটি ইচ্ছা অবনত হবে
ক্রীতদাসের মতো, তবুও এর ফলে আমাদের
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিংবা আমাদের পছন্দের
দায়িত্ব গ্রহণ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

স্থান ও কাল ভেদে আমরা আমাদের পছন্দ নির্ধারণ করে থাকি। কিন্তু তা ঘটে থাকে একটি নিরঙ্কুশ সৃজনশীল ইচ্ছার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। আমি রুমীর বক্তব্যকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে আমি তা বুঝেছি।

অদৃষ্ট ও স্বাধীন ইচ্ছার খেলা সম্পর্কে জানার একমাত্র পথ রহস্য নিয়ে নৃত্য করা এবং এর মাঝখানে মৃত্যু বরণ করা। হৃদয় যখন কোনো ধরনের অঙ্কনের ঊর্ধ্বে কোনো শিল্পকর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হয় তখন সমন্বয় বা মিলন ঘটে।

পছন্দ করা এবং পরিপূর্ণ সমর্পণ

দার্শনিক মনস্ক এক চোর এক বাগানে
গাছে ঝাঁকুনি দিয়ে ফল চুরি করছিল
তখনই উপস্থিত হলো বাগান মালিক।
"ঐশ্বরিক আদেশে কি কোনো শ্রদ্ধা নেই তোমার?"
"কিন্তু এই প্রাচুর্য দেখুন। আমি তো এই প্রাচুর্য
উপভোগের নিমিত্ত মাত্র।" মালিক চোরকে
একটি গাছের সাথে বেঁধে পিটাতে লাগল।
"এটি সাধারণ, সোজা একটি লাঠি, আমি তো
শুধু এর ন্যায় বিচারের উপলক্ষ।"
"থামুন! আপনি যথার্থ বলেছেন। পূর্ব কারণবাদের
তত্ত্ব আমি পরিত্যাগ করেছি। স্বাধীন ইচ্ছার
অস্তিত্ব আছে। নিজস্ব পছন্দ আছে আমার!
দয়া করে থামুন!" পছন্দ করার এখতিয়ার
প্রত্যেকেরই আছে। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু সৃষ্টি
করতে চেয়েছেন স্বাধীনতাও অনুরূপ সহজাত।

BanglaBook.org

এবং চরম সত্য হচ্ছে : প্রতিটি মানুষের পছন্দ
নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধিকারীর সৃজনশীল ইচ্ছার
কাছে ক্রীতদাসের মতো অবনত হবে।
তবুও এর ফলে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা
কিংবা আমরা যা পছন্দ করি সেই দায়িত্ব
গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হব না! তোমরা হয়ত
চতুরতার সাথে বলবে, "আমি যে আল্লাহর
অস্তিত্বে সন্দেহ করছি, সে তো তারই ইচ্ছায়।"
এ অর্ধ সত্য! সন্দেহ করার পছন্দ তোমারই!

এই সিদ্ধান্তগুলো

নিয়তি এবং স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কে রাজা ও
তার উপদেষ্টাদের মধ্যে পুরনো যুক্তিতর্ক
চলতেই থাকে। সকল কাজই পূর্ব নির্ধারিত
বলে তাদের যুক্তি খণ্ডন করেন রাজা!
"কিন্তু আমরা যা করি সেজন্যে তো অবশ্যই
আমরা দায়ী! তা না হলে আদম কেন
দোষ স্বীকার করলেন? তিনি তো বরং
শয়তানের দেয়া উত্তরই দিতে পারতেন,
'তুমি আমাকে বিপথে পরিচালিত করেছ।'
আদমের একটি পছন্দ ছিল।" কোনো না
কোনোভাবে দুটিই সত্য নিয়তি ও স্বাধীন ইচ্ছা।
সফরের মাঝে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকি।
আমরা কি বাণিজ্যের জন্যে মসুল যাব,
না কি হস্তরেখা শিখতে যাব ব্যবিলনে?
এই সিদ্ধান্তগুলো যথার্থ। এক ব্যক্তি প্রচুর
BanglaBook.org
সুরা পান করে, আরেকজন কি জেগে থাকে
বমি করার জন্যে? তুমি সারাদিন যে
কাজ করো, সেজন্যে তো মজুরি পাও।
তোমার আত্মা ও দেহ থেকে জন্ম গ্রহণকারী
শিশু তোমার পা আঁকড়ে থাকে। কখন এর
ব্যতিক্রম কিছু ঘটেছিল? এবং এর পরিণতি
যদি এখানে দেখা নাও যায়, নিশ্চিত থেকো
অদৃশ্যে এটি অবশ্যই আকার নিয়েছে।

প্রান্তিক

আমার দোকান এবং বাড়ি ভাঙার পর
এখন তুমি আমার হৃদয় ভাঙছ, কিন্তু যা
আমার জীবনের উৎস তা থেকে কী করে
পালাব আমি? ব্যক্তিগত উৎকণ্ঠায়
আমি ক্লান্ত, আমি পাগলামির
কলাকৌশলের প্রেমে পড়েছি! আমার লজ্জা
চিড়ে উন্মুক্ত করো এবং রহস্য দেখাও।
আত্ম-সংযম ও ভীতির সাথে আমাকে আর
কতো লড়তে হবে? বন্ধুরা, এটা তো
এমনই ; কোনো আলখিল্লার সেলাই এর
প্রান্তভাগ। শিগগিরই আমরা শিথিল
হয়ে যাব, সেলাই এর সুতা খসে পড়বে।
ভালোবাসার পাত্র একটি সিংহ,
আমরা তার খাবার খোঁড়া হরিণ।
আমাদের পছন্দগুলো বিচার করো!
নীরবতা পালন করো, যখন বন্ধুরা বলে,
"আমার মাঝে এসো। দেখাতে দাও
আমার মুখ। অস্তিত্বের আগে একবার
তুমি দেখেছিলে, এখন তুমি দ্রুততর,
আরও দ্রুততর হতে চাইছ।
স্থান ও কালের দূর থেকে গোপনে
খাওয়ানো হয়েছে আমাদের।
সেজন্যে আমরা এর চাইতেও
বেশি কিছুর অন্বেষণ করছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মসনবী

ভূমিকা

রুমীর বুনো আত্মার গ্রন্থ

কিছু কিছু গুহা চিত্রের এক্স রে হয়েছে, শক্তির রেখাগুলো প্রাণীর রেখা থেকে তাদের হৃদপিণ্ডের দিকে গেছে।

মসনবী হচ্ছে রুমীর হৃদয়ের কণ্ঠ। রুমীর জীবনের শেষ বারোটি বছর (১২৬১-৭৩) তিনি লিপিকার হুশাম চেলেবিকে সাথে নিয়ে কোনিয়ার রাস্তায়, বাগানে ও ফলবৃক্ষের উদ্যানে পায়চারি করতে করতে কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে অনুগমনের অনুভূতি আছে, চলমান নৈকট্য, যার মধ্যে পরিশ্রুত করার অনেক বিষয় আছে। আমাকে বলা হয়েছে যে,উপনিষদ হচ্ছে এক গুচ্ছ বাণী, যা কোনো গুরুর পাশে বসে কেউ লিখে নিয়েছে। মসনবীও অনুরূপ একটি সংগ্রহ। এর অধিকাংশই রুমীর নেতৃত্বাধীন দরবেশদের খানকায় উচ্চারিত এবং এর নির্যাস কোনো শিক্ষক কর্তৃক আত্মার বিকাশে সহায়তা করার মতো। কখনো এককভাবে, কখনো দলবদ্ধভাবে।

মসনবী একটি সমুদ্র, উন্মুক্ততা। আমরা যখন মসনবীর কোনো কবিতাংশ শুনি, এটি তখন এক ধরনের সমসাময়িকতা এনে দেয়। এতে বলা হয়, সুফীরা প্রার্থনা করেন না। কারণ তারা জানেন যে সবকিছুই আল্লাহ। তারা কী চাইতে পারেন? রুমীর গ্রন্থ সাথে নিয়ে পর্বতে যাও। এর একটি গতি আছে, যে গতি পর্বতের। থরো, ডি. এইচ লরেন্স বা নিটশের উন্মত্ততাকে ছাড়িয়ে যায়। এই উন্মত্ততা আছে বোধিধর্ম ও নিফারি, ব্লেক ও হাফিজের এলাকার মধ্যে। এটা কেউ অনুভব করতে পারবে সংখ্যাধিক্যের মধ্যে এবং প্রবল বর্ষণের মধ্যে। "আমরা এখানে যা বিক্রি করি তা হচ্ছে, 'ফানা' ও 'বাকা।"

কাদা ও অহঙ্কার

রুমীর মসনবীতে কেলেঙ্কারিপূর্ণ ঘটনা আছে এবং তা এতটাই যে, মসনবীর অন্তত একটি কবিতা 'লাউ এবং কৌশলের গুরুত্ব' ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কেলিতে 'দি এশেনশিয়াল রুমী' থেকে কারিকুলামভুক্ত গ্রহণ করার পর তা বাতিল করা হয়েছে। ছাত্রদের বাবা মা ও শিক্ষকরা এতে ব্যথিত হয়েছিলেন।

উন্মত্ত মুহূর্তসহ রুমীর কাহিনি মধ্যযুগীয় লোককাহিনির অনুরূপ। এগুলো অনেকটা ইউরোপীয় ও নিকট প্রাচ্যের গল্পের মতো, তবে কিছুটা বেশি রংচং

BanglaBook.org

দেয়া। ছোটো ছোটো রূপকথা রুক্ষ চাষাদের গল্প এবং তাতে প্রায়শ নোংরা বিষয়বস্তু থাকে। মানুষের কাছে, বিশেষ করে পুরুষদের কাছে এগুলো অবাস্তব মনে হয়। মানুষকে কল্পনায় দেখা যায় মলত্যাগ বা যৌন মিলনের ভঙ্গিতে। কিন্তু ছোট্ট নীতিকথামূলক গল্প বৃন্ত থেকে ফুল ফোটার মতো, যা সবাই দেখতে পারে। এ ধরনের দৃশ্যের উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো আমার মনে ভাসে এবং তা আমি মধ্যযুগীয় ফরাসি সাহিত্য পড়েছি বলে নয়, বরং ১৯৫৯ সালে আমি বার্কেলিতে পড়ার সময় গ্রাজুয়েট কোর্সে বিষয়টি নিয়েছিলাম চলচ্চিত্র পরিচালক জীনের পুত্র ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পিয়েরে অগাস্টের নাতি অ্যালেন রেনোর সাথে। মহান এক শিক্ষক ছিলেন অ্যালেন এবং আদর্শ মধ্যযুগবিদ। আমাদের একটি ক্লাসে এমনি এক নীতিকথা শুনিয়েছিলেন তিনি। কল্পিত মল ভর্তি জুতা পায়ে দেয়ার অভিনয় করেন তিনি, নোংরা জলার মধ্যে নামেন এবং ভাঁড়ার ঘরে পরিচারিকার ওপর উপগত হওয়ার ভানও করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, সম্ভবত আপনারাও আমার মতোই হাইস্কুলের লাইব্রেরি থেকে নেয়া জিওফ্রে চসারের গ্রন্থাদিতে মিল মালিক ও স্থানীয় প্রশাসকদের ছিনালি স্বভাবের স্ত্রী ও কন্যাদের আবিষ্কার করে থাকবেন। এছাড়া নরম শয্যায় লাফালাফি, নাক ডাকা ও বায়ু ত্যাগ করার মতো বিষয়ও ওসব রচনায় আছে। নেভিল কোঘিল (Nevill Coghill) এর অনুবাদ নিম্নরূপ :

> "কাঠমিস্ত্রির তরুণ বউ এর গভীরতা
> এভাবেই পরিমাপ করা হল,
> ঈর্ষায় সকল কৌশলই সে
> প্রয়োগ করতে পারে। এবং
> অ্যাবসালন চুমু দেয় তার চোখের নিচে,
> নিকোলাস মর্দন করে নিতম্ব,
> আর ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যান তার
> সাম্রাজ্যে।"

মসনবীতে দেখা যায় এক মহিলা আবিষ্কার করে যে তার স্বামীর ঊরু বীর্য তাদের পরিচারিকার যোনিরসে সিক্ত। স্বামী নামাজ পড়ার ভান করে থাকে। তার স্ত্রী আর্তনাদ করে, "এভাবেই একটি লোক ইবাদত করে, সাথে তার অণ্ডকোষ নিয়ে।"

আরেক কাহিনিতে দেখা যায়, পুরুষোচিত এক তরুণ নাসুহ মহিলাদের হাম্মামের প্রহরী হিসেবে কর্মরত। স্পর্শকাতর এই কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে নিজেকে নিরীহ প্রমাণ করার জন্যে সে মেয়েসুলভ আচরণ করত। তার এ ধরনের আচরণের গোপন কারণ প্রকাশ পেল তার অবস্থা যখন নিন্দনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তার সচেতনতার দ্বার খুলে যায় এবং কোনো কিছুই ব্যক্তিগত থাকে না।

BanglaBook.org

"সেই মুহূর্তে তার চেতনা পাখা মেলে
ছড়িয়ে পড়ে। ভঙ্গুর প্রাচীরের মতো
ধসে যায় তার অহঙ্কার।
আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যায়,
জীবন্ত, কিন্তু সে আর নাসুহ থাকে না।"

যৌন বিব্রত দশার হুমকির মধ্য দিয়ে নাসুহ তার নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এই বিব্রত মুহূর্ত সাহিত্যে সম্ভবত অপূর্ব এক মুহূর্ত। রুমী তার কবিতায় সবসময় নীতিকথা বলেছেন আত্মার বিকাশ প্রত্যক্ষ করতে। এক পেটুক পায়খানা করে বিছানা নোংরা করে ফেলেছিল। মুহাম্মদ সেই মলযুক্ত বিছানা ধৌত করতে আসেন। লজ্জার মধ্য দিয়ে একটি বোধোদয় ঘটে।

অনুশোচনায় চুপ করে ছিল সে, কাঁপছিল।
মুহাম্মদ ঝুঁকে তাকে ধরেন, সান্ত্বনা দেন,
তার ভিতরের জ্ঞানের চোখ খুলে যায়।
মেঘ কাঁদে এবং বাগানে ফুল ফোটে,
শিশু কাঁদে, মায়ের দুধের ধারা বয়,
সৃষ্টির ধাত্রী বলে, ওদের কাঁদতে দাও।
বৃষ্টির কাদা ও সূর্যের পোড়ানোই
একসাথে আমাদের বিকশিত হতে
সাহায্য করে। তোমার বুদ্ধিকে
শুভ্র-উত্তপ্ত ও দুঃখকে চকচকে রাখো
তাহলে তোমার জীবন সতেজ থাকবে।"

ব্যভিচারী এক কাজী লুকিয়েছিল কাপড় রাখার ঝুড়িতে, যা রাস্তা দিয়ে বয়ে নেয়া হচ্ছিল। কাজী কুলির সাথে কথা বলে;

"আদালতের প্রতিনিধিকে এসে এই ঝুড়িটি
কিনতে এবং না খুলেই নিয়ে যেতে
বলো কাজীর বাড়িতে।"
"আমার সাথে কথা বলছে,
এ কি খোদার কণ্ঠ, নাকি জ্বিনের?"

মার্ক্স ব্রাদার্স বা চার্লি চ্যাপলিনের ছায়াছবির কোনো দৃশ্য, অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে গ্রিক নাটকের কেন্দ্রীয় অংশে কাঁচা ও কামুকতার দৃশ্য, কিংবা আরও পরে ইটালির হাসির নাটকে এ ধরনের দৃশ্যের অভিনয় চলেই এসেছে। রুমী আমাদের লালসাময় দেহের চাহিদার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত উপমাগুলো তার কবিতাতেও তুলে এনেছেন। মানুষের সহজাত ভণ্ডামি, যেগুলো সাধারণত লুকানো থাকে এবং বিজ্ঞতাকে যার সাথে গুলিয়ে ফেলা যায় না সেসব বিষয় ব্যবহার করেছেন।

BanglaBook.org

অতি সাম্প্রতিককালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আমাদেরকে মানবিক জটিলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে কিছুটা অনুভব করতে সাহায্য করেছেন। ১৯৯৮ সালের ওই মাসগুলোর বোকামিকে এখন প্রায় বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। বিস্ময়কর লাগে যে, ক্লিনটনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে যৌনতার অনুভূতি শূন্য কেন স্টার (Ken Starr) এখন কী পরীক্ষা করছেন? কার আলামত মাখা পোশাক?

রুমী ঝুড়ির ভিতর থেকে কাজীকে বলিয়েছেন,

জাগতিক বস্তুর এক প্রেমিক নিজেকে
শুধু এই ঝুড়িতে বন্দি করে রেখেছে,
যদিও তাকে স্বাধীন মনে হয়,
কিন্তু সে তার পছন্দ করা ঝুড়ির
ভিতরটা ছাড়া আর কিছু দেখে না।

কবির ব্যাপক কল্পক্ষেত্রে এ ধরনের হাস্যকর ও ভয়ানক ঘটনা কীভাবে আসে? (যেমন গর্দভের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত এক মহিলার মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন)। তার উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে সুন্দর, এবং বলতেই হয় যে যথেষ্ট খোলামেলাভাবে তিনি প্রসঙ্গটি আনলেও আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা মুশকিল। উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা সম্পর্কে টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, "এটা একটি সততা, যার বিরুদ্ধাচরণ করছে সমগ্র বিশ্ব, কারণ সত্য সর্বদা অপ্রীতিকর।" রুমীর বিস্তারিত প্রকাশের ক্ষেত্রে ও একই কথা প্রযোজ্য। যেসব বিষয় মানুষের জ্ঞানের অতীত সেসব বিষয়ের সত্যও তিনি অকপটে বলেছেন। ধরা যাক, 'দুটি পথ দৌড়াচ্ছে' কবিতার কথা, যাতে এক স্বামীর যৌন তাড়না এত বেশি যে সে তার লালসা চরিতার্থ করে তার তরুণী পরিচারিকার ওপর এবং স্ত্রী তা আঁচ করে স্বামীকে পরিচারিকার সাথে মিলনরত অবস্থায় ধরতে চায়। দুটি চিন্তা পরস্পর বিরোধী এবং প্রথম তৎপরতা ঈশ্বরের প্রেমিকের মতো, আর স্ত্রীর তৎপরতা কোনো ধরনের রূপক বর্জিত অর্থাৎ একেবারে চাছাছোলা। রুমীর পছন্দ স্বামীর সরাসরি ও অধিকতর প্রয়োজনীয় আগ্রহ, স্ত্রীর হীন মানসিকতা নয়।

সত্য যখন প্রকাশ পায় তখন ব্যক্তির অর্থহীন অহমিকা গুড়িয়ে যায় এবং একই সাথে হাসা ও কাঁদা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অতএব রুমীর ভাবাবেশপূর্ণ কল্পনার মধ্যে এক ধরনের 'ছায়ার কাজ' অন্তর্ভুক্ত, যা 'নফসের' সাথেও যুক্ত। রুমীর ভূমিকা একজন্য শল্যচিকিৎসকের মতো, যিনি সংক্রমিত স্থান পরিচ্ছন্ন করেন, ব্যান্ডেজ খুলে আবার নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধেন অথবা অন্ততপক্ষে ক্ষতস্থান থেকে মাছি উড়িয়ে দেন।

BanglaBook.org

তোমার নিচতাকে আয়নার
সামনে হাজির করো, আর কাঁদো,
তখনই শুরু হবে আসল কৌশল,

প্রকৃত সূচনা। দক্ষতা চর্চার জন্যে
একজন দর্জির ছেঁড়া জামা থাকতে হবে।

শূন্য আয়না রুমীর রূপক, যার জন্যে হৃদয়কে থাকতে হবে প্রশান্ত অবস্থায় ও ধ্যানে। ভাবাবেশের সূচনায় প্রয়োজনীয় বিষাদের উপস্থিতি আছে। আমরা আমেরিকানরা এর সাথে পরিচিত, কারণ এমিলি ডিকিনসন আমাদের জাতীয় কবিদের একজন, যিনি ভাবাবেশে বিষাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

রুমী নিজেকে রক্ষার অজুহাত পরিত্যাগ করলে আত্মার বিকাশ প্রাধান্য পায়।

তুমি নিজেকে নিরাময় করছ বলে
বিশ্বাস করো না।
অথবা
ইবাদত এক ধরনের ডিম
অসহায়ত্ব থেকে যার উদ্ভব।

আমরা যখন আমাদের পাশব শক্তিকে স্বীকার করি রুমীর কবিতা তখন আমাদের জন্যে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাশব শক্তি থাকে নফসে ও ব্যক্তিত্বের ছায়ার দিকে। এসবের উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা একে অন্যকে জাগিয়ে তুলি। আমরা অশ্রুতুল্য তরল নিঃশেষ করে ফেলি। আমাদের সচেতনতার বাধাগুলো সম্পর্কে রুমী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

এই দৃশ্যগুলো কিছুটা হাস্যরসের, বলা যায় যে, লজ্জার থিয়েটারে আত্মার-বিকাশের ঘটনা। এছাড়া নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে সৃষ্টির আনন্দের সাথে বিবর্তনমূলক কিছু সংশোধনীও আছে। 'মাশাল্লাহ' নামে রুমীর কবিতায় দামেশকের রাস্তায় আবর্জনা পচে জৈব সার হয়ে যাওয়ার মতো সূর্যের মধ্যে কিছুটা ভুলের রহস্যের দিকে আমাদের ফেরার মতো। রুমীর এই ভুল সংগীতের মাঝে, 'মাশা আল্লাহ' উচ্চারণের মাঝে এবং আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থলে ঐশ্বরিক উপস্থিতির মাঝে। 'যে সাপ সম্পদের ভাণ্ডার পাহারা দেয় সে সাপকে চুম্বন করো' রুমী তার এক কবিতায় বলেছেন। "ভালো ও মন্দ একসাথে মিশ্রিত। তোমার মাঝে যদি দুটি না থাকে, তাহলে তুমি আমাদের অংশ নও।"

ভালোবাসার যে প্রতিকৃতি রুমী এঁকেছেন তা সবাইকে চমকে দেয়ার মতো। তিনি মনে করেন প্রেম একটি আদালত কক্ষ, যেখানে আমাদেরকে নির্মম সব প্রমাণ বা আলামত হাজির করতে হয়। রুমী বলেন যে, তিনি আল্লাহর কৃপা ও ক্ষমাশীলতার প্রেমের মধ্যে আছেন। একই সাথে তিনি আল্লাহর ক্রোধ ও ধ্বংসের প্রেমেও পড়েছেন। আমি এমন পরিস্থিতির একেবারে দাবি করি না, কিন্তু একথা বলতে পারি যে, ক্রোধ, ঈর্ষা এবং পরিত্যক্ত হওয়ার, যৌনভাবে অক্ষম হয়ে পড়ার অথবা বিব্রত হওয়ার ভীতি সম্পর্কের গভীরতা সৃষ্টির পথে অত্যাবশ্যকীয় এক পদক্ষেপ, আত্মাকে সম্ভাব্য আলোকিত অবস্থার মধ্যে নিতে পারে।

এই গতিশীল অস্থিরতার মধ্যে বাস করার মাঝে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে স্বীকার করে যেতেই হবে যে, 'ইনশা আল্লাহ' বলার ফলাফল কী হবে আমরা জানি

BanglaBook.org

না। রুমী এটাকে গ্রহণ করেন আল্লাহর সাথে মানুষের প্রকৃত চুক্তির স্বীকৃতি হিসেবে। হৃদয়ের পথ থেকে সরল রেখাতুল্য মনকে জানার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যৌক্তিক সরল রেখা হচ্ছে মনের দাবি। হৃদয়ের পথ তখনই শুরু হয় যখন কেউ তার মাথা অন্য একজনের বুকের ওপর রাখে এবং প্রশ্নের উত্তরের তালাশ করে। এ ধরনের জানার শুরু অন্য একজন মানুষের রহস্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সাথে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে স্মরণ করা, শ্রবণ করা এবং পবিত্র এক বিশ্বের ভাবাবেশ। দেহ ও ব্যক্তিত্বের সাথে অধিকতর সংলগ্নতা যখন আর থাকে না, তখন নিজের ভিতরের সত্তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

কেউ বলতে পারে যে, কেন্দ্র হচ্ছে রুমীর সহযোগী এবং তাবরিজের শামস তার আত্মার বন্ধু বা প্রেমিক। তার সাথে বা তার ভিতরে কী হাঁটছে, কেউ তার নাম বলতে পারে। কিন্তু আমি তা উপলব্ধি করতে পারি না। সোলেমানের সকালের প্রস্তুতির সময়ে আমি তার সংলাপে এবং অস্তিত্বের দ্বৈত সংগীতের মাঝে শুনতে পারি।

রুমীর অশ্লীল কাহিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে দেহের ভাষা সামনে আনা ও তা পাঠ করা সম্পর্কিত। তার মতে এই পাঠ আমাদের জন্যে বিরাট এক সাহসিকতার কাজ। যে উট মজনুকে তার নিন্দ্রার মধ্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই উটের পিঠ থেকে তিনি পড়ে যান, যখন তিনি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লাইলীকে অন্বেষণ করছিলেন। কিন্তু আমরা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এবং কী কারণে আমাদের আকাঙ্ক্ষা সে সম্পর্কে কী বলবো?

তসবি'র মাঝখানের বড় দানাটি সবকিছু
বদলে দিচ্ছে। এখন আর আমার
ভালোবাসার কোনো প্রান্ত নেই।

আহত হওয়ার মতো ব্যাপার হল কেন্দ্রের প্রান্তভাগের হালকা রঙের উপাদান যা একটি দেহে বিরাজ করা সত্ত্বেও মানুষের শিরার ক্রোধ ও কালিমা পূর্ণ, সেক্ষেত্রে বোধের মাঝ দিয়ে বিধৌত হয় প্রেম দ্বারা। উত্থিত লিঙ্গ, সিক্ত যোনি, হাঁচি, নাক ডাকা, বায়ু ত্যাগ, বন্ধ চোখে কান্না, প্রস্রাব করার স্বস্তি—দেহজ ক্রিয়া ও শব্দের প্রতিটিকে রুমী তার কবিতায় স্থান দিয়েছেন, বিশেষ করে যৌন মিলনের আগে ও মিলনের সময়ে জড়ানো কণ্ঠ, ফ্যাসফ্যাসে কথা, গোঙানি, চিমটি কাটা বা আঁকড়ে ধরার মতো ব্যাপারগুলো। তিনি শেখার জন্যে শোনেন যে, আত্মার বিকাশের সেই অংশের অভিজ্ঞতা কী বলে। মসনবীর নীতিকথাগুলো দিয়ে রুমী আমাদেরকে নিয়ে যান মেরুদন্ডের নিচের দিকে। ওই কাহিনিগুলোর মাধ্যমে আমরা কাহিনির ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারি। অতঃপর তিনি আমাদের কিছু জানতে সহায়তা করেন। এই নিষ্কৃতি সবসময় রুক্ষ শক্তির মান ও তাদের সম্ভাব্য রূপান্তরের মান সম্পর্কে নির্দেশ করে।

যৌন দিক থেকে খলিফা অক্ষম হলেও
তার পুরুষোচিত ভাব ছিল শক্তিশালী।

BanglaBook.org

পুরুষত্বের মর্ম হলো যৌন প্রবৃত্তি
পরিত্যাগ করার সামর্থ।
লালসার চক্রের সমাপ্তিতে খলিফার
মহত্ত্ব এবং গোপনীয়তা রক্ষা ও প্রতিহিংসা
চরিতার্থ করার ক্ষমতার তুলনায়
সেনাপতির যৌন বাড়াবাড়ি শস্যের
খোসার চাইতেও কম ছিল।

সেনাপতি ও খলিফার মতোই আমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। মসনবীর কাহিনি আমাদেরকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে যে সেই কাজগুলো কী। এক্ষেত্রে তিনি মসনবীর চতুর্থ অধ্যায়ে একটি রূপক উপস্থাপন করেছেন পৃথিবীকে একটি হাম্মাম বা গোসলখানার সাথে তুলনা করে। সেখানে হাম্মামের পানি উষ্ণ করার জন্যে লোক আছে এবং যারা গোসল করে তারাও আছে। আগুন শক্তি জড়ো করে এবং হাম্মামকে বিশিষ্ট স্থানে পরিণত করে পরিশুদ্ধ করার জন্যে আকঙ্ক্ষাকে নিঃশেষ করে দেয়। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক একটি পরিবেশ আছে চুল্লির কর্মীদের মধ্যে, যারা পানি উষ্ণ করায় নিয়োজিত। সেখানে আবার স্বস্তি ও শান্তিও আছে, যারা বিশ্রাম নেয় তাদের মধ্যে। দুটি তৎপরতাই মানুষের সচেতনতাকে চাঙা করার সুযোগ দেয়। কখনো লোকগুলোর মধ্যে কেউ স্থান বদল করে। প্রেমিক ও ধ্যানীরা একই সময়ে কাজ করার সুযোগ পায়। হাম্মামের চুল্লিতে যারা কাজ করে সামাজিকভাবে তাদেরকে হীন মর্যাদার ধরে নেয়া হলেও রুমীর হাম্মামে সেই অবজ্ঞার ভাব আর থাকে না। চুল্লি জ্বালানোর লোক ও গোসল করতে আসা লোকজন আসলে একই কাজ করে এবং শক্তি বিনিময়ের প্রশ্নে সেখানে সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। যে ক্রোধ প্রাবল্যকে চাঙা করে তা পরিশুদ্ধ করণের কাজকে গভীরতর করে অথবা হতে পারে যে হাম্মামের গোপন কোনো উদ্দেশ্য আছে যা হাম্মামের ভিতরে যে প্রেমিকরা অবস্থান করছে শুধু তারাই জানে। যে কোনো বিচারে রুমীর হাম্মামের পৃথিবী বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে মসনবীতে প্রতিফলিত এবং তিনি মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।—কাদা থেকে কীভাবে পদ্ম জন্মায়, সবচেয়ে নিকটজন কতোটা নোংরা ও একই সাথে মহিমান্বিত হয় এবং কীভাবে মজনু লাইলীকে খুঁজতে উটের পিঠ থেকে পতিত হয়ে পা ভাঙে। আমরা তাকে পথে ছেড়ে যাই। এটি নিঃসন্দেহে খুব সাধারণ একটি দৃষ্টান্ত যে আবেগের সময়ে, কামনায় ও কল্পনায় বিশাল জগতে মানুষের জীবন শক্তির একটি মাত্র উৎস। কিন্তু আত্মার বিকাশের ক্ষেত্রে তার প্রভাব গভীর এবং আমাদের পক্ষে তা ব্যক্ত করা কঠিন। 'বেহেশত ও দোজখের' মিলনের যে রহস্যের মধ্যে আমরা বাস করি তা হচ্ছে 'বৈপরীত্য ছাড়া কোনো অগ্রগতি নেই' এমন এক অবস্থা। আত্মার বিকাশ হাম্মাম, যুক্তি ও শক্তির উভয় প্রান্ত দিয়েই গতিশীল এবং তা আমাদের ধ্যান ও আমাদের আকাঙ্ক্ষার শিখার মধ্যে।

BanglaBook.org

পূর্ণতার রূপ

একবার আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে রুমীর মসনবী সমাপ্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি কিনা। এটি ভালো একটি প্রশ্ন। মসনবীর সন্তোষজনক কোনো সূচনা, মাঝামাঝি অবস্থা ও সমাপ্তি নেই। বরং মনে হয়, খণ্ড খণ্ড বিষয় দ্বারা গ্রন্থিত। কিন্তু আমি মনসবীকে পরিপূর্ণ মনে করি, দিনের মতো সম্পূর্ণ কিংবা মানুষের জীবনের মতো। হৃদয়ের শক্তির বহমানতায় কোনো সূচনা বা শেষ নেই।

দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে কবি টি. এস এলিয়ট বলেছেন, "নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ কিংবা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে টুকরো টুকরো করে দেয়া ছাড়া কারো পক্ষে কোনো দীর্ঘ কবিতা রচনা করা সম্ভব নয়।" রুমীর অতি বিশাল কবিতা (ছয় খন্ডে চৌষট্টি হাজার লাইন) যেন একটি সমাজ, বিভিন্ন তাপমাত্রার স্তরসহ একটি সমুদ্র যা কোনো দরবেশ সৃষ্টির খানকায় বিভিন্ন ধরনের জীবনকে সমর্থন দেয়ার মতো।

আমার কাছে মসনবীর সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে, একজন আলোকিত শিক্ষক কেমন এবং কীভাবে তিনি তার আশপাশের লোকদের সাথে কথা বলেন এবং যাদের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ তাদের সাথে কেমন আচরণ করেন। মসনবী অবশ্যই সম্পূর্ণ, কারণ এটি এসেছে সামগ্রিকতা থেকে। অবশ্য আমার পক্ষে এটা প্রমাণ করা অথবা এর চাইতে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। মসনবী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। মসনবীর যে কোনো স্থানে প্রবেশ করুন এবং সাঁতার কাটুন, অনুরণন শুনুন এবং গতির অভিজ্ঞতা লাভ করুন। এর তত্ত্বগুলোকে আপনার জীবনের সাথে যুক্ত করুন। আমি তো বলব, সমকালীনতাই গর্ভস্থ অস্তিত্ব। অথবা বলা যায় যে কোনো মহান শিল্পকর্ম হচ্ছে একটি মাঠ, যেমন মসনবী। হাফিজের দিওয়ানের মতো মসনবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিস্তৃত এবং সংবেদনশীলতায় পূর্ণ। নিদ্রার আবেশ সৃষ্টির মতো ধ্বনির ধারণা এক্ষেত্রে কার্যকর। সাহিত্য কর্ম হচ্ছে, আমরা কে এবং কী হচ্ছি, সেই ভাষার অব্যাহত সংশোধনী। পুরনো মনিবদের গোলাপ ঝাড় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। আমরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকি এবং আমাদের শক্তিতে নতুন উজ্জীবনী সৃষ্টি করে, নতুন দুঃখ আনে এবং সৃষ্টির নতুন পথ দেখায়। অথবা এটা প্রেমের মতোই অপ্রামাণ্য, অদৃশ্য বাস্তবতা।

অতি সম্প্রতি আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যাতে সম্ভবত দেখানোর চেষ্টা হচ্ছিল যে কীভাবে এই ক্ষেত্রগুলো কাজ করে। আমি পায়চারি করে কবিতা রচনা করছিলাম, রাস্তা ও বাগানে হাঁটছিলাম। চলমান শ্রোতাদের সামনে কবিতা আবৃতি করছিলাম; যারা আমার শ্রোতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে ভিন্ন এক অবয়বে ছিল। একসময়ে আমি আত্মবিবৃতি করার মতো একটি জায়গায় এলাম। আমার আর কোনো কথা ছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে আমার এক বন্ধু ছিল, যে তার বিবরণী আমাকে দেয়, যার মধ্যে আমার কিছু সংযোজনী ছিল, যদিও তা কিছু ভিন্ন ধাঁচের। আমি বললাম যে, আমি তার পরিবর্তনগুলো ব্যবহার করব। এভাবে চলতে থাকে, সামাজিক, উদার ও বন্ধুসুলভ পরিবেশে, সৃষ্টি এবং পায়চারি এক সাথে।

BanglaBook.org

'কুতুব' এর ধারণা হচ্ছে, চিরন্তনভাবে জটিল ঐশ্বরিক একটি ক্ষেত্র আছে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে সবকিছুর ওপর প্রতিনিধিত্ব সম্ভব। সম্ভবত রুমীর মসনবী এ ধরনের একটি ক্ষেত্রের তৎপরতার অংশ।

সমুদ্রের মাঝে অনেক উজ্জ্বল এবং অনেক
অন্ধকার সূত্র আছে দেহের শিরার মতো,
সেগুলো দেখা যায় যখন পাখনা
ওপরে তোলা হয়। তোমার গোপন সত্তা
ওইসব শিরায় প্রবাহিত রক্তের মতো
ওই শিরাগুলো বীণার তারের মতো,
যা সমুদ্রকে সুর তুলতে সাহায্য করে।
তীরে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের ফেনা নয়,
বরং কোনো তীর না থাকার শব্দ।

অথবা বলা যায় মসনবী হচ্ছে অপূর্ব এক ঐক্যতানের তালগোল পাকানো অবস্থা, যার প্রতিফলন আমাদের মাঝেও আছে। হাসিখুশি লোকজনে পূর্ণ গ্যালারিতে আমি আমার দণ্ড উত্তোলন করেছি যাতে আরও অনেকের স্থান সঙ্কুলান হয়। ভৃত্য ফরাজকে বিয়ের রাতে বোকা বানানো হয়েছিল তার অভিজাত কনের স্থলে একটি বালককে রেখে। ফলে তার আবোল তাবোল বকা থামেনি। অথবা সেই যৌনলিপ্সু সেনাপতির কথা, যিনি প্রেমিকার সাথে তার প্রেম বিনিময় ছেড়ে সেনাশিবিরের আশপাশে ঘুরাঘুরি করছিল এমন এক সিংহকে হত্যা করতে লাফ দিয়ে চলে যান এবং অবিলম্বে ফিরে আসেন। কিন্তু তার যৌন কামনায় তখনো ভাটা পড়েনি। তার হৃদস্পন্দন এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি। শক্তিশালী ও সদ্য তরুণের মধ্যে পাশব শক্তি থাকে, যা ঐশ্বরিক আনন্দে বাজানো বাঁশির সুরের মতো।

আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের মাঝে এ ধরনের সুরের আনাগোনা অনুভব করি। ঈশ্বরের সত্তা সকল মাধ্যমে বয়ে চলে, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তখনই জানা কঠিন ব্যাপার। মানুষের মধ্যে পাশব শক্তি বাস্তবে পশুর উপস্থিতির কারণেই, রুমীর কবিতায় যেখানেই সুর ও সংগীতের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে পাশব শক্তির উল্লেখও আছে। এটি জীবজন্তু রাখার একটি স্থান, একটি বাক্স, যেখানে স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক জীব থেকে শুরু করে পিঁপড়া, টিয়া ও শজারু পর্যন্ত আছে নূহের তত্ত্বাবধানে এবং সেটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে, আমরা শক্তির মধ্য দিয়ে প্রাণীর সাথে সংযুক্ত। রুমী অত্যন্ত প্রবলভাবে মানুষ-প্রাণীর মধ্যকার বন্ধনকে অনুভব করেন, যেভাবে গুহা অভ্যন্তরে যারা চিত্র অঙ্কন করেছে তারা অনুভব করেছেন। স্বাভাবিক শক্তি সরাসরি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং দর্শনার্থী ও সাক্ষীদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে। তারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রস ও আনন্দ সিঞ্চন করে।

একটি পদ্মফুল অবশ্যই কাদামাটি থেকে জন্মায়। হাতেনাতে ধরা পড়ার মুহূর্ত থেকে রুমীর কাহিনিতে আবেগ ও বিজ্ঞতার ধারা বয়ে যায়। কখনো তিনি ওই

BanglaBook.org

পশুর রশিগুলোকে উল্লেখ করেছেন 'লালসার মোরগ', 'তাগিদের হাঁস', 'বিখ্যাত হতে চাওয়া ময়ূর' এবং 'কাকের মতো খাদক' বলে। আত্মার বিকাশের জন্যে কেউ পশু হত্যা করে না, বরং পশুকে মানুষের কাছে রাখে। আকাঙ্ক্ষার কুকুরের কাছ থেকে যে কারো শিক্ষণীয় আছে, একথা আমাকে বাওয়া মহিউদ্দিন বারবার বলেছেন। কিন্তু কুকুর যাতে সারা শহরে এক টুকরা পায়খানা আরেক টুকরা পর্যন্ত টেনে নিয়ে না বেড়ায়। তোমার কুকুরকে বেঁধে রাখো, তোমার পথ চলার সাথে হাঁটতে কুকুরকে সাথে নাও এবং মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে দাও। আর তা যদি না করো তাহলে তুমি নিজেকে এমন এক অবস্থায় দেখবে, যেখানে এটা অত্যন্ত প্রকাশ্য হয়ে পড়বে যে কীভাবে তুমি প্রেমের দৃষ্টিতে পশুকে দেখছ। রুমীর কবিতাও আমাদেরকে উঁচু স্থান থেকে দূরে কাফেলার আগুন দেখায়, যেখানে আমরা অন্ধকারে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হই।

রুমীর হাস্যকর বিব্রত নীতিকথা যিশুর বক্তব্য ও মুহাম্মদের হাদিস, জেন সূত্র, মায়া কাহিনি ও সাম্প্রতিককালের কবিতা, সমাবেশস্থলের বক্তব্যের মধ্যে চমৎকার সংযোজন, যা আমাদেরকে নিঃশর্ত প্রেমের সাথে ও প্রেমের মধ্যে বসবাস করতে সাহায্য করে।

ঈশ্বরের গুপ্তচর

এটা অত্যন্ত দুর্লভ যে, আলোকিত অস্তিত্বও এক মহান কবি। কেন এমন হয়? 'আলোকপ্রাপ্ত অবস্থা' অথবা 'মহান শিল্প' কী সে ব্যাপারে একমত হওয়ার বিরাট জটিলতাকে এক পাশে রেখে বরং বলা যেতে পারে যে কেউ যদি অকথিত সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মধ্যে, ভাষার শৈলীর মধ্যে যেতে তার আগ্রহ থাকে ন্যূনতম।

মহান শিল্প ও আলোকপ্রাপ্ত অবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারে আমার তত্ত্ব কেন অস্বাভাবিক, তার সাথে জড়িত ছায়ার সাথে ও পশুর আত্মার সাথে নৃত্য, যা আমি এই পরিসরে আলোচনার চেষ্টা করছি। সেই কাজই আলোকপ্রাপ্ত অস্তিত্বকে একজন শিল্পী হতে সাহায্য করে। শেক্সপীয়র যে বিরাট রূপে আবির্ভূত হলেন তার পিছনে কাজ করেছে ঈর্ষা ও উচ্চাভিলাষ এবং তিনি যখন বার্ধক্যে খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়েন তখন সৃষ্টি হয় 'কিং লিয়ার',

BanglaBook.org

—এসো, কারাগার থেকে পালাই;
আমরা দুজনই খাঁচায় পাখির মতো গাইব,
তুমি আশীর্বাদ দিতে চাইলে আমি হাঁটু গেড়ে বসব
এবং তোমার কাছে ক্ষমা চাইব; তাহলেই বাঁচব আমরা।
আমরা প্রার্থনা করব, গান গাইব, পুরনো কাহিনি বলব
এবং হাসব উড়ন্ত প্রজাপতির উদ্দেশ্যে, অপরাধীদের
আদালতের কথা শুনব, তাদের সাথেও
আমরা কথা বলব, কে হারল বা জিতল,

কে ভিতরে, কে বাইরে
সবকিছুর রহস্য জেনে নেব।
যেন আমরা ঈশ্বরের গুপ্তচর।

আলোকপ্রাপ্ত একজন শিল্পী বস্তুর রহস্য এবং শিল্পের সৌন্দর্য ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এসবের সম্মিলিত শক্তির জীবন্ত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগান। যেমন, কারাগারের সংগীত। লিয়ার বলেন, 'প্রার্থনা করি, যাতে তুমি বোতাম খুলতে পার।' অথবা নীতিকথার সংক্ষিপ্ত সার জুহির হাত মহিলার উরুতে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সে গোপনাঙ্গ ঘিরে যে কোমল কেশের সমাবেশ তার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। এটা হচ্ছে তার ধর্মতাত্ত্বিক দিক, যা নিয়ে তিনি মগ্ন। একথা সত্য যে রুমী পৃথিবীর গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন, যা একজন মহান শিল্পীকে অবশ্যই করতে হয়, এমনকি তিনি বাতাসের গর্জনও শোনেন। গলওয়ে কিনেল (Galway Kinnell) বলেছেন যে, আত্মার শিল্পের মর্ম হচ্ছে অস্তিত্বের প্রতি কোমলতা। রুমীর কবিতা উইলো গাছের রূপালি ছায়াসহ পূর্ণ সূর্যকে ভালোবাসে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঠকদের জন্যে আশীর্বাদ :
ভোরে জেগে উঠা বিলাপকারীদের প্রতি প্রশংসা

পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহর নামে শুরু করছি। গন্তব্যের উদ্দেশ্যে এটি চতুর্থ যাত্রা, যেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে অফুরন্ত সুযোগ। এটি পাঠে সুফীরা আনন্দ অনুভব করবেন, যেভাবে তৃণভূমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বজ্রের শব্দ শুনলে। কারণ বজ্র মানেই বৃষ্টির আগমনী বার্তা, ক্লান্ত চোখ যেমন নিদ্রার জন্যে উন্মুখ থাকে। চেতনার জন্যে প্রয়োজন আনন্দ, দেহের জন্যে যেমন স্বাস্থ্য প্রয়োজন।

এখানে দেখার বিষয় যে, প্রকৃত আত্মনিবেদনের চাহিদা বা কাম্য কী, নতুন শক্তি, অতি পাকা মিষ্টি ফল বা আহরণকারীর আহরণের উপযোগীতার চাইতে বেশি বেশি পাকা, ওষুধ, কী করে বন্ধুর কাছে পৌছতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশনা।

সকল প্রশংসা আল্লাহর। এখানেই তোমার আত্মার সাথে যোগসূত্র স্থাপন ও জটিলতা থেকে মুক্তির পথ, নবায়নের পথ। যারা আল্লাহর কাছে থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন অনুভব করেন তাদের জন্যে এই গ্রন্থটি পাঠ বেদনাদায়ক। এটি অন্যদের কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করে। তরুণী মহিলাদের আকর্ষণের মধ্যে এই জাহাজের খোলে একটি পণ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানেই আল্লাহর প্রেমিকদের জন্যে একটি পুরস্কার আছে। পূর্ণিমার চাঁদ এবং যে উত্তরাধিকার তোমার কাছে থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বলে ধরে নিয়েছিলে তা তোমার কাছে ফিরে এসেছে। আশাবাদীদের জন্যে আরও আশার সৃষ্টি হয়েছে। অনুসন্ধানকারীর জন্যে এসেছে সৌভাগ্য, করার মতো বহু কাজের ভাবনা। আচ্ছন্ন ভাবের পর পূর্বজ্ঞান আহরণ, সংকোচনের পর প্রসারণ।

সূর্য উদিত হয়েছে, আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরসুরীদের যে আলো আমরা দেই তা এই গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা তাদেরকে আমাদের কাছে ধরে রেখেছে এবং আরও কাছে এনেছে। আন্দালুসিয়ার এক কবি আদি আল বিগা যেমন বলেছেন,

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এবং শীতল বাতাসে,
আরাম বোধ করছিলাম। হঠাৎ কাছের এক
ঝোপ থেকে ধূসর এক ঘুঘু গেয়ে উঠল

BanglaBook.org

এবং আকাঙ্ক্ষায় কেঁদে আমাকে স্মরণ
করিয়ে দিল আমার আবেগ।

আমার আত্মা থেকে দীর্ঘদিন থেকে আমি
অনেক দূরে, অতএব বিলম্বে নিদ্রা আসে,
কিন্তু ঘুঘুর বিলাপ আমাকে জাগিয়ে দেয়
এবং আমাকে বাধ্য করে কাঁদতে।
সকল প্রশংসা ভোরে জেগে উঠা বিলাপকারীদের।

কেউ প্রথমে যায়, অন্যেরা অনেক পরে আসে। আল্লাহর অনুগ্রহ উভয়ের প্রতি এবং এ পথের যাত্রী সকলের প্রতি এবং যা নিঃশেষিত হয়েছে তা পুনঃস্থাপিত হয়, যারা উপকারীর মাটিতে কাজ করে তাদেরকে সহায়তা করে। মুহাম্মদ ও যিশুকে এবং সকল পয়গম্বর ও নবীকে দোয়া করে।

আমিন! আল্লাহ, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি সকলের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

ভূমিকা

হুশামউদ্দিন! জিয়া হক, আল্লাহর আলো।
এই মসনবীকে আবার উন্মুক্ত স্থানে
এনেছ তুমি, এর গলায় দড়ি বেঁধে
কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, আল্লাহ তা জানেন!
অনেকে এই কবিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা
জানিয়েছে, কিন্তু কবিতাই ধন্যবাদ দিতে
স্বয়ং হাত তুলেছে গ্রীষ্মের উত্তাপে,
দ্রাক্ষাকুঞ্জের মতো আনন্দে।
কাফেলা মালামাল বয়ে নেয় এবং মাঝপথে
শিবির সংস্থাপন করে। ধৈর্য প্রদর্শন
করে আনন্দের পথ, মাটির পানে মুখ।
হুশাম, এক আলোর সূর্য-তরবারি,
চন্দ্রালোকে বিস্মিত হয়ে পড়ে অনেকে,
সূর্য উদিত হলে বাজার চালু হয় এবং
খোলামেলা বিনিময় হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা
BanglaBook.org
বলতে পারে কোনটি নকল আর কোনটি
আসল মুদ্রা। সূর্যের আলোতে দৃশ্যপট
থেকে চোরেরা পালিয়ে যায়। যারা ভূঁয়া ও
লুকিয়ে থাকা যাদের প্রয়োজন তারাই

সূর্যালোক এড়িয়ে চলে। মসনবীর চতুর্থ
গ্রন্থটি এই আলোর অংশে পরিণত হোক।
যে এটি অলস প্রহরে পাঠ করবে সে
আনন্দ লাভ করবে, এর মাঝে যে মূল্য
খুঁজে পায় সে তার আত্মার বিকাশে
প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগায়।
মূসার কাছে যা পানি মিশরবাসীদের
কাছে তা রক্তে পরিণত হয়ে যায়।
এই কবিতার যে কল্পচিত্র তা যেন
পৃথিবী ছেড়ে যেতে না পারে।
হুশাম, মসনবীর তৃতীয় অধ্যায়ে কোনো
কাহিনি শেষ না হলে সেখানে শুরু করো।

চতুর্থ গ্রন্থ

নৈশ প্রহরীদের দৃষ্টি থেকে উদ্যানে আত্মগোপনকারী প্রেমিকের সাথে আবার সাক্ষাৎ ঘটে তার প্রেমিকার

হ্যাঁ, যে প্রেমিক নৈশ প্রহরীদের কারণে উদ্যানে
লুকিয়ে পড়েছিল, প্রেমিকাকে আবার খুঁজে
পাওয়ার আর কোনো আশা ছিল না তার।
শুধু বর্ণনা ছিল তার কাছে, তাও সুদূরের
সেই পৌরাণিক পাখিকে স্মরণ করার মতো।
একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঠোঁট স্পর্শ
করেছিল মধু, কিন্তু যখন যাত্রা শুরু হল
সান্নিধ্যের মাঝে প্রতিদিনের অস্তিত্ব, তখনই
সূচনা হল সমস্যার, প্রেমিক চঞ্চল-অস্থির,
হরিণের পায়ে যেন আগুনের উত্তাপ,
ক্রমেই ছলনাময়ী হয়ে উঠছিল প্রেমিকা।
সচরাচর যা ঘটে থাকে, অপ্রত্যাশিতভাবে
আবার একজনের আবির্ভাব ঘটে উদ্যানে,
BanglaBook.org
লণ্ঠন হাতে সেখানে উপস্থিত সে, হারিয়ে
যাওয়া আংটি খুঁজছিল একটি ফাটলে।
তার উজ্জ্বল মুখ দেখার উচ্ছ্বাসে প্রেমিক
প্রশংসা অনুভব করছিল আল্লাহ ও
প্রহরীদের জন্যে। “তারাই এখানে এনেছে আমাকে,
অবাধ করে দাও তাদের প্রহরা!
নতুন বিধিবিধান জারি হতেই তৎপর

হয়ে উঠে প্রহরীরা, আর বাদশাহ যদি
হুকুম শিথিল করেন প্রহরীরা বিষণ্ণ হয়।
প্রেমিক প্রার্থনা করে নৈশকালীন প্রহরা
নৈতিক ত্রুটি নিরাময়ে এমন কঠোরই হোক।
কারণ তাদের হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করেই
সে তার প্রেমিকাকে খুঁজে পেয়েছে।
সময়ের মাঝে এভাবেই সব আবর্তিত হয়।
একজনের দাঁড়িয়ে থাকা অন্য জনের পায়ে
বেড়ি থাকার মতো। কোনো সাপের মাঝে
বিষ সঠিকভাবেই সংবাহিত হয়। সাগরের পানি
মাছের পুষ্টি জোগালেও স্থলের প্রাণীর জন্যে
ডেকে আনে বেদনাদায়ক মৃত্যু। যে কারো অভিজ্ঞতা
বহুভাবে ব্যক্ত করতে পারে এই সাধারণ সত্যকে;
সাধু পরিণত হয় বিশ্বাসঘাতকে, একই কাজ
আঘাত ও প্রতিরোধ হতে পারে। প্রিয়ার মুখ
যদি দেখতে চাও তবে ধার নাও তার চোখ।
ওই চোখে সর্বত্র দেখতে পাবে প্রিয়ার মুখ।
কোনো ক্লান্তি থাকবে না, একঘেঁয়েমি থাকবে না।
"আমি তোমার চোখ, হাত ও তোমার প্রেম হবো।"
তাই হোক, তাহলে যা তুমি ঘৃণা করতে
সেগুলোই তোমার সহায়ক হবে। ধর্মের
এক বাণী প্রচারক রাস্তায় মানুষের ওপর
হামলাকারী চোর ডাকাতদের উদ্দেশ্যে অতি উৎসাহে
দীর্ঘ ভাষণ দিতেন। "হে খোদা, তোমার
ক্ষমাশীলতা দিয়ে ঢেকে দাও ওদের ঔদ্ধত্য।"
যারা ভালো তাদের জন্যে নয়, বরং প্রার্থনা
করতেন যারা নিষ্ঠুর তাদের জন্যে।
BanglaBook.org
এমন কেন? সমাবেশের লোকেরা প্রশ্ন করত।
"কারণ তারা আমাকে উদার আনুকূল্য দিয়েছে।
তারা যা নিতে চেয়েছে প্রতিবার আমি তা থেকে
ফিরে তাদের মধ্যে শামিল হয়েছি।
তারা আমাকে প্রহার করেছে, রাস্তায় ফেলে
রেখে গেছে মৃতের মতো এবং আবার আমার
উপলব্ধি হয় তারা যা চায়, আমি যা চাই তা নয়।
রাস্তায় আমাকে ফেলে গেছে। সেজন্যেই তাদের

সম্মান করি আমি।” আল্লাহর কাছে তোমাকে
যে কারণেই যাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকুক
তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর অন্যদের
ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন থাকো যারা মধুর আয়েশের
ব্যবস্থা করায় তুমি ইবাদত ভুলে যাও।
কখনো বন্ধু শত্রু হয়, আর শত্রু হয়ে
যায় বন্ধু। শজারু নামের একটি প্রাণী আছে,
তুমি লাঠি দিয়ে আঘাত করলে এটি তার
কাঁটা বিস্তার করে এবং বড়ো আকৃতি নেয়।
আত্মাও শজারুর মতো, আঘাতে শক্তিশালী
হয়ে উঠে। অনুরূপ একজন নবীর আত্মাও
বিশেষভাবে যন্ত্রণাক্লিষ্ট, কারণ সেই আত্মাকে
শক্তিশালী হতে হবে। পশুর ছাল পাকানোর
তরলে সিক্ত করার পরই সেটি চামড়া হয়।
চামড়া পাকানোর ব্যক্তি যদি ভালো করে
অম্ল দিয়ে না ধোয় তবে পশু চর্ম পচে
ছড়াবে উৎকট দুর্গন্ধ। আত্মা রক্ত লেগে থাকা
ময়লাযুক্ত চামড়ার মতো। যথানিয়মে এর প্রক্রিয়ায়
যাতনার তেতো অম্লের প্রয়োগ তোমাকে
করে তুলবে সুন্দর ও অতি শক্তিশালী।
একাজ নিজে না করতে পারলে উদ্বিগ্ন হয়ো না,
এমনকি তোমাকে এ সিদ্ধান্ত নিতেও হবে না।
বন্ধুই তোমার চাইতে বেশি জানে এবং সে সমস্যা,
দুঃখ ও অসুস্থতা আনবে ওষুধ, সুখ ও
প্রহৃত হওয়ার মুহূর্তের নির্যাস হিসেবে।
যখন তুমি পরাস্ত হওয়ার কথা শুনবে এবং
হাল্লাজের স্বরে বলতে পারবে, “আমাকে হত্যার
জন্যে তোমার ওপর আস্থা রাখতে পারি।
নৈশ প্রহরী তার হীনতায় কাজ করলেও
কখনো তা প্রেমিক ও প্রেমিকাকে কাছে আনে।
এক কৌতূহলী ব্যক্তি যিশুর কাছে এসে প্রশ্ন করে,
“জীবনে কোন বিষয়টি সহ্য করা সবচেয়ে কঠিন?”
প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বরের ক্রোধই সবচেয়ে কঠিন।
তার রোষে নরক পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়।

BanglaBook.org

সবকিছু কাঁপতে থাকে এই রোষের কল্পনায়।
“কী করে আমি তা থেকে নিরাপদ থাকতে পারি?”
কারো প্রতি বা কোনো কিছুর প্রতি তোমার নিজের
ক্রোধ বর্জন করে। এখনই বর্জন করো।
প্রস্রাব ছাড়া দুনিয়া অচল হলেও তা
খরস্রোতা সরু নদীর পানির মতো স্বচ্ছ নয়।
দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর প্রেমিক এগিয়ে যায়
তার প্রেয়সীর পানে, কাছে গিয়ে চায় জড়িয়ে
ধরতে ও চুম্বন করতে। প্রেয়সী বলে উঠে,
“দয়া করে আরও মার্জিত হও।” “কিন্তু এখানে তো
শুধু মৃদুমন্দ বায়ু ছাড়া আর কেউ নেই।
একা তুমি আর আমি, এবং আমি এত তৃষ্ণার্ত।”
“বোকার মতো কথা বলো না। যদি বায়ু বয়,
তাহলে কোনো না কোনো সান্নিধ্য থাকবেই।”
একটি পাখা দিয়ে তুমি বাতাসকে চালিত করলেও তা
বায়ু ভিন্ন কিছু নয়, বাতাসে তোমার উদ্দেশ্য আছে।
নিশ্বাসের মতো বয়ে চলে বায়ু, কখনো প্রশংসা
আবার কখনো ব্যঙ্গ করে। নিশ্বাসের বায়ুর
অস্তিত্ব তোমার মাঝে, যাতে তুমি অন্য বায়ুকে
জানতে পারো : বসন্তের অনুগ্রহ, শীতের নিষ্ঠুরতা।
ফসল তোলার সময়ে চিটা উড়িয়ে নেয় বায়ু,
পালের জাহাজ বায়ুর জন্যে প্রার্থনা করে।
বায়ু দাঁতের ব্যথা, শিশু জন্মের চাপ, বিজয়।
সৃষ্টির গতি বায়ু, চেতনায় গতি পায় দেহ।
প্রেমিক বলে, “তোমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়
BanglaBook.org
আমি বোকা হলেও অন্তত মানুষ থেকে তো
বিচ্ছিন্ন নই।”

একটি কাহিনি শুরু করল প্রেয়সী, এক সুফী সম্পর্কে,
যিনি ভরদুপুরে বাড়ি এলেন, যা তিনি করেন না।
জুতা প্রস্তুতকারীর সাথে স্ত্রীকে ধরতেই তার আসা।
“এটি ছোট্ট একটি বাড়ি, এক দরজা বিশিষ্ট
একটি মাত্র কক্ষ, সেই ছোট্ট কক্ষে সুফীর স্ত্রী
মিলিত হয়েছে মুচির সাথে, যেখানে দেহের কাজ
চলছিল। একটি টোকা পড়ল এবং আল্লাহ যদিও

বারবার আমাদের পাপ গোপন করেন, কিন্তু কখনো
পাপ মৃত্যুর ফেরেশতা রূপে আসে। বহু পুরুষের
সাথে বহুবার অপকর্মে লিপ্ত ছিল এই মহিলা,
তার কাছে নেহায়েত হালকা ব্যাপার, অলস বিনোদন।
পালানোর উপায় নেই এবার, স্পষ্ট সবকিছুর সামনে
পড়ে গেলেও নিজেকে গোপন করার সামান্য চেষ্টাও
নেই তার। নিচু কোনো জায়গাও নেই লুকোবার।
মুচির ওপর ছুঁড়ে দেয় আপাদমস্তক আবৃত
করার একটি চাদর এবং দরজা খোলে।
সিঁড়িতে দাঁড়ানো উটের মতোই পরিষ্কার যে
এক নগ্ন পুরুষ চাদরের নিচে শায়িত।"
"শহরের এক মহিলা এসেছেন বেড়াতে, তাই
বন্ধ করে দিয়েছি দরজা যাতে বাইরের কেউ
আমাদের বিরক্ত না করে।" "আমাদের অতিথির
কোনো কাজে কি লাগতে পারি আমি?" "উনি বন্ধন
স্থাপন করতে চান আমাদের পরিবারের সাথে।
তিনি চান তার পুত্র ও আমাদের কন্যার মধ্যে বিবাহ।
তার পুত্র যদিও বর্তমানে শহরের বাইরে আছে,
আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সে সুদর্শন.
পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত কর্মঠ ছেলে।" "এমন একটি
বিত্তবান পরিবার কেন আমাদের সাথে সম্পর্ক
করবে? এটাতো পাইন ও খোদাই করা আবলুশ কাঠ
দিয়ে দরজার দুটি পাল্লা তৈরির মতো ব্যাপার।"
"আমি যা বলেছি, তা যথার্থ। দৃশ্যমান এই পৃথিবীতে
ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তারা। শুধু সরলতা ও
পবিত্রতা চান, আর কিছু নয় এবং তাই আছে আমাদের!
চারদিকে পবিত্রতার এই খোলামেলা নির্যাস দেখুন।"
BanglaBook.org
"কথাটা সত্য। এটা ছোট্ট একটা কক্ষ, মাত্র একজনের
মতো স্থান, আর উনি কী প্রশান্ত নিস্পৃহতায়
উপলব্ধি করছেন আমাদের অবস্থার প্রকৃতি।"
তোমাকে এই হাস্যকর কাহিনি বলার কারণ
আমার সাথে তুমি অমন কথাই বলছ।
তোমার অসৌজন্যের ছলনাপূর্ণ বর্ণনা যদিও
বিচ্ছিন্ন কিছু নয়! আল্লাহ 'বাছির' অর্থাৎ দেখা,
'সামি' বা শোনা, 'আলিম' অর্থাৎ" জানা—এই

নামগুলো গুণের জন্যে, বাস্তবতার জন্যে নয়।
দুর্বিনীত কারো ক্ষেত্রে লাজুক শব্দটি যথার্থ নয়
কোনো শিশুকে তুমি হাজী বা গাজী বলতে
পারো তার বংশের প্রতিফলন করতে
ভিতরে কী আছে সে কারণে নয়। আমাদের
সাক্ষাতের আগেই আমি তোমার ঝোঁক জানতাম।
তুমি ধরে নিয়েছ আমার আত্মার হরিণীর কোনো
রাখাল নেই, আমার নিশ্বাসের চালক নেই।
সেজন্যে আট বছর ধরে তোমাকে একাকী হাম্মামের
পাশে রেখে গিয়েছিলাম। বাহ্যিক জগতকে হাম্মামের
পানি গরম করার চুল্লি বলে কল্পনা করো।
কিছু লোক চুল্লি জ্বালিয়ে রাখতে ঘুঁটের ঝুড়ি
বয়ে নেয়। ওদেরকে বস্তুবাদী, কর্মঠ, আগুন
জ্বালানোর লোক বলে ডাকো। ওদের একজন
অহঙ্কার করে যে কিভাবে সে আজ বিশ ঝুড়ি
ঘুঁটে সংগ্রহ ও বহন করেছে, আর তার বন্ধু
এনেছে মাত্র ছয় ঝুড়ি! ওরা ভাবে রাতের বেলায়
গণনা করার মাঝেই নিহিত রয়েছে সত্য।
শুকনো গোবরের ধোঁয়ার গন্ধ ভালোবাসে ওরা।
'দেখো, কীভাবে এটি সোনার মতো জ্বলে। ওতে
কস্তুরি বা আত্মার বিচক্ষণতার কোনো সুগন্ধি
ছড়িয়ে দিলে ওদের বিরস লাগবে এবং মুখ
ফিরিয়ে নেবে। অন্যেরা হাম্মামের উষ্ণ পানিতে
বসে পরিচ্ছন্ন হবে। ওরা পৃথিবীকে ভিন্নভাবে
ব্যবহার করে। ওরা বিশুদ্ধতার অনুভব জানে ও
ভালোবাসে। [illegible] ধূলির চিহ্ন
BanglaBook.org
ওদের কপালে। যারা আগুন জ্বালায়, চুল্লি ঘরে
ব্যস্ত থাকে একে অন্যের মর্যাদা হানি করায়,
তাদের থেকে একটি প্রাচীর দ্বারা ওরা বিচ্ছিন্ন।
কখনো ওদের কেউ চুল্লি ছেড়ে গিয়ে পোড়া
গন্ধযুক্ত জামা খুলে পানিতে বসে ক্লেদ ধুতে।
চুল্লির লোকগুলো হাম্মামের গানি গরম করতে
কী অবসাদে আচ্ছন্ন থাকে সেটাই এক রহস্য।
পরস্পর বিরোধী মনে হলেও তারা একে

অন্যের জন্যে প্রয়োজনীয়; অহঙ্কারী আগুনের জন্যে
জড়ো করে ঘুঁটে আর নিরীহ লোকটি পবিত্রকরণের
জন্যে সেই ঘুঁটে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে।
সূর্য ভিজা গোবরকে শুকায় পানি উষ্ণ করার জন্যে
প্রস্তুত করতে, নোংরা আবর্জনা জ্বালানোর পর
তা মেঘে পরিণত হয় বৃষ্টি ঝরাতে। চামড়া
পাকানো সেই লোকটির কথা কি স্মরণ আছে,
যে সুগন্ধির বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় বেহুঁশ
হয়ে গিয়েছিল? সে তার কাজের উপকরণ
খুঁজতে সোজা পথ ধরেছিল এবং জেসমিন ও
গোলাপ জলের গন্ধ নাকে যেতে হারিয়েছিল হুঁশ।
যারা চামড়া পাকায় তারা পশুচর্ম অম্ল দিয়ে
ঘষে তা ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্যে।
কটু গন্ধের সাথে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা।
মধুময় সুবাস সহ্য করতে পারে না।
সুগন্ধি বিক্রেতারা লোকটির হুঁশ ফেরাতে তাদের
ওষুধ প্রয়োগ করলেও তাতে কোনো কাজ হয় না।
দক্ষ চিকিৎসায় তার জ্ঞান ফিরে আসে না।
চামড়া পাকানোর অন্য লোকদের কাছে গিয়ে
উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে। লোকটির ভাই
বুঝতে পারে। জামার হাতার নিচে লুকিয়ে আনে
কুকুরের বিষ্ঠা, বেহুঁশ ভাইয়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে,
যেন তার কানে গোপন কোনো কথা বলছে।
কুকুরের বিষ্ঠা তার নাকের কাছে ধরতেই
আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে লোকটির।
'আহ্, সে জানে যে কী করে স্বপ্নে যেতে হয়!'
সুগন্ধি বিক্রেতারা বলে। মহান গ্যালেন একবার
উপদেশ দিয়েছিলেন, 'রোগী আরও অসুস্থ হওয়ার
আগেই যে যাতে অভ্যস্ত তাকে তা দাও। কোনো কিছুতে
অনভ্যস্ত হলে তা কাউকে অসুস্থ করতে পারে,
পরিচিত কিছুর মধ্যে নিরাময় অবশ্যই আসবে।'
আত্মা মূর্ছা গেলেও সেক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।
দার্শনিক তত্ত্ব যৌনলিপ্সুকে জাগাবে না।
আরও পরিচিত কিছু দাও তাকে। রহস্যের প্রকাশকে
কখনো সজোর আওয়াজ, বিদ্রূপ ও উদ্দেশহীন

BanglaBook.org

রসিকতার মাঝে মিলিয়ে ফেলতে হয়।
তরুণ লোকটি আবার পতিত হয় রাস্তায়।
কী করণীয় আমাদের? তোমার নিজস্ব ওষুধ
আবিষ্কার করো। মিশরীয় আল কেমিস্টরা বলেন,
"বর্জ্য থেকে পাখি ফোটাবার উপায় তারা জানেন,
এবং সে পাখি সাধারণ কোনো পাখি নয়,
বরং দূরের জ্ঞানকে জানার ভাবাবেশ সম্বলিত!
এমন হতে পারে যে গোবরে পোকা আলোর রশ্মি
পেয়ে কেমন মহৎ হয়ে যায়।" প্রিয়া তার প্রেমিকের
সাথে সারাক্ষণ বলে, "আটটি বছর ধরে
তোমাকে আমি বিচ্ছেদের মধ্যে রান্না করলেও
তোমার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি! এখনো তুমি
কাঁচা ও টক স্বাদযুক্ত। অন্য আঙুর শুকিয়ে
তৈরি করা হয় কিসমিস, কিন্তু অপরিপক্ক জ্ঞানই
ধরে রেখেছ তুমি।" প্রেমিক স্বীকার করে, 'একথা
সত্য। আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম যে তোমার
অনুরাগ একজনের প্রতি, নাকি তুমি এমন প্রেমিকা
যে অনেককে সঙ্গ দেয়। আমাকে ক্ষমা করো।
তোমাকে প্রশ্ন না করেই আমি জানি, কিন্তু
কী করে একজনের পরিবর্তন হবে তা সে কী করে
জানবে। শোনা আর দেখা তো কখনো এক নয়।
আমরা একের মাঝে আরেক জন, তুমি আর আমি।
সূর্যের মতো জাঁকালো ও অনিবার্য এক মিলন।
দয়া করে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। প্রতিদিন
নিজেকে আমি প্রশ্ন করেছি যে আমি কোনোভাবে
উপকারী কিংবা উপকারী নই। নবীদের নানা
BanglaBook.org
পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়। আর ওভাবেই
অলৌকিক ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপের মাঝে
লুকানো সম্পদের ভাণ্ডার তুমি। তোমার সান্নিধ্যের
মাঝে প্রবেশের একটি উপায় হচ্ছে খনন করা।
আমি যে তোমার প্রমাণ চেয়েছি তা কি অসম্মান?"
প্রেমিকা উত্তর দেয়, "তোমার পাশে এখনো রাত,
আর আমি আলোতে। দয়া করে কৌশলী যুক্তি নয়!
আত্মপক্ষ সমর্থন করতে আদম কি খুব বেশি

যুক্তি দিয়েছিলেন? তিনি কি জ্ঞানবৃক্ষে উঠে
ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে তার বিষয়টি কি
পুনর্বিবেচনা করতে বলেছিলেন? না। মর্মপীড়ার
ভস্মের মাঝে বসে তিনি বলেন, "হে খোদা, মারাত্মক
ভুল করেছি আমি। আমাকে ক্ষমা করো।" সোলেমানের
সামনে পিঁপড়ার মতো দাঁড়ানো যেন বিশালের
মাঝে ক্ষুদ্র একটি বিন্দু। তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে
অতিক্রম করে সমগ্র জীবন। ফসল তোলা লোকদের
ঢেউ এর মতো হৃদয়ের চোখ গড়িয়ে যায়।
অতঃপর এই দুটি চোখ মাঠে পড়ে থাকা ফসল
খুঁজে ফিরে। ভিক্ষুকের দৃষ্টি ক্ষীণ তাদের। মুক্তা ভস্ম
দিয়ে প্রস্তুত চোখের ওষুধ যেমন পাওয়া যায়,
অতএব তুমি যখন বলো যে তুমি ভুল করেছ
তখন অবশ্যই নিজেকে বিচূর্ণ হতে দিতে হবে।
আদম তার উত্তর এড়িয়ে ইবলিশের ধৃষ্টতার
অজুহাত দেখাননি। তার নিখাদ, সরাসরি
স্বীকারোক্তি ছিল চমৎকার : মুক্তা ভস্ম হয়ে
চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনে। যে গম কলে ভাঙানো
হয় তা থেকেই ভালো রুটি হয়। আবু জেহেল মনে
করেছিল সে মোহাম্মদকে মোকাবেলা করতে পারবে।
আর তুমি, অনিশ্চিত প্রেমিক আমাকে পরীক্ষার
মধ্যে ফেলতে চাও। আলীর সাথে উঁচু জায়গায়
দাঁড়ানো লোকটির কথা মনে করো যে বলেছিল,
"তুমি তো বলো, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন,
এখান থেকে লাফ দিয়ে যদি বেঁচে যাও তবেই
আমি বিশ্বাস করব।" আলী উত্তর দেন, "এই প্রস্তাবের
সাথে তুমি তোমার আত্মাকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলছো।
ঠিক আদম যেমন আল্লাহকে বলেছিলেন যে মহিমার
গভীরতা পরিমাপ করতেই তিনি ও হাওয়া অমান্য
করেছেন তার আদেশ।" 'আগে নিজেকেই প্রশ্ন করো,
এরপর অন্যদের। যখন তুমি বুঝতে পারো যে
সামান্য একটি শস্যদানা তুমি তখনই বিস্ময়ের
সাথে অনুভব করতে শুরু করবে যে একটি গুদাম
কী ধারণ করে। বিশ্বাস করো যে, তোমাকে উপযুক্তভাবে

BanglaBook.org

কাজে লাগানোর মতো বিজ্ঞতা আল্লাহর আছে।
অলঙ্কার নির্মাতা পায়খানার গর্তে মনিরত্ন ফেলে না।
গম আর খড় পৃথক করে রাখে কৃষক।
কোনো মুরিদ তার পীরকে বিচার করতে পারে না।
দাড়িপাল্লায় লেগে থাকা ধূলি করবে পর্বতের পরিমাপ!
কোনো চিত্র কি শিল্পীর সমালোচনা করে!
দূরের মসজিদের ভিতরে বাড়তে থাকে গাছের কাণ্ড
সেই আশ্রয়ই সকল প্রশংসার মূল। অনুশোচনা
ও কঠোরতা থেকে একে পরিচ্ছন্ন রাখো। শিকড় শুদ্ধ
গাছটি উপড়ে ফেলো যাতে ক্ষমার জন্যে কান্নায়
পূর্ণ নত হওয়া ছাড়া সেখানে আর কিছুই না জন্মায়।'
দাউদের সিদ্ধান্তের সাথে গড়ে উঠতে থাকে দূরের মসজিদ।
কিন্তু আল্লাহ তার ওপর অহি নাজিল করেন যে,
আশ্রয় নির্মাণ যাদের কাজ তিনি তাদের একজন নন।
"কি ভুল করেছি আমি?" জানতে চান দাউদ।
"তোমার সংগীত অতি মধুর। কত লোককে বিহবল
করেছে তোমার গান।" "কিন্তু আমি যখন তোমার
প্রশংসায় গাই তখন তো তোমার মাঝেই হারিয়ে যাই।"
"পরিপূর্ণভাবে নয়। তুমি আংশিক অবর্তমান থাকো।
তোমার চমৎকার শিল্প পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা থেকে
তোমাকে বিরত রেখেছে।" যে পরিপূর্ণভাবে আর নিজের
মাঝে থাকে না তার নিজস্ব গুণ একাকার হয়ে যায়
আল্লাহর গুণাবলির কাছে। তখন আত্মসমর্পণ
একান্তই তার নিজের ব্যাপার। স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব
আছে বলেই স্বাধীনভাবে তা বর্জনও করা যায়।
এ বিশ্বের কোনো লোক পুরোপুরি শূন্য না হওয়া
BanglaBook.org
পর্যন্ত প্রকৃত আনন্দের অনুভব পায় না।
বিশ্বের যাবতীয় সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়, সত্যিকার
আনন্দ তখনই পাওয়া যায় যখন বিলুপ্তি ঘটে
সকল আনন্দের এবং আত্মার আনন্দ তার স্থান নেয়।
নির্বাণ লাভের মধ্য দিয়ে যারা আল্লাহর অনুগ্রহের
মাঝে উপনীত হয়েছেন, বরাবরের সেই অস্তিত্ব
পরিণত হয়েছে সকল দেহ ও চেতনায়। একাকার
হয়ে যাওয়ার মধ্যে অভিভূত হওয়ার মতো কিছু

আনন্দের সূচনা হয়। আল্লাহ দাউদকে বলেন,
যদিও তার পুত্র সোলেমান মসজিদ নির্মাণ
করবে, কিন্তু এটা তো তার কাজের মধ্যেই গণ্য।
আত্মার মাঝে প্রাচীন এক বিজ্ঞতার যোগ আছে।
এই সত্য আমাদের সেই অংশে প্রযোজ্য নয়
যাকে আমরা পাশব আত্মা বলি। কেউ যখন
রুটি খায় তখন তার সঙ্গী পুরো অংশ পায় না।
একজন সুখে বাড়ে, আর অন্যজন মারা যায়,
তার সমৃদ্ধি ঘটলেই বরং দুঃখজনক।
পৃথকভাবে বাস করে নেকড়ে ও কুকুর। অবশ্য
সিংহের সাথে বসবাস ভিন্ন এক ব্যাপার।
কোনো সাদৃশ্যই তা বলবে না। আত্মার মর্মের পাশে
সিংহের অবস্থান দেখানো বেমানান তুলনা।
কিন্তু এই সমতলে সবকিছু ত্রুটিপূর্ণ রূপক।

আরেকটি উপমা এমন : রাতের বেলায় প্রতিটি বাড়িতে
আলো জ্বলে, ছয় সলতের এক একটি বাতি,
পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর ষষ্ঠটি পাঁচটিকে ধারণ করে।
বাতিগুলোর জ্বালানি হচ্ছে আহার ও নিদ্রা।
এসব ছাড়া বাতি নিভে যায় এবং যেভাবে জ্বলে
মনে হতে থাকে যে বাতিগুলো মৃত্যু কামনা করছে।
দিনের সূচনায় বাতি নির্বাপিত হয়।
এখানেই উপমার ব্যর্থতা। প্রদীপ ও সূর্যের উপমা
দিয়ে একত্বের সত্য উপলব্ধি করা যায় না।
আমাদের প্রত্যেকের মাঝে যে বাস করে, ভাষা তার
সান্নিধ্য স্পর্শ করে না। আমাদের পূর্বসুরীদের
আলো এতটা ভেজা নয় যা সূর্যের মাঝে জড়ো হয়েছে।
BanglaBook.org
সাপের হুমকির মুখে মাছি দ্বারা বিরক্তির ক্ষেত্রে কী ঘটে!
মাথার ওপর ভীমরুলের ঝাঁক নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়
এক লোক। পানিকে তার জানা কথা জিকির
করতে দাও, 'আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া আর কোনো
সত্য নেই।' ভীমরুলগুলো কোনো রমণীর সাথে তার
যৌন স্মরণ। অথবা কোনো মহিলা হলে তার ক্ষেত্রে
কোনো না কোনো পুরুষ। মাথা ওপরে উঠলে হুল ফোটায়

ভীমরুল। পানিতে নিশ্বাস নাও, নদী হও। তাহলেই
ভীমরুল তোমাকে একা ছেড়ে যাবে। যদি তুমি নদী
থেকে দূরে থাকো তবুও। কোনো মনোযোগ দেয় না তারা।
সূর্য অস্ত গেলে কেউ আর তারকার খোঁজ করে না।
আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কেউ হারিয়ে যায় না।
সে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়। কোরআন থেকে
কোনো উদ্ধৃতি কি তোমার প্রয়োজন? "সকলকে আমার
কাছে হাজির হতে হবে।" ওই মুসাফিরদের সাথে
যোগ দাও। আমাদের জ্বালানো প্রদীপ নিভে যায়।
কোনোটি দ্রুত নিভে, আর কোনোটি ভোরের আলো ফোটা
পর্যন্ত জ্বলে। কোনোটি মৃদু, আবার কোনোটি উজ্জ্বল
হয়ে জ্বলে তেলের প্রভাবে। কোনো বাড়িতে একটি বাতি
নিভে গেলে পাশের বাড়িতে সমস্যা হয় না।
পাশব আত্মার বৈশিষ্ট্যই এমন। ঐশ্বরিক আত্মা
সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে। এ আত্মা ম্রিয়মান হয়ে
পড়লে অন্ধকার হয়ে যায় প্রতিটি বাড়ি।
আলো হচ্ছে তোমার উস্তাদের প্রতিকৃতি, উচ্চতম চেতনা
যা আগে না পারলেও মৃত্যুতে খুঁজে নেবে তোমাকে।
তোমার শত্রুরা অন্ধকার ভালোবাসে। আলোর ওপর
পর্দা বুনে একটি মাকড়শা। নিজের ভিতর থেকে সে
সৃষ্টি করে এই পর্দা। বুনো ঘোড়ার পা আঁকড়ে
ধরে আটকাতে চেষ্টা কোরো না। ঘোড়ার ঘাড় ধরতে হবে,
একটি লাগাম ব্যবহার করো, বাস্তববোধ সম্পন্ন হও।
নিজের জন্যে নিয়ম তৈরি করে এরপর ঘোড়ায় চড়ো।
এ পথে প্রয়োজন আত্ম-অস্বীকৃতির। পুরনো আনুগত্যের
ব্যাপারে বিরূপ হয়ো না। ওসবও কাজে লাগে।
সোলেমান যখন জ্ঞান দিয়ে মসজিদ নির্মাণ
BanglaBook.org
শুরু করলেন, তখন অনেক উপকরণই এর অংশ
হওয়ার জন্যে নিবেদন করল, পাথর ভেঙে গেল
এবং উত্তোলিত পর্বত গাইতে লাগল, "আমাদেরকেও
সাথে নাও!" গাঁথুনির মিশ্রণ থেকে ঠিকরে বেরুতে
লাগল আলো। প্রাণবন্ত আলোচনা করছিল
দরজার চৌকাঠ ও প্রাচীর। দরজায় হাঁতুড়ির আঘাতে
শব্দ পরিণত হল সঙ্গীতে। সোলেমানের মসজিদ
এমন একটি ব্যাপার নয় যে আমাদের প্রত্যেকের

পক্ষে তা নির্মাণ করা সম্ভব। বলার কোনো উপায়
নেই যে এটা কেমন দেখাবে। এমনভাবে নির্মিত
হয়েছে যেন আমরা এমনই চেয়েছিলাম এবং অনুভব
করেছিলাম আবেগ। সোলেমান এমন এক বাদশাহ্
ছিলেন যিনি সব সময় সাথে নিয়ে যেতেন
মিলনের শাহী গোলাপ উদ্যান। বন্ধুদের সাথে
তিনি সেই উটচালকের মতো যে তার উটকে রাতের
বেলায় আনন্দে ঘুরতে দেয়ার জন্যে গান গায়।
সূর্য ও চাঁদের প্রদক্ষিণের সাথে আত্মাকেও হালকা
হয়ে ঘুরতে হবে। তোমার ভিতরের সম্পদ, তোমার নির্যাস
হচ্ছে তোমার প্রভু। ওসমান সম্পর্কে একটি কাহিনি
বলা হয় যে, তিনি খলিফা হয়ে মোহাম্মদের মিম্বরের
সিঁড়িতে দ্রুত উঠতেন, আর মহানবীর প্রতি শ্রদ্ধার
কারণে আবুবকর বসতেন দ্বিতীয় ধাপে। এছাড়াও
আরও তিনটি ধাপ ছিল। ওমর তৃতীয় ধাপে বসেন।
ওসমান উঠে যান সর্বোচ্চ ধাপে। জিজ্ঞাসিত হয়ে
তিনি উত্তর দেন, "আমি যদি তৃতীয় ধাপে বসি
তাহলে লোকজন বলবে, আমি ওমরের মতো।
আর যদি দ্বিতীয় ধাপে বসি তাহলে বলবে সেতো
আবুবকরের মতো। কিন্তু এখানে, যেখানে বসতেন
আমাদের অতি প্রিয়জন, কেউ আমাকে আত্মার সেই
বাদশাহ্'র সাথে তুলনা করার কথা ভাববে না!"
আর কখনো তিনি—সেই মিষ্টিভাষী ওসমান মিম্বরে
আরোহণ করলেও কিছুই বলতেন না। মাঝ বিকেল
পর্যন্ত চুপচাপ থাকতেন। কেউ কিছু বলার জন্যে
বলত না তাকে এবং মসজিদ ছেড়েও যেত না।
মসজিদ চত্বর ও গম্বুজ আলোতে উদ্ভাসিত হত যে
একজন অন্ধের পক্ষেও অনুভব করা সম্ভব ছিল।
সদ্য উদিত সূর্যের উষ্ণতা খুলে দেয় আমাদের জ্ঞান
এবং স্বাধীনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। নীরবতার মাঝেই
অনেকে ওসমানের আলো দেখতে থাকে। এভাবেই
কোনো জীবন্ত প্রভু অন্তর্নিহিত দৃষ্টি খুলে দেন।
অতএব যখন কথা শোনা যায় তখন মনে হয়
কাঁচের মধ্য দিয়ে কথাগুলো দেখা যাচ্ছে। আসল সূর্যের
তাপের মধ্যে আমার দেহের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি।

BanglaBook.org

এই অন্য তাপে আমরা অনুভব করি স্বাধীনতা ও মুক্তি।
কোনো অন্ধ যখন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তখন
সে বলে, "আমি ঐশ্বরিক দ্রষ্টা, ভবিষ্যৎ বক্তা।"
পরিবর্তনের উত্তেজনায় সে কিছুটা মাতাল হয়ে পড়ে।
আর একজন মাতালের সংযমী হওয়া আলোকিত
কারো আবেশপূর্ণ পরিবর্তনের জীবন্ত অস্তিত্ব
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওটা কেমন তা বলার কোনো
উপায় থাকে না, এমনকি আবু ইবনে সিনাও
যদি এখানে থাকেন। শুধু বড়ো বড়ো নাম দিয়ে
কিংবা কোনো যন্ত্র ছাড়া যে সুর বাজে সেই ধ্যান দিয়ে
বাইরের আবরণ তোলা যেতে পারে। কোনো বাণী বা
মনের চেষ্টা দিয়ে নয়। কেউ তা করতে চেষ্টা করলে
নিজের হাত কেটে ফেলবে তার বিখ্যাত তরবারি দিয়ে।
এর সবকিছুই রূপক : সেখানে কোনো আবরণ বা হাত নেই।
এ তো সেই গ্রাম্য প্রবাদের মতো, 'আমার ফুফুর যদি
অণ্ডকোষ থাকত তাহলে উনি হতেন আমার চাচা।'
এমন কথা বলে কী লাভ : কথা থেকে কাজের দূরত্ব
এক লক্ষ বছরের সফরের সমান। তাতে ঘাবড়িও না!
যে কোনো মুহূর্তে তা ঘটতে পারে। শনি গ্রহে যেতে
পঁয়ত্রিশ হাজার বছর লাগে, কিন্তু শনির প্রভাব তো
এখানে সারাক্ষণ আমাদের করে তুলছে গম্ভীর।
প্রভাব ভিন্ন দিকেও যায়। আলোকিত একজন শিক্ষককে
আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিও বলা যায়;
যা সারাক্ষণ পৃথিবীতে প্রভাব ফেলছে।
দার্শনিকেরা বলেন, একজন মানুষই ছোটো আকারের
পৃথিবী। কিন্তু এটা আরও সত্য যে, একজন মানুষের
মর্মই প্রাণ, যা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। দেখে মনে হয়
BanglaBook.org
যেন গাছের শাখায় ফল ধরেছে, মালির আশা থেকে
ফল বৃদ্ধি পায় এবং বীজ বপন থেকে,
যা বাড়তে থাকে ফলের ভিতরেই। বিশ্বের বৃক্ষ বাড়ে
ফল ও ফলের বীজ থেকে, যদিও বৃক্ষের অবয়বে
ধারণ করে ফল। মোহাম্মদ বলেছেন, "আমি আদম এবং
নবীদের পরে এসেছি, আমি আগে এলেও
তাদের থেকে জন্মেছি, তবুও তাদের পূর্বপুরুষ আমি।"
আমিই প্রথম এবং শেষ। সত্যিকারের একজন হাজী

প্রতি মুহূর্তে কাবায় যায়, বারবার যায়।
এক ধরনের সফর আছে যা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত নয়।
তুমি যখন আসলেই জাহাজের খোলের মধ্যে
ঘুমিয়ে থাকো তখন সাগরে হারিয়ে গেছ ভেবে চমকে
উঠো, তোমার মাথা নূহের কিশতির কাঠে হেলান দেয়া।
মুহাম্মদ বলেন, "আমি এবং আমার বন্ধুরা
বন্যার সময়ে নূহের কিশতিতে আছি। আমাদের সাথে
যোগ দিয়ে এই অনুগ্রহের মাঝে থাকো।"

তোমার উস্তাদের সাথে তুমি নিরাপদ এবং নিজের মতো
থাকতে পার। নিজে নিজে চলার কথা ভেব না।
তুমি শক্তিশালী সিংহ হতে পার, কিন্তু উস্তাদ ছাড়া
তুমি দাম্ভিক ও ভ্রান্ত। কোনো উস্তাদের ডানায় ভর করেই
উড্ডয়ন করো। অনুগ্রহের ঢেউ এর ওপর অথবা তার ক্রোধের
শিখার ওপর দিয়ে বাহিত হও। কোনো পার্থক্য কোরো না।
এ ধরনের ক্রোধ ও উদারতা একেবারেই অভিন্ন।
তিনি তোমাকে পূর্ণ করেন বাগানের সবুজ সজীবতায়,
আবার পাথুরে ও বালুকাময় ভূমিতে পরিণত করেন।
যাতে সেখানে গোলাপ ও আঙুর জন্মায়।
উস্তাদ প্রত্যক্ষ করেন এবং পবিত্র মস্তিষ্কে একটি সুবাস
আসে। বন্ধু ছাড়া নিজেকে সব চিন্তা থেকে শূন্য করে
ফেল, অতঃপর বাতাস শুঁকো। দূর ইয়েমেনের ঘ্রাণ
ধরা পড়ে মুহাম্মদের নাকে। নির্বাণের অশ্বে আরোহণ
করো। ইক্ষু যেভাবে মিষ্টতা পায়, পানি পরিণত
হয় বাষ্পে, ভ্রূণ যেভাবে লাভ করে দূরদৃষ্টি—সেভাবেই
আরোহণ করো। মুহাম্মদের ঘোড়া তোমাকে শূন্যতার
মাঝে আনতে পারে। সেটি পর্বতে খুরের ছাপ দিয়ে
টপকে যায়। অনুরূপ তোমার পা রাখো এই জাহাজে,
অতি দ্রুত, ঠিক প্রেমিকের মতো। কোনো ক্লান্তি নয়,
কোনো যুক্তি প্রদর্শন নয়। এই নতুন প্রাণের মাঝে
এমনকি পাথরও কথা বলে। বন্ধু তোমাকে যা দেয়
তা তুমি যা ফেলে এসেছ তার চেয়ে একশো গুণ বেশি।
শেবার রানী যখন সোলেমানকে সম্মান দেয়ার কথা
ভাবলেন, তখন চল্লিশটি খচ্চর বোঝাই করলেন
সোনার ইট দিয়ে। সোলেমানের প্রাসাদ অভিমুখে

BanglaBook.org

বিস্তীর্ণ সমতলে কাফেলা পৌঁছলে তারা দেখল,
পুরো এলাকার উপরিভাগ খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো,
চল্লিশ দিন ধরে তারা সোনার ওপর দিয়ে সফর করল।
সোলেমানের কাছে সোনার ইট নিয়ে যাওয়া নিতান্তই মূর্খতা,
যেখানে মাটিই সোনা! আর তুমি ভাবছ আল্লাহকে
তোমার বুদ্ধি দান করবে। ব্যাপারটা আবার ভাব।
বুদ্ধিমত্তা তো রাস্তার ধূলির চাইতেও মূল্যহীন।
তারা যা এনেছে তার বিব্রতকর অভিন্নতা মন্থর করল
তাদের গতি। কথাবার্তা বলল নিজেদের মাঝে।
ফিরে যাওয়ার বিষয় আলোচনা করল। এরপরও
রানীর আদেশ পালন করতে অব্যাহত রাখল যাত্রা।
তাদেরকে সোনা নামাতে দেখে সোলেমান হাসলেন,
"আমার সুরুয়ার জন্যে কবে তোমাদের কাছে এই
উপহার চেয়েছিলাম? তোমাদের কাছে তো আমি কোনো
উপহার চাইনি। আমি চাই, আমার উপহার নিতে
তোমরা তৈরি আছ। তোমরা একটি গ্রহের পূজা করো,
সেই গ্রহ সোনা সৃষ্টি করে। তার চেয়ে বরং যিনি এই বিশ্বের
স্রষ্টা তার পূজা করো। তোমরা সূর্যের পূজা করে
থাকো যে সূর্য একটি বাবুর্চি ছাড়া কিছু নয়।
সূর্যগ্রহণের কথা ভাব। মাঝরাতে আক্রান্ত হলে
কী করবে? তখন কে তোমাদের সাহায্য করবে?
ম্লান হয়ে যায় জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়গুলো। আরেক
ধরনের ঘনিষ্ঠতা ঘটে যায়। মাঝরাতে সূর্য উঠে,
যার কোনো পূর্ব দিক নেই, রাত বা দিন নেই,
স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধিও ম্লান হয়ে যায় যখন তারা
সৌরজগতকে থিরথির কাঁপতে দেখে, আলোর বিশালতার
BanglaBook.org
মাঝে ক্ষুদ্র এক অস্তিত্ব। বিন্দু হয়ে যায় বাস্প, আর বাস্প
পরিণত হয় ছায়াপথে, একটি আলোক রশ্মি
অন্ধকার ভেদ করে, নতুন সূর্যের উদয় হয়। শুধু সামান্য
রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং গ্রহের ভিতর থেকে
গাম্ভীর্যের গুণাবলি দেখার জন্যে দেহজ চোখের
প্রয়োজন সূর্যালোক। তোমার অন্য চোখ ব্যবহার করো।
দৃষ্টি জ্যোতির্ময়, দৃষ্টি আগ্নেয়গিরিতুল্য, আর সূর্যের আগুন
ঘোর অন্ধকার।" শেখ মাগরিবী, যার নামের অর্থ 'সেখানে
সূয অস্ত যায়', তিনি ঘোষণা করেন, 'ষাটটি বছর

ধরে আমি বুঝতে পারিনি যে রাত কেমন। কোনো ব্যাধির
কারণে আমি দিনে কিংবা রাতে অন্ধকার দেখিনি।'
তার মুরিদরা জানতেন, কথাটা সত্য। "রাতে আমরা তাকে
অনুসরণ করি মরুতে, খাড়া নেমে যাওয়া গর্ত ও
কণ্টকাকীর্ণ পথে। পূর্ণিমার মতো তিনি আলোকিত
করেন চারদিক। পিছনে ফিরে তাকান না তিনি,
কিন্তু বলেন, গিরিখাত দেখে চলো! বামে যাও! ওখানে
ঘুমানোর স্থান আছে। দিনের আলো ফুটলে আমরা
তার খোলা পা চুম্বন করতে যাই, নববধূর পায়ের
মতো শুভ্র ও মসৃণ তার পা। একটু কাদামাটির চিহ্ন,
সামান্য আঁচড় কিংবা দুর্গম পথে চলার কারণে কোথাও
কোনো কাটা দাগ পর্যন্ত নেই।" এমন সূর্যাস্তই আসলে
সূর্যোদয়, যে আলো বৃশ্চিক ও তস্কর থেকে রক্ষা করে।
বলা হয়, আলো আগে আগে যায় বিপদকে ছিন্ন ভিন্ন করে।
পুনরাবির্ভাবে ওই আলো আরও উজ্জ্বল হয়, কিন্তু এখন
এই দেহগুলোর মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে এই আলোর
জন্যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। অতএব, তোমাদের
সোনা, বিব্রত উপহার আনয়নকারীদের রেখে দাও।
তোমাদের সত্তাগুলোকে আমার কাছে নিয়ে এসো।
আমার সত্তার ওপর তোমাদেরগুলো ছড়িয়ে দাও।
যেভাবে যৌন উত্তাপ কোনো রমণীকে কাঁপিয়ে তোলে,
সেই নিবিড় সোনালি কম্পিত আলো আমাকে দাও।
একজন প্রেমিকের স্বর্ণ বিবর্ণ, যা বন্ধুর পানে তাকানো
থেকে উৎসারিত। খনিজের রঙের সৃষ্টি সূর্য থেকে।
আমি যখন পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছি তোমাকে
তখন আমাকে ঠেকাতে তুমি ঢাল তৈরি করেছ।
একটি পাখি ছাদে নামে এবং টোপ লক্ষ্য করে।
ডানা ছড়ালো, কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। মনে হয় চারপাশে
BanglaBook.org
ঘুরছে অবাধে, কিন্তু প্রতিটি দৃষ্টিতে পায়ে আরেকটি
করে গিঁট পড়ছে। টোপ বলে উঠে, "তুমি তোমার চোখ
ঘুরিয়ে নিতে পারো, কিন্তু আমি সারাক্ষণ প্রতিরোধ
অতিক্রম করি। শেষ পর্যন্ত কাছে এলে তুমি জানতে
পারবে কিভাবে আমি তোমার প্রতি আমার
মনোযোগ রেখেছি।" এক মাটি খাদক হেকিমের কাছে যায়
কিছু পরিমাণে মিছরি কিনতে। হেকিম সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন,

খরিদ্দারদের আচরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।
লোকটিকে বললেন, মেপে দেয়ার উপযুক্ত বাটখারা
নেই তার কাছে। "মাপার জন্যে আমি যদি মাটি ব্যবহার
করি তাহলে কি আপত্তি আছে তোমার?" চমৎকার, তাড়ার
মধ্যে আছি আমি। যে কোনো ধরনের বাটখারাই চলবে।'
তিনি ভাবলেন, 'ঠিক আছে মাটিই নেয়া যাক তাহলে।'
এটা অনেকটা ঘটকের মতো যে কোনো তরুণের জন্যে
পাত্রীর খোঁজ করে। "মাত্র একটি ব্যাপার,
সে রুটি প্রস্তুতকারকের মেয়ে।"
"সবচেয়ে বড়ো কথা সে মধুর স্বভাবের।"
হেকিম এক পাল্লায় মাটি রেখে মিছরি কাটার জন্যে
পিছনের দিকে ফিরেন। মাটিখোর নিজেকে দমিয়ে রাখতে
পারে না। চিমটি কেটে মাটি তুলে নেয়। হেকিম লক্ষ
করেন এবং মিছরি কাটা বিলম্বিত করেন। "চুরি করছ।
"তুমি তো নিজের অংশ থেকেই নিচ্ছ। এক পাউন্ডের
মূল্য দেবে তুমি, বাড়ি ফিরে দেখবে তুমি নিজেকেই
ঠকিয়েছ। এত চাপা ও আবেগতাড়িত হয়ে মিছরির
জন্যে অপেক্ষা করার চাইতে মাটি স্বাদ পেতে চাও তুমি।"
ব্যাকুল পাখি যখন তাকিয়ে থাকে পৃথিবী কী দেবে
এবং সেভাবে পরিচালিত হয়, সেটি তো আসলে নিজের
অংশেই ঠোকর দেয়া। দূরের ব্যাপারে আবেগপ্রবণতা
তোমাকে ডোবাবে, অর্থের জন্যে অথবা চেতনার আবাসের
আকাঙ্ক্ষার জন্যে, দুটিই একটি কারাগার নির্মাণ করছে।
শেবার দূতদের সাথে আলোচনা শুরু করেন সোলেমান :
"তোমরা ফিরে যাও এবং যা দেখেছ তাকে বলো,
যে দুর্লভ বস্তুকে আমরা গুরুত্ব দেব বলে তিনি ভেবেছেন
কীভাবে তা সবই মাটির মতো ছড়িয়ে রেখেছি।
BanglaBook.org
তাকে বলো, যে বিশাল সিংহাসনকে তিনি ভালোবাসেন
সেটি অনেকটা ক্ষতস্থানের ওপর বাঁধা পটির মতো।
আমরা ইব্রাহিমের প্রশংসা করি, যিনি দ্রুততার সাথে
তার রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাদের সাথে পরিপূর্ণ
বিনয়ে একবার যথার্থ অবনত হওয়ার মাধ্যমে কেনা
যাবে শত শত সরকার। আমাদের মুদ্রা হচ্ছে আত্মার
পরিবর্তনের দান গ্রহণের আগ্রহ, আর কিছু নয়।
শেবার বর্ণাঢ্য জীবন ক্রীড়ারত শিশুদেরসহ

মাঠের একটি গর্তের মতো, যেখানে তারা রাজা ও
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ভান করছে। আমাদের হিসাব
উল্টো রসায়নের, সোনার খনিকে পরিবর্তন করে ফেলি
পরিত্যক্ত স্থানে।" কোনো এক দরবেশ রাতের বেলায়
স্বপ্নে বলেছেন, "আমি খিজিরের সাথে সম্পর্কিত
শেখদের দেখেছি। তাদের কাছে জানতে চেয়েছি,
জীবিকা অর্জনের জন্যে মাথা না ঘামিয়ে কোথা থেকে
আমি পেতে পারি প্রতিদিনের কিছু খাবার,
যাতে আমার পক্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকা
সম্ভব হয়।" 'পর্বতে এসে বুনো ফল খাও। আমাদের
দোয়ার বরকতে এর তিক্ততাও মিষ্টতায় পরিণত হয়েছে।
সেভাবেই তোমার দিনগুলো অবাধ হতে পারে।'
তারা যা বললেন, আমি তাই করলাম এবং ফল থেকে
উপহার হিসেবে এলো কথার দান, যা আমার উচ্চারিত
শব্দগুলোকে আরও চমকপ্রদ ও আধ্যাত্মিকভাবে
পরিবাহিত এবং অনেকের কাছে মূল্যবান করে তুলল।
'এটা তো বিপজ্জনক', আমি ভাবলাম। 'হে পৃথিবীর মালিক,
আমাকে আরেকটি, আরও গোপনীয় দানে ধন্য করুন।'
কেটে পড়লাম আমি। বন্ধ হয়ে গেল সুন্দর বাণী
এবং এমন এক আনন্দের অনুভূতি এলো, যার অভিজ্ঞতা
আমার আগে কখনো ছিল না। আমি বেদানার মতো
উন্মুক্ত হয়ে পড়লাম। 'বেহেশত যদি এই অনুভূতি
ছাড়া অন্য কিছু না হয় তাহলে আমার আর কোনো
আকাঙ্ক্ষা নেই।' 'আমার পূর্বতন বাগ্মীতার দুটি মুদ্রা
তখনো সেলাই করা ছিল আমার আলখিল্লার হাতায়
দরিদ্র এক লোক জ্বালানি কাঠ বয়ে আমার কাছে এলো।
ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। আমি ভাবলাম
যেহেতু অর্থের কোনো প্রয়োজন আমার নেই—
তাছাড়া এই আনন্দ, খাবার জন্যে কিছু ফল আমার আছে,
এখন আর ক্ষুধাও তেমন নেই—মুদ্রা দুটি বরং তাকেই
দিয়ে দেব। তাতে সে হয়ত দুতিন দিনের জন্যে পর্যাপ্ত
BanglaBook.org
খাবার পেয়ে সুখে থাকবে।' কিন্তু ওই লোকটি তাদেরই
একজন যে ভিতরের কথা জানত। আমি যা ভাবছিলাম
সে তা শুনতে পেয়েছিল। 'তোমার যা প্রয়োজন তা যারা
পূরণ করেছে সেই প্রভুদের কাছে তুমি অবনত হয়েছ।'

লোকটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল লাকড়ির বোঝা।
'হে প্রভু', প্রার্থনা করল লাকড়ি বহনকারী, 'তাদের প্রতি
তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ করো যাদের আগমন ও চলে
যাওয়া শুভ এবং তোমার অনুগ্রহের রসায়নে সোনার
কাঠিতে পরিণত করো এই কাঠকে।' লাকড়ির বোঝা
অদ্ভুত রত্নভাণ্ডা রের মতো আমাদের মাঝখানে জ্বলজ্বল
করছিল। 'কিন্তু প্রভু', সে আবার বলল, 'তোমার দরবেশরা
পলায়ন করেছে খ্যাতি থেকে। এগুলো আগে যেমন ছিল
তেমন করে দাও।' সোনার কাঠি আবার লাকড়ি হয়ে গেল।
লাকড়ির বোঝা তুলে নিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে
লাগল সে। আমি অনুসরণ করতে চাইলাম, কিন্তু
মনে হল আমার হাত পা যেন বাঁধা। নড়াচড়াও
করতে পারছিলাম না।" এভাবেই সান্নিধ্যের কাছে হাজির
হতে হয়। কখনো যদি একটি পথ খুলে যায়, সেখানে
যাও এবং তোমার মাথা স্থাপন ও অর্পণ করো।
তোমার অস্তিত্ব বিনাশের মাঝেই থাকে উপঢৌকন,
বোকার মতো বসবাস করে রাজার অনুগ্রহ লাভ
এবং এরপর তা বিস্মৃত বর্জ্যে পরিণত করো না।
আরও অনুগ্রহ আসবে, যেমন খাদ্য হিসেবে।
তিনি বলবেন, "মাংসের টুকরাটা কী সুন্দর।"
কিন্তু তা নয়। যোগসূত্রই অন্য যে কোনো পরিতৃপ্তির
চাইতে অনেক বেশি। মহত্ত্ব থেকেই বিকশিত হয়
উদারতা। শেবার রানীর সাথে সোলেমানের
সম্পর্ক অটুট থাকে। তীরে এসে জড়ো হওয়া
মুক্তা ও প্রশান্তির বিরুদ্ধে সংলাপ। "তুমি যদি
কখনো আত্মার সমৃদ্ধির কথা বলবে না বলেও
BanglaBook.org
ভেবে থাকো, তাহলেও সম্পর্ক থাকবে। এখন তো
বন্ধুত্বের দরজা উন্মুক্ত, ঠিক সেই মুহূর্তের মতো
যখন ইব্রাহিম তার রাজ্য খোরাসানে না ফেরার
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তীরে এসে ভেঙে যায় ঢেউ এর সুর
এবং আত্মাকে ফিরিয়ে দেয় তার অনুভূতি।
ইব্রাহিমের প্রহরীরা ছিল সুরশিল্পী। তারা রাতের
বেলায় তার ছাদে বাঁশি ও বেহালা বাজাত।
আসলে তারা প্রহরী ছিল না, বরং কিছু মানুষ
যাদের কোনো নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল না।

ইব্রাহিম সুর ভালোবাসতেন, কারণ এর মাঝে তিনি
শুনতেন এক রহস্যময় আলোচনা। কণ্ঠ গান গায়,
সুর তোলে তার, ঢোলের শব্দ, স্পষ্ট বাঁশি ও ভেরী।
দার্শনিকরা বলেছেন, আমরা সুর পছন্দ করি,
কারণ এর মাঝে মিলনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।
আমরা আগেও একটি ঐক্যের অংশ ছিলাম,
অতএব চড়া ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠের এই মুহূর্তগুলো
আমাদের স্মৃতিকে চাঙা রাখবে। কিন্তু বিস্মৃতি, সন্দেহ
এবং দুঃখে পরিপূর্ণ এই দেহগুলোর মধ্যে কীভাবে
এমনটি ঘটবে? এটা তো আমাদের দেহের মাঝ দিয়ে
পানি প্রবাহিত হওয়ার মতো। অম্লযুক্ত, বিস্বাদ
হয়ে যায় পানি, তবু প্রস্রাব হিসেবে পানির গুণই
ধরে রাখে। এ দিয়ে আগুনও নিভিয়ে ফেলা যায়!
একইভাবে দেহে বাহিত হয় সুর, যা আমাদের
অস্থিরতাকে বিদূরিত করতে পারে। শব্দ শুনে
আমরা শক্তি সঞ্চয় করি। সুরকে রাঙিয়ে দেয় প্রেম।
সুর প্রেমিককে প্রশান্ত করে এবং কল্পনার অবয়ব
উপহার দেয়। ব্যক্তির আগুনে দম নেয় সুর এবং
সুরকে আরও তীব্র করে তোলে। পানির উৎস গভীর,
তৃষ্ণার্ত এক লোক কাঠবাদামের গাছে উঠে একটি একটি
করে কাঠবাদাম ফেলে সেই শান্ত সুন্দর পানিতে।
সে মনোযোগ দিয়ে পানিতে কাঠবাদাম পড়ার শব্দ
শোনে এবং বুদবুদ লক্ষ করে। অধিকতর যুক্তিবাদী
এক লোক উপদেশ দেয়, "এ কাজ করার জন্যে
তোমাকে পস্তাতে হবে। পানি থেকে তুমি এত দূরে,
যে সময়ের মধ্যে তুমি কাঠবাদাম কুড়াতে নামবে
ততক্ষণে পানি এগুলো বয়ে নিয়ে যাবে।" সে উত্তর দেয়,
"আমি কাঠবাদামের জন্যে এখানে উঠিনি। এগুলো পানিতে
পড়লে যে শব্দ উঠে আমি সেই শব্দ শুনছি।"
এক বিশেষ ধরনের তৃষ্ণা ঘুরপাক খেতে চায় BanglaBook.org
পানির আধারে, হাজীরা যেভাবে কা'বা তওয়াফ করে।
তারা যা চান তা হল পানির শব্দ। আমরা যখন
এই মসনবী নিয়ে কথা বলছি তখন আমাদের
আলোচনার বিষয় আল্লাহর ঔজ্জ্বল্য। হুশাম সেই
আলো ও পানি। এই গ্রন্থ একটি বৃক্ষ, যার শেকড় ও

শাখা মন্দ ও ভালো হতে খাদ্য আহরণ করে।
ছোট্ট একটি বৃক্ষ রোপণ করো। ওকে পানি ও স্বাধীনতা
দাও। ওর শেকড়ের জটগুলো খুলে দাও।
এই ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে আমি শুধু রহস্যের কণ্ঠ
শুনতে চাই। সে কণ্ঠ হুশামের। প্রেমিক কখনো
বিচ্ছিন্ন নয় তার প্রেমিকার কাছ থেকে। বর্ণনা ও
রূপকের অতীত মিলনের মাঝে অস্তিত্বের প্রভুও
মানুষে পরিণত হন। একজন সত্যিকারের মানুষ
জীবনের ভিতরে আত্মার বিকাশের সামর্থ্য জানেন।
সেজন্যে মানুষ কী সে প্রশ্ন আমরাও করি না!
আমরা শুধু পাঠ করে যাই, 'তুমি যখন ঢিল ছুঁড়েছ
আসলে তখন ঢিল ছুড়োনি।' এরপরও আমরা
নিজেদের অস্তিত্বকে দেহ বলি। আমরা সোলেমানকে
প্রতিরোধকারী শেবা। এই শব্দগুলো কি তোমার
গলায় আটকে যায়?
আমি চুপচাপ থাকব।
নিজেই খুঁজে নাও।

এক বাঁশিবাদক তার বাঁশি বাজানোর সময়
সশব্দে বায়ু ত্যাগ করে। বাঁশিটা পিছনে ধরে
"তোমার কি ধারণা তুমি ভালো পারো? বাজিয়ে যাও।"
সদাচারী মুসলমানরা অসদাচারীকে নিয়ে
কখনো কখনো রসিকতা করে। যখন তুমি দেখ যে
কেউ অন্যের বদমেজাজের কারণে বিরক্ত হচ্ছে,
তখন বুঝতে হবে অভিযোগও সমভাবে খামখেয়ালি।
শেখদের যে সংশোধন তার প্রেক্ষিতে এ সত্য নয়।
BanglaBook.org
তারা নিজেদের শূন্য করে ফেলেছিলেন এবং আল্লাহ
তাদের মাধ্যমে কথা বলেন। সোলেমান ও শেবার
কথা শোন! অথবা তুমি দেখতে পাবে তোমার ভৃত্যই
তোমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। গৃহ দেখাশোনার দায়িত্বে
ন্যস্ত ব্যক্তিই দরজা ভেঙে ফেলে। তোমার ও তোমার
দেহের প্রতিটি অংশ আল্লাহর অনুগত হওয়ার
পথ অনুসন্ধান করে, এমনকি তুমি পথ খুঁজে
না পেলেও। সম্পর্ক চুকিয়ে আমার কাছে এসো।
আমাকে ছাড়া তুমি হাম্মামের প্রাচীর চিত্র, অন্যের

প্রশংসার সৌন্দর্য। কিছু লোক আছে যারা ঘুরে ঘুরে
বলে বেড়ায়, "আমি এই, আমি সেই।" তুমি যা দেখো
তুমি সেই প্রতিকৃতি নও। তুমি চমৎকার একজন :
মোহাচ্ছন্ন, শিকার ও ফাঁদ। সিংহাসন, মেঝে, ছাদ।
আদম এবং তার সকল উত্তরসুরী। নদীতে ভাসমান
পাত্রের মাঝেই একটি নদী। কক্ষের মাঝে নগরী।
পৃথিবীকে সেই পাত্র এবং তোমার বিশাল হৃদয়কে
নদী বলে ভাবো। প্রেমের অদ্ভুত রহস্যময়তা ও
শহুরে জটিলতার প্রকোষ্ঠ হল এই পৃথিবী।
তোমার কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা খড়ে ঢাকা
সমুদ্র, মুহূর্তে ছাই দ্বারা আচ্ছাদিত এক সূর্য।
দুই বা তিনদিনের চেষ্টায় যা কল্পনা করা যায়
সেগুলোই অনন্ত। বাদশাহ ইব্রাহিম এক রাতে
তার দরবারে সিংহাসনে বসে ধ্যান করার সময়
ছাদের ওপর পদশব্দ শুনতে পান। "কারা হতে পারে?"
ছাদের প্রান্ত দিয়ে মাথা তুলে বিস্ময়ের অস্তিত্বসম্পন্ন
কিছু লোক। "আমরা উটের তালাশ করছি।"
"ছাদে উট থাকবে এমন কথা কি কেউ শুনেছে?"
"জি হ্যাঁ, আর কেইবা রাজ্যের প্রধান হিসেবে কাজ করে
আল্লাহর সাথে মিলনের কথা শুনেছে?"
এটুকুই যথেষ্ট ছিল ইব্রাহিমের জন্যে। তিনি চলে
গেলেন। রীতিমতো হারিয়ে গেলেন। তার দাড়ি ও
আলখিল্লা পড়ে আছে, কিন্তু তিনি কোহে কাফ এ
দরবেশের আবেশে আচ্ছন্ন। তিনি যা করেছেন
তা নিয়ে এখনো সবাই দম্ভ করে। যারা হঠাৎ বদলে
যায় এ পৃথিবী তাদের নিয়ে অহঙ্কার করে। শেবার প্রতি
সোলেমানের আমন্ত্রণের কাহিনি একটি প্রেমের কবিতা,
যখন আত্মা দেহে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্তের।
BanglaBook.org
এর মাঝে মহত্ত্ব আছে এবং আমরা যা কিছু ভুলে গেছি
সেসবও আছে। এ কাহিনির নির্যাস আমরা সবসময়
স্মরণ করি। অতএব উঠো এবং স্মরণ করো, প্রেমের,
সাথে এ কেমন করে মানায়। তোমার জন্যে যা
পূর্ণ করা হয়েছে অন্যের জন্যেও তা পূর্ণ করো।
ঘর থেকে বের হয়ে এসো মুক্ত বাতাসে।
সোলেমানের মতো তোমাকেও দেয়া হয়েছে প্রতিটি

পাখির গান উপলব্ধির ক্ষমতা। একটি পাখি যখন
কোনো রহস্য জানে, তখন উড়ে কাছে আসে এবং
সুরেলা কণ্ঠে গায়। ডানা ভাঙা কোনো পাখি ধৈর্যের
রহস্যময় শব্দ তোলে যা নিরাময়ে সাহায্য করে।
বর্জ্যের স্তূপ থেকে পাখির বিরাট রূপান্তরের পর
সে কোহে কাফের গান গায়। সেখানেই আহার করে।
ওপরে বাজ পাখি উড়লে কবুতরকে সতর্ক করো।
আর বাজের সাথে রাজসিক ভঙ্গিমায় কথা বলো।
আধো অন্ধকারে বাঁদুরকে তাগিদ দাও। তিতিরকে
শান্ত পরিস্থিতি, আর মোরগকে ভোরের উপলব্ধি
শিক্ষা দাও। হুপু ও ঈগলকে সত্যটা বলে দাও,
সোলেমান শেবার লোকদের একটি সংকেত দেন
এবং সকলকে আটকে ফেলেন। কিংবা সেখানে
সম্পূর্ণ বধির কেউ ছিল। সোলেমানের প্রেমের
ইশারা কানবিহীন একটি মাথার পাশে
নতুন কান খুলে দেয়, কণ্ঠশূন্যতাকে ভরে দেয় শব্দে।
অবশেষে শেবা যখন সোলেমানের কাছে আসেন
তখন কিছু স্মরণ করেন। প্রেমিকেরা যেভাবে খ্যাতি
বিসর্জন দেয় শেবা সেভাবেই তার রাজ্য ও সম্পদ
পরিত্যাগ করেন। ভৃত্যরা তার কাছে আর কিছু নয়
আরেকটি পিঁয়াজের চেয়েও সামান্য। তার প্রাসাদ যেন
অনেকগুলো গোবরের স্তূপ। তিনি 'লা' অর্থাৎ
'নাই' এর ভিতরের অর্থ শোনেন এবং শুধু সিংহাসন
ছাড়া শূন্য হাতে সোলেমানের কাছে চলে আসেন।
কলম যেমন লেখকের বন্ধু, শ্রমিক যে যন্ত্রপাতি
দিনের পর দিন ব্যবহার করে নিবিড়ভাবে
BanglaBook.org
সংলগ্ন হয়ে যায়, তেমনি কারুকার্য খচিত সিংহাসনের
প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। এ ব্যাপারে আরও ব্যাখ্যা
দেব আমি, কিন্তু তাতে দীর্ঘ সময় লাগবে।
এ এক বিশাল সিংহাসন, যা বহন করা কঠিন,
কারণ এটা খুলে নেয়া যায় না, মানব দেহের মতো
ধূর্ততার সাথে জোড়া লাগানো। সোলেমান দেখেন
শেবার হৃদয় উন্মুক্ত এবং শিগগিরই এই সিংহাসন
তার কাছে স্বল্প গুরুত্বের হয়ে যাবে। তিনি বলেন,
"ওটা আনতে দাও তাকে; পুরনো জুতা ও আয়াজের

জামার মতো একটা উদাহরণ হয়ে যাবে তার কাছে।
সিংহাসনের পানে তাকিয়ে তিনি দেখবেন কত দূরে
তিনি চলে এসেছেন।” এভাবেই প্রজন্মের প্রক্রিয়া
সারাক্ষণ আমাদের সামনে বিদ্যমান মসৃণ ত্বক ও
ঔরস এবং বিকাশমান ভ্রূণ আমাদের স্মরণ করিয়ে
দেয়—এসব ছাড়িয়ে এবং এসবের মাঝে কী আছে।
তলদেশে যখন একটি মুক্তা দেখো, তোমাকে
ওপরের ফেনা ও ভাঙাচোরা কাঠি ভেদ করতে হয়,
সূর্য ওপরে উঠে, তুমি বৃশ্চিকের সমাবেশ শনাক্ত
করতে ভুলে যাও। তুমি যখন মিলনের মহিমা দেখো,
তখন দ্বৈত আকর্ষণ মধুর ও সুন্দর হয়ে উঠলেও
অনেক কম আগ্রহের হয়। একটা সময় ছিল
যখন আমরা কর্দমের স্বাদ উপভোগ করেছি।
আমরা বলি, কোনো কিছুই ভালো হতে পারে না!
কিন্তু আত্মার সেই অস্বীকৃতি প্রমাণ করে যে আত্মার
মূল উদ্দেশ্য এখনো স্বচ্ছ ও যৌক্তিক,
যখন দরজায় টোকা দিয়ে ভিতর থেকে মনিবকে বলতে
শোনো, “মনিব বাড়ি নেই।” এটা তোমাকে কাছে
টানে না। দেহের স্বাদ দাবি করে, ‘মহিমা ও চিরন্তন
মধুরতা বলে কিছু নেই।’ কিন্তু ভিতর থেকে
বিষাদের গানে এর স্বীকৃতি আসে। সোলেমানের
বিজ্ঞ উপদেষ্টা আসফ এবং জ্বিন ইফরিত
যুক্তিতর্কে লিপ্ত ছিল শেবার সিংহাসন নিয়ে।
জাদুবলে সেটি সোলেমানের সামনে হাজির করল।
“তাহলে এটিই!” সোলেমান বললেন। “চমৎকার বৃক্ষ
ভক্তদের এত প্রতারণা করে। আসল সিংহের পাশে
পাথরের সিংহ, কুকুর যাতে ধরতে পারে সেজন্যে
BanglaBook.org
ছুঁড়ে দেয়া হয় একটি হাড্ডি। চিবোনোর জন্যে
প্রত্যেকে তা পায়। আমি এখন তোমাদের বলব
শিশু মুহাম্মদের মা হালিমা তাকে দুধ পান
করানোর পর তার কী হয়েছিল। হয়ত এ কাহিনি
অন্য বিষয়গুলোকেও স্বচ্ছ করে দেবে।
মুহাম্মদকে তিনি আলতোভাবে তুলে ধরেন
যেন তিনি গোলাপ ফুলের একটি তোড়া।
অতি সতর্কতায় তাকে আনেন তার দাদার কাছে।

কিন্তু হালিমা প্রথমে যান কাবায়। ‘হাতিম’ নামে
জমজম ও কাবার মধ্যবর্তী স্থানে বাতাসে তিনি
একটি কণ্ঠ শোনেন, ‘হাতিম’ আজ সূর্য আসবে
তোমার কাছে। অদৃষ্টের বাদশাহ তার মালসামান
রেখেছেন তোমার মাঝে।” শিশু মুহাম্মদের সাথে
হালিমা সেখানে একা। অদৃশ্য কণ্ঠ শুনে এতটাই
বিভ্রান্ত হলেন তিনি যে, শিশুকে ভূমিতে নামিয়ে রেখে
আশপাশে ছুটাছুটি করলেন খুঁজে দেখতে।
“এ শব্দের উৎস কোথায় প্রভু, আমাকে দেখান।”
পাতার মতো কাঁপছিলেন তিনি, কাউকে দেখলেন না।
যেখানে মুহাম্মদকে রেখেছিলেন সেখানে ফিরে এসে
দেখলেন, তিনি সেখানে নেই! নিকটস্থ বাড়িগুলোতে
দৌড়ে গেলেন, “কে আমার মুক্তা নিয়েছ?’
“কোনো শিশুকে আমরা দেখিনি।” তার সকাতর কান্নায়
অন্যেরাও কাঁদলো তার সাথে। সঙ্গীসহ এক বৃদ্ধ
হাজির হলেন সেখানে, “কী হয়েছে হালিমা?”
“আমি মুহাম্মদকে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার দাদাকে দেখাতে,
তখনই ওই কণ্ঠ শুনলাম। তাকে নামিয়ে রেখে
খুঁজছিলাম কোথা থেকে ভেসে এলো সেই কণ্ঠ।
খুবই মধুর সে কণ্ঠ। আশপাশে কেউ ছিল না
তবুও কণ্ঠ ভেসে আসছিল। সেই অদ্ভুত আনন্দ থেকে
এসে দেখি মুহাম্মদ নেই।” “দুঃখ করো না,
তোমাকে সাহায্য করতে পারে এমন এক মহিলাকে আমি
জানি।” তিনি তাকে নিয়ে গেলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন
উজ্জার কাছে। “হালিমা এসেছে, কারণ তার সন্তান
মুহাম্মদ হারিয়ে গেছে।” তিনি নামটি বলার পর
BanglaBook.org
মহিলার চারপাশের জাদুকরী অবয়বগুলো অবনত
হয়ে বলতে শুরু করল, “ওহে বৃদ্ধ, এখান থেকে
চলে যান। মুহাম্মদের অনুসন্ধান আমাদেরকে
স্থানচ্যুত করেছে। এখন আমরা ভাঙ্গা ইটপাথর ছাড়া
আর কিছু নই। যিশু ও মুহাম্মদের মধ্যবর্তী সময়ে
আমাদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব ছিল। এখন তা নেই।
আসল পানি যখন এসেছে তখন তায়াম্মুম করতে
বালির আর প্রয়োজন নেই। আপনি জানেন না,
আপনি কী বলেছেন। মুহাম্মদের আবির্ভাব

সুমুদ্র ও আকাশ বদলে দেবে, দানবীয় ক্ষমতা ও
খোদ পৃথিবীকে পাল্টে দেবে।” পাথরের মূর্তিকে
কথা বলতে শুনে বৃদ্ধ সঙ্গীকে ফেলে দৌড়ে চলে গেল।
হালিমা ডাকলেন, ‘হে প্রবীণ, প্রথমে বায়ু কথা
বলল আমার সাথে। এখন পাথর জিনিসের
প্রকৃতি সম্পর্কে আপনাকে বলছে। আগে একবার
সবুজ এক লোক এ শিশুকে নিয়ে গিয়েছিল।
রহস্যে আমি বিভ্রান্ত, কার কাছে অভিযোগ করব?
আমি শুধু বলতে পারি আমার শিশু হারিয়ে গেছে।
এর বেশি বললে ওরা আমাকে তালাবদ্ধ করে রাখবে।”
“তোমার সন্তান হারায়নি। বরং তোমার সন্তানের
মাঝেই হারিয়ে যাবে পুরো বিশ্ব। তার নাম শুনে
মূর্তিগুলো পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এর মধ্য দিয়ে
সূচনা হয়েছে নতুন এক যুগের, যার সদৃশ কিছু
আগে কখনো ঘটেনি।” অবশেষে এক মাইল দূর থেকে
মুহাম্মদের দাদা আবদুল মুত্তালিব হালিমার
বিলাপ শুনতে পেলেন। কাবায় গিয়ে তিনি প্রার্থনা
করলেন, “তুমিই রাতের গোপনীয়তা ও দিনের সকল
রহস্য সম্পর্কে অবগত। তোমাকে দিয়ে কিছু
বলানোর ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু মুহাম্মদের কথা ভিন্ন,
শিশু হলেও তোমার সকল নিশানা তার ওপর দৃশ্যমান।
আমাকে বলো, সে কোথায়।” একটি কণ্ঠ ভেসে এলো
ভিতর থেকে, “সে নিরাপদ। পৃথিবীতে আমরা তার
বাইরের অবয়ব দিয়েছি। কিন্তু তার অভ্যন্তরের প্রকৃতি
অবশ্যই গোপন থাকা উচিত। পানি ও কাদা থেকে
আমি স্বর্ণ তৈরি করি। আর স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করি
সুন্দর বাজুবন্দ, সিলমোহর, স্বর্ণ রমণী অথবা কখনো
সিংহের গলায় পরানোর জন্যে শিকল। কিংবা কোনো
সিংহাসন বা মুকুটের ওপর শোভিত রাজ প্রতীক।
আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি, কারণ আমিই দিয়েছি এর
আকৃতি। এখন আমি তৈরি করেছি চেতনার এক রাজা,
তার সান্নিধ্যের, আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনাও সৃষ্টি করেছি।
এটাই আমার কাজ। চেতনার প্রতি যাদের কোনো ঝোঁক
নেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করাই আমার উদ্দেশ্য।
যে কারণে আমরা দরিদ্রকে খাদ্য দেই, একই কারণে

BanglaBook.org

এক খণ্ড মাটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ভূমির বৈশিষ্ট
বাইরের রুক্ষতা, আর ভিতরের ঔজ্জ্বল্য।
পরস্পর বিরোধী মনে হয় দুটোই ঠিক যেভাবে
সাধারণ পাথরো যুক্ত হয়ে থাকে মুক্ত।
বহিরাবয়ব বলে, "আমি তো এই," আর ভিতর বলে,
"আরও দেখো। সর্বত্র দেখো।" বাহির বলে,
"ভিতরে কিছুই নেই।" ভিতর, "অপেক্ষা করো,
আমি তোমাকে দেখাচ্ছি সত্যটা কী?" আমরা হাসি।
বাহ্যিকভাবে পৃথিবী দুঃখ করে, কিন্তু ভিতরে বহু ধরনের
হাসি আছে। আমাদের কাজে তা প্রকাশ পেয়েছে,
বিচারেই বুঝা যাবে যে চোর কী করেছে।
পৃথিবীর একটি অংশ আল্লাহর কিছু চুরি করেছে।
তাদের স্বীকার করতে বাধ্য করব আমি।
মুহাম্মদ একটি সূর্য যা কখনো অস্তমিত হয় না।
বাইরের অবয়ব অন্ধকার। চেতনার গোলাপ থাকে
গোলাপের ভিতরে।" বিরক্তিপূর্ণ চেহারার কিছু সুফীকে
দেখা যায়, তারা ভিতরের আলো নিভাতে
সচেষ্টদের প্রতিহত করে। কাঁটার আড়ালেও লুকিয়ে
থাকে কাঁটা, যেভাবে ঝোপের মাঝে থাকে উদ্যান।
দাদা আবদুল মুত্তালিব জানতে চাইছিলেন
শুধু মুহাম্মদের কথা। অবশেষে ভেসে এলো
একটি কণ্ঠ, "তিনি অমুক গ্রামে নির্দিষ্ট একটি
গাছের নিচে বসে আছেন।" দাদা চললেন
কুরাইশ বংশের যুবরাজ ও সকল পিতৃপুরুষদের
সাথে নিয়ে, যদিও তারা সত্যিকারের পিতৃপুরুষ
নয়। মূলের সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা থাকে না।
BanglaBook.org
এ পৃথিবীতে মুহাম্মদ কোনো কিছু থেকে পতিত
হননি। কোনো বিশেষ মুহূর্তে এ ধরনের আলো
আসে না। ওই আলখিল্লা মোড়ানো কোনো কিছু বা
পশম দিয়ে বোনা হয়নি। সূর্যালোক অদ্ভুত এক
পোশাক, চলমান ছায়ার সুচিকর্ম শোভিত,
কিন্তু এটি এই অন্যটির মতো নয়। একটি কণ্ঠ
শেবাকে ডাকতে থাকে, "এসো, এই ভিন্ন রাজ্যটি
দেখো। তোমার অনেক বোন এখানে ইতোমধ্যে
এখানে এই রাজ উপভোগ করছে!

মৃত পশু প্রহরা দেয়া কুকুরের মতো একগুঁয়ে হয়ো না,
তোমাকে যে কী উপহার দেয়া হবে সে ধারণা
নেই তোমার! সোলেমানের পক্ষ থেকে দেখলে
মনে হয় যেন তুমি কিছু ঢোলবাদক ভাড়া করেছ,
এবং ঘুরে ঘুরে বলছ, 'সুন্দর হাম্মামে আমি রানী।"
দ্বিতীয় গ্রন্থে কুকুরের কাহিনি কি তোমার মনে আছে?
যে কুকুর কামড়ে ধরেছিল অন্ধ ভিখারির জামা?
অন্ধ লোকটি কুকুরের উদ্দেশ্যে বলে, "তাহলে তুমি
এখানে; গলি পথে হাস্যকর এই কর্ম করছ,
যখন তোমার বন্ধুরা খোলা প্রান্তরে আসল
শিকারকে ধাওয়া করছে। এক অন্ধের জামা ছিড়ছ
তুমি, আর তারা মর্যাদা ও সাহসের সাথে
শিংধারী পার্বত্য হরিণের পিছু নিয়েছে।"
শিকারি রাজার হাতে যেভাবে একটি মৃত পাখি আসে
আসে অনুরূপ তোমাদের উচিত প্রেমিকের সন্ধানে
জেগে উঠে হারিয়ে যাওয়া। মৃত পাখি বলে উঠে,
"আবেগ থেকে আমি ডানা ঝাপটাতাম,
এখন যেখানেই আমি যাই, আমাকে যেতে হয়,
কারণ রাজা স্বয়ং সেখানে যান। আমার আত্মা
যখন এমন প্রাণোচ্ছল তখন আমাকে মৃত ভেবো না।
যিশু তাই করেছিলেন। আমি সেই হাতে যা যিশু
তৈরি করেছিলেন। আমিই যিশু। ল্যাজারাস
(বাইবেলের চরিত্র) একবার জেগে ওঠে,
আবার মরে যায়। কিন্তু এই জেগে ওঠার
আর পতন ঘটে না। এটি সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ
করে।" মৃত পাখি সত্য বলে। মূসা ও ইউসুফ
মিশর ছেড়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে : একজন শক্তিশালী
লাঠি হাতে, আরেকজন শস্যের বস্তায় একটি পাত্র ও
শস্য ভাণ্ডারের চাবি লুকিয়ে রেখে। আমাদের মুক্ত
করতে এমনি বহু কাহিনি ও বস্তু সাহায্য করতে
পারে। অনেক সন্দেহবাদী আছে যারা এসব শুনে
ভেংচি কাটে। তাদের হাসি বিষাক্ত ঘাসের
মতো, যা তাদেরকে তরতাজা করেছে, কিন্তু তোমরা
নও এবং আজ নয়। আজ উদারতার দ্বার উন্মুক্ত
তার ভিতর দিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে যাই।

BanglaBook.org

আত্মার বৃদ্ধি ঔষধির উদ্যানের মতো, যেখানে
সুরুয়া তৈরির প্রতিটি উপাদানের পৃথক পৃথক স্থান।
গুল্মের জন্যে একটি স্থান, পিঁয়াজ পৃথক স্থানে,
জাফরান, লেবুগন্ধী পাতা, তুলসী ভিন্ন স্থানে।
কিন্তু সবগুলোকে একভাবেই যত্ন করা হয়।
জাফরানের অংশে যারা তারা জাফরান হয়ে যাও।
অন্যগুলোর সাথে মিশিয়ে ফেলো না।
চাল প্রস্তুত হয়ে গেলে প্রয়োজন হবে জাফরানের।
শালগমের সাথে একত্র করো না। ওগুলো
তোমার মতো নয়। ওদের ভিন্ন অভ্যাস আছে।
সবকিছুর জন্যে দৃশ্যমান পৃথিবী আসলেই বিশাল।
একবার ভাবো অদৃশ্যের কেমন হওয়া উচিত!
বিস্তীর্ণ মরুও এখানে এই সমুদ্রে একটি কেশতুল্য,
আমরা যে খাতে পানি পান করছি তার চেয়ে
ভূগর্ভস্থ পানি অনেক নির্মল। চলার পথে
চেতনা লুকিয়ে পড়ে, শ্রোতারা ঝরে যায়।
আমি থামব। ঘুমকাতর কারো সঙ্গে কথা বলা
আঙুল দিয়ে পানির ওপর ছবি আঁকার মতো।
শেবা! এ স্থান ত্যাগ করে সোলেমানের কাছে
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নাও! মৃত্যু তোমাকে কাজীর কাছে
চোরকে কান ধরে নেয়ার মতো হাজির করার
আগে তোমার পথ বেছে নাও স্বাধীনভাবে।
তোমার হাতে যখন পদ্মরাগমণি থাকার কথা
তখন তুমি চুরি করছ পুরনো জুতা।
তোমার বোনেরা এখানে এসে আনন্দ করছে,
আর যেখানে কোনো পরিতৃপ্তি নেই সেখানেই
BanglaBook.org
পড়ে আছ তুমি। আমাদের ভিতরেই অবস্থান
করছে একটি রাজ্য, একটি গোলাপ উদ্যান,
যেখানে আমরা বিশ্রাম নেই, ঠিক যেভাবে উটকে
আনন্দের সাথে এগিয়ে নিতে আমরা গান গাই।
আমরা যেখানে যাই উদ্যানও সেখানে যায়।
সূর্য, পূর্ণিমা, নতুন চাঁদ—সবই ডানা ছাড়া চলে,
আমরা যেমন চেতনায় চলি। পুষ্টি ছাড়াই
আমরা ভোজন করি। আমরা নিজেরাই ভাগ্য এবং
ভাগ্যবান। ভিখারির মতো শূন্য, নিজের মাঝে বসবাস,

এটাই তো প্রকৃত রাজসিকতা। সোলেমানকে
বলা হয়েছিল তার ভিতরের গৃহ, দূরের সেই
মসজিদ নির্মাণ করতে। প্রত্যেক নবী তৈরি করেন
অহি ও আবেগের একটি অবয়ব,
কিন্তু সোলেমানেরটা অন্য ধরনের। অন্য নবীদের
আমি খাটো করে দেখতে চাই না, যদিও তাদের
প্রশংসায় আমি যা বলি তা তাচ্ছিল্যই হয়ে যায়।
শব্দ ভৌত জগতের ইট ও কড়িকাঠের মতো,
কিন্তু এই অট্টালিকা অদ্ভুতভাবে অবয়বহীন।
সোলেমান প্রতিদিন সেখানে যান প্রার্থনা করতে,
সিজদায়নত হন তিনি, খোতবা ও সুর শোনেন
গভীর আবেগে। তুমিও তোমার ভোরের জন্যে
তৈরি করে নাও এমন একটি স্থান, সত্যানুসন্ধানী,
আসলেই যদি তুমি সত্য খুঁজতে চাও।
সে স্থান তৈরি করো প্রেম দিয়ে যেখানে
কোনো লোভ বা ভয় থাকবে না। ওই উদ্দেশগুলো তোমাকে
উপার্জন ও খননের দিকে টানবে, বাজার থেকে
শস্যের ভাণ্ডার এবং আবার বাজারে ফিরিয়ে আনবে।
উদ্দেশ্য কাজের রং নিরূপণ করে। শিশুরা যখন
মজা করার জন্যে মেতে উঠে, তখন তাদের বস্ত্রকেই
ঘোড়া ভাবে। তারা জামা ধরে এবং ঘোড়া চালায়।
আমরা বেড়ে উঠে দেখতে পাই যে আমরা কী করছি।
কিন্তু কেউই সোলেমানের পবিত্র মসজিদে অত্যুজ্জ্বল
আত্মা নির্মাণের মতো কখনো বড়ো হয়নি।
সারাক্ষণ এর পরিবর্তন ও নবায়ন হতে থাকে।
সোলেমান ইন্তেকাল করেননি! তিনি আমাদের
মাঝে একজন যিনি জ্ঞানের কাছে অবনত এই আশ্রয়
BanglaBook.org
নির্মাণে সোলেমান সাহায্য করেন। জ্বিনেরাও
কাজ করে, যারা কৌশল খাটিয়ে আমাদেরকে
বাধা দেয় এমন কিছু তৈরি করতে। যদিও কখনো
ওই শক্তিগুলোকে গোপন প্রকোষ্ঠ তৈরিতে
নিয়োজিত করা সম্ভব হয়। সোলেমান তাই
করেছিলেন। দুজন তাঁতির মতো হাত কাজ করেছে,
একজন তৈরি করেছে মোটা কাপড়, আরেকজন
সোলেমানের রেশমি বস্ত্র, যা আমাকে সেই

কবির কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি অর্থ ও
সম্মানসূচক খেলাতের আশায় একটি কবিতা
এনেছিলেন বাদশাহর কাছে। বাদশাহ মুগ্ধ হন
এবং উদারভাবে সাড়া দেন। কবিকে প্রদান করেন
এক সহস্র লাল সোনার দিনার! কিন্তু বাদশাহ'র
উপদেষ্টা হাসান বলেন, "এটা তো যথেষ্ট নয়,
এমন চমৎকার একজন কবি, জ্ঞান দৃশ্যমান
তার মাঝে, আর আপনার মতো বাদশাহ'র
মাঝে আছে অস্তিত্বের সমুদ্র সম পর্যাপ্ততা,
যার প্রকাশ ঘটা উচিত। তাকে আরও দিন।"
বাদশাহর খাস কামরায় তারা যুক্তিতর্ক করলেন,
দর্শনের আলোচনা করলেন পুরো বিষয়টি
নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত। অবশেষে মাড়াই এর
সাথে শস্যের স্তূপের মতো কবির জন্যে এক পাশে
রাখা হল দর্শনীয় পরিমাণে উপঢৌকন—
দশ হাজার দিনার ও সম্মানসূচক খেলাত।
"এ কাজ কার?" জানতে চাইলেন কবি। "কে আমার
বিষয়টি তুলে ধরেছে এত জোরালোভাবে?"
"এ কাজ হাসানের, যার অর্থ 'ভালো' এবং তিনি সত্যিই
ভালো!" হাসানের জন্যে কবি আরেকটি কবিতা
লিখলেন এবং এরপর বাড়ি ফিরে গেলেন।
ওদিকে কোনো কথা ছাড়াই গায়ে জড়ানো খেলাত
বাদশাহর উদারতার প্রশংসা করে যাচ্ছিল।
বহু বছর পর কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেন কবি।
খাদ্য নেই, শস্য নেই, শস্য ফলানোর উপায়ও নেই।
তিনি ভাবলেন, "দারিদ্র প্রকট হলে কারো পক্ষে
সেখানে যাওয়াই উত্তম যেখানে সে আগে ত্রাণ
BanglaBook.org
লাভ করেছে।" একবার এক দরবেশ বলেছিলেন
নামের অর্থ হচ্ছে যেখানে বান্দারা আশ্রয় নিতে পারে,
সহসা বিপদ উপস্থিত হলে মানুষ যেমন বলে উঠে,
'হে আমার প্রভু!' এতে কোনো ফল না হলেও কি
তারা এই ডাকা অব্যাহত রাখে? যেখানে কিছু ঘটে না
একজন আহম্মকই শুধু যেখানে যায়। পৃথিবী যে
টিকে আছে তা নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যূহের কারণেই
ঢেউ এর মাঝে মাছ, আকাশে পাখির ভেসে থাকা

হাতি, নেকড়ে, শিকারী সিংহ, ড্রাগন, পিঁপড়া
অপেক্ষমান সাপ, এমনকি বায়ু, পানি এবং
আগুনের প্রতিটি স্ফুলিঙ্গ সেই আশ্রয়ে থাকে।
এক মুহূর্তের জন্যেও কোনো কিছু নিঃসঙ্গ নয়।
সেখান থেকেই আসে সব দান, হাত বাড়ানো
নিয়ে তুমি কী ভাবছ, কিছু আসে যায় না তাতে।
অতএব কবি বাদশাহ'র সম্মানে আরেকটি কবিতা
লিখে নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে ফিরে যান সেখানে।
বাদশাহরা প্রশংসা পছন্দ করেন। মানুষের প্রথম
চাহিদা খাদ্য। যখন খাদ্য নিয়ে আর কোনো ভাবনা
থাকে না একজন মানুষ তখন কবিদের কাছ থেকে
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেতে চায়, তার জীবনের ওপর
দিয়ে সুবাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে গান।
এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না। সৃষ্টিকর্তা সম্মান
চান! মানুষের প্রকৃতিতেই আছে প্রশংসার উপভোগ!
বিশেষ করে আল্লাহর বান্দারা! একটি চামড়ার শক্ত
থলে বায়ুপূর্ণ হলেও তা পরিপূর্ণতায় জ্বলজ্বল করে।
দুর্বল, ছিন্ন থলে একই বাতাসে নেতিয়ে থাকে।
বন্ধুরা, এই সাদৃশ্যের কথা আমার নয়, মোহাম্মদও
অনুরূপ কিছু বলেছিলেন যখন তাকে বলা হয়েছিল,
সম্মানিত হলে তিনি এত আনন্দিত কেন হন।
কবি আবার এসে বললেন, "দাতারা মরে যায়,
কিন্তু টিকে থাকে তাদের উদারতা।" এ এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।
ওকথা থাক। বাদশাহর দ্বারে কবি অপেক্ষা করেন।
বাদশাহ কবিতা পাঠ করে চমৎকৃত হন।
"এক সহস্র দিনার দেয়া হোক কবিকে।" বাদশাহর
BanglaBook.org
নতুন উপদেষ্টা, তার নামও হাসান, তিনি বলেন,
"এতটা দিতে পারি না আমরা। এর এক চল্লিশাংশেই
সন্তুষ্ট হবেন একজন কবি।" বাদশাহর আশপাশের
অন্যেরা বলেন, "আগের বার তিনি
পেয়েছিলেন দশ হাজার।" নতুন হাসান বলেন,
"ব্যাপারটা আমিই ব্যাখ্যা করব তার কাছে।
এ বিষয়গুলো আমি সামলাতে পারি।" কবিকে তিনি
পরে আসতে বলেন, "ডিসেম্বরে পাওনা চুকানো হবে।"
ডিসেম্বরে তিনি বলেন, "বসন্তকাল, সম্ভবত বসন্তে হবে।"

আশা দীর্ঘায়িত হয়, সেই সাথে আরও দরিদ্র
হয়ে পড়েন কবি। "রাস্তার এক মুঠো ধূলিতেই
শিগগিরই কৃতজ্ঞ থাকবেন তিনি।" অবশেষে কাতর
কবি বলেন, "আমার জন্যে যদি কিছুই না থাকে
তাহলে মেহেরবানি করে আমাকে আশা দেবেন না।
প্রত্যাশা আমাকে হত্যা করছে। আমাকে যেন
শক্ত থেকে আরও শক্ত করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হচ্ছে।"
দরবারিরা তাকে এক পাশে নিয়ে বলেন, "আমাদের
থেকে এটুকু নিয়ে তুমি চলে যাও। এই নতুন লোকটি
বাজে ও ঝগড়াটে। তার সাথে আপনার কোনো
লেনদেন না হওয়াই বরং ভালো।" "তার নাম কী?"
"হাসান।" "আমার বিশ্বাস হয় না। এত বৈপরীত্য
দুজনের, একজন দেন, আরেকজন এত কঞ্জুস।"
সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে তিনি বাড়ি যান। এটাই রহস্য;
একই উদার বাদশাহ, একই বাকপটু কবি, আর একই
নামের মধ্যস্থকারী ভিন্ন দুজন মন্ত্রী। হীনমনা
উপদেষ্টারা প্রাচীন মানবিক মৈত্রীতে বিপর্যয়কর
ক্ষতি সাধন করতে পারে, ঠিক বাদশাহ ও কবির
অবস্থার মতো। অনেক সময় মূসার অতুলনীয়
কথা শুনেছেন ফেরাউন, যে কথাগুলো পাথর
থেকে দুগ্ধ বহানোর মতো। সেই কথা থেকে উৎসারিত
ভালোবাসা অনুভব করতে শুরু করেন তিনি।
কিন্তু তার সন্দেহবাদী উপদেষ্টা হামান বলেন,
"এখন আপনি ছিন্ন বস্ত্রধারী মানুষের কথায়
বিশ্বাস করছেন!" একটি হীন প্রশ্নই ফেরাউনের
জন্যে মূসার আলোকিত সংলাপ ধ্বংস করে দেয়।
BanglaBook.org
হামান তোমার মন এবং যেভাবে তা তোমার
ইন্দ্রিয় আয়েশকে রক্ষা করে, জ্ঞানের কথা
এবং চেতনার আলোর কথা বলে, "বিচক্ষণ হও।
এসব দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। সুফীরা
প্রায়ই উন্মাদ থাকেন।" ভিতরের আরেকজন
উপদেষ্টা থাকেন, সোলেমানের সাথে আসফের মতো।
ওই কণ্ঠ শোন, আলো পড়ছে আলোতে, বেলি ফুলের
ওপর পড়ছে লাল-সবুজাভ রং। দুই উপদেষ্টার
মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সামর্থ অর্জন করো।

একটি জ্বিন আছে যে সোলেমানের ওপর নজর
রাখে, তার কাজ ও চেহারার ভঙ্গি এত
নিবিষ্টভাবে লক্ষ করে যে সে সিংহাসনে বসে
শাসন করতে পারে সাম্রাজ্য। কিন্তু মানুষ দেখে
ভিতরের পার্থক্য। "এই একজন ঘুমে। আরেক সোলেমান
জাগ্রত।" দূরদৃষ্টি কখনো ভুল করে না। বিশ্বজনীন
বিচক্ষণতা নত হবে না ভুঁয়া সোলেমানের কাছে।
ব্যাপারটি যেন একটি হাত মাটি ফুঁড়ে এসে
তোমাকে ধরে বলে, "এটা নয়," যাতে তুমি
স্বয়ং মাটি স্পর্শ করতে না পারো। তোমার
স্বচ্ছতাকেই প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দাও।
যখন তা হবে তখন তুমি সোলেমানের সাথে
যোগ দাও। এবং প্রতিদিনের অনুশীলন
স্মরণ করো : সোলেমান প্রতিদিন তার নির্মিত স্থানে
যান এবং একটি নতুন গাছ জন্মাতে দেখেন।
তিনি প্রশ্ন করেন, "তুমি কি কোনো ঔষধি?"
গাছ তাকে বলে কীভাবে সে কারো জন্যে উপকারী
আর অন্যদের জন্যে মারাত্মক। "কী নাম তোমার?"
গাছ তার নাম বলে। সোলেমান তার হেকিমদের
এই তথ্য দেন। এভাবেই ওষুধ ও জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান
আমাদের কাছে আসে, বিশ্বজনীন বিচক্ষণতা থেকে
ব্যক্তির মনে। প্রতিটি যন্ত্র, কৌশল ও শিল্প প্রথমে
আসে খাঁটি বুদ্ধিমত্তা থেকে, এরপর ব্যক্তির দ্বারা
রূপান্তরিত হয়। সোলেমানের কাছে নবিশি করো।
উস্তাদ যে তালিম দেন তা নিজেও অনুশীলন করেন।
কবর খোঁড়ার ধারণা কীভাবে এলো তা কি শুনেছ?
হাবিলকে খুন করে কাবিল হয়ে পড়ে দিশেহারা,
কোথায় লুকাবে মৃতদেহ। হঠাৎ একটি কাককে
দেখতে পায় ঠোঁটে করে আরেকটি মৃত কাক নিয়ে
উড়ে যাচ্ছে। কাকটি নামে এবং নখর দিয়ে মাটি
আঁচড়াতে শুরু করে, দ্রুত একটি গর্ত খুঁড়ে ফেলে,
অতঃপর মৃত পাখিটিকে গর্তে রেখে ঢেকে দেয়
মাটি দিয়ে। কাবিল বলে উঠে, "কাক আমার চেয়ে
বুদ্ধিমান!" বিশ্বজনীন বুদ্ধিমত্তাই শিখিয়েছে সে,
এই দেখাটা আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। চতুর,

BanglaBook.org

বিশেষ মনগুলো সর্বত্র দেখে। বিস্মিত হয় না
শুধু একজন। কাকের মন আধ্যাত্মিকভাবে মৃতের
জন্যে গোরখোদকের কাজ করে। কাকের কাছে যে শিখে
সে অবস্থান করে গোরস্থানের কাছে। তার চেয়ে
বরং উদ্যানে বাস করো। তোমার গভীর প্রেমের
প্রাণ-ভোমরার দ্বারা দূরের মসজিদে উড়ে যাও,
প্রতি মুহূর্তে আত্মার দূরের ছায়াঘরের মাটিতে
নতুন গাছ গজায়। সোলেমানের মতো সন্ধান
করো কীভাবে বিভিন্ন গাছ মাটির ভিতরের
গুণাগুণের ব্যাখ্যা করে। নলখাগড়া, ইক্ষু, গোলাপ—
ভিতরের সচেতনতা দিয়ে গাছগুলো বাড়ে এবং মাটির
গোপনীয়তা প্রকাশ করে। কখনো কখনো কেউ
আমার কাছ থেকে ব্যাখ্যা নেয় এবং একটি বাগানের
মতো আমি গোলাপ ফোটাই। অন্য কাউকে হালকা
বিষয়ে বলি। একটি সত্যিকার ও ভ্রান্ত দিক আছে
এবং সবকিছুর মধ্যে তারতম্য ঘটে। দৃশ্যমান নয়
রশি। আমরা অন্ধ উট, কোথাও টেনে নেয়া হচ্ছে
আমাদের। কী ঘটছে আমরা যদি তা দেখতে
পাই তাহলে পৃথিবী পুরোপুরি বদলে যাবে।
চোখ শনাক্ত করতে পারবে পরিণতি! একটি গরু
যদি জানত যে কসাই এর হাতের খড় খাওয়ার
মানে কী তাহলে সে তা খেতো না। এমন অন্ধত্ব
আমাদের সবার উন্মত্ততার মধ্যেই বিদ্যমান।
ভীত গর্দভকে কেউ বলে ‘দৌড়াও’ এবং সে হারিয়ে যায়
বিক্ষিপ্ততার মাঝে। আমরা গদর্ভের চেয়ে ভালো
অবস্থায় নেই। নতুন কোনো কিছুতে আমরা উৎসাহে
ধাবিত হই, কারণ এর মাঝে কী ভুল-ত্রুটি আছে
BanglaBook.org
তা আমরা দেখতে পাই না। যদি দেখতাম
তাহলে সেই উদ্যোগ ত্যাগ করতাম। আর তা করলে
আমরা কখনো ভুলের প্রকৃতিও অনুভব করতাম না।
অতএব আমাদের মুহূর্তের অন্ধত্ব ভালোর জন্যেই।
এটা আমাদের শিখতে সহায়তা করে! কখনো
অনুশোচনার কাছে ধরা দিয়ো না। বিভ্রান্তি ও
অনুশোচনা অনেকটা নেশার মতো। গভীর অবস্থা
হচ্ছে বন্ধুত্ব, একটি কাজ, যা বাদ দেয়ার মতো নয়।

প্রান্তিকতারও প্রয়োজন আছে—ধ্বজভঙ্গ, ক্ষমতা—
এরপর নতুন গাছ জন্মায় সোলেমান ভোরে যে
গাছগুলো দেখেন সেগুলোর মতো। এক উদ্যানে
একজন লোক বসে থাকে, গাছ ভর্তি ফল, আঙুরের
ভারে আনত লতা। তার মাথা হাঁটুতে, চোখ বোজা।
তার বন্ধু বলে, "পৃথিবীই যখন এমন, তখন
তুমি সুফীবাদী ধ্যানে কেন মগ্ন রেখেছ নিজেকে?
এমনই দৃশ্যমান মহিমা।" সে উত্তর দেয়, "এই বহিরাবরণ
আসলে ভিতরেরই এক বিস্তৃতি। আমার প্রাধ্যান্য মূল।"
প্রকৃতির সৌন্দর্য পাহাড়ি ঝর্নার পানিতে গাছের শাখার মতো
প্রতিফলিত হয়, সেখানে কম্পিত হয়, কিন্তু শাখা তো
সেখানে নয়। যে বিকাশ আত্মায় সঞ্চারিত হয়
তা গাছের শাখা এবং শাখার প্রতিফলনের
চেয়েও অধিক সত্য। এসব নিয়ে আমরা হাসি,
সুখী অনুভব করি কিংবা দুঃখ পাই। তার চেয়ে আসল
উদ্যান থেকে সুগন্ধ পেতে চেষ্টা করো। দ্রাক্ষাবনেই
নিতে চেষ্টা করো দ্রাক্ষার স্বাদ। একদিন সকালে
সোলেমান সজীবতায় উচ্ছ্বল এক বৃক্ষের কাছে জানতে চান,
"কী নাম তোমার, তোমার কি কোনো উদ্দেশ্য আছে?"
"আমি বিনাশী গাছ। যেখানেই আমি বিকশিত হই
সেখানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় সকল স্থাপনা,
প্রত্যেকের কাছে অনিবার্যভাবে যা আসে আমি তা স্মরণ
করিয়ে দিই।" ব্যাপারটা ভেবে দেখো, তুমি যা চাও
সে ব্যাপারে তোমার পছন্দ আছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে
তুমি বিশটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করতে পারো,
কিন্তু বোধ ও প্রেমের রহস্যের ক্ষেত্রে বিমূঢ় হওয়াই
উত্তম! তীর হারা সাগরে সাঁতার কী কাজে লাগে?
তার চেয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে যে শিশু
তার মতো থাকো। তার নিশ্বাসের মাঝে ডুবে থাকো
যে তোমাকে শিক্ষা দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ আর এনো না।
প্রেম তোমাকে তার নিজ পরিক্রমণের নৌকায় তুলে
তোমাকে বয়ে নিয়ে যাক। যা অতি সাধারণ ও
মূর্খতার মনে হয় তাই অনুসরণ করো। এ ব্যাপারে
মুহাম্মদ বলেছেন, "বেহেশত আহম্মকিতে পরিপূর্ণ।"
মেধার অহঙ্কারেরও পুরস্কার থাকা উচিত। বোকা হয়ে

BanglaBook.org

তোমার হৃদয়কে প্রসারিত হতে দাও। ইউসুফের
সৌন্দর্য দর্শনে যে মিশরীয় রমণীরা ফলের বদলে কেটে ফেলেছিল
নিজেদের হাত, তাদের মতো দিশেহারা প্রেমিক হও।
বন্ধুই প্রকৃত, আর সেজন্যে তোমার মেধা কোরবানি করো।
মন উদাসীন হয়ে গেলে প্রতিটি চুলের অগ্রভাগও
নতুন বুদ্ধিমত্তায় জেগে উঠে। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যান সৃষ্টি হয়,
তুমি শুনতে পাবে মাঠ থেকে সংলাপ ভেসে আসছে।
তোমার চেতনার নেতৃত্বে নির্দেশিত হও এবং সেটি যেখানে
চলাফেরা করে সেখানে তুমিও যাও। যদি অন্য কিছুর
অনুসরণ করো তাহলে তুমি নিজেকে এবং অন্যদেরকেই
আহত করবে। যাদের আসল কোনো অভিজ্ঞতা নেই
সেইসব মাথা মোটা ভানকারীদের এড়িয়ে চলো।
ঋন্ড জ্ঞানীদের থেকে লুকিয়ে থাকতেন মুহাম্মদ। সেজন্যেই
আল্লাহ তার নাম দিয়েছেন 'মুজাম্মিল', "যিনি নিজেকে কাপড়ে
জড়িয়ে রাখেন।" "সেভাবে তুমিও লুকিয়ে থাকো, কিন্তু
মুখ ঢেকে রেখো না। পৃথিবী দোলায়মান মাতাল দেহের
মতো, আর তুমি বুদ্ধিদীপ্ত মাথা। তোমার স্বচ্ছতার
মোমবাতিকে আড়াল করো না। দাঁড়াও এবং রাতভর
তোমার দহন হোক শাহজাদা। তোমার আলো ছাড়া
বিরাট সিংহও খরগোশের হাতে বন্দি হতে পারে।
হে আমার প্রিয় মোস্তফা, আধ্যাত্মিক পবিত্রতার এই
সমুদ্রে জাহাজের অধিনায়ক হও। দেখো, কীভাবে ঘিরে
ফেলা হয়েছে সভ্যতার কাফেলাকে। সর্বত্র মূর্খদেরই
দাপট। যিশুর মতো নীরবতা চর্চা করো না।
সমাবেশে হাজির হয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করো।
দাড়িওয়ালা ডানা বিশিষ্ট কল্পিত প্রাণী 'হুমে' বাস
করে কাফ পর্বতের ওপরে, কারণ পর্বতেই সে
BanglaBook.org
স্বাভাবিক। তোমার উচিত মানুষের মাঝে স্বাভাবিকভাবে
বাস করে আত্মার সামাজিক শিক্ষক হওয়া।
পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের একদিকে নীরবে ঢলে পড়ে,
এখানে কখন কুকুর ডেকে উঠবে সেই অপেক্ষা করে না।
সমালোচকদের থেকে দূরে থাকো। দুঃখের দিন
কেটে গেলে তুমিই দেখাবে পথ। কেউ যদি জানতে
চায় পুনরুত্থান কী, তাহলে বলো, "আমিই পুনরুত্থানের
বাতাস।" সন্দেহবাদীদের কথা শুনো না। কখনো কখনো

নীরবতাই একমাত্র উত্তর। "এই বিষয়ের অনুশীলন
করা উচত, কিন্তু এতে প্রবেশে লেগে যেতে পারে অনন্তকাল
একটি প্রবাদ আছে, "উত্তর দিতে ব্যর্থতাও একটি উত্তর।"
এক কাহিনি অনুসারে, এক বাদশাহর ভৃত্যের খুবই
অনীহা ছিল বাদশাহর কাজের প্রতি। সে বরং
নিজের মর্জিমত কাজ করত চতুরতার সাথে।
বাদশাহ ভৃত্যের খাদ্যের বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন
এতে তার কিছুটা হুঁশ হয় কিনা তা দেখতে।
তিনি তাকে সুযোগ দেন আশপাশে ঘুরে বেড়াবার
এবং নিজের জীবনকে পর্যবেক্ষণের। ভারবাহী গাধা
যখন আসলেই ভারবাহীতে পরিণত হয় তখন তার
সামনের পা দুটি একত্রে বেঁধে দাও। রসুলের হাদিসে
ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কীভাবে তিন ধরনের প্রাণীর
অস্তিত্ব দেখা যায় : একটি স্বচ্ছ যুক্তি ও উদারতার সৃষ্টি।
সবসময় অবনত থাকে প্রার্থনায়। সেটিকে বলা হয়
আরেকজনের কোনো জ্ঞান নেই, শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে
কাটায় এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো ভাবে না।
তাদেরকে বলা হয় পশু। তৃতীয়টির উদ্ভব হয়েছে
আদম থেকে এবং তার নাম মানুষ, অর্ধেক ফেরেশতা
আর অর্ধেক গর্দভ। অর্ধেকটা ফিরে থাকে লালসার
দিকে, বাকি অর্ধেক স্বচ্ছতা ও মহিমার পানে।
এর সবগুলোরই মানুষের আকৃতি আছে, কিন্তু একটি
জিব্রাইলের মতো খাঁটি। একটি উশৃঙ্খল ও ক্রুদ্ধ,
অন্যটি দুয়ের মাঝে যুদ্ধরত। পশুর যে শ্রেণি তারা
অতি কুশলী কারিগর, যারা জানে কীভাবে সোনা
বুনতে হয়, সাগরের তলদেশে কী করে মুক্তার
অন্বেষণ করতে হয় এবং কী করে জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা,
দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে, দক্ষতা অর্জন করতে হয়।
কলা ও বিজ্ঞান আস্তাবলের ছাদ ও প্রাচীরের মতো
যেখানে প্রাণীরা কিছুদিনের জন্যে নিরাপদে থাকে,
যদিও তাদের পালকরা এটাকে বলে 'রহস্য'।
শুধু ভালোবাসায় উন্মুক্ত হয় প্রকৃত পথ।
সে জাগরণ যখন আসে তখন আমরা আমাদের
স্বপ্নগুলোকে উপলব্ধি করতে পারি। এ যেন কোনো গ্রন্থ
উল্টো করে পাঠ করার চেষ্টা। আমরা পৃষ্ঠার পর

BanglaBook.org

পৃষ্ঠা উল্টাই এবং অর্থগুলো তখনই স্বচ্ছ হয়ে আসে। আমরা বুঝতে পারি যে কোনো বিকাশকে রূপান্তরের সামর্থ্য আমাদের আছে। চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে যে কোনো নির্দেশনা। এমনই ঘটেছিল মজনু ও তার উটের মধ্যে। লাইলীর জন্যে গভীর প্রেমে এভাবেই তিনি চালিত হন, কিন্তু যে পথে তারা এসেছিল, উট সেদিকে যেতে চায়, তার বাচ্চার দিকে। প্রেমের বিহ্বলতায় মজনু যখন বিভ্রান্ত তখন শিথিল হয়ে পড়ে তার হাতে ধরা উটের রশি এবং মা উট তার কাঙ্ক্ষিত পথের দিকে ফিরে। হুঁশ ফিরে এলে মজনু আশপাশের দৃশ্য চিনতে পারে এবং আবার ফিরিয়ে আনে উটকে। এভাবে তিন দিনের পথ পেরুতে লেগে যেতে পারে তিন বছর। উটকে সে বলে, "আমরা দুজনই প্রেমিক, কিন্তু আমরা সফরের সঙ্গী হতে পারি না। যা তুমি ভালোবাসতে অভ্যস্ত তাই তুমি ভালোবাসো, আর আমি আল্লাহর প্রেমে মগ্ন।" মিলন মাত্র দুই পদক্ষেপ দূরে, কিন্তু মজনুর উটে আরোহণের জন্যে পীড়াপীড়ি করলে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে ষাট বছরও লাগতে পারে। "আর কতদিন এমন চলতে থাকবে! এভাবে যেতে-আসতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।" মজনু কেঁদে কেঁদে বলে এবং উটের পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে। একটি পাথরের ওপর পড়ে তার পা ভেঙে যায়। ভাঙা পা কাঠের টুকরা দিয়ে বেঁধে সে বলে, "এখন আমি আল্লাহর ওপর পুরোপুরি আস্থাবান, আঘাত পাওয়ার অপেক্ষায় গোলকের মতো। নিজ থেকে আমি আর কিছুই করতে পারি না।" এমনই মনে হয় যখন তুমি প্রচেষ্টা রহিত হয়ে পড়ো এবং যে উৎস তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু ছেড়ে দাও সেই উৎসের ওপর। মজনু মাটির ওপর যেখানে বসেছে সেখানেই তাকে ছেড়ে যেতে হবে। বিদায় বন্ধু! বিদায়!

BanglaBook.org

এখন সেই ভৃত্যের কাছে ফিরে আসি যে বাদশাহকে চিঠি লিখছে তার খাদ্যের বরাদ্দ হ্রাস করার প্রতিবাদ জানিয়ে। সে শান্ত ও যুক্তিপূর্ণভাবে চিঠি লিখেছে

বলে মনে করলেও বাদশাহ তার শব্দের মাঝে শুনতে
পান দম্ভ ও তিক্ততার ধ্বনি। এই দেহ, তোমার জীবন
বিশ্বের বাদশাহর কাছে একটি চিঠি। কোনো একান্ত স্থানে
গিয়ে চিঠি খুলে পড়ে দেখো যে শব্দগুলো সঠিক কিনা।
শব্দ যথাযথ না হলে আরেকটি লিখতে শুরু করো!
কখনো ভেবো না যে দেহ উন্মুক্ত করা এবং গোপন
বার্তা পাঠ করা এতই সহজ। এটা অতি সাহসের কাজ,
ধূলিবালিতে শিশুদের হুড়োহুড়ি করে খেলার মতো নয়।
এ কাজ উটের ওপর থেকে মজনুর গড়িয়ে পড়ার মতো,
নাম লিখা পৃষ্ঠাটি উল্টাও। এখানে কী বলা হয়েছে
তা তুমি যা বলেছ—তা কি একই বক্তব্য?
ভারি বস্তা বহন করলে পাথরগুলো ফেলে দাও!
একজন বাদশাহকে যা দেয়া উচিত শুধু তাই আনো,
হজ্বযাত্রী এক ব্যক্তি নিজেকে জাঁকজমকপূর্ণ হিসেবে
দেখতে চান যখন তিনি ভিতরের প্রাচীর ও কাবার
মধ্যবর্তী স্থানে জড়ো হওয়া লোকদের দিকে এগিয়ে
যান। পাগড়িতে তিনি কাপড়ের টুকরা ঠেসে দেন
যাতে বাইরের কাপড় আরও মূল্যবান মনে হয়।
পাগড়ির ভিতরে সব ধরনের কাপড় ও লোম, এমনকি
দরবেশের আলখেল্লার একটি টুকরাও আছে।
ভোরের আগে তিনি বের হয়ে যান, কিন্তু এক তস্কর
যে কাপড় চুরি করে সে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল।
পাগড়ি ছিনিয়ে নিয়ে সে দৌড় দেয়।
"দাঁড়াও" লোকটি চিৎকার করে বলে। "কাপড় খুলে
ভিতরটা দেখে নাও। এরপরও যদি তুমি চাও
তাহলে পাগড়ি তোমার।"
চোর দৌড়াতে দৌড়াতেই পাগড়ি খোলে, ছেঁড়া কাপড়ের
টুকরা রাস্তায় পড়ে যায়। এক টুকরা কাপড় হাতে
দাঁড়িয়ে যায় সে। "আপনি আমাকে প্রতারণা করেছেন।"
BanglaBook.org
"কিন্তু আমি তো তোমাকে এই ফাঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছি।"
এভাবেই পৃথিবী কথা বলে আমাদের সাথে। বসন্তে
ফুল ফোটার মওসুমে চারদিক উদ্ভাসিত হয়,
এমনকি ফুল ঝরে পড়লেও। "এসো, আমার স্বাদ
নাও," চেতনা বলে দেয়, এবং এর পরের কথা হল,
"চলে যাও। এ তেমন বেশি কিছু নয়।"

ভোরের তরুণ শাহজাদা, প্রত্যেকের দেহের উজ্জ্বলতার
অহঙ্কার সন্ধ্যায় ফুলে ফেঁপে উঠে, হাসে এবং তার
নাম স্মরণ করতে পারে না। সুস্বাদু খাদ্যের সুগন্ধ
নেয়ার পর পায়খানায় গিয়ে গন্ধ নাও। "কী হয়েছে
তোমার?" তোমার মল জবাব দেবে, "তোমার সৌন্দর্য
একটি আকর্ষণ, তোমার ভিতরে পৌছার একটি কৌশল।"
প্রতিটি বস্তুই একই মায়াজাল সৃষ্টি করে। এক সাথে
শুরু ও শেষ দেখার চেষ্টা করো। সোনা দিয়ে তৈরি বলে কি
তুমি ইচ্ছা করে হাতকড়া পরবে? একজন শিল্পীর
প্রতিভার প্রশংসা করো। কিন্তু বার্ধক্যে তার কী ঘটে
তাও লক্ষ করো, কীভাবে দক্ষ একজন শিল্পীর
কলাকৌশল হারিয়ে যায়। ফুলের গান শোনো এবং
কাঁটার গানও শোনো। "এটা ক্রয় করো।" "দূরে থাকো।"
"এখন আমি প্রস্তুত!" "প্রিয়তম, আজ আমরা এখানে
সমবেত হয়েছি—।" তুমি যদি এই দ্বৈত সংগীত শুনতে
না পাও, তাহলে কোনটা আসল তা নির্ণয় করা কঠিন।
অন্যান্য মানুষের সাথে তুমিও তাদের শিক্ষকদের পানে
তাকিয়ে দেখতে পারো। এই লোকগুলো কারা?
প্রতিটি শাবকের একটি মা থাকে যে তাকে খাওয়ায়
মানুষের আহার্য আসে ওপর থেকে। গাধা পান করে
যা নিচে পাওয়া যায়। যাদুকরেরাও দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে
কিন্তু যখন মূসা এসে লাঠি নিক্ষেপ করেন
সেটি সাপে পরিণত হয়, তখন কেমন দেখায়
যাদুর থালা? জীবন্ত কিছু যখন আসে তখন
মায়াজালও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। যারা অহঙ্কার ছেড়ে
আত্মার চোখ দিয়ে দেখে তাদের কাছে দেহের
মৃত্যুও সুন্দর। অর্থের প্রতিটি আসল রূপের একটি
প্রতিপক্ষ আছে। বু মাসালিম, যিনি সর্বদা যে কোনো
পরিস্থিতিতে ভুল উপাদান সংযোজন করতেন তিনি বলেন,
"ধর্ম ছাড়িয়েও আমি আত্মার পরিচালক।" এমন দাবির
জবাব হচ্ছে, অর্থ ও ক্ষমতার জন্যে কোনো কিছু জানার ভান
করো না।" সত্যিকারের একজন শেখের মোমবাতি
অনুসরণ করো। পূর্ণিমার চাঁদ মুসাফিরকে পথ দেখায়।
রাতের বেলায় একটি লণ্ঠন হাতে নাও, তাহলে তুমি
কাক ও বাজের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

BanglaBook.org

কখনো কখনো কাক বাজপাখির ভাষা অনুকরণ
করতে শিখে, মানুষ যেমন হুপু পাখির আওয়াজ
দিতে পারে সোলেমানের শব্দের গোপনীয়তা না জেনেই।
স্বাভাবিক ও কৃত্রিম হাঁকের পার্থক্য নিরূপণ করো।
নির্লজ্জ মানুষ সংশয়বাদী ও দরবেশদের কথা মুখস্ত
করে। এভাবেই প্রতিটি মহান সভ্যতার পতন ঘটেছে,
চন্দন কাঠ ও পাইনের মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করে।
অন্তর্দৃষ্টি! প্রতিটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি আছে, কিন্তু লোভ
সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে। চাহিদা থেকে দৈহিক
অন্ধত্ব কিছু নয়। যিশুর ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা একটি বিষয়।
ইর্ষায় আত্মক্রুশবিদ্ধ হওয়া ভিন্ন কিছু। হে মৎস্য, বড়শির
পানে তাকিয়ে থেকো না। স্মরণ করো, ক্ষুধা কোথায়
টেনে নিয়ে যায়। প্রতি জোড়া চোখ লক্ষ করো—
ষাড়, এক চোখবিশিষ্ট লোক তার গাধা নিয়ে যাচ্ছে,
সত্যিকারের মানুষ—দেখার কত শক্তি ও উপায়
আছে! এর কোনো শেষ নেই।
সেই ভৃত্যের কাছে ফিরে এসো, যে আরও রুটি চেয়ে
চিঠি লিখছে! কিন্তু লিখার আগে সে বাবুর্চির কাছে
গিয়ে অভিযোগ করে, "আমার খাদ্যের বরাদ্দ
সামান্য হ্রাস করা তো বাদশাহর মর্যাদার সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেন তিনি এমন করলেন?"

"তার নিজস্ব কিছু যুক্তি আছে, যা মোটেও অনুদার
কিছু নয় এবং যেহেতু এটি শাহী ফরমানের অংশ,
অতএব খাদ্যের বরাদ্দ রহিত থাকাই উচিত।"
অতঃপর প্রতিদিন ভৃত্যের থালা থেকে খাদ্যের কিছুটা
তুলে রাখা হতে থাকে এবং আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে সে।
আবার সে চিঠি লিখে, যে চিঠি দৃশ্যত শোভন ও
যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে বিষে ভরা।
ভৃত্যের প্রশংসার মাঝে বাদশাহ শুনতে পান
ক্রুদ্ধতার ধ্বনি। ওই লোকটির কথা কি মনে আছে
শতচ্ছিন্ন আলখেল্লা গায়ে যে ইরাক থেকে ফিরেছিল?
বন্ধুরা জানতে চায়, কী করে এমন হল।
"দীর্ঘদিন ধরে তোমাদেরকে না দেখার ব্যথা ছিল,
এর বাইরে চমৎকার ছিল সফর। দশটি খেলাত

BanglaBook.org

দিয়ে আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছেন খলিফা।”
এরপর ইরাকি বাদশাহর প্রশংসার আনুষ্ঠানিক
ঘোষণা শুরু করল সে। “একটু অপেক্ষা করো,”
বাধা দিল তার বন্ধুরা। তুমি যে মিথ্যা বলছ
তোমার পরিধেয় বস্ত্রই তা বলে দিচ্ছে!
তোমার উচ্চারিত শব্দ প্রশংসার হলেও তোমার
চেহারায় অভিযোগ পরিস্ফুট।”
“নতুন জামাগুলো আমি গরিবদের দান করেছি।”
“ভালো কথা, কল্যাণ হোক তোমার, কিন্তু তবুও
তোমার চেহারায় বিষাদের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।
আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার আনন্দ ও সন্তুষ্টির
নিশানা কোথায়? চেতনার জন্যে প্রেমের প্লাবন
যদি বয়ে চলে, কোথায় যায় সেই স্রোতধারা?
কেন তুমি এত বিষাদগ্রস্ত?” যখন যথার্থ প্রশংসাও
উদারতা আসে, তখন নিঃসঙ্গতা থাকে না।
একশো অস্তিত্ব আসে এবং বাক্সে আবদ্ধ থাকে।
মাটিতে বীজ বপন করলে অঙ্কুরোদগম হবেই।
অঙ্কুর না গজানোই বরং অসম্ভব ব্যাপার!
‘হু’ উদ্যানে আল্লাহর দম পরিসর সৃষ্টি করে।
এছাড়া আছে স্বচ্ছ ঝর্না ও মিলিতভাবে বসার স্থান,
এবং সকল রঙের ফুল, সর্বত্র অনুভূত হয়
প্রেমিকের উপস্থিতি, ঝিনুক যেমন মুক্তা ঘিরে থাকে
মেকি উৎসাহের মাঝে এসবের কোনো কিছুই থাকে না।
অনেকেই এই পার্থক্যগুলো খুব দ্রুত বুঝে ফেলে।
পিঁয়াজের গন্ধ শুঁকে গোলাপ জলের স্বাদ পেয়েছে
বলে যে দাবি করে তার সব কথাই আসলে অর্থহীন।
হৃদয় এক বিশাল বাড়ি, যার প্রাচীরের একটি ফুটো
BanglaBook.org
দিয়ে পড়শিরা সবকিছু দেখতে পায়। যদিও বাড়ির
মালিক জানে না যে তার কার্যকলাপের ওপর
নজর রাখা হচ্ছে। ভিতরটা প্রত্যেকে দেখতে পায়!
প্রত্যেকে জানে যে কী ঘটে চলেছে তোমার হৃদয়ে।
ভেবে দেখ, তোমার প্রস্রাব পরীক্ষা করে, নাড়ি টিপে
এবং চেহারা দেখে চিকিৎসক কীভাবে তোমার
স্বাস্থ্যের অবস্থা বলেন। চিকিৎসকের বোধ কত গভীরে
যেতে পারে! তোমার জন্মের আগে এবং যেভাবে বৃদ্ধি

পেয়েছে তোমার অবয়ব তারা তা দেখেছে। স্মরণ রেখ,
বেস্তামি কীভাবে বু'আল হাসানের আধ্যাত্মিকতার কথা
ঘোষণা করেছিলেন। একদিন তিনি ও তার মুরিদরা
রা'য়ী অঞ্চলের সমতলে হাঁটছিলেন। সহসা বেস্তামি
খারাকানের মিষ্টি সুবাস টেনে নিলেন। সেই মিষ্টতায়
তিনি কাঁদলেন ভাবাবেশে। চোখ মুদলেন তিনি এবং
বাতাসের মাদকতার মাঝে হারিয়ে গেলেন।
বরফশীতল পানির পাত্রের বাইরে যখন পানির
ফোঁটা জমে উঠে, সেগুলো ভিতরের পানি বেরিয়ে
আসা নয়, বরং পাত্রের শীতলতায় বাইরের
বাতাস ঘনীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে।
অনুরূপ খারাকানের বাতাস বেস্তামির মুখের
ওপর পানি হয়ে দেখা দেয় এবং তার ভিতরটা
রূপান্তরিত হয় মদিরায়। তিনি মাতালের মতো
দুলতে থাকেন। এক মুরিদ তাকে অনুনয় করে,
"কোন অদৃশ্য নিশানা দেখে আপনার চেহারা
প্রথমে গোলাপি ও পরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল?
আমরা যারা আল্লাহর সান্নিধ্য আশা করি
একইভাবে আপনিও আমাদের আকাঙ্ক্ষা।
প্রতি মুহূর্তে যে কোনো স্থান থেকে বার্তা আসছে।
ইউসুফের জামা তুলে ধরে আপনি ইয়াকুবের মতো
গন্ধ শুঁকতে পারেন। আপনার উপলব্ধির কিছু
আমাদেরকেও অবহিত করুন! একটি কথা বলুন।
আপনার বাজপাখি কী ধরেছে তা দেখাতে দিন।"
একবার নবী মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছিল।
অদৃশ্য থেকে এক চেতনার আগমন তিনি অনুভব
করেন এবং সেটির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।
BanglaBook.org
কিন্তু সে সীমাহীন এক কাহিনি। বেস্তামি উত্তর
দিলেন, "আধ্যাত্মিক এক রাজা, একজন বন্ধু এখানে
আসছেন। তার মুখ হবে আল্লাহর গোলাপের মতো।"
"তার নাম কী?" "বু'আল হাসান," তার বৈশিষ্ট্যের
বিবরণ দিলেন বেস্তামি—তার থুতনি, ভুরু, উচ্চতা,
তার চুল এবং তার মুখটা দেখতে ঠিক কেমন হতে পারে।
আত্মার গুণাবলি ও তার আত্মনিবেদনের ধরন।
দেহের বৈশিষ্ট্য এবং ঘণ্টাকাল টিকে থাকা তার জান্তব শক্তি

তোমার মূল ভালোবাসার সাথে তুমি ওসবকেও
ভালোবেসো না। তোমার ঘরে প্রদীপের আলো এবং
সূর্যালোক দুটিই আছে। তোমার দেহ চিনামাটির
তৈলাধার, একটি আলোর উৎস। তোমার আসল
অস্তিত্ব অপরূপ, বিস্তৃত, বিচরণ করছে বিশালতায়,
এবং ওই আরেকটি আলোর উৎস তোমার বাড়ির
অভ্যন্তর। তোমার নাকের নিচে যে গোলাপ ধরে আছ,
সেখানেই তার আকৃতি এবং তোমার মস্তিস্কের প্রাসাদে
যে সুবাস উঠে যাচ্ছে তাও সেখানে। আল্লাহর আলোর
গুণকে উপভোগ করতে শেখ। ইউসুফের জামা
খুব সাবধানে মিশরে পাঠিয়েছিল তার ভাই জুদাহ,
যাতে মিষ্টি সুবাস কেনানে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
বেস্তামির মুরিদরা ভবিষ্যদ্বাণী এবং যা কিছু ঘটেছিল
সবকিছু লিখে রাখে। সুরক্ষিত সেইসব বিবরণীতে
বু'আল হাসানের উদারতা, এমনকি কখনো কখনো
তার পথ রুখে দাঁড়াবার ঘটনাও সবিস্তারে লিখা আছে।
কী থেকে সুরক্ষিত? ত্রুটিপূর্ণ পরিবর্তন থেকে।
বেস্তামির মতো অনুপ্রেরণামূলক ভবিষ্যদ্বাণী, জ্যোতির্বিদ্যা বা
গণিত কিংবা স্বপ্নের ব্যাখ্যার মতো আসে না।
সুফীরা এটাকে যাদের শোনা উচিত নয় তাদের থেকে
আড়াল করতে বলেন, 'কলবের-জ্ঞান'। এর উৎপত্তি
কলব থেকে। যেখান থেকে আল্লাহ আসেন।
তোমার চেতনা যখন তোমার প্রেমের মাঝে এবং
তোমার প্রেম আল্লাহর মাঝে তখন ভুল করা বা
ভুল বলা যেতে পারে না। ওই আলোতে কোনো দ্বিধা নেই।
দৃষ্টান্ত হিসেবে দারিদ্রকে বিবেচনা করো, ওই অবস্থায়
যদি তুমি থাকতে, তোমার খাবার কিছু না থাকত;
ফেলে দেয়া বাতিল কিছু থেকে বেহেশতের সৃষ্টি,
বিপর্যস্ত ও অসহায়দের কাছেই নিরাময় আসে।
আক্রমণেই সম্ভব আক্রমণকে প্রতিহত করা,
সুফীরা জানেন কোনো কিছু নিয়ে নেয়া হলেই কেবল
অনুগ্রহ আসে। তসবির দানা মুক্তা হয়ে যায় এবং
দরবেশ হয়ে উঠেন সমুদ্র, যিনি মুক্তা লুকিয়ে
রাখেন কৃতজ্ঞতায়। পার্থিব জগৎ অপসৃত হলে
সান্নিধ্যই প্রধান হয়ে উঠে। কেউ জেসমিনের

BanglaBook.org

সুবাস হারানোকে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া
মনে করলেই বা কী। এমন যখন ঘটে সে অবাক
হয়ে ভাবে যে সে কী করেছে। সেই ভৃত্যের মতো
যার খাদ্য হ্রাস করা হয়েছিল বলে সে অবাক
হয়েছিল। তার কথা কি মনে আছে?
বাদশাহ শুধু চিঠির অন্তর্নিহিত হীনতা পাঠ
করেছিলেন এবং কোনো উত্তর দেননি। "কী করে এটা
হতে পারে?" ভৃত্য প্রশ্ন করে। "হয়ত পত্রবাহক
ঈর্ষাবশত এটা গোপন করেছে। আমি আরেকটি চিঠি
লিখে ভিন্ন বাহকের মাধ্যমে পাঠাব।" সে তাই করে,
কিন্তু বাদশাহ আবারো নীরবতা বজায় রাখেন।
পর পর পাঁচ বার এমন ঘটে। অবশেষে বাদশাহর
সহচর পরামর্শ দেয়, " তাকে কোনো একটা উত্তর
দেয়াই হয়ত যথার্থ হবে। হাজার হোক, সে তো আপনারই
ভৃত্য।" "ঠিক বলেছ, লোকটির চিঠির উত্তর দেয়া সহজ,
কিন্তু সে আসলে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক চায় না।
সে চায় মিষ্টান্ন এবং কেটলির তরলের একটি অংশ,
ব্যস, এটুকুই। আমার বিচক্ষণতার সাথে কোনো যোগসূত্র
তার কাম্য নয়, আর নিঃসন্দেহে সে মিলন চায় না।
সে আহম্মক এবং সে জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করব,
কিন্তু তার সাথে মেলামেশা আমাদের উচিত নয়।"
আকাশ ও মাটিকে একটি আপেল বলে কল্পনা করো,
যেটি জন্মেছে ঐশ্বরিক ক্ষমতার বৃক্ষ থেকে।
আপেলের মধ্যে সুখে বাস করে এক ধরনের কীট,
যার অস্তিত্ব সম্পর্কে বৃক্ষ, উদ্যান এবং উদ্যান রক্ষক
সম্পূর্ণ অনবহিত। আরেকজন গতির মাঝে দুভাগ
করে আপেলটি। ভবিষ্যদ্বাণীতুল্য আগুন প্রথমে ধীরে
জ্বলে, স্ফুলিঙ্গ থেকে তুলার আঁশে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত
গন্ধকপূর্ণ ড্রাগন হয়ে স্পর্শ করে তারার আলো।
এভাবেই মানুষ আহার ও নিদ্রার সাথে তাদের
সংলগ্নতা থেকে ফেরেশতাদের ছাড়িয়ে অব্যক্ত কোনো
অবস্থায় যায়। চেতনায় তুমি এক শাহজাদা, যার কাছে
বাগদাদ ও সমরকন্দের দূরত্ব মাত্র অর্ধ পদক্ষেপ।
পাশব শক্তি তোমার চোখে আলো দেয় এবং দ্রুততর
করে তোমার পা। সেই শক্তিতে তোমার চুল

BanglaBook.org

বৃদ্ধি পায় এবং চকচক করে। কিন্তু আরও গভীরতর
শক্তিতে প্রবেশ করো। সেখানে তোমাকে স্বাগত
জানাবেন মুহাম্মদ এবং জিব্রাইল পিছে হটে বলবে,
"আমি আরও নিকটবর্তী হলে তোমার অহঙ্কার
আমাকে গ্রাস করবে। এ আরেক অনন্ত বিষয়
ভৃত্য তখনো তার প্রতি অবহেলার অভিযোগ করছিল,
একবার যেভাবে বাতাস বইছিল সোলেমানের
সিংহাসন ঘিরে। "আজ তুমি এত বিদ্বেষপরায়ণ
কেন?" সোলেমান প্রশ্ন করেন। "আপনি নিজেই যখন
স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছেন তখন আমার ওপর
রাগ করবেন না। আমার সাথে সদাচরণ করলে
আমিও আপনার প্রতি অনুরূপ থাকব।" সোলেমানের
মুকুট তার মাথার একদিকে সামান্য হেলে পড়ে।
তিনি তা সোজা করেন, কিন্তু মুকুট আবার হেলে যায়।
আট বার এমন ঘটে। " তুমি এমন করছ কেন?"
মুকুট উত্তর দেয়, "আমাকে করতে হবে। আপনার
ক্ষমতা যখন আবেগহীন হয়ে পড়ে তখন আমাকে
দেখাতে হয় যে সেটা কেমন দেখায়।" তখনই সোলেমান
সত্য মেনে নেন। অন্যদের বিচার করতে ব্যস্ত ছিলেন
তিনি, আর তার ব্যক্তিগত কিছু আকাঙ্ক্ষা বিক্ষিপ্ত
করছিল সমাজকে। তিনি হাঁটু গেড়ে মার্জনা ভিক্ষা
করেন। নিজ থেকে সোজা হয়ে যায় মুকুট।
কোনো কিছুতে ভুল হলে প্রথমে নিজেকে দোষ দাও।
ফেরাউনের মতো হয়ো না, যে নিস্পাপ শিশুদের
মস্তক ছিন্ন করছিল, অথচ যে দুশমনের অন্বেষণ
সে করছিল, সেই মুসা তার নিজের ঘরেই ছিল।
BanglaBook.org
একজন সোলেমান কিংবা একজন প্লেটোর জ্ঞানও
অসার ও অন্ধ হতে পারে। শোন, তোমার মুকুট
যখন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বাইরের
জগতের প্রতি তুমি এত শীতল কেন,
তখন বুঝতে হবে তুমি তোমার ভিতরে লালন
করছ লোভী শক্তিকে। বেস্তামির মৃত্যুর পর
ঘটনাটি ঘটল, ঠিক তিনি যেমন বলেছিলেন,
বু'আল হাসানই হবেন তার সমাজের শেখ।
প্রতিদিন বু'আল হাসান বেস্তামির মাজারে যান

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নিতে। বেস্তামি স্বয়ং স্বপ্নে তাকে একাজ করতে বলেছেন। প্রতিদিন ভোরে তিনি মাজারের সামনে গিয়ে মাঝ-সকাল পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। হয় বেস্তামির আত্মা আসে এবং তার সাথে কথা বলেন অথবা তার প্রশ্নগুলোর উত্তর পান নীরবতার মধ্য দিয়ে। এক রাতে প্রচুর তুষারপাত হল। শনাক্ত করা যাচ্ছিল না কবরগুলো। নিজেকে নিরুদ্দিষ্ট অনুভব করছিলেন বু'আল হাসান। অতঃপর তিনি শেখের কণ্ঠ শুনলেন, "পৃথিবী তুষারের তৈরি। তুষার পড়ে ও গলে যায় এবং আবারও তুষারপাত হয়। তুষার নিয়ে ভেব না। আমার কণ্ঠের শব্দের পানে এসো। সবসময় এ দিককেই অনুসরণ করো।" সেদিন থেকে বু'আল হাসানের জ্ঞান লাভের অভিজ্ঞতার সূচনা হল, যা আগে তিনি শুধু শুনতেন বা পাঠ করতেন।

ওই ভৃত্য তখনো বিচলিতভাবে লিখে চলেছিল তার অভিযোগপূর্ণ চিঠি। আমাদের মাঝে চুলকানির মতো একটি অংশ আছে। সেটিকে পশুর আত্মা বলো, এক ধরনের মূর্খতা, যখন আমরা এর মাঝে থাকি চারপাশের সকলকে চুলকানি ধরিয়ে দেয়। পাশাপাশি বুদ্ধিদীপ্ত একটি আত্মা আরেকটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিরাজ করে, অনেকটা সুস্বাদু পুদিনার মতো অথবা মৃদুমন্দ বায়ুর অনুভবের মতো। বুদ্ধিমান আত্মা থেকে এমনকি যদি গালিও আসে তা শোন এবং কৃতজ্ঞ থেকো। যেখানে তোমার প্রবাহের শেষ, এটি তার কাছাকাছি প্রবাহিত হয়। কিন্তু সেই অস্বস্তি আমাদের মুখে যে খাবার ঢুকিয়ে দিতে চায় তা অসুস্থ করে তোলে, গর্দভের পশ্চাদদেশ চুম্বনের অস্বস্তির মতো। ঠিক যেন সাহচর্যের টেবিলের কাছাকাছি কোথাও না হয়েও তোমার আলখিল্লায় লেগে গেছে কেটলির কালো দাগ। মানুষ হওয়ার সত্য হচ্ছে আত্মার বিচক্ষণতায় তৈরি একটি শূন্য টেবিল, তোমার পশু আত্মাকে যা দিয়েছ ক্রমে তা হ্রাস করো, হাজার হলেও রুটি উপচে পড়ে সূর্যালোক থেকে।

BanglaBook.org

পশু আত্মা স্বয়ং ঝরে পড়ে এবং গজিয়ে উঠে
আরেকটি থেকে। যা তোমার স্বচ্ছ আলোকে পুষ্টি দেয়
তুমি তারই স্বাদ নাও, তাহলে ধোঁয়াপূর্ণ চুল্লি তোমাকে
কম ব্যবহার করতে হবে। মাটিতে পুঁতে ফেলো
রুটি তৈরির সকল সরঞ্জাম। জ্ঞান দুই ধরনের :
একটি আহরিত, কোনো শিশু যেমন পাঠশালায় ঘটনা
মুখস্থ করে, ধারণা নেয় বইপুস্তক থেকে এবং শিক্ষক
সনাতন ও নতুন বিজ্ঞান থেকে তথ্য সংগ্রহ
করে তাকে যা শেখায়। এ ধরনের জ্ঞান দিয়ে তুমি
করে নিতে পারো স্থান। তথ্য ধারণের যোগ্যতায়
তুমি এগিয়ে যেতে পারো বা অন্যদের পিছনে ফেলতে
পারো। এই বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তুমি জ্ঞানের মাঠের ভিতরেও
বাইরে ঘুরাঘুরি করে সবসময় যোগ করতে পারো
অধিক নম্বর। আরেক ধরনের জ্ঞান, যা ইতিমধ্যে
পরিপূর্ণভাবে আছে তোমার ভিতরেই। ঝর্না তার উৎস
থেকে উপচে পড়ছে। তোমার হৃদয়ের একেবারে কেন্দ্রে
এক ধরনের নির্মলতা। এই জ্ঞান বিবর্ণ হয়ে যায় না,
নিশ্চল হয় না। এটি তরল এবং লেখাপড়া শেখানোর
প্রক্রিয়ার মতো বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করে না।
এই দ্বিতীয় জ্ঞান ঝর্নার উৎসের মতো তোমার ভিতর
থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। সেখান থেকে পান করো!
এক লোক বু'আল হাসানের কাছে আসে উপদেশ নিতে।
"অন্য কারো কাছে যাও," তিনি বলেন, " আমি তোমার
দুশমন। আমি বলব আমার সুবিধা মতো।
তোমার মেষপালের দায়িত্ব কোনো নেকড়েকে দিয়ো না।
বন্ধুদের সাথে বসে তাদেরকে প্রশ্ন করো। অতীতে তুমি
BanglaBook.org
আমার সাথে ঘৃণার আচরণ করেছিলে এবং আমি
সাড়া দিয়েছিলাম। সাহায্যের জন্যে তার কাছে যাও
যে তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।"
"বু'আল হাসান, আমি জানি, আপনি সত্য বলছেন,
দীর্ঘদিন ধরে আমাকে শত্রু ভেবে রেখেছেন, কিন্তু
চমৎকার স্বচ্ছতার অধিকারী আপনি, যা আমাকে
আপনার উপদেশ থেকে বঞ্চিত করবে না বলে জানি।"
কারো প্রতিশোধ স্পৃহা দমনের উজ্জ্বল একটি কারণ
থাকে, ঠিক যেমন নগর কেন্দ্রে কোতোয়ালির বৃদ্ধ

অধিকর্তার অধীনে পুরো এলাকা থাকে সুরক্ষিত।
বিড়াল যেমন ইঁদুরের গর্তের সামনে অপেক্ষা করে,
কিন্তু ইঁদুরের অপেক্ষা অর্থহীন। যে শক্তি আমাদের
চৌর্য শক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে, সেটি একটি সিংহ।
সিংহ গর্জন করে এবং ছুটে পালায় ছোটো ছোটো প্রাণী।
কিন্তু নগরীর সকল চোর যদি চুপিসারে রশিতে
ঝুলিয়ে রাখা বস্ত্র নিয়ে পালায় তাহলে কী হবে?
তখন কে কোতোয়ালির অধিকর্তা তা ধর্তব্যে আসে না।
হুদাইলের এক তরুণকে মুহাম্মদ তার বাহিনীর
সেনাপতি নিয়োগ করেন। ভিতরের পানে দৃষ্টি দাও
যে তোমাকে পরিচালনা করে! যুক্তির আত্মা পর্বতের
নির্জনতার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমার গাধাকে।
গাধা যখন বন্ধনহীনভাবে নিজের মতো চলতে থাকে,
স্বচ্ছ যুক্তি তাকে সতর্ক করে, এ স্থান নেকড়ে দ্বারা
পরিপূর্ণ, যারা তোমার অস্থি চিবিয়ে সুস্বাদু মজ্জা
খেতে ভালোবাসবে।" তোমার মাঝে যে আত্মার অস্তিত্ব
সেটি গাধা নয়, অনেকটা ঘোড়ার মতো এবং
মুহাম্মদ ধীরস্থির পালকের মতো শান্তভাবে বলেন,
'তা' আলাও', অর্থ্যাৎ 'এসো, এসো, আমি তোমার প্রশিক্ষক।'
তুমি হোঁচট খাচ্ছ, আমি তোমাকে স্বচ্ছন্দে চলতে বলছি,
প্রাণবন্ত ও ভদ্রভাবে, যা বাদশাহর আরোহণের
জন্যে যথার্থ। শৃংখলা মানতে প্রত্যেকে অনিচ্ছুক।
কারণ এটা সহজ। ওই আহ্বান শোন, 'এসো, এসো।'
কেউ এই কান দিয়ে শোনে, আর অনেকে শান্তির
আমন্ত্রণ শোনে গোপন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা।
আল্লাহর দাসে পরিণত হলে তুমিও স্বয়ং একথা
সবাইকে বলবে, 'তা' আলাও' ফিরে এসো, এসো।'
BanglaBook.org
অর্থ্যাৎ মুহাম্মদ এক তরুণকে নির্বাচন করেন নেতা
এবং এ নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠে। এক মানব আত্মা
এই তরুণ, যাকে নিয়ে ঈর্ষা হয়, গুজব উঠে, কিন্তু কেন
কেউ তা দেখে না। এ জগতের অনেক চমৎকারিত্বের
একটি হচ্ছে কারাগারে উপবিষ্ট এক আত্মাকে দেখা,
যে কারাগারের চাবি তার নিজেরই হাতে।
ধূলিতে আচ্ছন্ন, অথচ নাগালের মধ্যেই পানির ধারা।
আরামদায়ক শয্যা ও মাথা রাখার কোমল বালিশ

থাকা সত্ত্বেও এক যুবক শুধু এপাশ ওপাশ করে।
জীবন্ত একটি প্রভু আছে তার, তবুও আরও চায় সে।
কোনো বন্দির যদি বাইরে বাস করার অভিজ্ঞতা
না থাকত তাহলে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের
যন্ত্রণার উপলব্ধি তার হত না। যাদের আকাঙ্ক্ষা
আছে তারা জানে এর বাইরেও পরিতৃপ্তি আছে।
পথের পরিমাপ তারাই করে যারা পথ হারিয়েছে।
ছোট্ট ফাটল দিয়েই স্বাধীনতার গোপন দ্বার উন্মুক্ত
হয়, যা হয়ত তোমার চোখেই পড়ে না।
বহু জিনিসের প্রতি তোমার ভালোবাসাই প্রমাণ করে
যে সেগুলো আসলে এক। উদ্যানের প্রতিটি বৃক্ষের
খাড়া কাণ্ড ও শাখা মাটির নিচে অতি তৎপর
শিকড়ের জালের সাথে যুক্ত। মদ্যপায়ী যে সচেতনতা
চায় সেই স্বাদ মদের মাঝে পাওয়া যাবে না।
কিন্তু সেই ব্যর্থতাই তার গভীর তৃষ্ণাকে নিকটতর করে।
অতএব, হৃদয় উপেক্ষা করতে থাকে পানির ধারা ও
কারা কক্ষের চাবিকে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সকল
অস্থিরতার একটি নির্দেশনা আছে।
তরুণদের গুণাবলির কাছে বৃদ্ধ অধিনায়করা অন্ধ,
তাদের ক্লান্ত যুক্তি দিতে থাকে তারা; শীতের বৃক্ষের
পত্রহীনতা, আলোহীনতার মতো বয়সের সাথে আসে
আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা। ভবিষ্যদ্বাণী তুল্য এমন বাক্য
বৃদ্ধ সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যারা মুহাম্মদকে
উপদেশ দেয়ার কথা ভাবে! বন্ধুর সান্নিধ্যে
কোনো শব্দ প্রয়োগ কোরো না। তুমি যখন প্রেমিকের
সাথে উপবেশন করো, যে সহচরী তোমাদেরকে
মিলিত করেছে তাকে চলে যেতে বলো।'
BanglaBook.org
নীরবতাই উত্তম। জিজ্ঞাসিত হলেই শুধু কথা বলো
এবং খুব শান্তভাবে, যেন তুমি আমার কাছ থেকে
নেয়া কথাগুলো শুনছ হুশামের মাধ্যমে।
হুশাম ন্যায়পরায়ণতার ওপর আমার বক্তব্যের
রাশ টেনে বন্ধুর উল্লেখ আছে যেখানে সে অংশটি
দীর্ঘতর করে। হুশাম, তোমার মাঝে আছে অন্তরের দৃষ্টি,
শব্দের কী প্রয়োজন তোমার? হতে পারে এটা
কবি আবু নুওয়াসের কবিতার মতো, যিনি বলেছেন,

"সুরা ঢেলে দেয়ার সময় এ সম্পর্কে আমাকে বলো!'
পান পাত্র ঠোঁটে তোলার সময় কান বলে উঠে,
আমিও একটু চাই।' "লাজ রাঙা হওয়াই কি
যথেষ্ট নয়? দেখো, তুমি কেমন লাল।"
'না, আমি উত্তাপের চেয়ে বেশি চাই', কান বলল।
'স্বাদ পেতে চাই আমি!' যতক্ষণ সম্ভব প্রচলিত
অলঙ্কারবহুল কথা শুনলেন মুহাম্মদ।
"তুমি উটের বিষ্ঠা এনে তা আমাকে খেতে বলছ?"
বিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহর সাথে উপনীত হওয়া
সিদ্ধান্তের মদিরার স্বাদ সারাক্ষণ নিচ্ছিলেন মুহাম্মদ,
সে মদিরা একটি প্রশ্নের, "আমি কি তোমার প্রভু নই?"
এবং একটি উত্তরের "হ্যাঁ, অবশ্যই।" সাত নিদ্রালু
ব্যক্তি সেই মদিরা পান করে এবং তিনশো নয় বছর
ধরে ঘুমায়। মিশরীয় রমণীরা এক পাত্র পান করে
এবং হারিয়ে যায় ইউসুফের প্রেমে। ফেরাউনের
যাদুকরেরা এর সুগন্ধ নেয় এবং তাদের কাছে
ফাঁসিকাষ্ঠগুলোকে তাদের পানে এগিয়ে আসা
প্রেমিকার মতো মনে হতে থাকে। জাফর যুদ্ধে
হারিয়েছিলেন তার হাত ও পা, তবুও তিনি উড়তেন
এই 'হ্যাঁ' এর মদিরার প্রভাবে। বেস্তামি এক রাতে
এর মাঝে পুরোপুরিই হারিয়ে গিয়ে তার মুরিদদের
কাছে ঘোষণা করেন, "আমি ছাড়া কোনো আল্লাহ
নেই! আমিই আল্লাহ!"
ভাবাবেশ কেটে গেলে মুরিদরা তার মুখোমুখি হয়।
"আমি যদি আবার তেমন বলি, আমাকে হত্যা করো।
আল্লাহ তো দেহের বাইরে, আমার দিকে দেখো,
এখনো এই দেহেই আছে।" পরের রাতে বেস্তামি
আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন ভাবাবেশে। খাদ্য পরিবেশন
করা হয়। ভোর হয়। সূর্যালোকে অসহায়ভাবে কাঁপে
তার মোমবাতির শিখা। সুলতানের উপস্থিতিতে
অধস্তন কোনো কর্মকর্তার মতো যুক্তি এক কোণায়
ঠাঁই করে নেয়। জীবনের স্রষ্টা যখন কোনো মানুষের
মাঝে প্রবেশ করে তখন সে মিলেমিশে একাকার হয়;
এক তুর্কি, যার আরবি ভাষার কোনো জ্ঞান ছিল না
সে আরবি বলতে শুরু করে, শব্দমালায় পরিণত

BanglaBook.org

হয় বিশ্ব প্রতিপালকের কল্পনা।
"এই আলখিল্লার ভিতরে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই।
অন্যত্র খুঁজছ কেন?" আগের চেয়েও আরও প্রচণ্ড
খোদাদ্রোহী কথা বলেন বেস্তামি। মুরিদরা এবার
বের করে তাদের ছোরা ও ধারাল অস্ত্র, কিন্তু তারা
নিজেদেরকেই আঘাত করে। বেস্তামি সেখানে নেই।
তার গলা কাটবে বলে যারা ছুরি তাক করেছিল,
তারা কেটে ফেলে নিজেদের গলা। যারা তার বক্ষ
স্থির করেছিল, তারা নিজেদের বক্ষ বিদীর্ণ করে।
নিঃস্বার্থ কেউ আয়নায় পরিণত হয়। সেখানে তুমি
শুধু নিজেকেই দেখতে পাও। এখানেই ভাষার
সমাপ্তি ঘণ্টা উচিত। আমরা ভালোবাসার মদিরা
ঢেলে দিয়ে ছাদের প্রান্তে চলে এসেছি। এখানে বসো,
কিন্তু তোমার গোপন কথা বোলো না।
এই স্থানকেই আত্মা সবচেয়ে বেশি ভয় করে।
এই উচ্চতায়, ভাবাবেশের এই শীর্ষেই সম্ভব অসতর্ক
অসৌজন্যমূলক উত্তেজনার উচ্ছ্বাসকে ভুলে যাওয়া।
মুহাম্মদের ধ্যানেও এমনি ছেদ পড়ত যুক্তি
প্রদর্শনকারী সৈনিকের দ্বারা এবং তিনি নিয়ন্ত্রণ
হারিয়ে ফেলতেন। কথা না বলে পারতেন না তিনি।
এভাবেই নিষেধাজ্ঞা এসেছিল মদিরার ওপর।
মদ কাউকে তার সত্তার বাইরেও আরেক জনকে
সৃষ্টি করে এবং সে অবস্থায় অতি নমনীয় একজন
শান্ত হয়ে যায়, আরেকজন, যার রাগ চাপা থাকে,
হীনতা তাকে পেয়ে বসে এবং অধিকাংশ মানুষের
ক্ষেত্রে যখন এটিই ঘটে, তখন মদ নিষিদ্ধ করা
BanglaBook.org
অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো
ঘটনার চেয়ে বরং সাধারণভাবে নেয়া হয়, যা মনে হতে
পারে ব্যতিক্রম, ঠিক হুদাইলের তরুণের মতো
তারুণ্য ছাড়াও যার ছিল পরিপক্ক বিচক্ষণতা।
চেহারার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় ব্যতিক্রমী মেধা।
কোনো প্রমাণ বা ব্যাখ্যা ছাড়া খাঁটি আলো উদ্দেশ্যের ত্বক
ভেদ করে কেন্দ্রের দিকে যায়। যে শুধু বহিরাবরণ দেখে
তার কাছে খাঁটি ও একটি ভালো সংখ্যার মধ্যে
পার্থক্য সামান্য। খেজুরের ঝুঁড়িতে কী আছে কী করে

সে তা জানবে? ধোঁয়ায় সোনা কালো হয়ে যায়,
ফলে চোর কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না।
চকচকে করে তোলা হয় পিতল, ফলে প্রভেদ নির্ণয়ে
অক্ষমের কাছে ও তা মূল্যবান বলে প্রতিভাত হয়।
কিন্তু সোনা থেকে চকচকে পিতলের পার্থক্য নির্ণয়েরও
পথ আছে। কাঁচি দিয়ে চুল ছাঁটো এবং সেগুলো
কোনো তরলের মাঝে রাখো যেখানে সবকিছু
স্বচ্ছ দেখা যায়। ভিতরে তাকাও এবং দেখ।
একজন মানুষের ভালোবাসার উৎস কোথায়!
ওটাই বাস্তবতা, ওরা যা বলে তা নয়।
ভণ্ডরা মনোযোগ দেয় অবয়বে, সেটিই তো সত্য মেনে
নেয়ার সঠিক ও ভুল পথ। তার চেয়ে বরং
বিশ্বজনীন আলোতে বিকশিত হও।
অস্তিত্বহীনতা থেকে যখন এর আত্মপ্রকাশ ঘটে
তখন আল্লাহ তাকে একটি খিলাত এবং এক সহস্র
বিভিন্ন নাম দেন, ওই মিষ্টি গন্ধী নামগুলোর
একটি 'সেই একজন যিনি কারো কাজে লাগেন না।'
সেটির আবির্ভাবে আঁধার হয়ে যায় দিবালোক এবং
তোমার মূর্খতার কারণে যখন এই সৌন্দর্য
উপলব্ধি করতে পারো না, তা তোমার সামনে
মূর্ত হয়ে উঠে, তখন মনে হয় রাতের অন্ধকার
এর পাশে জ্বলজ্বল করছে। এই আলোর সাথে
তোমার চোখকে অভ্যস্ত করে তোল। তোমার নিজের ঔজ্জ্বল্য
থেকে বঞ্চিত হয়ো না! বাঁদুরের মতো মন নিয়ে
থেকো না, যা জটিলতা ও সন্দেহ এবং না জ্বালানো
বাতির আধার পছন্দ করে। বাদুরেরা এসবই খোঁজে
ভিতরে গুটিয়ে থাকতে, কারণ বাদুরের অর্জন মনে হয়
BanglaBook.org
তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি। সে তোমাকে প্রভাবিত করে
ও দ্বিধার মধ্যে ফেলে—গুহার শাখা বিস্তারের মতো।
একটু একটু করে নিজেকে অভ্যস্ত করো তোমার নিজস্ব
আলোর সাথে, কখনো ছাদের ওপর।
একজন বুদ্ধিমান পুরুষ বা নারী নিজেকে পথ
দেখাবার একটি আলো। তাকে পথ দেখাতে দাও।
যে জ্ঞানের ওপর তাদের নির্ভরতা তা বিশ্বাস করো।
অর্ধ বুদ্ধিমান লোকই নির্দেশকের দায়িত্ব দেয়

বুদ্ধিমানকে। অন্ধ যেমন সাহায্যকারীর জামা
ধরে রাখে, সেও অনুরূপ শুধু ধারণ করে।
অন্যের মাধ্যমে সে কাজ করে, দেখে ও শিখে।
তৃতীয় এক ধরনের আছে, যারা বুদ্ধিহীন,
কারো উপদেশ নেয় না, ঘুরে বেড়ায় জনহীন প্রান্তরে,
একদিকে সামান্য দৌড়ায়, থামে, মোমবাতি ছাড়া
খুঁড়িয়ে হাঁটে, মোমবাতি রাখার আধার নেই,
কী চাইতে হবে সে ধারণা পর্যন্ত নেই।
প্রথমজনের বিচক্ষণতা ছিল নিখাদ। দ্বিতীয়জন
ভালোভাবে জানত প্রথমজনের কাছে তাকে
আত্মসমর্পণ করতে হবে। যিশুর সাথে নিশ্বাস
নেয় একজন। অন্যজন মরে যায়, যাতে যিশু
তার মাধ্যমে নিশ্বাস নিতে পারেন। তৃতীয়জন
ধুপধাপ করে এলোপাতাড়ি ছুটাছুটি করে, তালজ্ঞান নেই,
গড়িয়ে পড়ে, লাফ দেয়, সবকিছু করতে চেষ্টা করে।
কোনো পথ নেই এবং বেরুবারও কোনো উপায় নেই।
তোমাদের মতো একগুঁয়ে জেদি লোকদের উদ্দেশ্যে
একটি গল্প বলব আমি।
তোমরা 'কালিলাহ'য় হয়ত পড়ে থাকবে গল্পটি,
কিন্তু সেটুকু শুধু বহিরাবরণ। এটি মূল অংশ।
এক হ্রদে তিনটি বৃহৎ মাছ ছিল। জেলেরা হ্রদের
তীরে আসে জাল নিয়ে। তিনটি মাছই তাদেরকে
দেখতে পায়। সবচেয়ে বুদ্ধিমান মাছটি তখনই সিদ্ধান্ত
নেয় হ্রদ ছেড়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ, কষ্টকর যাত্রার।
সে ভাবে, "অন্য দুজনের সাথে আমি পরামর্শ করব না।
আমার সিদ্ধান্তকে দুর্বল করে দিতে পারে ওরা।
এত ভালোবাসে ওরা হ্রদকে, একে বাড়ি বলে।
BanglaBook.org
ওই অনুভবই ওদেরকে এখানে রাখবে।" সফরের সময়
কোনো মুসাফিরের কাছে উপদেশ চাও, এমন কারো কাছে
নয়, যার পঙ্গুত্ব তাকে এক স্থানে আটকে রেখেছে।
মুহাম্মদ বলেন, "কারো দেশকে ভালোবাসা ঈমানের
অঙ্গ।" একথাকে শুধু আক্ষরিক অর্থে নিয়ো না।
যেখানে তুমি যাচ্ছ সেটি তোমার আসল দেশ,
যেখানে আছ সেটি নয়। ওই হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা
করো না। হাদিস অনুসারে অজুর নিয়মের মধ্যে

দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্যে পৃথক পৃথক দোয়া আছে।
নাক পরিচ্ছন্ন করতে পানি টানার সময় আত্মার
সুগন্ধি কামনা করো। উপযুক্ত দোয়া হচ্ছে, 'হে রব,
আমাকে পরিচ্ছন্ন করো! আমার হাত এই অংশকে
ধৌত করেছে, কিন্তু হাত আমার আত্মাকে ধুতে পারেনি।
এক লোক ভুল প্রার্থনা করত ভুল স্থানের ক্ষেত্রে।
নাকের দোয়া করত শৌচকর্মের সময়ে।
আমাদের পশ্চাদদেশ থেকে কী বেহেশতের সুবাস
আসতে পারে? আহম্মকদের সাথে বিনীত হয়ো না,
আর মনিবের উপস্থিতিতে কখনো অহঙ্কার কোরো না।
তোমার বাসস্থানকে ভালোবাসা যথার্থ, কিন্তু প্রথমে
জানতে চাও, 'আসলে সেটি কোথায়?'
বিজ্ঞ মাছ লোকগুলোকে ও তাদের জাল দেখে এবং
বলে, "আমি যাচ্ছি।" আলীকে মুহাম্মদ একটি গোপন
কথা বলেন এবং নির্দেশ দেন তা কাউকে না বলার।
অতএব, তিনি একটি কূপের মুখের কাছে ফিসফিস
করেন। কখনো কখনো কথা বলার কেউ থাকে না।
তোমাকে অবশ্যই নিজ থেকে শুরু করতে হবে।
বুদ্ধিমান মাছ তার পুরো দেহকে চলমান পদচিহ্নে
পরিণত করে এবং কুকুরের তাড়া খাওয়া হরিণের
মতো পথে নিদারুণ যাতনা সহ্য করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত
সীমাহীন সাগরের নিরাপত্তায় পৌছে।
অর্ধ-বুদ্ধিমান মাছ ভাবে, "আমার পথ প্রদর্শক চলে গেছে।
আমারও উচিত ছিল তার সাথে যাওয়া, কিন্তু আমি
যাইনি। পালানোর সুযোগ হারিয়েছি আমি।
যদি তার সাথে আমি যেতে পারতাম!" যা ঘটে গেছে
তা নিয়ে আর অনুতাপ কোরো না। সেটা তো অতীত
BanglaBook.org
হয়ে গেছে। যেতে যাও। আর স্মরণ করো না।
এক লোক ফাঁদ পেতে একটি পাখি ধরে। পাখি বলে
"জনাব, আপনি তো জীবনে অনেক গরু ও ভেড়া
খেয়েছেন, তবুও এখনো আপনি ক্ষুধার্ত। আমার
হাড়ের ওপর যে সামান্য মাংস তাতে আপনার
রসনা তৃপ্ত হবে না, কিন্তু আপনি আমাকে ছেড়ে দিলে
আমি আপনাকে তিনটি জ্ঞান দেব। একটি বলব
আপনার হাতে দাঁড়িয়ে, একটি আপনার ছাদে গিয়ে,

আর একটি বলব ওই গাছটির শাখা থেকে।”
পাখির কথায় লোকটি বেশ মজা পায়। পাখিকে মুক্তি
দিয়ে তার হাতের ওপর বসতে দেয়। ‘প্রথম জ্ঞান :
যেই বলুক না কেন কোনো অসম্ভবে বিশ্বাস করবেন না।’
পাখি উড়ে গিয়ে লোকটির বাড়ির ছাদে গিয়ে বসে।
‘দ্বিতীয় জ্ঞান : যা অতীত তা নিয়ে দুঃখ করবেন না।
যা ঘটে গেছে অনুশোচনা করবেন না সে ব্যাপারে।’
“সেই সাথে বলছি, আমার দেহের অভ্যন্তরে
দশটি মুদ্রার সমান ওজনের বড়ো একটি মুক্তা
আছে। এর মালিকানা আপনার ও আপনার
সন্তানদের হওয়ার কথা। কিন্তু এখন আপনি
হারিয়েছেন সেটি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মুক্তার
অধিকারী হতে পারতেন আপনি, কিন্তু তা সম্ভবত
আপনার অনিবার্য প্রাপ্য ছিল না।”
সন্তান প্রসবকালে কোনো রমণীর চিৎকারের
মতো বিলাপ করে কাঁদতে থাকে লোকটি।
পাখিটি বলে, “আমি কি এইমাত্র বলিনি
‘যা অতীত তা নিয়ে দুঃখ করবেন না’, এবং
কোনো অসম্ভবে বিশ্বাস করবেন না?’ আমার পুরো
দেহের ওজনও দশটি তাম্র মুদ্রার সমান নয়।
কী করে আমার দেহের মধ্যে অমন ভারি একটা
মুক্তা থাকতে পারে?” বোধোদয় হল লোকটির।
“ঠিক আছে, আমাকে তৃতীয় জ্ঞানের কথা বলো।”
“জি হ্যাঁ, অপর দুটি জ্ঞানের এত উত্তম প্রয়োগ
করেছেন আপনি।” ‘মাতাল ও ঘুমিয়ে পড়ছে
এমন কাউকে উপদেশ দেবেন না। বালির ওপর বীজ
ছড়াবেন না। কিছু ছেঁড়া স্থান জোড়া দেয়া যায় না।’
BanglaBook.org

দ্বিতীয় মাছের কাছে ফিরে আসি, সেই অর্ধ-বুদ্ধিমান
মাছটি। তার পথ প্রদর্শকের অনুপস্থিতিতে
কিছুক্ষণ সে বিলাপ করে, এরপর ভাবে; “আমি যদি
মৃতের ভান করি... পেটটা পানির ওপরে তুলে
নিজেকে পানির মর্জির ওপর সপে দিয়ে ভাসতে
থাকি জলজ আগাছার মতো। মুহাম্মদ যেমন
বলেছেন, মৃত্যুর আগেই যদি আমি মরি।”

তাই করল সে। জেলেদের নাগালের মধ্যে এসে
পানির ওপর ভেসে উঠল আবার ডুবে গেল।
"এই মাছটি দেখো। উত্তম ও সর্ববৃহৎ মাছটি মৃত।"
একজন লেজ ধরে তুলে থুতু ছিটাল এবং ছুঁড়ে দিল
তীরে! মাছটি গড়াল, আর গড়াল এবং সন্তর্পণে
চলে এল পানির কাছে, এরপর আবার পানিতে,
জেলেদের জালের বৃত্তের একেবারে বাইরে।
এদিকে তৃতীয় মাছটি, যেটি নেহায়েত বোকা ছিল,
জেলেদের হাত থেকে ছাড়া পেতে অতি তৎপরতা ও
চতুরতার সাথে লাফ ঝাপ দিচ্ছিল উত্তেজনায়।
জাল ক্রমে বেষ্টন করল তাকে এবং যখন সে
ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত কড়াই এ শায়িত তখনো ভাবে,
"এখান থেকে যদি কোনোক্রমে বের হতে পারি,
তাহলে কখনো আর কোনো হ্রদের সীমানার মধ্যে
থাকব না। এরপর সমুদ্র! সীমাহীনতার মাঝে
হবে আমার ঘর।" এমন অভিপ্রায়কে সবসময়
গুরুতরভাবে নেয়া উচিত নয়! অনেকেই যা বলে
সেভাবে তারা কিছু করতে পারে না। তাদের মাঝে
আধ্যাত্মিক যুক্তির ঘাটতি আছে। জালে আটক পড়ার
বেদনাময় পরিস্থিতিতে তারা চিৎকার করে উঠে,
কল্পনা করো কীভাবে তারা পরিস্থিতি মোকাবেলা
করে। কিন্তু সে পরিস্থিতি কেটে গেলেই ভুলে যায়,
এবং আবার ফিরে যায় আয়েশের পরিতৃপ্তির হ্রদে।
অলঙ্কৃত ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ মোমবাতির কাছে
ফিরে আসে। যুক্তি বা আত্মার স্বচ্ছতা কোনো পীর,
শিক্ষক, বা মূসার শক্তির মতো, আঁকড়ে ধরাও
স্মরণ করার ক্ষমতার মতো। সভাসদ পরিপূর্ণ
BanglaBook.org
দরবারে একদিন মূসাকে দ্বন্দ্বে ডাকে ফেরাউন।
তাদের সংলাপ শোন ভোগের কল্পনায় স্বচ্ছতার
মোকাবেলা হিসেবে। ফেরাউন এবং কল্পনা হচ্ছে
বিশ্বে দাবানল সৃষ্টির মতো; তারা ভোগ করে।
মূসা এবং যুক্তি আগুন জ্বালে চেতনায়, তারা দান
করে জ্ঞান। ফেরাউন প্রশ্ন করে, তুমি কে?
মূসা উত্তর দেন, আমি যুক্তি, আল্লাহর পয়গম্বর।
ফেরাউন বলে, ভাবাচ্ছন্নের মতো আমাকে বাজে বলো না।

আমি জানতে চাই তোমার নাম ও বংশ পরিচয়।
মূসা বলেন, দাস হিসেবে আমার জন্ম ধূলিকণা হতে,
সেখানেই ফিরে যাব, অস্তিত্বহীনতা থেকে কোনো কিছুর
জন্ম হয় না; কিন্তু ভালোবাসা ও আধ্যাত্ম-জ্ঞান
থেকে হয়। সেটিই তো আসলে আমি। তোমার শাসন
বাদবাকির ওপর চলতে পারে এবং পচতে পারে
ভীতিকর কবরে। ফেরাউন : তুমি তাহলে তোমার লালনে
আমার ভূমিকা প্রকাশ্যে স্বীকার করবে না?
মূসা   একজন মাত্র আল্লাহ আছেন। আমার ভুরুর
একটি লোম পর্যন্ত তুমি সোজা করতে পারবে না।
আমার আত্মার বিকাশে তোমার কিছু ভূমিকার
দাবি কী করে করো তুমি! আমাকে হত্যার জন্যে
আমার দেশবাসীর হাজার হাজার সন্তানকে
হত্যা করেও তুমি ব্যর্থ হয়েছ। এখানেই নিহিত
রয়েছে আমাদের বৈশিষ্ট্যের সত্যতা। আমি ঘৃণিত
নিতান্তই মামুলি একজন, কিন্তু দারিদ্রে সার্বভৌম।
তুমি রক্ত-পিপাসু এবং পুরোপুরি অক্ষম।
ফেরাউন : তাই সত্য হোক, কিন্তু আমারই
লোকদের সামনে তুমি আমাকে বিব্রত করছ কেন?
মূসা : আমাকে গোলাপের কেয়ারি তৈরিতে নিয়োজিত
মালি বলে ভাব। এক লোক মাটি গুঁড়ো করছিল
গাছ রোপণ করতে। আরেক লোক এসে প্রশ্ন করে
"এই জমি নষ্ট করছ কেন তুমি?" "ঝামেলা কোরো না।
এই মাটি কুপিয়ে গুঁড়ো না করলে এখানে কিছুই
জন্মাবে না। প্রথমে এভাবে ধ্বংস করা ছাড়া
এখানে কোনো গোলাপ বা অন্য উদ্যান হবে না।
ঘা সারাতে হলে তা কাটতেই হবে। পুরনো অট্টালিকা
BanglaBook.org
পুণঃনির্মাণ করতে অংশ বিশেষ ভেঙে ফেলতে হয়।"
ভোগের জীবনেও অনুরূপ কোনো চেতনা থাকে না।
কাউকে তার ক্ষুধার হিংস্র দানবকে মোকাবেলা
করতে হয় অনুরূপ আরেকটি দানব দিয়ে, আর তা হলো
আত্মার জীবনী শক্তি। সেটিও যখন শক্তিশালী নয়
তখন প্রত্যেককে মনে হয় ভয়ে কাতর ও অক্ষম।
কক্ষ ঘুরছে বলে একজন তখনই ভাবে যখন চক্রাকারে
ঘুরতে থাকে কেউ। তোমার ভালোবাসা যদি

ক্রোধে পরিণত হয় তাহলে গোটা পরিবেশই
হুমকিপূর্ণ হয়ে উঠে, কিন্তু তুমি অকপট ও স্বচ্ছ
হলে আবহাওয়া যেমনই হোক তুমি নিজেকে
দেখতে পাবে বন্ধুদের সাথে বায়ুপূর্ণ উন্মুক্ত
মাঠে। বহু লোক বহু দূরের সিরিয়া ও ইরাকে যায়
এবং সাক্ষাৎ পায় শুধু ভণ্ডদের। অন্যেরা দীর্ঘ পথ
পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানে গিয়ে দেখে লোকজন ব্যস্ত
জিনিসপত্র বেচাকেনায়। আরেক দল যায়
তুর্কিস্তান ও চীনে এবং আবিষ্কার করে যে প্রতারক ও
চোর বাটপাড়ে পূর্ণ দেশগুলো। তুমি সবসময়
তোমার ভিতরের গুণগুলোই দেখতে পাও।
একটি গরু বিস্ময়নগরী বাগদাদের রাস্তা দিয়ে
চলার সময় শুধু তরমুজের খোসা ও গাড়ি থেকে
পড়ে যাওয়া খড়ের গোছা দেখতে পায়।
তোমার নিুতর সত্তা কী চায় বারবার তা কোরো না।
তাহলে তা হবে এক টুকরা মাংস তক্তার ওপর
পেরেক দিয়ে গেঁথে রোদে শুকাতে দেয়ার মতো।
তোমার আত্মার প্রয়োজন তার পরিচিত স্থানে
যে পরিবর্তন ঘটছে তা অনুসরণ করা।
সেখানে দৃশ্য প্রতি মুহূর্তে নতুন, কল্পনার নদী
পৃথিবীর অন্য যে কোনো নদীর চেয়ে সুন্দর।
তোমার চোখকে সেখানে পরিচ্ছন্ন করো, যেখানে
সুফীরা ধৌত করে এবং বর্তমান পূর্ণ হবে উজ্জ্বল
অবয়বে। এ হল আধ্যাত্ম চেতনার পরিচ্ছন্নকরণ।
যদি তোমার চোখ বেঁধে দেয়া হয় এবং কোনো নারী
এসে উপস্থিত হয় পাশে, তুমি শুধু তার কথা শুনে
তার সৌন্দর্যকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে যদি কোনো
কথা না বলে! আমরা যেভাবে পৃথিবীকে পরিমাপ
করি সেটিই দৃষ্টি। কিন্তু দেখার আরেকটি পথ
আছে যা আমাদেরকে সত্যিকারের মানুষ চেনায়।
তুমি তোমার চোখ ধুয়ে নিজেই দেখো! কল্পনা করো,
যদি আলোর অবয়বে অধ্যুসিত হত এ পৃথিবী,
আর তোমার চোখ বন্ধ থাকত, কাকে চিনতে তুমি?
হয়ত দুই কানকে বলতে সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে।
কান উত্তর দিত, "আমরা যদি কিছু শুনতে পাই,

BanglaBook.org

তাহলে তোমাকে জানাব, কিন্তু আমরা তো শুধু
কারো কথা বা শব্দের ব্যাখ্যা দিতে পারি, অদৃশ্য বা
অব্যক্ত কিছুর ব্যাখ্যা দিতে অপারগ।” তখন তুমি
তোমার নাককে ডেকে বলবে, “ওহে নাক, কী হচ্ছে?”
এই তো জেসমিন, গোলাপ জল, মৃগনাভি, গোবর।”
মুঈনুদ্দিন, তোমার জানার বাইরে কত বিস্ময় আছে।
তোমার চোখ দিয়ে আমাকে বিচার কোরো না।
আমাকে দেখো আমার দৃষ্টি দিয়ে। ইন্দ্রিয়ের বাইরের
ব্যাপ্তির মাঝে দেখো, তাহলে তুমি যে প্রশ্নগুলো করছ
তা একাকার হয়ে যাবে ভালোবাসার অন্তর্নিহিত
ভালোবাসায়। আপনার নেতৃত্বের অবস্থানে শান্তি তো
আপনার সাথেই থাকবে জনাব। আল্লাহর ভালোবাসার
পাত্রকে বিষয় ও লক্ষ্যের বোধ দিয়ে বিচার কোরো না।
মিলনের ভিতর থেকে ঐক্য দেখো। আল্লাহ মানুষের
চোখে ঐশ্বরিক আলো দান করেন।
মিষ্টভাষী আধ্যাত্মিক বাদশাহ হাকিম সানাই বলতেন,
অতিন্দ্রিয় শক্তিধারী কারো দেহের প্রতিটি লোমও
এক একটি চোখে পরিণত হয়। সাধারণ দৃষ্টি বুঝাতে
চাননি তিনি। কোনো কোনো দেখা ওই প্রক্রিয়ার ওপর
নির্ভর করে না। তোমার চোখের পাতা না খুলেই
তুমি মাতৃজঠরে এবং স্বপ্নের মাঝে দেখতে পাও।
পাখি যেমন আকাশে উড়ে, আদম বুঝান পৃথিবীকে
এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসেন মাটিকে
ঐশ্বর্যমন্ডিত করতে, মিশরের রুগ্নতা মূসাকে প্রস্তুত
করে দেশটিকে নিরাময় করতে, ভাঙ্গা লাউ এর পাত্র
যেমন মদিরা ধারণ করে, তেমনি চোখ গ্রহণ করে
BanglaBook.org
অদৃশ্যকে এবং তাদের স্বচ্ছ উপাদান প্রেমের
বিশাল রহস্যের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়।
এই আলো যে শুধু চোখেরই আছে তা নয়। শিলা,
পর্বত এবং পানি সবকিছুরই তা আছে।
মুহাম্মদ যখন তার হাত প্রসারিত করেন
তখন মিম্বর বিলাপ করে এবং তোমার হাতে
লেগে থাকা কাঁকর হয়ত শুরু করে জিকির।
যেভাবে তারা সন্দেহবাদী আবু জেহেলের প্রতি করেছিল।
স্মরণ আছে? তোমার উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত ডানা মেলে

ধরো। আর নিরানব্বইতম সুরা পাঠ করো, যা
'পৃথিবী যখন কাঁপতে আরম্ভ করে', দিয়ে শুরু।
সেই কম্পন তখনই আসতে পারে মাটি যখন
গোপনীয়তা দেখে ও জানে এবং আমাদেরকে এর
ঔষধি গুণ সম্পর্কে বলতে পারে।
শোন, মূসা তখনো ফেরাউনের সাথে কথা বলছিল;
এখানে তোমার সাথে আমার সান্নিধ্যই
তোমার দুর্বলতার বড়ো প্রমাণ, আর তোমার
দেশের পরিস্থিতির জন্যে যে নিরাময় আবশ্যক
একজন নবীই পারেন তা নিশ্চিত করতে। তুমি
স্বপ্নের মাধ্যমেই ঈঙ্গিত পেয়েছ যে তোমার
অন্ধত্ব দূর করতে ঘটতে যাচ্ছে আমার আগমন,
কিন্তু তুমি বলেছ, "আমি যে সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ
করেছি বলেই এমন মনে হচ্ছে।" তবুও তো
আমার প্রবেশ ঠেকাতে তোমাকে যেতে হয়েছে সীমান্তে।
তুমি যৌন মিলন ও জন্মের পার্বত্য খাতে গিয়েছ।
মানুষের কাছ থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছার
পথ রুদ্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছ তুমি।
তোমার সকল প্রচেষ্টার মাঝে আমি এখানে দাঁড়িয়ে
যে ওষুধের কথা বলছি তা তুমি শুনতে পাচ্ছো না,
কীভাবে তোমার ক্ষতে পাটি বেঁধে দিচ্ছি সে সম্পর্কে
তুমি অবগত নও। তুমি যদি জেগে উঠতে পারো
তাহলে দেখতে পাবে পতনোন্মুখ প্রতিটি সংজ্ঞাহীনতা
একটি ক্রিয়া, একটি নির্দেশ ও আল্লাহর কাছ থেকে
একটি ইঙ্গিতের জন্ম দেয়। তাতে তুমি সম্পূর্ণ ভিন্ন,
আচ্ছন্নতা মুক্ত, পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন, কৌশলী ও
খাঁটি হয়ে উঠতে পারো। ঠিক যেভাবে কালো দানাদার
লোহার উপরিভাগকে মসৃণ করে স্বচ্ছ চকচকে
আয়নায় পরিণত করা যায়। এভাবে কার্যকারিতায়
উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারো তুমি, করাতের জং ধরা
ধারাল প্রান্ত ঘষামাজার পর যেমন আলো
ঝলমল করে উঠে নতুন প্রাণশক্তিতে।
যে উপাদান দিয়ে ঘষা হয় সেটিই আসল কারণ।
ইবাদতে কাজ সম্পন্ন হয়। ইবাদত করো!
এবং তোমার মাধ্যমে অদৃশ্য কষ্টিপাথরকে

BanglaBook.org

বিদ্যুতের চমকতুল্য হয়ে উঠতে দাও। ইবাদতের
বদলে প্রমোদকে তোমার কর্মের চালিকাশক্তি
করায় তোমার জলাধারের তলদেশের আঁঠাল
বস্তু আলোড়িত হচ্ছে। এখন সেটি পরিচ্ছন্ন করো,
তাহলে সেই স্থানে চাঁদ ও তারকা চক্রাকারে
আবর্তিত হবে। মানুষ কোনো খাঁড়ির পানির মতো,
কর্দমাক্ত থাকলে নদীর তলদেশের কোথায়
রত্নরাজি আছে তা তুমি দেখতে পাবে না।
পানি নদীর উৎসে যেমন ছিল তেমন থাকতে দাও।
কিংবা বলো যে মানুষের আত্মা বায়ুর মতো।
বাতাসের ঘূর্ণি ধূলি উড়ায়, আঁধার হয়ে যায় সূর্য।
এর সবই উড়িয়ে দেয়া যায়। আল্লাহ্ তোমাকে
স্বপ্ন দিয়েছেন তোমার ভিতরের অবস্থা দেখাতে।
মুখে বিষ্ঠা মাখা নেই লোকটির কথা স্মরণ করো,
যে আয়নার নিজেকে দেখে বলেছিল, "তুমি দেখতে
ভয়ঙ্কর!" আয়না উত্তর দেয়. "এই কদর্যতা তোমার।"
একদিন স্বপ্নে তুমি তোমার কাপড় জ্বলতে দেখো,
আরেকবার তোমার চোখ ও মুখ দেখতে পাও
সেলাই করা অবস্থায়, অথবা তোমার মাথা
কোনো বুনো জন্তুর মুখে, কিংবা এসবের চেয়েও
জঘন্য কিছু, যা আমি উল্লেখ করব না। কারণ,
তোমার বর্তমান অবস্থায় সেগুলো বললে
তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে। শুধু জেনে রাখো, আমি
সবকিছু জানি, যদিও তুমি যে চেষ্টাগুলো করেছো
তাতে স্বপ্ন কি বলে তা দেখা যায় না। কিন্তু
তুমি পরিবর্তন করতে পারো। অনুশোচনার দরজা
সবসময় উন্মুক্ত, পশ্চিমের দরজা বেহেশতে
সূর্যাস্তের প্রবেশদ্বার। ভিতরে যাওয়ার পথ দশটি।
এর একটি অনুশোচনার। অন্যগুলো কখনো খোলা
থাকে, কখনো বন্ধ; কিন্তু সন্ধ্যায় খোলা থাকা
সবসময় সম্ভব। তোমার সকল মালসামান
চটজলদি এখানে আনো! মূসা ফেরাউনকে
প্রস্তাব দেন : আমি যা বলছি তার একটি গ্রহণ
করো এবং সেটি চর্চা করো, বিনিময়ে আমার
কাছ থেকে চারটি উপহার নাও। ফেরাউন বলে,

BanglaBook.org

সেই একটি জিনিস কী? মূসা   তা হল, প্রকাশ্যে
তুমি স্বীকার করো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো
মাবুদ নেই, যিনি এই পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্বত,
মরুভূমি, নক্ষত্র, মানুষ ও পাখি, এবং সকল
অদৃশ্য অস্তিত্বের স্রষ্টা। তিনি সার্বভৌম এবং
তার তুলনীয় আর কেউ নেই। ফেরাউনঃ এটা করে
কী পাব আমি? চারটি উপহার সম্পর্কেও বলো,
আরও ভালো হয়, ওগুলো যদি আমার সামনে
হাজির করো! ওগুলো দেখলে আমার অনমনীয়
অবিশ্বাসের তালা খুলেও যেতে পারে। মধুর প্রস্রবন
আমার ঘৃণাকে করতে পারে সুমিষ্ট। দুধের দরিয়া
আমার মনের কারাগারে পুষ্টি দিতে পারে।
আমার মাঝে প্রবাহিত করতে পারে সুরার ঝর্না,
বশ্যতার সুবাস, যা আমি কখনো অনুভব করিনি।
অথবা চারটি স্বর্গীয় নদী। খাঁটি পানির নদীটি
আমার বিশুষ্ক উদ্যানে সিঞ্চন করতে পারে প্রাণ,
সবুজ করে তুলতে পারে এবং আমাকে এমন
একজনে রূপান্তরিত করতে পারে যে বন্ধুর
সন্ধান করছে। এ যেন আমি ফুটন্ত উত্তাপের
মাঝে পড়েছি, অতঃপর সকলের কাছে শীতল,
নিষ্ঠুর ও বিষাক্ত। যেভাবে আমি বাস করছি
তোমার উপহার কি তা থেকে আমাকে মুক্তি দেবে?
মূসা : প্রথম উপহার হচ্ছে, অব্যাহত সুস্বাস্থ্য;
দ্বিতীয়, দীর্ঘায়ু। মৃত্যু তোমাকে বিস্মিত করবে না;
পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় নির্বাচনের
সুযোগ পাবে তুমি। স্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়া
শিশুর মতো তুমি পরজগতে যাবে, অধিকতর
BanglaBook.org
যন্ত্রণা এড়াতে নয়, দেহঘরে লুকায়িত রহস্য ও
ধ্বংসের নিচে চাপা পড়া সম্পদের স্বাদ পাওয়ার
আগ্রহে। প্রত্যাশায় তুমি গাঁইতি তুলে নেবে।
আঙুরের পাতা খেতে আসক্ত কীটের মতো
হয়ে যাবে তুমি, হঠাৎ যে জেগে উঠে তাকে
কোনো কিছু জাগিয়ে দেয়। একে অনুগ্রহ বলো, কারণ
সে আর কীট নয়, সে সমগ্র দ্রাক্ষাবন।
এবং উদ্যান, ফল, গাছের গুড়ি, ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও

আনন্দ, যা নিয়ে কৌতূহলের প্রয়োজন নেই।
'আমি গুপ্তধনের ভাণ্ডার এবং আমি আমাকে
জানতে দিতে চাই'—এ বক্তব্যের জীবন্ত ব্যাখ্যায়
পরিণত হবে তুমি। কিন্তু তুমি যদি শ্রমসাধ্য
কাজ না করো, ঝুলিয়ে রাখা ছবির দ্বারা সম্মোহিত
হয়ে যদি ঘরের মধ্যে অবস্থান করো, তাহলে
তোমার হাতের গাঁইতির কোনো বল থাকবে না।
সুগন্ধির পাত্র হতে পারে, শয়নকক্ষ সুবাসিত
করতে ফুলের পাপড়িতে পূর্ণ আপেল-আকৃতির
অলঙ্কৃত একটি পাত্র। জেগে উঠো। তোমার প্রকৃত
মূল্য জানতে ব্যবহার করো শ্রমিকের হাতিয়ার।
স্মরণ করো, সানাই কীভাবে তা ইলাহিনামায়
বলেছেন, "তুমি কল্পনার বারান্দায় একটি শিশু।
কল্পনাকে পুরোপুরি ধ্বংস করো।" আবার বাধা
দেয় ফেরাউন : যথেষ্ট হয়েছে! তোমার কথা মতো
কাজ করলে তৃতীয় যে উপহার দেবে বলেছ
সে সম্পর্কে আমি শুনতে চাই।
মূসা : দুটি সাম্রাজ্য, একটি পার্থিব, আরেকটি
আধ্যাত্মিক এবং দুটোই কোনো হামলায় অভেদ্য।
ফেরাউন : চতুর্থটি? মূসা : তুমি তরুণ থাকবে,
তোমার চুল কালো আর মুখ থাকবে গোলাপি।
অন্য কথায়, তুমি যা চাবে তাই পাবে।
তোমার ইচ্ছাগুলো গভীর নয়, কিন্তু সেগুলো
তোমারই। আমি কোনো শিশুকে পাঠশালায়
যেতে প্রলুব্ধ করি কাঠবাদাম ও পেস্তা দিয়ে,
অথবা একটি পোষা পাখির প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
অনুরূপ তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার
BanglaBook.org
পেশিবহুল শক্তি বা যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাবে না।
কোনো কোনো লোক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায়!
সেজন্যে উন্মুখ থাকে তারা, আর মুহাম্মদ
প্রতীক্ষা করেছেন বেহেশতের। মুহাম্মদ জানতেন,
সফর মাস শেষ হলেই তিনি দেহ ত্যাগ করে অদৃশ্যে
প্রবেশ করবেন। অতএব প্রথমে যে তার কাছে
নতুন চাঁদ উঠার ও নতুন মাস রবিউল
আউয়ালের সূচনার খবর আনবে তার জন্যে

পুরস্কার ঘোষণা করেন তিনি। খবরটি প্রথমে নিয়ে
আসে উকাসা। 'তুমি শক্তিশালী সিংহ,
বেহেশত তোমার এবং এখনই!'
এভাবেই একজন খাঁটি মানুষ দেহ ত্যাগের
স্বাধীনতা অনুভব করে। ফেরাউনের মতো শিশুই
ভালোবাসে পৃথিবীতে থাকতে। মূসার কথায় আবার
বাধা দেয় ফেরাউন : তোমার প্রস্তাব আমি বুঝতে
পারছি, কিন্তু ভাবার জন্যে এবং পরামর্শকদের সাথে
আলোচনার জন্যে সময়ের প্রয়োজন।
ইসরায়েলি স্ত্রী আছিয়ার কাছে গেল ফেরাউন।
চিৎকার করে উঠল সে, "কেন আপনি তখনই
'হ্যাঁ' বললেন না? মূসা আপনাকে যা বলেছেন
তার আড়ালের আশীর্বাদ কি আপনি শোনেননি?
আপনার মুণ্ডিত মাথার মুকুট হিসেবে সূর্যকে
দিতে চাওয়া হয়েছে! এটা সত্য যে এই প্রস্তাব
ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে কখনো কখনো দ্বিধায় লাভ হয়!
তিনি যা দিতে চাচ্ছেন তা বিস্ময়েরও অতীত।
এমন একটি বাজার আপনি আর কোথায় পাবেন?
একটি গোলাপ দিয়ে কোথায় আপনি কিনতে
পারবেন শতশত গোলাপ উদ্যান? একটি বীজের
বিনিময়ে কোথায় পাবেন সমগ্র এক প্রান্তর?
একটি দুর্বল নিশ্বাসের বদলে স্বর্গীয় সুবাতাস!
আপনি নিশ্চয়ই মাটিতে মিশে যাওয়ার বা
বাতাসে ভেসে যাওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন।
এখন আপনার পানির বিন্দুকে সাগরে পতিত
হতে দিন যেখান থেকে এর উৎপত্তি। এর আগের
আকৃতি আর থাকবে না, কিন্তু পানি হিসেবেই
থাকবে। কিন্তু সত্তা অভিন্ন। এই যে ত্যাগ করা
এ অনুশোচনা নয়, নিজেকে গভীরভাবে
সম্মানিত করা। সাগর যখন প্রেমিকা হিসেবে
আপনার কাছে আসে, ঈশ্বরের দোহাই, অবিলম্বে
বিয়ে করুন, নাকচ করে দেবেন না। অস্তিত্বের
ভালো কোনো উপহার নেই। আপনাকে যে প্রস্তাব
দেয়া হয়েছে বহু অনুসন্ধানেও আপনি তা
খুঁজে পাবেন না। একটি বাজ অকারণে

BanglaBook.org

আপনার কাঁধে বসেছে এবং আপনারই হয়েছে।”
ফেরাউনের সন্দেহ দূর হল না। সে বলে, হামানকে
জিজ্ঞাসা করে দেখি সে কী বলে। আছিয়া উত্তর দেয়,
এ ব্যাপারে হামান সেই বৃদ্ধা রমণীর মতো
যাকে সম্রাটের সাদা বাজ পোষার দায়িত্বে ন্যস্ত করা
হয়েছে। বিনিময়ের ধরন সম্পর্কে কিছুই উপলব্ধি
করতে পারবে না হামান। উন্নতজাতের বাজ পাখিকে
আপনি যদি অহেতুক ব্যস্ত কোনো বৃদ্ধা মহিলাকে
দেন, যে বাজের প্রশিক্ষণের কিছুই জানে না
তাহলে সে পাখিটির নখর কেটে খাটো করে দেবে
নিজের ভালোর জন্যে। বলবে, “কী হে, তোমার মা
কোথায় ছিল যে তোমার পায়ের নখগুলো এত
বড়ো হয়েছে?” অথচ ওই নখর দিয়েই বাজ
শিকার করে এবং খাবার ছিঁড়ে খায়। বৃদ্ধা রমণী
তাকে ‘তুতমাজ’ অর্থাৎ ঘন তরকারি খেতে দেয়।
বাজ তা স্পর্শ করে না। “আমার তুতমাজ কি
অতি সুস্বাদু নয়?” কিছু ঝোল সে বাজের ঠোঁটের
কাছে নিয়ে বলে, “তলানীটুকু যদি না খেতে চাও
অন্তত ঝোলটুকু খাও। এক চুমুক।” সাদা বাজের
ভিতরের প্রকৃতি অনড় এবং সুদৃঢ়। বৃদ্ধার ক্রোধ বাড়ে,
সহসা গরম ঝোল ঢেলে দেয় বাজের মাথায়।
বাজের সুন্দর চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর ধারা।
স্মরণ করে তার সাবেক জীবনকে। বাদশাহর
ভালোবাসার শিস, সমুদ্রের ওপর চক্কর কাটা,
কত দ্রুত শেষ হয়ে যেত দূরত্বের ব্যবধান।
বাজের অশ্রু কোনো খাঁটি মানুষের খোরাক,
জিব্রাইলের জন্যে সুগন্ধি। তোমার আত্মা বাদশাহর
বাজ, যে বলে, ‘বৃদ্ধা রমণীর ক্রোধ আমার অহঙ্কার
অথবা আমার শৃঙ্খলাকে স্পর্শ করেনি।’
এখন আমাকে চুপ করে ফেরাউন ও হামানের
নির্ধারিত আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।
যারা তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত তাদেরকে
অবশ্যই পরস্পরের দিকে এগুতে হবে। আবুবকর ও
মুহাম্মদ আত্মার দিক থেকে গভীরভাবে এক
ছিলেন। ফেরাউন ও হামান থাকে ক্ষমতা ও

BanglaBook.org

অহঙ্কারের উৎসে এবং সেখানে তারা অবশ্যই
পরস্পরের দিকে ধাবিত হয়। আলীর কাছে আসে
এক মহিলা, 'আমার শিশুটি হামাগুড়ি দিয়ে
নর্দমার কাছাকাছি ছাদের ওপর উঠে গেছে,
যেখানে আমি যেতে পারি না। আমার কথা সে
শুনছে না। আমি কথা বলি, কিন্তু সে তো কথা বুঝতে
পারে না। আমি নানান ভঙ্গি করি, আমার স্তন
দেখাই; কিন্তু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে।
কী করতে পারি আমি?' 'ওর বয়সী আরেকটি
শিশুকে নিয়ে ছাদে উঠো।' মহিলা তাই করে, আর
শিশুটি তার বন্ধুকে দেখে ছাদের প্রান্ত থেকে
হামা দিয়ে ফিরে আসে। এ কারণে নবীরাও মানুষ,
আমরা তাদেরকে দেখতে পাই এবং তাদের বন্ধুসুলভ
উপস্থিতিতে আনন্দিত হই এবং পতনোন্মুখ স্থান
থেকে ফিরে আসি। মুহাম্মদ নিজেকে বলতেন,
'তোমাদের মতোই একজন মানুষ।' সাদৃশ্য বিরাট
এক আকর্ষণী শক্তি। হীন মানসিকতাসম্পন্নরাই
পরস্পরের কাছ থেকে ঘৃণা শিখে এবং তারা
অন্যদেরকেও এর মাঝে টানতে চেষ্টা করে।
যার খড়ের গাদা পুড়ে গেছে সে অন্যের মোমবাতি
জ্বালানো ভালো চোখে দেখে না। অন্তরের ব্যাপ্তির
জন্যে প্রার্থনা করো, যা অন্তরের উৎকর্ষ সাধনে
ব্যস্ত অন্যান্যের সাথে তোমার সভ্যতা গড়ে দেবে।
তোমার জন্যে যে সুরা উপযুক্ত তা খুঁজে বের করো।
আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন অতি কার্যকর
এক সুরা, যা পান করে আমরা দুই পৃথিবীকে
BanglaBook.org
ত্যাগ করব। আল্লাহ গাঁজার মধ্যে এমন এক
শক্তি দিয়েছেন, যা এর আস্বাদনকারীকে
আত্ম-সচেতনতা ভুলিয়ে দেয়। আল্লাহ নিদ্রা দিয়েছেন,
যাতে প্রতিটি ভাবনা মুছে যায়। আল্লাহ মজনুকে
সৃষ্টি করেছেন লাইলীকে এত ভালোবাসতে যে
লাইলীর কুকুরও দ্বিধার মধ্যে ফেলে মজনুকে।
সকল ভাবাবেশকে অভিন্ন মনে করো না।
যিশু আল্লাহর প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।
যব থেকে তৈরি সুরা পানে মাতাল হয়েছিল যিশুর গাধা।

দরবেশের সান্নিধ্য থেকে পান করো, অন্য কোনো
পাত্রের পানীয় নয়। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি মানুষ
উচ্ছ্বাসপূর্ণ এক একটি পাত্র। একজন বিচারক
হও এবং সতর্কতার সাথে আস্বাদন করো।
যে কোনো সুরা তোমাকে উত্তুঙ্গে উঠাবে।
একজন বাদশাহর মতো বিচার করো, নির্ভেজাল
খাঁটি সুরা বাছাই করো ভীতির সাথে, অথবা
'যা প্রয়োজন' সে ব্যাপারে অতি তাগিদ দর্শিয়ে।
এমন সুরা পান করো যা তোমাকে একসাথে
অনেক উটের মতো চালিত করবে এবং স্বচ্ছন্দ
গতিতে চলবে। দুই বন্ধুর ঝোঁক যখন আত্মার
দিকে, হৃদয়ের দিকে, তখন তারা এক সাথে
ঊর্ধ্বলোকে যায় বাতাস ও অগ্নিশিখার মতো।
কোনো পাত্রের মুখ বন্ধ করে নদীতে ফেলে দাও,
পানিতে ডুবে যাবে না পাত্রটি, কারণ সে তার সঙ্গী
বায়ুর সাথে দম নিতে চেষ্টা করছে। অতএব,
কেউ যদি নবীদের কোনো কাজকে ভালোবাসে,
সে আকাশের ভিতরের আকর্ষণকে ধারণ করে।
ওই শূন্যতা তোমাকে তাদের সান্নিধ্যের পানে
টানছে, যারা জ্ঞান ভালোবাসে। কিন্তু এটা তো
সবসময় এত সহজ নয়। আমরা একই সাথে
মূসা ও ফেরাউনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি।
কারো সাথে বন্ধুত্ব টিকে থাকায় সুখী হও, যে বন্ধু
তোমার হৃদয়ের গভীরতায় মিশে যায়।
ফেরাউন হামানকে খুঁজে পেয়ে তাকে দেয়া মূসার
প্রস্তাবটি বলে। "আপনার রাজ মর্যাদাকে
অপমান করেছে এই ব্যক্তি। কী করে ঘটতে পারে
BanglaBook.org
এমন উল্টো ব্যাপার? এটা তো আকাশের মাটিতে
ও মাটির আকাশে পরিণত হওয়ার মতো।
সমাধিতে পরিণত হয়েছে যেন গোলাপ উদ্যান।"
মূসাকে এভাবে, হুমকির মতো দেখে মেকি মন্ত্রী!
প্রতিযোগিতার অহমিকার মধ্যে বাস করে
হামান ও ফেরাউন। ওই পৃথিবীতে যদি তোমার
সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে সামলে চলো!
তুমি হয়ত পাশা খেলারত সেই অন্ধ লোকটির

মতো। তুমি যাদেরকে বন্ধু, শত্রু বিবেচনা করো,
এবং তোমার সকল সৌভাগ্য, সব ছুটাছুটি
করছে বিভিন্নভাবে মাথায় আঘাত পাওয়ার জন্যে।
এখানে যা আসে, চলেও যায়। একাকার হয়ে
যায় পূর্ব ও পশ্চিম। দুই সংস্কৃতির কোনো একটির
পক্ষে কী করে সম্ভব তোমার প্রয়োজন পূরণ?
সম্মানিত অনুভব করো না। সতর্ক, মনোযোগী ও
সজাগ বোধ করো। মানুষের মনোযোগ বিষাক্ত
সুরার মতো, যা মুহূর্তের জন্যে উচ্ছ্বসিত করে;
এরপর নুয়ে পড়ে তোমার মাথা। তেলের আগুনের
মতো জ্বালায় খ্যাতি, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
তুমি যখন মাটিতে শায়িত তখনই তুমি সত্য,
অতএব অবনত রাখো তোমার মাথা।
নেমে এসো মই থেকে। আল্লাহর সাথে তোমার
কোনো ধরনের অংশীদারিত্বের সম্পর্ক নেই!
এসব এভাবে হয় না। আমি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।
উপলব্ধির সূচনা ঘটে আধ্যাত্মিকতার আয়নায়।
আমার জ্ঞাত সবই যদি বলি, হয়ত অনেকের
সহ্য হবে না, অতএব আমি বিরত থাকব।

কোনো গ্রামের প্রান্তের গিয়ে আমি দুবার হাঁক দেই,
এরপর সে স্থান ত্যাগ করি। যার শোনার কথা
সে শুনবে। ফিরে যাই মিশরের কাহিনিতে : মূসার
প্রতি বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে ফেরাউনের পরিবর্তনের
সুযোগ ধ্বংস করে দেয় হামান। এ ধরনের মন্ত্রীর
কবল থেকে রাজাদের রক্ষা করো। মূসা : আমি
BanglaBook.org
উদার ছিলাম, কিন্তু আমি যা দিয়েছি তা গ্রহণ করা
তোমার অদৃষ্টে নেই। একবার মুহাম্মদ এবং
আরব প্রধানরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে পড়েছিল।
তারা তাঁর কাছে আসে এবং সমভাবে ক্ষমতা
ভাগ করে দিতে বলে। "না," মুহাম্মদ উত্তর দেন।
"তোমাদের কর্তৃত্ব আমার চাইতে ভিন্ন।" চকিত বন্যা
আসে, আর মুহাম্মদ বন্যাকে কাজে লাগান
তাদেরকে দেখাতে। প্রত্যেক প্রধান তার কাঠের লাঠি
পানিতে নিক্ষেপ করে, মুহাম্মদও তার লাঠি ছুঁড়ে

দেন। পানির প্রবাহ তাদের লাঠিগুলো ভাসিয়ে
নেয়, কিন্তু মুহাম্মদের লাঠি পানিতে সোজা দাঁড়িয়ে
থাকে এবং পানি হ্রাস পায়। কিছু নেতৃত্ব
দুর্বল ও কৃত্রিম, আর ভাববাদী দোলা স্বাভাবিকভাবেই
শক্তিশালী। সেই দিকে মনোযোগ দাও। এটি আলোর
আস্বাদন। এই আলো ছাড়া পার্বত্য অগ্নি নিঃসারক
দানব নেমে আসে এবং পৃথিবী পরিণত হয়
নরকে। যে কোথায়ও হতে পারে নরক? ওইখানে
মেঘের ওপরে, একটি পাখির খাঁচা! অথবা তোমার
দাঁতে ব্যথা হয় আগুনের মতো, কিংবা একই মুখে
নিসৃত হয় বেহেশতের মধুর পানি। ওই দাঁতে
কাউকে কামড় দিয়ো না! কে জানে, ওখানে এখন
কী আছে? আমরা জানি না, কীভাবে আল্লাহর আলো
অবয়ব থেকে লাভ করে গতি বৃক্ষকে সালাম দেওয়ায়,
নদীকে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবং সূর্য ও চাঁদ কীভাবে তাদের
সঠিক সময় রক্ষা করে। গতকালই কেউ বলছিল,
"যথাসময়ে সূচনা হয়েছে পৃথিবীর, অনন্তকাল
ধরে যার উত্তরাধিকার থাকবে।" এক বস্তুবাদী
প্রশ্ন করে, "পৃথিবীর যাত্রা যে যথাসময়ে হয়েছে
তুমি কী করো তা জানো? বৃষ্টি কী করে জানবে
মেঘ সম্পর্কে? তুমি গোবরের স্তূপে বাসকারী ক্ষুদ্র এক কীট।
সূর্যের জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে কী করে কথা বলো তুমি?
হয়ত তোমার পিতা তোমাকে একথা বলেছে।
তুমি তা মুখস্থ করেছ এবং এখন সত্য বলে
দাবি করছ। তুমি যথার্থই যা জানো বলো,
অথবা চুপ করে থাকো।" লোকটি উত্তর দেয়,
BanglaBook.org
'একদিন আমি বিতর্কে লিপ্ত দেখি দুই লোককে,
তাদের ঘিরে ভিড় জমে। একজন বলছিল, 'আকাশ
একটি অট্টালিকা, যা একদিন বিলীন হবে, কারণ,
এটি তৈরি করা হয়েছে।' অন্যজন বলে, 'তুমি কী করে
তা জান? হয়ত স্বয়ং এর সৃষ্টি।' প্রথম জন
আবার বলে, 'তুমি কি সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করছ,
রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান যিনি এবং আমাদের
খাদ্য জোগান?' 'সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া আমি কোনো
যুক্তি গ্রহণ করতে পারি না, যা এক নির্বোধের

কাছ থেকে আরেক নির্বোধ পেয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণ
দাও।' 'আসল প্রমাণ আমার আত্মায় লুকানো
আছে নতুন চাঁদের ছোট্ট খিলানের মতো।
যেহেতু আমি তা দেখি এবং তুমি দেখতে পাও না
বলে সেখানে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করো না।'
অনেক বিতর্ক হল এবং যারা শুনছিল তারাও
এই জটিল বিশ্বের সৃষ্টি ও অবসানের প্রশ্নে
হয়ে পড়ল দ্বিধাগ্রস্ত। সবশেষে প্রথম লোকটি
বলল, 'বন্ধু, এ প্রশ্ন সমাধানের একটি উপায়
আমি জানি, প্রেমিক প্রেমিকা যেমন তাদের প্রেম
সম্পর্কে নিশ্চিত, যদিও তারা মুখে তা বলে না,
তেমনি আকাশের উৎস যে আমার মাঝেই
তা আমি প্রমাণ করতে পারি। আমার কথা যদি
সত্য প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে আমার
মুখের হতচ্ছিড়ি অবস্থা দেখো। আমার অশ্রু
আমার প্রিয়ার সৌন্দর্যের প্রমাণ।' 'এটা গ্রহনযোগ্য
কোনো প্রমাণ নয়।' 'আমরা দুটি মুদ্রার মতো,
একে অন্যকে নকল বলে দাবি করছি,
খাঁটিত্ব যাচাই করে আগুন; আগুন অথবা পানি।
চলো আমরা সমুদ্রে নামি, অন্যেরা আমাদের
বিচার করুক। তারা তাই করল এবং মৃত্যুর
পরীক্ষা পার হয়ে এল খোদা-প্রেমিক লোকটি।
অন্যজন আর ফিরে এল না।" সন্দেহবাদীরা
যা বলে তার প্রশংসায় কোনো মিনার তৈরি হয় না,
তাদের জীবন নিয়ে আবেগের আলোচনা হয় না।
কর্মকর্তাদের মুদ্রাঙ্কন মুখ বদলাতে থাকে,
BanglaBook.org
কিন্তু সূর্যের রশ্মির গ্রন্থ কখনো বদলায় না।
দিবসের মতো এবং সদা টিকে থাকা বন্ধুর মতো
সাদামাটা হও। সন্দেহবাদীরা বারবার বলে,
"আমি যা দেখি শুধু তাই জানি।" প্রতিটি বহিরাবয়ব
পাঠের এক একটি বিবরণী, সত্যের সাথে যুক্ত,
ঠিক যেভাবে ওষুধ ধারণ করে নিরাময়।
কোনো চিত্রকর কি চিত্রের জন্যে আঁকে, যাদের চোখ
চিত্রটি অবলোকন করবে তাদের জন্যে নয়?
ভেবে দেখো, শিশুরা কীভাবে ছবি দেখে এবং

জিনিসগুলোকে মনে রাখে, আর তুমিও কাউকে
স্মরণ করো বহু বছর ধরে যাকে দেখোনি।
পানির কথা মনে করে কুমোর সোরাহি বানায়,
খাদ্যের কথা ভেবে তৈরি করে গামলা।
হস্তলিপিকার আঁকাবাঁকা, জটিল, অতি চমৎকার
রেখা আঁকে, কিন্তু শব্দগুলোকে অস্পষ্ট করার
জন্যে নয়। যা আকৃতি লাভ করে তার উদ্দেশ্য
এখনো যার আকৃতি নেই সেটিকে প্রকাশ করা।
তোমার অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে পাপড়ি তৃতীয়, চতুর্থ
ও দশম বারে খসে পড়ে। তুমি তৎপর হলে
অনিবার্য কোনো গতি সহজাতভাবেই উপলব্ধ হয়,
যেমনটি হয় দাবাখেলায়। এগিয়ে গেলে খেলার
প্রক্রিয়ার মধ্যে বলতে হবে 'চাল মাত।'
মই এর প্রতিটি দণ্ডপরেরটিতে যাওয়ার জন্যে।
খাওয়ার আগ্রহ বীর্য উৎপাদন করে, আর বীর্য
নির্গত হয়, যাতে সেই আলো নতুন এক মানুষের
চোখে দেখা দেয়। অদৃশ্য যে মানুষের ভিতরেই
গভীর জঙ্গলে একটি গাছের স্থির থাকার মতো
ঘুরপাক খায় তা যে জানে না সে মাথা ঝুঁকিয়ে
বাতাসকে উত্তর দেয়, 'আমি আসছি।' কিন্তু প্রোথিত
পা বলে, 'আমি এখানেই আছি।' কোনো নিস্পৃহ
মানুষ কিছু করলে তা চোখ খোলা রেখে করে
কিন্তু অন্ধভাবে, পরবর্তী দশটি বছর দেখার মতো
আর কোনো আলো থাকে না। মানুষ তা করতে পারে।
সামনের এবং পিছনের প্রাচীর পড়ে যায়,
এবং তখন পাঠ করা যেতে পারে শিলালিপি।
BanglaBook.org
প্রত্যেকে দেখতে পায় যে কীভাবে তারা নিজের
সত্তার আয়নাকে মসৃণ করেছে, যা সম্ভব হয়েছে
আমাদেরকে দেয়া আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। প্রত্যেকে
যে বাদশাহ হতে চায়, এমন নয়। প্রত্যেকের
ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং বহু ধরনের পছন্দ আছে।
যখন সমস্যা হয় একজন সবকিছু গুটিয়ে
চলে যায়। অন্যজন রয়ে যায় এবং মানুষের
সাথে জড়িয়ে পড়ে ভালোবাসায়। যুদ্ধে একজন
জীবন বাঁচাতে পালায়, আরেকজন ভীত হলেও

ঘুরে দাঁড়ায় এবং আরও বিপুল বিক্রমে লড়ে।
আল্লাহ মূসাকে বলেন, 'আমি তোমাকে নির্বাচন
করেছি, এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি।'
মূসা উত্তর দেন, 'আপনার উদারতা অনুভব
করি আমি, কিন্তু আমাকে বলুন, কী আছে আমার
মাঝে যে কারণে আপনি আমাকে ভালোবাসেন।'
আল্লাহ ব্যাখ্যা করেন, 'তুমি মায়ের সাথে নিশ্চয়ই
ছোটো কোনো শিশুকে দেখেছ। আর কারো
অস্তিত্ব সে জানে না। মা প্রশংসা করে অথবা
ধমক দেয়, হয়ত মৃদু চাপড় বসায়, তবুও
শিশুটি মায়ের কাছেই যায় যাতে মা কোলে তুলে
নেয় তাকে। হতাশা ও আনন্দের মাঝেও শিশুর
দৃষ্টি একই দিকে থাকে। তুমিও আমার সাথে
ঠিক তেমনি।' আমরা তোমার আরাধনা করি,
একমাত্র তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই।

সেই বাদশাহর বাহিনী স্মরণ করো, যিনি বন্ধুর
প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি উদ্যত হন
তাকে হত্যা করতে। পদস্থ মধ্যস্থকারী ইমাদুল-মুলক
উপস্থিত হয়ে রক্ষা করেন লোকটিকে।
কিন্তু বাদশাহর সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি, যাকে সবেমাত্র
রক্ষা করা হল সে চলে যায় এবং তার
রক্ষাকারীকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় না। একজন
শিক্ষক এসে তাকে বলেন, "তোমার মস্তক ছিন্ন
হওয়া থেকে যে লোকটি তোমাকে বাঁচাল তার
সাথে তুমি এমন অদ্ভুত আচরণ করলে কেন?"
BanglaBook.org
সে বলে, "আমার তখনকার অবস্থা মুহাম্মদ
যেমন বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর সাথে, তার এত
নিকটে এভাবে কেউ ছিল না।' বাদশাহ যদি আমার
মাথা কেটে ফেলতে চান, তা তিনি নতুন কারো
ক্ষেত্রে করতে পারেন, নাও পারেন।" বাদশাহর
সান্নিধ্যে নিকষ কালো রাত তাকে ছাড়া
একশো উৎসবের দিনের সমান। গভীর সান্নিধ্যের
কোনো ধর্ম নেই, কোনো সৌষ্ঠব, বিশ্বাসঘাতকতা,
কোনো শাস্তি পর্যন্ত নেই এবং এ ব্যাপারে কোনো ভাষাই

কোনো কিছু বলতে পারে না, যদি না তা গোপন
কোনো ভাষা হয়। আদমকে নাম শেখানো হয়,
কিন্তু যখন তার দেহ ও মাথা কাদা ও গরম
বাতাস দিয়ে তৈরি করা হয়, নামগুলোর ভিতরে
যে গুণাবলি সেই অবয়বে পরিণত হয়;
মানুষের জীবন এভাবেই টিকে থাকে। নামগুলো
তখন শুধুমাত্র নিশ্বাস ও অক্ষর হয়ে যায়।
এক দিক থেকে তা দৈব জ্ঞান, কিন্তু অন্য দশটি
দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি আবরণ, একটি দূরত্ব যা
বিদ্যমান বন্ধুত্বের মাঝে। ইব্রাহিমের কাছে
জিব্রাইল জানতে চায় যে সে তাঁর কোনো কাজে
আসতে পারে কিনা। ইব্রাহিম বলেন, "সান্নিধ্যের
গভীরে থাকার পর কী প্রয়োজন সাহায্যের?
মধ্যস্থতার জন্যে বলছ কেন? কী বাণী প্রয়োজন?
আমার কি কোনো নির্দেশক আবশ্যক? কেন?"
যা স্বাভাবিক সৌজন্য মনে হতে পারত, এক্ষেত্রে
ইব্রাহিমের জন্যে ছিল অপমানজনক। ভাষাও
আল্লাহ্‌র এমন বন্ধুর জন্যে বেদনার কারণ হয়।
এটার উপলব্ধি কঠিন হতে পারে। গুহার
সঙ্গীরা শব্দকে কণ্টক বলে অনুভব করে।
আহত হয় তারা। এমন সঙ্গীরা শব্দের মাঝে
বিচ্ছেদ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য শুনতে পায়, বিক্রির
হিসাব, দেয়াল চিত্র যেমন কার্যকারণ গোপন
রাখে, অনুরূপ প্রতিটি অবয়ব সীমারেখা টেনে
দেয় রহস্যের ওপর। মূসা আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে
মৌলিক প্রশ্ন করেন, "আপনি আমাদের সৃষ্টি
করে অতঃপর মেরে ফেলেন। কেন?"
BanglaBook.org
আল্লাহ বলেন, তোমার প্রশ্নের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য
আমি জানি, অতএব এর উত্তর আমি দেব।
বাহ্যিক অস্তিত্বের মেয়াদের অর্থ জানতে চাও তুমি,
যাতে অন্যদের শেখাতে পারো এবং সাহায্য করতে
পারো তাদের আত্মাকে উন্মুক্ত করতে। যে কেউ এ
প্রশ্ন করুক, কিছু উত্তর তার নিজের কাছেই আছে।
মূসা, শস্য বীজ বপন করো, তাহলেই কোনো
আকার লাভের উদ্দেশ্যের অভিজ্ঞতা তোমার হবে।

মূসা বীজ বপন করেন, শস্যের যত্ন নেন এবং
যখন শস্য পেকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়,
তিনি মাঠে নিয়ে আসেন তার কাস্তে ও কাস্তে ধারাল
করার পাথর। অদৃশ্য কণ্ঠ ভেসে, 'শস্যকে পরিপুষ্ট
করতে তুমি যে এত পরিশ্রম করলে তা কি এখন
কেটে ফেলার জন্যে?' "প্রভু, এখন তো শস্য
তোলার সময়, শস্যের দানাগুলো পৃথক করে
খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করব, আর খড় ব্যবহার
করব আমাদের বিছানায় ও পশু খাদ্যের জন্যে।
এগুলো রাখতে হবে গোলার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে।"
'শস্য পৃথক করার এই কাজ কোথায় শিখেছ?'
"প্রভেদ উপলব্ধির এই জ্ঞান তো আপনারই দান।"
'তোমার কি মনে হয় না যে, আমার সৃষ্ট অবয়বের
রোপন ও ফসল তোলার ক্ষেত্রে অনুরূপ জ্ঞান
আমারও থাকা উচিত? অতএব, সৃষ্টির একটি
উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহ বলেন, আমি এক গুপ্ত
ভাণ্ডার ছিলাম, এখন আমি চাই আমার সম্পর্কে
সকলে অবহিত হোক।' প্রকাশের একটি অংশ
ওই আকাঙ্ক্ষা। গভীর সত্যের মধ্যে একটি মিথ্যার
মতো, মাখন তুলে নেয়া দুধের মধ্যে মাখনের
স্বাদের মতো, ঠিক তেমনি অবয়বের মাঝেই
আত্মার অবস্থান। দীর্ঘ সময় ধরে মাখন
অদৃশ্যভাবে থাকে মাখন তৈরির চরকির মাঝে।
অতঃপর অতি আড়ম্বরে আগমন করেন
এক নবী, অথবা এমন কেউ হতে পারেন যিনি
কোনো দরবেশের কথা শুনেছেন এবং শৈশবে
BanglaBook.org
তার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি মায়ের
কথা শুনতেন। শিশু ভাষা বুঝতে পারে না,
কিন্তু কণ্ঠের শব্দ জানে এবং ক্রমশ কথার
অর্থ শিখে ফেলে। আমরা সবাই বোবা হয়ে
জন্মি। আল্লাহকেই শুধু কোনো ভাষায় কথা বলানো
শিখাতে হয় না। যদিও আদম কোনো পরিচর্যাকারী
কিংবা মা ছাড়াই শিখেছিলেন এবং বলা হয়,
যিশু কথা শিখেই পৃথিবীতে এসেছেন, কিন্তু বাদবাকি
সকলের প্রয়োজন অখণ্ড মনোযোগ, কোনো শেখের

কাছে অনেক ছুটাছুটি করে, ধর্ণা দিয়ে।
ধীরে ধীরে বের হয়ে আসে ভিতরের মাখন।
কিন্তু এত শিগগির মাখন তোলা দুধ ফেলে
দিয়ো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও,
তাহলে সরাইখানার মাতালের বিড়বিড় কথার
মধ্য থেকেও তুমি শুনতে শুরু করবে। সুরা পানে
আমাদের যে আপ্যায়ন করেছে তার উপস্থিতিও
অনুভব করবে। এটি দেহের জীবনী শক্তির মাঝেই
আছে অনন্তকাল। তুমি একটি সিংহকে দেখেছ
পতাকা দেখে খেলতে ও লাফাতে। যদি অদৃশ্য
বাতাস না থাকত তাহলে সিংহ কীভাবে খেলত?
পতাকা পূর্ব দিকের ও পশ্চিমের বাতাসের পার্থক্য
জানে। এই দেহ সিংহ ভাবনার নৃত্যরত পতাকা
এবং চেতনা তাকে কম্পিত করে। পূর্বদিকে সতেজ
হয়, আর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে পশ্চিমে।
অন্তরের দিক নির্দেশনাই যথার্থ, তোমার স্বপ্নে
দেখা অন্তর্মুখী সূর্য ও চাঁদের মতো। স্বপ্ন তো মৃত্যুর
মতো, তবে ভিন্ন ধরনের! তোমাকে যা বলা হয়েছে
তা বিশ্বাস কোরো না। অভিজ্ঞতা থেকে শিখো।
জাগ্রত অবস্থায় যা দেখো না, তুমি তা নিদ্রায়
দেখতে পাও। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের কাছে তুমি
ছুটে যাও ওই দৃশ্য কোত্থেকে এসেছিল তা জানতে।
উৎপত্তির এই সন্ধানে শুধু সময়েরই অপচয় হবে।
খাঁটি পর্যবেক্ষক ও সন্ধানকারী তারাই যারা
মনে রাখে, তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে হিন্দুস্থানের
হাতির মতো। তুমি যদি হাতি না হও তাহলে
আমাদের চারপাশের আত্মার অ্যাকটিভিস্টদেরকে
তাদের কাজ করতে দাও। তারা প্রতি রাতে নানা পথে
আমাদেরকে চালিত করে। সচেতনতার মাঝেই
নতুন চারা গজায়। ইব্রাহিম সত্যের স্বপ্ন দেখে
নিজেকে মুক্ত করেন। মুহাম্মদ বলেছেন, এসব
ঘটনার ইঙ্গিত তখনই আসে যখন কেউ মোহের
প্রতি এবং বেহেশতের প্রতিও আগ্রহ
হারিয়ে ফেলে! এক তরুণ যুবরাজের কাহিনি
পেশ করছি, যে হঠাৎ উপলব্ধি করে উচ্চাভিলাষী

BanglaBook.org

পৃথিবী পর্বতের বাদশাহর এক ক্রীড়াক্ষেত্র,
কোনো শিশু বালির স্তূপ জড়ো যেমন চিৎকার করে
"দেখো, আমি বাদশাহ।" অতঃপর তাকে হটিয়ে দিয়ে
অনুরূপ দাবি করে এবং এভাবে চলতে থাকে।
বিশ্বের জটিলতা কখনো কখনো খুব দ্রুত সহজ
হয়ে যেতে পারে, এবং এই উপলব্ধির জন্যে
বয়স কোনো বাধা নয়। তাছাড়া রহস্য জানতে
শব্দেরও কোনো প্রয়োজন পড়ে না।
তুমি শুধু চাও, তাহলেই পেয়ে যাবে।
এক বাদশাহ স্বপ্নে দেখেন যে তার পুত্র মারা গেছে।
স্বপ্নের মাঝেই তিনি এমন দুঃখে পতিত হন যে
পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তার দেহ
স্থবির হয়ে গেছে। হঠাৎ আনন্দে জেগে উঠেন
তিনি, তেমন আনন্দ কখনো অনুভব করেননি।
তার পুত্র জীবিত! তিনি নিজেকে বলেন, "এমন
দুঃখ এমন আনন্দের কারণ!" মানুষের জন্যে
এক এক ধরনের রসিকতা যে দুটি অবস্থার মধ্যে
আমাদের রাখা হয়েছে গলাবন্ধনীর দুপাশে
রশি দিয়ে আটকে রাখার মতো। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীরা
বলে, স্বপ্নে হাসার অর্থ বাস্তবে কান্না, অনুতাপ,
অশ্রু, কিছু নতুন আনন্দ। আরেকটি ভাবনার
উদয় হয় বাদশাহর মনে, "স্বপ্নে যা ঘটে তা
বাস্তবে যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। আমার
পুত্রের মৃত্যু হয়ে থাকলে তার স্মৃতি রক্ষার্থে
আমার কিছু করা প্রয়োজন। একটি মোমবাতি
BanglaBook.org
নিভে গেলে যেমন আরেকটি মোমবাতি জ্বালানোর
প্রয়োজন পড়ে। আমার পুত্র নিশ্চয়ই সন্তান
দেবে আমাদেরকে। বিয়ের বয়স হয়েছে তার।
আমি ওর জন্যে একটি কনে খুঁজব।
প্রিয় পাঠকবৃন্দ এ এক নির্ভেজাল যুক্তি।
আমার চিকিৎসা বিষয়ক বিবরণী খুলে
বিষয়বস্তুর তালিকার ওপর দৃষ্টি দাও
মাংসপিণ্ডের স্ফীতি, ফোস্কা, জ্বর, হাজারটি
পথ আছে মৃত্যুর! প্রতিটি পদক্ষেপ তোমাকে
নিয়ে যায় বৃশ্চিকের গর্তে।

শাহ্জাদার জন্যে কনে খুঁজে পেলেন বাদশাহ
রাজ রক্তের নয় বা সম্পদশালী বংশোদ্ভূতও
নয়, বরং এক দরিদ্র সৎ শ্রমিক পরিবারের,
উন্মুক্ত হৃদয়ের বিশাল বিত্তের অধিকারী।
সকালের সূর্যের মতো স্বচ্ছ সুন্দরী তরুণী।
প্রাসাদের রমণীরা ঘোরতর আপত্তি জানায়,
কিন্তু বাদশাহ অটল তার সিদ্ধান্তে। অন্যেরা
বিরোধিতা করলেও বাদশাহ অন্তরের সৌন্দর্যের
মূল্য জানতেন। উটের বহরের দীর্ঘ বাঁকা সারি
উপেক্ষা করে লোমের গুচ্ছ ও বিষ্ঠা। তুমি বহরের
মালিক হয়ে থাকলে পিছনে ফেলে আসা বর্জ্য
নিয়ে এত ভাবনার কী প্রয়োজন। অদৃষ্টের কী
পরিহাস, বিয়ের দিন যখন ঘনিয়ে আসছিল
তখন কাবুলের বৃদ্ধা রমণী সুদর্শন, উদারচেতা
শাহ্জাদার প্রেমে পড়ল। ব্যাবিলনের যাদুতে
বশ করেছিল তাকে, অতএব সে বিয়ের অনুষ্ঠানে
কনেকে পরিত্যাগ করে এবং এক বছর পর্যন্ত
বৃদ্ধার কাবুলি জুতার তলা চুম্বন করে।
তার জন্যে প্রত্যেকে অশ্রু বিসর্জন করলেও
সে হাসে নিজের অজ্ঞতায়। তার পিতা বাদশাহ
সারাক্ষণ প্রার্থনা করেন, 'প্রভু, প্রভু!' এবং
তার সমর্পিত প্রার্থনার কারণে এক ব্যক্তি
পথ থেকে উঠে আসে যুবরাজকে রক্ষা করতে।
লোকটি বলে, "ভোর হওয়ার আগেই গোরস্থানে
যাও। দেয়ালের পাশে ধবধবে সাদা সমাধি
খুঁজে বের করো। জায়নামাজের মুখ যেদিকে
ফিরানো, সেদিকে খনন করো। তাহলেই
BanglaBook.org
তুমি আল্লাহর কাজ আবিষ্কারে সক্ষম হবে।"
এ কাহিনি দীর্ঘ, এবং তুমি ক্লান্ত। অতএব
মূল কথায় ফিরে যাচ্ছি আমি। লোকটির কথা
অনুসারে কাজ করে যুবরাজ এবং হুশ ফিরে আসে
তার। একটি তরবারি ও কাফন হাতে সে
ছুটে যায় তার পিতার কাছে, খননের নিশানা
সাথে আনে, সেগুলো দেখায় যে সে নিজের
ভুল বুঝতে পেরেছে এবং পরিণতি যাই হোক

সেজন্যে এখন সে প্রস্তুত। বাদশাহ্ সমগ্র নগরী
সজ্জিত করার নির্দেশ দেন বিবাহ উদযাপন
উপলক্ষে। এত বিপুল খানাপিনার আয়োজন
হয় যে রাস্তার কুকুরের জন্যেও ছিল শরবতের
সরবরাহ্। যুবরাজ অবাক হয়ে ভাবেন
কী করে তাকে মোহ্গ্রস্ত করেছিল বৃদ্ধ মহিলা।
জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর একনাগাড়ে তিনদিন
মূর্চ্ছিত হয়ে থাকে সে। ধীরে ধীরে গোলাপ জলের
সেবন তাকে আবার জাগ্রত করে তোলে।
নতুন জীবনের এক বছর কেটে গেলে বাদশাহ্
তার পুত্রের সাথে রসিকতা শুরু করেন।
"তোমার বৃদ্ধা বন্ধুর কথা কি মনে পড়ে
তোমার, কেমন কেটেছে তোমার তার শয্যায়?"
"ওই ঘটনাটির আর উল্লেখ করবেন না!" পুত্র আর্তনাদ
করে। "ওটা একটা মোহ ছিল। এখন আমি আমার
প্রকৃত বধূকে পেয়েছি।" যুবরাজ মানবতার
আত্মা, তোমার সত্তা। কাবুলের বৃদ্ধা রমণী
ইন্দ্রিয় জগতের রং ও সুগন্ধি। যাদুর মায়া থেকে
তখনই মুক্তি পাওয়া যায় যখন তুমি বলো,
'আমি ভোরের প্রভুর আশ্রয় নিচ্ছি।' বিপুল ক্ষমতার
অধিকারিণী মহিলা। তোমার বুকে সে এমন গিঁট
বাঁধতে পারে, যা একমাত্র আল্লাহর ফুঁৎকারেই
শিথিল করা সম্ভব। তার অনুনয়কে হালকাভাবে
নিয়ো না। যুবরাজ তার জালে আটকা ছিল
একটি বছর, তুমি হয়তো ষাট বছর থাকতে
তুমি বলো যে গোপন পৃথিবীর পানীয় পান না
করলে তুমি হয়ে উঠ অস্থির, কিন্তু যদি মুহূর্তের
জন্যে জীবন্ত কাউকে দেখতে পাও তাহলে তোমার
পায়ে বেঁধা কাঁটা তুমি তুলে ফেলতে পারবে এবং
না খুঁড়িয়েই চলতে পারবে। বন্ধুর মুখের প্রদীপকে
দেখাতে দাও যে কোথায় যেতে হবে। স্বার্থহীন তাই
তোমার প্রকৃত সত্তা, তরবারি ও কাফন।
এভাবেই বাস করে অধিকাংশ মানুষ;
নির্মল পানির ঝর্নার তীরে নিদ্রা গেলেও তৃষ্ণায়
ঠোঁট থাকে শুষ্ক। তোমার স্বপ্নে তুমি মরীচিকার

BanglaBook.org

পানে দৌড়াও। দৌড়ানোর সময়ে তুমি মরূদ্যান
দেখতে পেয়েছ বলে গর্ব বোধ কর। বন্ধুদের
কাছে বড়াই করে বল, "হৃদয়ের দৃষ্টি আছে
আমার। পানি পেতে আমাকে অনুসরণ করো।"
গোয়েন্দাগিরির এই ভালোবাসা পরিতৃপ্তি থেকে
অনেক দূরে; তুমি যেখানে আছ এই সফর
তোমাকে আসল পানির স্বাদ থেকে দূরেই রাখবে।
তোমার গলার মোটা শিরার চেয়েও কাছে
তরঙ্গ তোমাকে আঘাত করছে; 'এখানে, এখানে।'
উপায় হচ্ছে, তুমি কে এবং কোথায়; নিদ্রা
তোমার অস্তিত্বের মধ্যে, যা নিদ্রা যায় ও জাগে
এবং আবার নিদ্রিত হয়। স্বপ্নে সুমিষ্ট পানির
দর্শনই আল্লাহর স্বাদ লাভ। হয়ত আরেক
মুসাফির এসে ঝর্না পেতে তোমাকে সাহায্য
করবে সেই লোকটির মতো দীর্ঘ খরার সময়ে
যে হাসত, যখন অন্য সবাই কাঁদছিল।
শুকিয়ে গিয়েছিল শস্য। দ্রাক্ষাবনে কালো রং
ধারণ করেছিল পাতা। লোকজন হাঁপাচ্ছিল, আর
তীরে ছুঁড়ে দেয়া মাছের মতো মারা যাচ্ছিল।
কিন্তু সারাক্ষণ হাসছিল একটি লোক। এক দল এসে
বলে, "এই দুর্ভোগের সময় কি তোমার অনুভূতিও নেই?"
সে উত্তর দেয়, "তোমাদের চোখে এটি একটি খরা।
আমার কাছে আল্লাহর আনন্দের একটি রূপ।
এই মরুভূমির সর্বত্র আমি কোমর-সমান উঁচু
সবুজ শস্যের বেড়ে উঠা প্রত্যক্ষ করছি কচি শস্যের
সমুদ্রের মতো সীমাহীন বিস্তারে আচ্ছন্ন
ঘন সবুজে। আমি সেগুলো স্পর্শ করতে যাই।
BanglaBook.org
কেনই বা না যাব! তোমরা এবং তোমাদের বন্ধুরা
ফেরাউনের মতো নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে
তোমাদের রক্তের লোহিত সাগরে। মূসার বন্ধু
হয়ে এই ভিন্নতর নদীর পানি দেখো।"
যখন তুমি ভাবো যে তোমার পিতা কোনো
অন্যায়ে দোষী, তখন তার মুখ নিষ্ঠুর দেখায়।
ইউসূফ তার ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের দৃষ্টিতে
ছিলেন বিপজ্জনক। যখন তুমি পিতার সাথে

শান্তি স্থাপন করো তখন তাকে শান্তিপূর্ণ ও
বন্ধুসুলভ দেখাবে। সমগ্র বিশ্বই সত্যের একটি
রূপ। তার প্রতি কেউ যদি কৃতজ্ঞতা বোধ না করে
তাহলে সেই রূপ সে যেমন মনে করে তেমনই
দেখাবে। তারা তার ক্রোধ, তার লোভ ও তার
ভীতি দেখে। পৃথিবীর সাথে শান্তি স্থাপন করো।
এর মাঝে আনন্দ খুঁজো, তাহলে এটি পরিণত
হবে সোনায়। পুনরুজ্জীবন এখনই হবে।
নতুন সৌন্দর্যের বিকাশ হবে প্রতি মুহূর্তে।
কখনো বিরক্তি অনুভূত হবে না। বরং তোমার
কানে প্রবেশ করবে বহু ঝর্নার আওয়াজ!
গাছের শাখা আন্দোলিত হবে নৃত্যরত মানুষের
মতো, যারা হঠাৎ করে অতিন্দ্রিয় জীবন সম্পর্কে
জানতে পারে। ইশারায় থেমে যায় পাতা, যেন
তারা সংগীত শুনছে। আসলেই তারা শোনে।
বস্ত্রের আবরণের নিচ থেকেও আয়নার ঔজ্জ্বল্য
চকচক করে। ভেবে দেখ, সমগ্র বিশ্ব বাতাস ও
সূর্যালোকে উন্মুক্ত হলে অবস্থাটা কেমন হবে!
অনেক রহস্যের কথা আমি তোমাদের বলছি না।
সর্বত্র এত সন্দেহ দ্বিধা, এত বেশি অভিমত,
যার বক্তব্য, "তোমার ঘোষণা হয়ত ভবিষ্যতে
সত্য হবে, কিন্তু এখন নয়।" কিন্তু বিশ্বজনীন
সত্যের যে রূপ আমি দেখছি সেটি বলে, এ তো
কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়, এখানে এভাবে উপস্থিতি
হাতে নগদ অর্থের মতো!' যা আমাকে ওজায়ের এর
পুত্রদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা তাদের
পিতাকে খুঁজছিল। তারা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল,
আর তাদের পিতা অলৌকিকভাবে পরিণত হয়েছিলেন
তরুণে! তার সাথে যখন তাদের সাক্ষাৎ হল,
তখন জানতে চাইল, "জনাব, আমাদের মার্জনা
করবেন, আপনি কি ওজায়েরকে দেখেছেন?
আজ এ পথেই তিনি আসতে পারেন বলে
আমরা শুনেছি।" "হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তোমরা,"
ওজায়ের বলেন, "আমার পিছনেই আছেন তিনি।"
পুত্রদের একজন উত্তর দেয়, "এটা তো সুখবর।"

BanglaBook.org

আরেক পুত্র মাটিতে পড়ে যায়। সে তার পিতাকে চিনতে পেরেছে। “খবর বলতে তুমি কী বুঝাচ্ছ? আমরা তো এরই মধ্যে তার সান্নিধ্যের মধুরতায় রয়েছি।” মনের কাছে এ ধরনের ঘটনা নিছক ‘খবর’, আর অন্তরের জ্ঞানের কাছে এ অবস্থা ঘটনার মাঝখানে অবস্থান। সন্দেহবাদীদের কাছে এ এক যাতনা। বিশ্বাসীদের জন্যে ঐশ্বরিক বাণী। প্রেমিক ও স্বাপ্নিকদের কাছে এটি জীবন, কারণ এটি তো বেঁচে আছে। বিশ্বাসীদের বিধান দরজা ও প্রহরীর মতো। বাধাগ্রস্ত না হতেই তাদের উপস্থিতি। বিশ্বাসী হওয়া কোনো ফলের বাইরের খোসার মতো। খোসা শুষ্ক ও তেতো, কারণ কেন্দ্রের বিপরীতে তার অবস্থান। বিশ্বাসী হওয়া খোসা ছাড়ানোর পর ভিতরের অবস্থার মতো, ভেজা ও সুমিষ্ট। কিন্তু খোসা ছাড়ানোর স্থানটি আগুন। ভিতরটা মিষ্ট ও তেতো স্বাদ থেকে দূরে। এটাই তো সুস্বাদের উৎস। এটাকে এমন বলা যায় না, “এর মাঝে আমি ডুবে যাচ্ছি! পিছনে ফির, এবং মূসার মতো পানির মাঝ দিয়ে আমাকে একটি পথ তৈরি করতে দাও। আমি এটুকুই বলব এবং অবশিষ্ট সব রাখব লুকিয়ে : তোমার মেধা টুকরো টুকরো হয়ে আছে, সোনা যেমন অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বহু জিনিসের ওপর ছড়িয়ে থাকে। তোমাকে এসব জড়ো করতে হবে যাতে তোমার ওপর রাজকীয় মোহর লাগানো যায়। ঐক্যে অটল থাক তাহলে তুমি মূল বাজারসহ সমরকন্দের মুক্তো অথবা দামেশকের মতো মনোরম হয়ে উঠবে। একটু একটু করে সবকিছু সংগৃহীত হয়। চ্যাপ্টা মুদ্রার চাইতেও অনুপম হয়ে উঠবে তুমি। বাদশাহর পানপাত্রের বাইরের কারুকাজের মতো হবে। তোমার জন্যে বন্ধু হবে রুটি ও ঝর্নার পানি, একটি প্রদীপও বিপদে সাহায্যকারী, তোমার প্রিয় খাদ্য এবং এক পাত্র সুরা। এমন কারো সাথে মিলন রীতিমতো অনুগ্রহ। ওই টুকরোগুলো সংগ্রহ করো, যাতে

BanglaBook.org

আমি তোমাকে দেখাতে পারি ওগুলো কী।
সে জন্যেই তো প্রয়োজন আলোচনার, আমাদের
এক হতে সাহায্য করতে। বহুতর মানে ষাটটি
ভিন্ন আবেগের সমষ্টি। ঐক্য হচ্ছে শান্তি ও
নীরবতা। জানি, এখন আমার থামা উচিত,
কিন্তু আমার মুখ খোলা রাখার উত্তেজনা
হাঁচি অথবা হাই তোলার স্বস্তির মতো।
মুহাম্মদ বলেন, 'আমি দিনে সত্তর বার ক্ষমা
প্রার্থনা করি,' এবং আমিও তাই করি।
এত কথা বলার কারণে আমাকে ক্ষমা করো,
কিন্তু আল্লাহ যেভাবে রহস্যের সৃষ্টি করেন,
সেসবের প্রকাশ দ্রুততর হয় এবং বইতে থাকে
কথার ঝর্না। নিদ্রাকাতর ব্যক্তির শয্যা
ঝর্নার পানিতে সিক্ত হলেও সে দিব্যি ঘুমায়।
লোকটি স্বপ্নে দেখে পানির জন্যে সে চারদিকে
ছুটাছুটি করছে এবং মরীচিকার দিকে
দেখাচ্ছে আঙুল দিয়ে, "পানি! ওই তো ওখানে!"
স্বপ্নে পানির উপস্থিতি তাকে নিদ্রিত রাখে।
ভবিষ্যৎ, দূর—এসব মোহ। আল্লাহর 'কাছের'
এবং 'এখনের' স্বাদ গ্রহণ করো। বর্তমান তৃষ্ণা
প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, এদিক ওদিক করার
চটপটে কোনো যুক্তি নয়। তর্কে লব্ধ কিছুর মৃত্যু
ঘটে এবং কবরে স্থান পায়। ধ্যানে প্রাপ্ত আনন্দের
অবসান হয় না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান মাথায় থাকে,
খ্যাতি নিঃশেষ হয়ে যায়। শ্রবণ করাই শ্রেয়।
শিক্ষক হওয়া ইচ্ছার এক প্রতিরূপ, বিজলির চমক।
তোমরা কি ওয়াহকশ' নগরীতে যেতে পারো,
বিজলির চমকের মতো আঁকাবাঁকা দূরে অক্সাস
নদীর কাছে? বিজলি পথনির্দেশক নয়।
বিজলির চমক শুধু মেঘকে বলে কাঁদতে।
আমাদের মনের বিজলি চমকে বলেই আমরা
কাঁদি, আমাদের প্রকৃত জীবনের আকাঙ্ক্ষা করি।
শিশুর বুদ্ধিমত্তা বলে দেয়, "আমার পাঠশালায়
যাওয়া উচিত," কিন্তু সেই মেধা স্বয়ং শিখাতে
পারে না। কোনো অসুস্থ ব্যক্তির মন বলে,

BanglaBook.org

"চিকিৎসকের কাছে যাও," কিন্তু তাতে রোগীর ব্যাধি নিরাময় হয় না। কিছু শয়তান বেহেশতের খুব কাছাকাছি এসে গোপন রহস্য জানতে চেষ্টা করলে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, "কেটে পড়ো এখান থেকে। পৃথিবীতে যাও। পয়গম্বরদের কথা শোন।" দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। এটা কোনো দীর্ঘ পথ নয়। তোমরা শূন্য নল, আবার ইক্ষুও হতে পারো, যদি প্রদর্শকের কথা শোন। জিব্রাইলের অশ্বের পা ফেলার স্থান থেকে কিছু আবর্জনা তুলে সোনার বাছুরের মধ্যে গুঁজে দেয়া হলে সেটি অবনত হয়। প্রদর্শকের পক্ষেই তা করা সম্ভব। প্রদর্শক তোমাকে বেঁচে থাকা শেখায়। সে তোমার বাজের মস্তকবন্ধনী তুলে নেবে। প্রেম হল বাজের প্রশিক্ষণকারী, তোমার বাদশাহ। তার কাছে প্রশিক্ষণ নাও। কখনো এমন বোলো না, বা ভেবো না, "আমি ....চাইতে উত্তম।" শয়তানও অমন ভেবেছিল আদম সম্পর্কে। আধ্যাত্মিকতার বৃক্ষের শান্তিপূর্ণ ছায়ায় ঘুমাও এবং ওই সবুজ থেকে কখনো বের কোরো না তোমার মাথা। একজন উস্তাদের বৃক্ষের ছায়ার নিচে নীরব থাকো সমর্পনে। তা না হলে অহঙ্কারে পঙ্গু হয়ে যাবে তোমার সামর্থ। এমনকি তোমার সদগুণগুলোও যেতে পারে হারিয়ে। রহস্যের প্রভুকে প্রতিরোধ কোরো না, যিনি তোমাকে জ্ঞান দান করেছেন। জুতা সেলাই এর সহজ কাজে ধৈর্য ধরো, তা না হলে ন্যাকড়া তালি দেয়ার কাজে তোমার পদাবনতি ঘটতে পারে। যারা ধৈর্যের সাথে পুরনো কাপড় সেলাই করে তারা দর্জিতে পরিণত হয়ে নতুন কাপড় নিয়ে কাজ করে। বন্ধুর সাথে থাকো। বৃদ্ধ দার্শনিকের মতো তার মৃত্যুশয্যার পাশে থাকো, যিনি উপলব্ধি করেন যে তাকে তার মন আর সাহায্য করতে পারছে না। "আমি বোকার মতো দ্রুতগামী প্রাণীর পিঠে উঠে ঘুরেছি পবিত্র আত্মাকে এড়াতে।" শ্রমসাধ্য বুদ্ধিবৃত্তিক সন্তরণ

BanglaBook.org

কোথাও নিয়ে যায় না। মুহাম্মদ ও যিশু এবং
খাঁটি মানুষদের সাথে নিজেকে সিন্দুকে তোল,
যাদেরকে মেধার 'পর্বতের' কাছে নিন্দনীয় ধরনের
'অবনত' মনে হয়। বন্যার একটি মাত্র ঢেউ
ওই খ্যাতিকে ঢেকে দেয়। তোমার শেষ দিবসের
আগেই দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা
করো। দরবেশের পদধূলি তীক্ষ্ণ করে দৃষ্টিকে।
এর দ্বারা যেমন নিরাময় হয়, তেমনি পোড়ায়।
উটের চোখ আলো দ্বারা পূর্ণ থাকে, কারণ উট
মরুভূমির কাঁটা খেতে পছন্দ করে। একদিন
এক উট এবং একটি গাধাকে একই খোঁয়াড়ে
রাখা হল। "এর অর্থ কী?" গাধা প্রশ্ন করে।
"আমি সবসময় জানতে চেয়েছি, পর্বত থেকে
স্খলিত পদে নামতে কেন আমি ভীত হতাম,
আমার পিঠের বোঝা শব্দ করে উঠত, আর
চালক প্রহার করত আমাকে, অথচ তুমি
কেমন নির্মল আনন্দে একই পথ পাড়ি দাও?
তুমি কখনো আমার মতো মুখ থুবড়ে পড়ো না
কেন?" উট জবাব দেয় "প্রতিটি স্বচ্ছন্দ অবতরণ
এক একটি উপহার। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে
ব্যবধান বিদ্যমান। আমার মাথা তোমারটার
মতো না হয়ে উঁচু থাকে, সেজন্যে ওপর থেকে
নিচ পর্যন্ত পুরো পথ, পর্বতের পাদদেশ,
প্রতিটি চড়াই-উৎড়াই, এক একটি খাদ
আমি দেখতে পাই। একজন সত্যিকারের মানুষ
তার জীবনে এভাবেই পরখ করে। নিজের মৃত্যুর
দিন পর্যন্ত দেখতে পায় সে এবং এখন থেকে
বিশ বছর পর কী ঘটবে তাও জানে এবং
মাঝের সময় সম্পর্কেও সে অবহিত; শুধু নিজের
জন্যে নয়, অন্য সবার সম্পর্কে। মেধার আলো
এমন কোনো দরবেশের প্রেমময় জ্ঞানের মধ্যে
বাস করে। কেন? কারণ সেখানেই সে নিজের
বাসস্থান বলে মনে করে। ইউসুফ স্বপ্নে দেখেন
সূর্য ও চাঁদ তার উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হচ্ছে।
দশটি বছর এভাবে কেটে যায়। একটি প্রবাদ আছে,

BanglaBook.org

“তিনি আল্লাহর আলো দিয়ে দেখেন,” এ কোনো অলস
প্রবাদ নয়। এর কিছু অর্থ আছে। এমন আলোও
আছে যা এই মাটি ও আকাশকে চৌচির করে
দিতে পারে। চোখ দিয়ে তা দেখা যায় না। দৃষ্টি শুধু
পরবর্তী পদক্ষেপটুকু দেখতে পায়, ঠিক সামনে
কী আছে। আমাদের মাঝে আরেকটি পার্থক্য হল
আমার প্রকৃতি তোমার চেয়ে খাঁটি।” সাড়া দেয়
গাধা, “তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার প্রতিটি কথা
সত্য।” উটের সামনে হাঁটু গেড়ে কাঁদতে আরম্ভ
করে সে, “আমি কি কোনোভাবে তোমার সেবা করতে
পারি?” “আমার সান্নিধ্যে তোমার স্বীকারোক্তির
কারণে পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে তুমি।
তোমার অভিযোগ তোমার গভীর সত্তা থেকে নয়।
আদমের মতো সেই বিচ্যুতি ছিল সাময়িক।
কিন্তু এখন এই অশ্রু তোমাকে মূল বিষয়বস্তুতে
নিয়ে গেছে, ‘ভিতরে এসো, আমার শ্রমিকদের মাঝে।’
ভিতরে প্রবেশের গোপন পথ পাবে তুমি।
তুমি আগুন ছিলে, এখন আলো। তুমি শক্ত ছিলে,
কাঁচা আঙুর; এখন রসালো, এখন মিষ্টি কিসমিস।
এক নক্ষত্রের অবস্থান সূর্যে পরিণত হয়।
জ্ঞানের এই আনন্দকে টিকে থাকতে দাও।”
হুশাম, এই কাহিনির দুগ্ধে মধু ঢেলে নেড়ে দাও,
যাতে কাহিনিটি টক হয়ে না যায়। আমাদের
আগের সমঝোতাকে যুক্ত করো এর সাথে।
গর্জে উঠো সিংহের জ্ঞানের মতো। সোনার কালি
দিয়ে লিখ, তাহলে যারা পড়বে তারা তাদের
চারপাশের সাগরের মতো অনুভব করবে এবং
BanglaBook.org
বিকশিত হবে চেতনায়। এক মিশরীয় তার এক
ইসরাইলি বন্ধুর বাড়ি আসে, “তোমার সাহায্য
প্রয়োজন আমার। মূসা নীল নদের পানিকে
আমাদের জন্যে রক্তে পরিণত করেছেন, আর
তোমাদের জন্যে এখনো তা পানিই আছে।
তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি আমরা মিশরীয়রা।
দয়া করো। তোমার জন্যে একপাত্র পূর্ণ করো।
অতঃপর সেটি আমাকে দাও।” ইসরাইলি বলে,

"বন্ধু আমার, তোমাকে এভাবে সেবা করে আমি ধন্য হব।" সে একটি পাত্র পূর্ণ করে, অর্ধেকটা নিজে পান করে, এরপর তার বন্ধু, মিশরীয়র দিকে বাড়িয়ে দেয়। "বাকিটুকু পান করো।" পানি গাঢ় রক্ত হয়ে যায় তখনই। পাত্রটি তার হাতে ফিরিয়ে দিলে আবার পরিণত হয় স্বচ্ছ পানিতে। এ ঘটনা মিশরীয়কে এত ক্রুদ্ধ করে যে সে তার ক্রোধ দূর করতে মাটিতে বসে। "হে আমার ভাই, আমার জন্যে এ সমস্যার লাঘব হবে কীভাবে?" "আল্লাহকে যে সম্মান করে কেবল সেই এই পানি পান করতে পারে। তোমরা প্রকৃতপক্ষে কী গ্রহণ কর তোমাদেরকে তা দেখাতেই মূসা এটি ঘটিয়েছেন। যারা আল্লাহর সেবায় নিয়োজিত তাদের প্রতি তোমাদের মাঝে প্রচণ্ড ঘৃণা। ক্ষমা প্রার্থনা করো। তোমার হৃদয়ের চোখ খোল। দিকনির্দেশ শোন তোমার বন্ধুর এবং তার মধ্যে আনন্দ কর, তাহলেই তুমিও আমার সাথে এই পাত্র থেকে পান করতে পারবে। তোমরা এমন কিছু পান করছিলে, যা ধীরে ধীরে তোমাদের আত্মাকে ধ্বংস করেছে।" পাঠক! তোমরা কি ভেবেছ মসনবীর কথাগুলো বিনামূল্যে পাঠ করবে? অবশ্যই কিছু দিতে হবে বিনিময়ে। এ রহস্য সহজে আসে না; এটা তো বোরখা পরিহিতা প্রেমিকার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, কিংবা একটি কঠিন বিবরণী। অনেকেই দাবি করে যে, 'শাহনামা' এবং 'কালিলাহ' কোরআনের মতো। BanglaBook.org
কোনো পবিত্র সুরাও উন্মোচন করেনি তাদের চোখ। নাক বন্ধ থাকলে কেউ বিষ্ঠা ও মৃগনাভির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। মাঝেমধ্যে তোমরা গ্রন্থ পাঠ করো একঘেঁয়েমি দূর করতে, কিংবা কোনো উদ্বেগ বা আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বস্তি লাভ করতে। প্রস্রাব, ঝর্নার পানি, যে কোনো কিছু দিয়ে আগুন নিভানো যায়। কিন্তু স্বচ্ছ পানি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো যা তোমাকে নিয়ে যাবে এমন উদ্যানে যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্নাধারা।

দরবেশদের আসল চেহারা তো আমরা দেখি না। মুহাম্মদই বিস্মিত হয়েছিলেন যে মানুষ কেন তার চেহারার আলো চিনতে পারেনি। একটি ওহি নাজিল হয়, "তোমার মুখ লুকানো, চাঁদের ওপর যেমন মেঘের আবরণ থাকে, যাতে যাদের দেখা উচিত নয়, তারা দেখবে না।" তোমরা যখন কোনো ইবাদত কর, আল্লাহ বিনিময়ে কিছু দিয়ে থাকেন। পানির ফোঁটা যেমন মুক্তায় পরিণত হয়, পাথর হয় সোনা। এক টুকরা মাটি ঝলসে উঠে জ্ঞান ধারণ করে। এ থেকে সর্তক থেকো। পৃথিবীতে ক্ষমতা হাম্মামের দেয়ালে আঁকা রঙিন ছবির মতো, যারা তোমাকে চিনতে পারে বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে চিনে না। ফিরে যাই মিশরীয়ের কাছে, যে অনুনয় করে, "আমার জন্যে দোয়া করো। আমি প্রার্থনা বা তোমার পাশে বসার যোগ্য নই। কিন্তু তোমার সান্নিধ্যে হয়ত এই মৃত লাঠিতেও ফুল ফুটবে।" তার ইসরাইলি বন্ধু হাঁটু গেড়ে বসে, "তুমি প্রার্থনার ইচ্ছা ও সে ইচ্ছার সাড়া দিয়েছ, তুমিই প্রথম ও শেষ। মাঝখানে আমরা কিছুই নই। কী করে আমরা কোনো কিছু বলব?" ভাবাবেশে আচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই পড়ে ছিল সে। চেতনা আসে তার। উত্তর শুনতে পায় সে, 'মানুষ যা সৃষ্টি করে তার বাইরে মানুষের কোনো কিছুই নেই।' এবং মিশরীয়ের হৃদয়-মথিত কণ্ঠ সে শোনে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর! আমাকে দেয়া হয়েছে নতুন এক আগুন! আমাকে বল কী করে বলতে হবে এই বিশ্বাস! এ বন্ধুত্ব আমার হাতকে বন্যার পানিতে খেজুর শাখার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রে। শস্য পরিমাপের ঝুড়িতে আমি আহরণ করছি মুক্তা।' তার বন্ধু তাকে পাত্র দেয় পান করতে। ওটার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। সকল নদীর উৎস আমার বুকে খুলে দিয়েছে একটি ঝর্না। এই হৃদয়, যা শুষ্ক, উত্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিল তা এখন ঐশ্বর্যের উৎস মধ্যস্থ

BanglaBook.org

ছাড়াই আমি তোমাকে সকল ভালো বস্তু দেব,
খাদ্য ছাড়াই দেব ভোজনের পরিপূর্ণতা, সৈন্য ছাড়া
সার্বভৌমত্ব, বসন্তকাল ছাড়াও দেব বুনো গোলাপ।
তালিম দেব কোনো গ্রন্থ বা উস্তাদ ছাড়া। কোনো ওষুধ
ছাড়া তোমাকে নিরাময় করব এবং কবরকে
পরিণত করব বিশাল ময়দানে। আমার
চোখের পানে তাকাও! কাফ্, হা, ইয়া, আঈন,
ছোয়াদ! আমি পানির জন্যে এসেছিলাম, কিন্তু
নীল নদের আত্মায় পরিণত হয়েছি। আমি প্রবাহিত
হই, কিন্তু আমি স্থির। মুহাম্মদ বিশ্বকে দেখেছেন
দীপ্তিমান গতি হিসেবে, সবই আলোচনায়।
পাথরের সাথে মৃত্তিকা, গুহাসহ পাহাড়।
আমি তার শ্রুতির মাঝে, এবং প্রফুল্ল হাসি
বলে, 'ওখানে কেউ আসেনি?' কোনো বস্তুকে তার
প্রকৃত রূপের চাইতে উল্টো দেখার একটি পথ আছে।
নাশপাতি গাছের মগ ডাল থেকে কোনো কিছুকে
বৃশ্চিকের তীক্ষ্ণ কাঁটা মনে হলেও তুমি নিচে
নেমে এসে দেখতে পাবে আয়ার সাথে গোলাপি
রঙের শিশুদের ভিড়। এক মহিলা তার স্বামীর
উপস্থিতিতে তার প্রেমিকের সাথে প্রেম বিনিময়
করতে চায়। সে বলে, "তুমি ভাগ্যবান, নাশপাতি
গাছে উঠে আমি ফল আহরণ করতে যাচ্ছি।"
শাখায় বসে স্বামীর দিকে আঙুল নির্দেশ করে,
"তুমি কার ওপর শুয়ে আছ?" "তোমার মাথা
খারাপ হয়েছে," স্বামী বলে, "আমি তো এখানে
একা দাঁড়িয়ে আছি।" "তুমি কী করছ আমি তা
দেখতে পাচ্ছি কুঁজো হারামজাদা কোথাকার।"
"নেমে এসো", স্বামী বলে। "মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটছে
তোমার। আমিই ফল পাড়ছি।" মহিলা নেমে আসে,
স্বামী গাছে আরোহণ করে। সাথে সাথে মহিলা ও
তার প্রেমিক তাদের উপভোগ্য প্রেমে লিপ্ত হয়।
স্বামী চিৎকার করে, "ওই বেশ্যা! কী হচ্ছে?"
"মূর্খের মতো কথা বলো না," প্রেমিকের নিচ থেকে
মহিলা চেঁচিয়ে বলে। "এখানে আমি একা, নিশ্চয়ই
বৃক্ষ আরেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আমি যখন

BanglaBook.org

গাছে ছিলাম তখন আমিও অদ্ভুত দেখেছি
সবকিছু।” রসিকতাও একটি শিক্ষা। এর লঘুতা
বা অশ্লীলতায় বিক্ষিপ্ত হয়ো না। রসিকতা
আসলে গভীর। নাশপাতি গাছ থেকে নেমে এসো
যা তোমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে। অহং এর নাশপাতি
গাছ, তোমার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের নাশপাতি গাছ,
ট্যারা করে দিয়েছে তোমার দৃষ্টিকে।
গাছের গোড়া ও শাখাগুলোর দিকে ফিরে তাকাও।
এর কাছ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হলে গাছও বদলে যায়।
নেমে আসায় তোমার যে অপমান তা তোমাকে
সত্য দেখতে দেয়। এই নেমে আসা সহজ নয়।
মুহাম্মদ এর আকাঙ্ক্ষায় দোয়া করেন, “নিচ ও ওপর
থেকে এর সামগ্রিকতার প্রতিটি অংশ আমাকে
প্রদর্শন করো, যেভাবে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ।”
তুমি স্বয়ং এই গ্রন্থির মধ্য থেকে গাছ সৃষ্টির
শব্দ ব্যবহার করে ‘হও’ এবং মূসার জ্বলন্ত
বৃক্ষে পরিণত হয় একটি সবুজ-অগ্নি সত্য,
‘আমি, সেই আমি; মাটিতে আবদ্ধ, তবুও আকাশের
দিকে প্রসারিত হচ্ছি।’ এই বৃক্ষ একটি দেহ,
মূসার কাঠের লাঠি। ‘তোমার হাত থেকে লাঠি
ফেলে দাও’, তাকে বলা হল। অতঃপর, ‘এটি তোল।’
লাঠি ফেলে দেয়া এবং আবার তুলে নেয়ার
মধ্যে ইসরাইলিরা মুক্ত হল। যদিও মূসার
সন্দেহ ছিল এ ঘটনা আদৌ ঘটবে কিনা।
আল্লাহ তাকে বললেন, ‘তুমি শুধু বাণী পৌঁছে
দাও। কীভাবে ঘটবে তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।’
BanglaBook.org
ফেরাউন মূসার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা
ভিক্ষা চায়, কিন্তু সে আসলে ক্ষমা চায়নি।
“প্রভু,” মূসা বলেন, “এই বদমাশ আপনার
সরলতার সুযোগ নিচ্ছে।” ‘তোমার লাঠি নাড়া
দাও এবং এই ভূখণ্ডে ফসল ফলাও।
অতঃপর আবার লাঠি নেড়ে পঙ্গপাল ডেকে আনো।
ফলাফলে আনার কোনো আগ্রহ নেই। মুখ না ধুয়ে
অথবা ইবাদত না সেরে ভোরে উঠেই এই ভন্ডের
বাজারের পথে যাওয়া কেমন বিসদৃশ।

খাদ্য খুঁজবে সে, কিন্তু নিজেই পরিণত হবে
এক গ্রাস খাবারে। মনের এমন এক অবচেতন
অবস্থা থাকে যখন তা কোরবানির ভেড়ার
মতো খায় অথবা খাইয়ে মোটাতাজা করা হয়।
ভেড়া যে বোকার মতো চিবোয় কসাইরা তা
উপভোগ করে। অনুরূপ ছায়ার বাদশাহর
জন্যে কাজ করে ক্ষুধা, তার চেয়ে আত্মার জন্যে
কাজ করো। প্রতিদিন জ্ঞানের খোরাক দাও।
প্রসারিত করো তোমার হৃদয়কে। বিশ্রাম নিতে
দাও তোমার ক্ষুধাকে। ওরা পথের দস্যু।
ওরা তোমার আত্মাকে স্তব্ধ করে দিয়ে মূল্যবান
জিনিসপত্র চুরি করে। তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
সম্পদ হচ্ছে তোমার আত্মার প্রজ্ঞা। বাকি সবই
সেই জ্ঞানের মুখোশ। স্পর্শ করে সেটি
হারিয়ে ফেল না। লালসাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা কখনো
কখনো জ্ঞানকে অবরুদ্ধ, ও দুর্বোধ্য করে দেয়,
ঠিক যেভাবে সুরা ও গঞ্জিকার প্রভাবে হয়।
ঔদ্ধত্যও মাতাল করে, যা সত্য নয় তোমাকে তা
সত্য বলে ভাবায়। এ আলোচনার কোনো শেষ নেই!
আল্লাহ মূসাকে বলেন, 'ভাষা দিয়ে ঠোঁট নাড়াও,
এবং আমার বীজকে মাটির মাঝে উন্মুক্ত হতে দাও।'
তাই করেন তিনি; দুর্লভ শস্য, কচুরি এবং
মনোরম সবুজের আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে
ইসরাইলিরা দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। অতঃপর কিছুদিনের
জন্যে তারা প্রচুর খাবার পেল। খাদ্যের এই প্রাচুর্য
আবার রহিত হবে এমন ভয় ছিল না তাদের।
পরিপূর্ণ উদরে তারা হয়ে পড়ল দুর্বিনীত।
পাশব আত্মা এমনই। একে পরিতৃপ্ত করলে
সে স্মরণ করবে যে মিশরে ফেরাউনের সাথে
BanglaBook.org
কত আরামে সে ছিল। তার বরং নিজের মৃত্যুর
কথা এবং মূসার নেতৃত্বে জনহীন প্রান্তর
অতিক্রমের সময় কেমন অনুভব করেছিল
তা স্মরণ করান প্রয়োজন। লোহাকে কোনো আকৃতি
দেয়ার আগে অবশ্যই গনগনে লাল করতে হবে।
ক্ষুধা দেহকে আল্লাহর পানে ধাবিত করে।

দুর্ভিক্ষের সময়ে এমনকি খোদ ফেরাউন এসে
অবনত হয়েছিল মূসার কাছে। আবার ফসল
ফললে সে তার নিষ্ঠা বিস্মৃত হয়েছিল। কিছু বিষয়
সুনিশ্চিত। গাধার বোঝা যদি তুমি বহন কর
তাহলে গাধা তোমাকে পদাঘাত করবে।
এক উজ্জ্বল চেতনার নগরীতে আমাদের বাস।
আমরা ঘুমাতে যাই এবং স্বপ্নে দেখি ভালো ও মন্দে
পূর্ণ আরেক নগরীকে। যখন সেই স্বপ্ন নগরীকে
বিশ্বাস করতে শুরু করি তখন ভুলে যাই যে
আমরা আসলে কোথায় আছি। আমরা একথা
বলি না, "আমি শুধু সময় কাটাচ্ছি। আমি এখানে
থাকি না।" আত্মার জ্ঞানের দারুণ সমস্যা হয়
তার অবস্থান স্মরণ করতে। ঘন মেঘ ঢেকে ফেলে
তারকারাজি। একই স্থানে সভ্যতা গড়ে উঠে
আবার ধ্বংস হয়। সেই ধ্বংসলীলার ধূলি
আমাদের চোখে জ্বালা ধরায়। বিশাল আশা নিয়ে
আমাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, যা প্রেমকে পরিশুদ্ধ
করে এবং রহস্যের চোখ খুলে দেয়, যে চোখ
একই সাথে দেখে সূচনা ও সমাপ্তির।
নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মার চেতনা
আমাদের কাছে আসে, প্রতি বারই আগের
অবস্থা ভুলে যায়, অজৈব অবস্থার মধ্য দিয়ে,
খনিজ থেকে সবজিতে। পশু অতঃপর বিস্মৃত
হয় যে এটি একটি গাছ; সবুজের মাঝে হাঁটার
জন্যে বসন্তের কামনা ছাড়া, মায়ের স্তন পানে
শিশুর আগ্রহের রহস্যের মতো, প্রতিটি আগ্রহী
নবিশ যেমন তার উস্তাদের প্রতীক্ষায় থাকে।
বিশ্বজনীনতা থেকে আসে সুনির্দিষ্ট রূপ।
BanglaBook.org
মাটিতে ছায়ার গতি আসে ওপরে গোলাপের
শাখা থেকে। মানুষের আত্মার চেতনাকে এক বিশ্ব
থেকে আরেক বিশ্বে পরিচালনা করা হয়,
আরও বিজ্ঞ হয়ে উঠে আত্মা, জ্ঞানের সাবেক
উপায়গুলোর স্বচ্ছ স্মৃতি ছাড়াই। এখান থেকেও
আমরা অভিবাসী হব, আত্ম সমাহিত অবস্থা
থেকে শত সহস্র নতুন বিস্ময়ের মাঝে।
ঘুম থেকে জেগে উঠার মতো অনুভূতি হবে,

কিন্তু মনে রেখো, এখানে নিদ্রিত থাকতে আমরা
যা করেছি সেজন্যে আমাদেরকে দায়ী করা হবে।
এমন ভেব না, 'আমি মারা যাব এবং আমাকে
মুক্তি দেয়া হবে!' আমাদের ভাইদের সাথে
আমরাও প্রবঞ্চনা ও শীতলতার অংশ।
ইউসুফের ছেঁড়া জামা ভিতর থেকে নেকড়ে হয়ে
যায়, আমাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে। একটি মৃদু
চপেটাঘাত প্রচণ্ড প্রতিরোধের রূপ নিতে পারে।
এখানে নির্দোষ খতনা, ওখানে পুরোপুরি খোজা
করে দেওয়ার ঘটনা। আল্লাহ্ মিশরীয়দের
সম্পর্কে মুসাকে চূড়ান্তভাবে বলেন, যারা কথা
শুনবে না, 'সেই গর্দভগুলোকে চারণভূমিতেই
যেতে দাও। তোমার যা করণীয় ছিল তার সব
তুমি করেছ। ওদের নিদ্রা গভীর হতে দাও এবং
তুমি যে উপঢৌকন দিতে চেয়েছিলে সেসব
ঢেকে রাখো। তাদের দুর্দশা আসছে, যদিও
আমাকে তারা চিনে না, আমি গোপনে তাদের
প্রত্যেকের অতি নিকটে।' তোমার আত্মচেতনা
যেভাবে তোমার দেহের প্রতি লক্ষ রাখে, তেমনি
আল্লাহর অবস্থান সর্বত্র, যদিও এ সম্পর্কে তোমার
ধারণা নাও থাকতে পারে। তুমি যদি দেহের
সুস্থতার বিরুদ্ধে কিছু করতে শুরু কর,
আত্মা তোমাকে গালি দেবে। এটি যদি এত
প্রেমময়ভাবে ঘনিষ্ঠ না হত, সারাক্ষণ
নজরদারি না করত, তাহলে ভর্ৎসনা করত
কীভাবে? তুমি এবং তোমার আত্মার মেধা
ভূগোলকের খুঁটিনাটি যন্ত্রাংশের মতো।
সবগুলোর সমন্বয়েই তোমার পক্ষে পরিমাপ
করা সম্ভব যে সূর্য থেকে এই স্থান কত কাছে!
আত্মার জ্ঞান অতি চমৎকারভাবে ঘনিষ্ঠ,
কিন্তু তা তোমার সামনে বা পিছনে নয়, বামে বা
BanglaBook.org
ডানে নয়। এখন বলার চেষ্টা কর যে জ্ঞানের
স্রষ্টার অবস্থান কত কাছে! শত অনুসন্ধানেও
তার কাছে পৌছার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।
তোমার আঙুলের নড়াচড়া তোমার আঙুল থেকে
পৃথক নয়। তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন মেধাগত

কোনো গতি থাকে না। যখন জেগে উঠ তোমার
আঙুল অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। তোমার চোখের রত্নতুল্য
আলোর কথা ভাব, কীভাবে তা কাজ করে?
দৃশ্যমান বিশ্বের নানা আবহাওয়া ও বৈচিত্র্য
আছে। কিন্তু বন্ধু, যে শব্দ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে
অর্থ্যাৎ 'হও' এর অবস্থান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে
আত্মার চেয়েও বহু দূরে। মেধার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান,
চেতনার চেয়ে অধিক আধ্যাত্মিক। কোনো অস্তিত্বই
এর বাস্তবতা বিযুক্ত নয় এবং সেই যোগসূত্র
বলে বুঝানো যায় না। সেখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই,
কোনো প্রত্যাবর্তন নেই। তোমাকে পথ দেখাবার
প্রদর্শক আছে, তাদেরকে কাজে লাগাও।
কিন্তু তারা তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে
পারবে না। সৃষ্টি শব্দের প্রতীক্ষা কর তোমার
আবেগের শক্তি দিয়ে। স্পন্দিত ধমনি তোমাকে
চিন্তার চেয়েও দ্রুত নিয়ে যায়। মুহাম্মদ বলেন,
'মূল সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব দিয়ো না। অনুমান তো
শুধুমাত্র আবরণের স্তর। মানুষ আবরণ
ভালোবাসে। যেসব জিনিস আবৃত প্রত্যেক পর্দার
ওপর সেসবের নকশা কল্পনা করে।
সবাই স্বভাবত কোনো মায়া, কোনো অবয়বের
প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরা ভাবি, আল্লাহ বুঝি
দেখতে তেমন! না ভাবাই উত্তম। তোমার চারপাশে
চলমান বিস্ময়গুলো প্রত্যক্ষ করো। ওগুলোকে
দাবি কোরো না। শৈল্পিক গতি অনুভব করো,
নীরবতা পালন করো। অথবা বলো, "আমি প্রশংসা
করতে পারি না। তোমাকে যেভাবে প্রশংসা করা
উচিত, তুমি তাই। এ ধরনের বক্তব্য আমার
BanglaBook.org
বোধগম্যতা থেকে দূরে।" কাফ পর্বতের কাছে
উপনীত হয়ে মহামতি আলোকজান্ডার দেখেন
পর্বতটি পান্নার তৈরি এবং পৃথিবীকে বেষ্টনকারী
একটি বলয়ে পরিণত হয়েছে। সৃষ্টি বিশালতায়
বিহ্বল আলেকজান্ডার প্রশ্ন করেন, "তুমি যদি
একটি পর্বত হয়ে থাক তাহলে অন্যগুলো কী?"
কোহে কাফ উত্তর দেয়, "ওসব আমার ধমনি।
আল্লাহ যখন ভূমিকম্প দেন, আমি ওদের

কোনো একটির মাধ্যমে স্পন্দিত হই। আল্লাহ
যখন বলেন, যথেষ্ট হয়েছে! আমি বিশ্রাম নেই,
অথবা মনে হয় আমি বিশ্রাম নিচ্ছি। আসলে
আমি সবসময় গতির মাঝেই থাকি।”
কোনো মলমের দ্রুত নিরাময় শক্তির মতো, দ্রুত
বাক্য বিনিময়ের মেধার মতো কাফ পর্বতের
ক্ষমতা উপলব্ধ হয় তার অস্তিত্বের মাধ্যমে।
একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়া কাগজের ওপর কলম
নড়তে দেখে রহস্যটি আরেক পিঁপড়াকে বলতে
চেষ্টা করে, “কী চমৎকার, কীভাবে কলমের ডগা
পুদিনার পাতা এবং গোলাপ ও শাপলার কেয়ারীর
ছবি আঁকে।” অপর পিঁপড়া বলে, “যদিও প্রকৃত
শিল্পী হচ্ছে আঙুল। কলমটি শুধুমাত্র সহায়ক।”
তৃতীয় এক পিঁপড়া, “কিন্তু ভেবে দেখ। ওপরে একটি
হাত আছে, যার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে আঙুলের.... ।”
এভাবে চলতে থাকে যুক্তিতর্ক, চলতেই থাকে
যতক্ষণ না প্রধান পিঁপড়া বলে, “বস্তুগত
আকৃতি কী হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে
উপনীত হয়ো না। সকল জীবন্ত আকার নিদ্রা ও
মৃত্যুতে অচেতন হয়ে পড়ে। অবয়ব হচ্ছে আত্মার
বস্ত্র।” কিন্তু তার ভিতরে কী প্রবাহিত হচ্ছে
বিজ্ঞ পিঁপড়াটিও তা বলে না। সে কখনো উল্লেখই
করে না ‘আল্লাহ’, যা ছাড়া জ্ঞান ও ভালোবাসা
এবং আত্মা সম্পূর্ণ নিশ্চল। মহামতি আলেকজান্ডার
কোহে কাফের জ্ঞানের কথা শুনতে ভালোবাসেন।
সবকিছু শুনতে চান তিনি! “আমাকে ঈশ্বরের
গুণ সম্পর্কে বলো।” “তার গুণাবলি এত বিশাল
যে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।” “তাহলে অন্য কিছু
বলো যা এসব বিস্ময়ের ব্যাখ্যা দেবে।” “তুষারাবৃত
পর্বতগুলোর দিকে তাকাও। ওসব পর্বতে তুমি
BanglaBook.org
তিনশো বছর ধরে সফর করতে পারবে। এরপরও
দূরে তুমি আরও পর্বত এবং শীতলতা বজায়
রাখার জন্যে তুষারপাত দেখতে পাবে।
হিমালয়ের তুষারের গোলা পৃথিবীকে শীতল
রাখছে ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করছে। আল্লাহর
শীতলতা তার আগুনের চেয়ে ভয়ঙ্কর,

তুষার পর্বতের ঐশ্বর্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উত্তাপ এবং
এর আগেও যা ছিল তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।"
কথাটি মনে রেখো। এটি যোগ্যতা ও শর্তাতীত।
যদিও পূর্বাপর আসলে এক ও অভিন্ন। শাস্তি ও
ক্ষমা যে এক তা কি ইতোমধ্যে তুমি বুঝতে
পেরেছ? 'হ্যা' কিংবা 'না' বল না। আর তোমার
উত্তরের মাঝখানে কোনো ধর্মকে দোষ দিয়ো না।
একটি পাখি তখনই আকাশে উড়তে পারে
যখন সেটি পাখির লালসা থেকে পাখির দেহে
জন্ম লাভ করে। অসহায় ও বোবা হয়ে যাও,
যাতে 'হ্যা' অথবা 'না' বলার সামর্থ্য না থাকে।
অতঃপর আমাদেরকে জড়ো করতে একটি খাটিয়া
আসবে। সৌন্দর্য দেখার জন্যে আমাদের চোখ
অতি নিস্প্রভ। যদি বলি, 'হ্যাঁ, আমরা পারি,'
তাহলে মিথ্যা বলা হবে। আর যদি বলি, 'না, আমরা
দেখি না,' তাহলে ওই 'না' আমাদের মস্তক
বিদীর্ণ ও আমাদের আত্মার জানালা বন্ধ করে
দেবে। অতএব, আমরা যাতে নিজেদের ছাড়া
আর কোনো কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত না হই। তাহলেই
অলৌকিক অস্তিত্ব আসে সাহায্য করতে।
শূন্য বৃত্তে পড়ে থাকে উন্মাদ, বোবাও শেষপর্যন্ত
কথা বলতে শুরু করে অদ্ভুত বাকপটুতায়,
'আমাদের পথ দেখাও।' আমরা সৌন্দর্যের কাছে
যখন পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করি তখন
শক্তিশালী অনুগ্রহে পরিণত হই। জিব্রাইলের
সান্নিধ্যে মুহাম্মদ প্রশ্ন করেন, "বন্ধু, তুমি আসলে
যেমন, সেভাবেই আমাকে দেখতে দাও। কোনো আগ্রহী
দর্শক যেভাবে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখে সেভাবে
দেখতে দাও আমাকে।" "তুমি সহ্য করতে পারবে
না। এই বাস্তবতা সহ্য করার জন্যে চোখের দৃষ্টি
অতি দুর্বল।" "তবুও কোনোভাবে তোমাকে প্রদর্শন
করো, যাতে আমি বুঝতে পারি যে ইন্দ্রিয়গুলোর
কী জানা নেই।" দেহের অনুভব কম্পমান ও
অস্পষ্ট, কিন্তু ভিতরে স্বচ্ছ আগুন, ইব্রাহিমের
মতো শিখা, অর্থাৎ আদি ও অন্ত। মানুষ মনে হয়
এই গ্রহ থেকেই উদ্ভূত, অনিবার্যভাবে আমরাই

BanglaBook.org

পৃথিবীর উৎস। একটি ছোট্ট ডাঁশ যন্ত্রণা ও
আকাঙ্ক্ষার মাছি থেকে ভিন্ন, কিন্তু ডাঁশের ভিতরের
প্রকৃতির মাঝে আছে সমগ্র নক্ষত্রমন্ডলীর ঘূর্ণন।
মুহাম্মদ তার অনুরোধে অটল এবং জিব্রাইল
একটি পালক প্রদর্শন করে যা বিস্তৃত পূর্ব থেকে
পশ্চিমে, যার ক্ষীণ রশ্মি চূর্ণে পরিণত করে
ফেলতে পারে বিশাল পর্বত শ্রেণিকে। এক পলক
দেখেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন মুহাম্মদ।
জিব্রাইল এসে তাকে দুহাতে তুলে নেয়।
যারা জানে না তাদের জন্যে বিপুল বিস্ময়।
এই নিবিড়-আলিঙ্গনের ভালোবাসা বন্ধুর জন্যে।
দুর্দান্ত প্রহরীরা তরবারি হাতে বাদশাহদের
ঘিরে রাখে। ক্ষমতার প্রকাশ্য প্রদর্শনে শৃংখলা
বজায় থাকে এবং ঝঞ্ঝাট ও অন্যান্য বিপদ
থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বাদশাহ যখন বন্ধুদের
সাথে একান্ত ভোজনে মিলিত হন, সেখানে
বীণা ও বাঁশির সুর উঠে। দামামা বাজে না।
কোনো হিসাব, বিচার কার্য, শিরস্ত্রাণ কিংবা কোনো
অস্ত্রও থাকে না। তুমি জানো, এ কেমন, রেশমি
বস্ত্র ও সুর এবং সুন্দরী রমণীরা পানপাত্র আনছে!
কিন্তু কে বলবে একথা! বন্ধু আমার, এ অংশ
শেষ করো এবং যে পথে আমাদের যাওয়া উচিত
সেদিকে নিয়ে চলো। মুহাম্মদের দেহ এখন
মদিনার মাটির নিচে শায়িত, কিন্তু সে দেহের
আরেকটি অংশ আছে সত্যের মাঝে, একটি
সূর্য যার পূর্ব বা পশ্চিম নেই। 'অবক্ষয়, পরিবর্তন,
অসুস্থতা'—এই শব্দগুলো আত্মার সাথে সম্পর্কিত
নয়। যদি আমি বলতে পারতাম স্থান ও কাল
প্রকম্পিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।
শিয়ালের দেহ ঘুমন্ত সিংহের আত্মা চুরি
করার উপায় ভাবে, কিন্তু সে কখনো ঘুমায় না!
যদিও ঘুমানোর ভান করে। সমুদ্রের ঢেউ তীরে
আছড়ে পড়ে! কারণ সমুদ্র ফেনা ভালোবাসে।
মুহাম্মদের চাঁদ চারদিকে উদারভাবে আলো
ছড়ায়। তোমরা বলবে চাঁদের হাত কোথায়?
তবুও চাঁদ তো নিজেকে সমর্পণ করে। মুহাম্মদ

BanglaBook.org

যদি তার ভিতরের বৈশিষ্ট্য জিব্রাইলকে দেখাতেন
তাহলে কী হত? মুহাম্মদ সীমানা পেরিয়ে
বেহেশতে প্রবেশের সময় জিব্রাইলকে আহ্বান
জানান তাঁকে অনুসরণ করতে। জিব্রাইল বলে,
"আমি ওই বৃক্ষটির পর আর আপনার সঙ্গী
হতে পারব না।" মুহাম্মদ বলেন, "আমাকে যত
দূরে যেতে হবে আমি তো আগে কখনো যাইনি।"
জিব্রাইল : "আমি যদি এখান থেকে দূরে যাই,
তাহলে আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।" এক আত্মার
সাথে আরেক আত্মার এই সংলাপ ছিল বিস্ময়ের
ওপর বিস্ময়! কী করে তারা তাদের বোধ হারাবে?
তারা যা জানতে পারে তার কি কোনো সীমা আছে?
তুলনা করলে অন্যান্য চেতনাহীনতা বিবর্ণ হয়ে
যায়। এটা আত্মাকে পরিত্যাগ করার মতো।
কত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তুমি ধরে রাখবে ওটা?
"জিব্রাইল," তুমি পতঙ্গ বা মোমবাতি নও।
এসব তো ঘুরে ফিরে একই কথা বলার শামিল :
কৃষ্ণ মৃগ সিংহ শিকারের পাঁয়তারা করছে।
শব্দ উপচানো ভিশতির মুখ বন্ধ করো।
যারা এখনো মাটির জ্ঞানের বোধহীন, এ কবিতা
তাদের জন্যে অসম্ভব এক বস্তু। যখন ওইসব
বাড়িতে যাবে তখন সৌজন্যপরায়ণ হয়ো।
তাদের ঐতিহ্যকে সম্মান করো, তারা যা চায়
তাই দিয়ো তাদেরকে। রাঈ'র এক মুসাফির মার্ভের
লোকদের সাথে কথা বলছিল। ফেরাউনের দরবারে
মূসা নম্র ছিলেন। ফুটন্ত তেলে পানির কেটলি
চাপিয়ে দিয়ো না। শান্তভাবে কথা বলো এবং
সত্য নয় এমন কিছু বোলো না। এখনও বিকাল।
BanglaBook.org
কিছুক্ষণ আমাদের চুপ করে থাকা প্রয়োজন।
কথা বলা এমন এক উদ্যানে হাঁটার মতো
যেন আমরা অক্ষর ও আওয়াজ ছাড়াই এ কাজ
চালিয়ে নিতে পারি। এইসব কাহিনি, ছবি ও
আলোচনা যেসবের মাধ্যমে হুশাম ও আমি
আত্মার জীবন প্রদর্শন করেছি সেগুলোকে আমরা
গাধার মাথার মতো কসাইখানা থেকে রান্নাঘর
পর্যন্ত নিয়ে গেছি বয়ে। আরও পরিবর্তন আসতে

দাও। আমি কবিতায় রূপ দিয়েছি শব্দকে, আর
এর মাঝে নির্যাস সিঞ্চন করেছে হুশাম।
না, ওটা ভুল। দুটোই এসেছে হুশামের কাছ থেকে।
'জিয়া-হক', পৃথিবী ও আকাশসহ সূর্য একটি
উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের সাথে এক। হুশাম, আমার
আত্মা যখন তোমার আত্মাকে সম্পূর্ণ চিনতে পারে, তখন
তারা আমাদের এক অস্তিত্বের কথা স্মরণ করে।
আমার আত্মা যখন আংশিকভাবে তোমার
আত্মাকে চিনে সেই পক্ষপাত সত্যকে অবরুদ্ধ
করে। এমন ঘটলে অনেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
৯৮ তম সুরা আবার পাঠ করো, যার শুরু
'লাম-ইয়াকুন'। একগুঁয়েমি ও দ্বৈততা সম্পর্কে
স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আবির্ভূত হওয়ার
আগেই মুহাম্মদ সম্পর্কে নানা শাস্ত্রে উল্লেখ
ছিল। মানুষ জানত তিনি দেখতে কেমন হবেন,
যুদ্ধ ও অসুস্থতায় অনুভব করত তার
উপস্থিতি। মুহাম্মদকে নিয়ে তাদের ভাবনা ও
ভাষা ছিল। তা আসলে কতটা ভালো ছিল?
সবাই চিনতে পারেনি মুহাম্মদকে। তার সাথে
বাস করতে পারবে অনেকের এ ধারণা ছিল।
তারা জানত না যে, মুহাম্মদের প্রকৃত রূপের
ছায়া যদি কোনো প্রাচীরের ওপর পতিত হয়,
তাহলে প্রাচীরের রক্তপাত ঘটবে! এবং এর
আর দুটি পাশ থাকবে না! একটি অস্তিত্বে
কী অদ্ভুত আশীর্বাদ! অন্যেরা যখন মুহাম্মদকে
দেখল তাদের বিস্ময় উবে গেল, আগুনের শিখায়
মেকি মুদ্রা যেমন কালো হয়ে যায়। নকল মুদ্রা
পরীক্ষিত হওয়ার দাবি করে, কী সাহস!
কিন্তু কষ্টিপাথর কোনো ভণ্ড, প্রতারককে নির্ণয়
করতে পারে না। মুখের দাগ লুকিয়ে রাখতে
পারে এমন আয়নাও আছে। পরিহার করো
প্রতারণামূলক প্রশংসা, এবং যদি সম্ভব হয়
তাহলে তোষামোদের আয়না সরিয়ে রাখো।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org